শ্রীগুরু-কথা-প্রসঙ্গ

প্রথম ভাগ

শ্রীপাদরামদাস বাবাজী মহারাজের

শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ উপদেশাবলী

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

জজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কথা-প্রসঙ্গ

প্রথম ভাগ

পরম-ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীশ্রীপাদরামদাস বাবাজী মহারাজের

শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ উপদেশাবলী

শ্রীশ্রীপাদরামদাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির হইতে শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকাতে প্রকাশিত।

প্রকাশক :
শ্রীশ্রীপাদরামদাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাষ্ট-ট্রাষ্টী বোর্ড
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম
পোঃ—আলমবাজার
কলিকাতা-৩৫

ভিক্ষা—পনেরো টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীব্রজগোপাল দাস
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, পোঃ—আলমবাজার।
কলিকাতা-৩৫, ফোন নং : ৫২-২১৩৩
শ্রীকানাই দাস বাবাজী
শ্রীরাধারমণ বাগ, সমাজবাটী,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীগুরু-কথা-প্রসঙ্গ

প্রথম ভাগ।

৭ই ভাদ্র ১৩৫৩ হুগলী।

উদ্ধারের উপায়—বৈকালে মণি বাঁড়ুজ্যে, পাঁচু দা (মোক্তার), ষষ্ঠী দা, রবীন দা, গৌর ডাক্তার দা প্রভৃতি এলেন। বাঁরা বহরমপুরের কীর্ত্তনটি শুনাতে বল্লেন। মণি বাঁড়ুজ্যের খুব ভোগী প্রাণ, খুব ভোগ ক'রলেন। শেষে বল্লেন—সবটা ভোগ হ'ল না—এম্-এ ক্লাসের টাস্ক, যাক্, যখন ঠাকুর ভোগ করাবেন তখন হবে।

বাবা (বহরমপুরের) কীর্ত্তনের গ্রন্থ দিলেন। তিনি বাবার চরণে দণ্ডবৎ ক'রলেন। বাবা বল্লেন 'জয় অবধুত' এই বলিয়া শ্রীপাদ গোপেশ্বর প্রভুর চিত্রপটের দিকে দেখালেন, এবং বল্লেন —যখন কাছে যেতাম কি জানি কেন মাথার ঘ্রাণ নিতেন।

সন্ধ্যা আরতির পর ষষ্ঠীদা বাবাকে প্রশ্ন ক'রলেন—আমাদের উদ্ধারের কি উপায়? বাবা বল্লেন,—বাঁকুড়ার হরিপদ কবিরাজের মারফতে ভক্ত জয়দয়াল মারোয়াড়ীর (কলিকাতা বাঁশতলা গলিতে গোবিন্দ ভবনস্থিত গীতা সভার প্রচারক) বাঁকুড়ার বাড়ীতে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'ল। কীর্ত্তনের পর বল্‌ছেন—"ঝাট্ কেইসে মিল যায় বতাও" তিনবার বল্লেন।

আমি ভাবলাম,—একি ঝাট্‌রে বাবা! যেন প্রশ্নটি ভিতর থেকে ধাক্কা মেরে বেরুচ্ছে। আমার উত্তর এসে গেল,—"আপনারা ত গীতা অনুশীলন করেন, গীতা-বাক্য পালন করা আমাদের মত জীবের পক্ষে সহজ নয়। তবে এক উপায় আছে। যারা পেয়েছে তাদের আশ্রয় নিলে সহজে পাওয়া যায়। ভক্ত-চরিত্র অনুশীলনে ভগবদ্ আজ্ঞা পালনের শক্তি পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর লীলায় শুধু লীলা পাওয়া যায়, কিন্তু গৌরগণের চরিত্র অনুশীলনে গৌরলীলা এবং গৌরকে পাবার রাস্তা দুই মেলে। একথা তিনি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে বল্লেন, ঠিক কথা। এবার থেকে গীতা-সভায় 'ভক্তমাল' পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।" বাবা আর এক দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন। "বাঁকুড়া-ষ্টেশনে বসে আছি, ট্রেন আস্‌তে দু'ঘণ্টা দেরী। জয়দয়াল মারোয়াড়ী তুলে দিবার জন্য দু'জনকে পাঠিয়েছেন। তাদের গীতা কণ্ঠস্থ। আমায় বল্‌ছেন, বাবা! পিপাসা পেলে সমুদ্রের কাছে গিয়ে কি হবে? সমুদ্রের জলে সৃষ্ট মেঘ হ'তে যখন জল পড়ে তখন পিপাসা মিটে—ভগবানের নিকট ভক্তি পাওয়া যায় না, ভক্তের নিকট মেলে।" শুনে খুব সুখ হ'ল। গৌর সমুদ্র, মেঘ গৌরভক্ত। ভগবান্ ভক্তের মধ্য দিয়ে কৃপা করেন। শক্তি দা—তা'হ'লে পরশমণির করুণায় কি পরিচয় পাওয়া গেল?

বাবা—অতীন বোসের প্রশ্ন এবং তার উত্তর—আসে যায় বসে না, এটি বল্লেন এবং আরও বল্লেন,—আধার না থাকায় ভোগ স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভোগ যে হয় না তাতো বলা যায় না, তবে করুণা নাই একথা টেকে না। সোণা—স্যাকরার হাতে পড়লেই কি ঠাকুরের চূড়া তৈরী হয়? অনেক ঘা মার্‌বে, পোড়াবে তবে ত হবে। উদ্ধার কর্‌বে, তবে সময় চাই। পেয়াদার হাতে পড়েছো—হাগো আর মোতো—হুগলীতে নিয়ে যাবে, এ সংকল্প ঠিক আছে। পুনরায় বল্লেন—

প্রসঙ্গে একটু ভোগ হয় না, একথা বল্‌তে পার না। কারণ, ছাড়্‌তে ত পার না—যেটুকু ভোগ হয় সেটি করুণা ছাড়া কি বল্‌বে? তৈলধারাবৎ প্রসঙ্গের মধ্যে থাক্‌লে এ ভোগ ধীরে ধীরে স্থায়িত্বে পরিণত হবে। তাই শুকদেব প্রভু বল্‌তেন,—ওরে নাম ছাড়িস নে। পাপ অনেক দিনের জমা ছিল বেরিয়ে যাচ্ছে।

বাবা মহাপুরুষদের স্বাভাবিক একটি করুণার দৃষ্টান্ত বল্লেন—গুণ্ডিচা মার্জ্জনের পূর্ব্বদিন বাবাজী মশাই (বড় বাবাজী) এবং অতুল প্রভু বসে আছেন। এক বহুরূপী এল। তার উপর নজর পড়ায় বাবাজী মশাইর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল—"এই সাক্ষাৎ চিন্ময় ধাম। এখানে এসে ছলনা ক'রে অর্থ রোজগার, একি দুর্দ্দৈব!" তাকে ধর্‌লেন এবং বাড়ী, জাতি জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

ব্রাহ্মণ জাতি এবং সারাদিনে দুগণ্ডা পয়সা রোজগার করেছে শুনে বল্লেন—তোমার জাতি ব্যবসায়ে কি এ পয়সা পেতে না—ছলনা কর কেন বাবা?" ব'লে নিজে ব্যাকুল হ'লেন। তখন বহুরূপীর প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে গেল। বাবাজী মশাই বল্লেন বেশ (বহুরূপীর) খুলে ফেল,—সে খুলে ফেল্‌লো। তখন গণেশের ছেলে নিতাইকে দিয়ে ক্ষৌরী করালেন। আমরা হঠাৎ কি জন্য গিয়ে পড়েছি। খোল করতালে নাম আরম্ভ করা হ'ল। প্রভুর নিকট দীক্ষা লওয়ালেন, আশ্রমে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এরপর বাবা বল্লেন,—"কাল গুণ্ডিচা মার্জ্জন" এ কথাটি কাণে গেল। "কাল হবে গুণ্ডিচা মার্জ্জন তোমরা যেও নীলাচলবাসী।

শক্তিদা—শ্রীবৃন্দাবনের যুগল-ভজন এবং নবদ্বীপে গৌর-প্রেমরস পাওয়ার পর 'সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল' এ আক্ষেপ থাকে কেন? আসলে বাদ পড়্‌ল কেন?

বাবা—ভক্তির স্বভাব এই। রাধারাণী একদিন সখীদের নিকটে খুব কাঁদ্‌ছেন। অনেকক্ষণ পরে কারণ বল্লেন—আমি কি শ্যামকে ভাল বেসেছি? তবে কেন আমার নামে মিথ্যারোপ করা হয়?

এই অভাব জাগার মধ্যে ঠাকুরের অন্য প্রকার খেলা আছে। সেত মৌজী, ভোগ খুঁজ্‌ছে। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন" সেটি তার খুব প্রিয়। এই অভাব জাগ্‌লে এই ভর্ৎসনা এক সময় আস্‌বে। তাই এই খেলা।

শক্তিদা—সে না হয় রাধারাণীর মত সিদ্ধ কক্ষায় পেলেন। আমাদের ভোগ সরিয়ে দিয়ে তিনি কি সুখ পান ?

বাবা—আশ্রয় শক্তির ছিঁটে ফোঁটা ত জীব ? তবে তার সঙ্গে কেন খেল্‌বে না ? জীবের তরফ থেকে অভিমান সূচক তিরস্কার বাণী কেন তার ভাল লাগ্‌বে না ?

৮ই ভাদ্র ১৩৫৩

রায় বাহাদুর প্রসঙ্গ—আজ বৈকালে শশাঙ্কদা, আশুদার বাড়ী এলেন। ঈদের ছুটি। মণিদা, ফণীদা, ষষ্ঠীদা প্রভৃতি এসে বাবার নিকট বস্‌লেন। বাবা পাঠ কর্‌তে বল্লেন। 'বর্ষাণের কীর্ত্তন', 'সন্ন্যাসের রহস্য কীর্ত্তন' এবং 'জয় শচীনন্দনের' আঁখর পাঠ হ'ল। তারপর 'চরিত-সুধা'। চরিত-সুধার চতুর্থ খণ্ডে 'রায় বাহাদুরের বাগানে অবস্থিতি' হ'তে পাঠ হ'ল। বাবা মাঝে মাঝে কিছু বলেন। রায় বাহাদুর সম্বন্ধে বলেন,—এঁর প্রথমে পরিবর্ত্তন হয় হরিবোলানন্দ ঠাকুরের কৃপায়। ইনি হরিবোলানন্দের সংকীর্ত্তন-তরী ক'রে দিয়েছিলেন। সেই নৌকায় হরিবোলানন্দ ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘুর্‌তেন, যে ঘাটে লোকজন দেখ্‌তেন সেখানে নেমে 'হরিবোল' বলাতেন। তারপর বাবা বলেন,—বাবাজী মশায় (বড় বাবাজী) আস্‌বার ছয়মাস পূর্ব্ব হ'তে আমার ও-বাড়ীতে (রায় বাহাদুরের বাড়ীতে) যাতায়াত আরম্ভ হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রায় শেখরের রচিত গৌরচন্দ্রের উত্তর-গোষ্ঠ কীর্ত্তন কর্‌তাম, - 'জয় জয় ভুবনানন্দ আনন্দ শকতি মিলিত নবদ্বীপে উয়ল'। বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া তিনি (রায় বাহাদুর) বল্‌তেন 'এলে আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন।'

এরপর বাবা বলেন,—রায় বাহাদুরের যে-দিন দীক্ষা হয় সেদিন তাঁর বাড়ীতে মহাপ্রসাদ ভোজনের সময় বড় বাবাজী মশায় বলেন, "ওদের জন্মস্থান ফরিদপুর অঞ্চলে। নানারূপ রান্না জানে।" শাক থোড় মোচার তরকারী পড়ছে আর বাবাজী মহাশয় বল্‌ছেন "এটি আমার প্রভুর প্রিয়।" যখন পিঠা পড়্‌ছে তখন আমি নীলরতনকে (বাবার গুরুভ্রাতা) বল্‌ছি—(সে আমার পাশে বসেছিল) দেখ,—'প্রভুর প্রিয়' 'প্রভুর প্রিয়' ব'লে যে রকম কর্‌ছেন (বড় বাবাজী) ফলে কি দাঁড়ায় দেখ। বল্‌তে বল্‌তে দেখি,—বাবাজী মহাশয় ধনুকের মত হয়ে গেছেন। এরপর বাবা—কাব্যতীর্থের (সখী মায়ের দাদা) মন্ত্রের ব্যাপার আমূল বলেন।

ইঁহার দীক্ষার কথা বাবা বলেন—একবার দিন কয়েক পূর্ব্বে ইনি আসেন। তখন বাবাজী মশায়, নবদ্বীপ দা, আমি কেউ উপস্থিত ছিলাম না। ভাইকে (সখীমাকে) সেদিন শাসন ক'রে গেছেন,—এ তোমাদের কেমন বৈরাগ্য—ভালভাল খাওয়া ইত্যাদি, আজ অন্য কাজে এসেছিলেন। সেদিন ভাইকে বকে এসেছি আজ একবার দেখে আসি সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবো এই হিসাবে এলেন। তখন বেলা ৩৷৪টা হবে। সেদিন গোপাষ্টমী শ্রীখড়দহে শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর বিগ্রহদ্বয়

একত্র বাহিরে একস্থানে যান, নামসংকীর্ত্তন হয়। মন্দিরে ফির্বার সময়ে একা একা ফিরেন। আমরা সকলে ৯টার মধ্যে স্নান আহ্নিক সার্লাম। খিচুড়ী ভোগ সকাল সকাল লাগ্লেন। সেই প্রসাদ পেয়ে নৌকায় উঠা হ'লো। খড়দহে পৌঁছে ঠাকুরের সঙ্গে গেলাম। বরাবর নাম চল্ছে। বাবু জগদীশ বসুর (খুব উচ্চ অধিকারী) লেখা 'পঞ্চরত্ন' তখন বাজারে পাওয়া যায়। তা হ'তে গাওয়া হ'ল। বৈকালে বাবাজী মহাশয় রায় বাহাদুর এবং আর একজন ট্যাক্সীতে আস্লেন, সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে গেলেন। আমরা শ্রীরাধারাণীকে মন্দিরে পৌঁছে দিয়ে ফির্ব—খড়দহের একজন বল্লেন শ্যামকে মন্দিরে পৌঁছে দেবে না ? আমি বল্লাম—রাইকে আমরা আন্লাম, শ্যামকে আনবার আমাদের কি দরকার। একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে আমরা নৌকায় উঠ্লাম। এদিকে বাবাজী মহাশয় রায় বাহাদুরের বাগানে পৌঁছবার পূর্ব্বে কাব্যতীর্থ মহাশয় সেখানে গিয়েছেন। নবদ্বীপ দাদা ছিলেন। দিদির মনের কথা—অতবড় পণ্ডিত, তাছাড়া পাঠের জন্য দু'ভাই একসঙ্গে নবদ্বীপে এসেছিলেন, যদি এপথে আসে কত সুবিধা হয়। (সখীমা ও তার দাদা একসঙ্গে পড়ছিলেন এবং পরে দু'জনাই পাঠ শিখিতে আসিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ দাদাকে দিদি বল্লেন,—দাদা! যদি এর মত ফিরাতে পারেন তবে জানি বাহাদুরী। নবদ্বীপদা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে কথা কইতে লাগ্লেন। দুই ঘণ্টা কথা চল্ল, এর ফলে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এল। তাই, বাবাজী মহাশয় এসে পৌঁছালে ইনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে দণ্ডবৎ-আদি কর্লেন। (এ কথাগুলি বাবা খড়দহ হ'তে ফিরে এসে শুনেছিলেন।)

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের একটু ভাগবত পাঠ হয়েছে, আমরা পৌঁছিলাম রাত্রি দশটায়। দেখ্লাম, হলঘরে দু'জনে বসে আছেন। পাশের ঘরে নবদ্বীপদা প্রভৃতি ছিলেন। আমরা পৌঁছিলে কাব্যতীর্থ মহাশয় বল্লেন, ছেলেরা এসে গেল, একটু কীর্ত্তন হ'লে হত না ? তখন কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্য ছিল। তাই, সকলে মালকোঁচা বেঁধে কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। "নিতাই এনেছে নাম গৌরহরি হরিবোল।" এর আগে যখন আমি ফিরি তখন দিদি আমায় বল্লেন,—"আজ যদি কিছু হয় তবে বুঝি নিতাই কেমন পতিত-পাবন।" কথাটি আমার মনে লাগ্লো, আমি নামকীর্ত্তনে যোগ দিলাম না। কাব্যতীর্থ মশাই যেন মেতেই ছিলেন। নাম আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য কর্তে লাগ্লেন। পঞ্চতত্ত্ব (চিত্রপটের) সম্মুখে নৃত্য কর্তে লাগ্লেন। এসব চিত্রপট রায় বাহাদুর এক ভাস্কর দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন। দেখ্লেই মনে হ'ত যেন কথা কইছে। আমি ফোকাসওলা হ্যারিকেনের আলো পঞ্চতত্ত্বের (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ) উপর ফেলে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি আছি উত্তর দিকে দক্ষিণ দিকে চিত্রপট্ট। খুব কীর্ত্তন হচ্ছে। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় ঘরের পশ্চিম দিকে এলেন। ২ বার ৩ বার কাব্যতীর্থ মহাশয়ের দিকে এগুলেন, আবার পিছন

ফিরে এলেন। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। বুঝি হ'ল না। কিছুক্ষণ বাবাজী মহাশয় চুপ ক'রে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর ভেতরে কাজ চল্‌ছে। খানিক পরে কাব্যতীর্থ মশয় নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে বাবাজী মহাশয়ের সামনে এসে বল্লেন, 'গুরুদেব দয়া কর' যেই তিনবার বলা অমনি ধ'রে মন্ত্র দিলেন। কাব্যতীর্থ মশায় কাঠের মত পড়ে গেলেন। অটলদা পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় তড়িৎ বেগে দক্ষিণ বারান্দায় এলেন, অস্পষ্ট স্বরে কি বল্‌ছেন আর ভীষণ কম্প হচ্ছে। আমরা গিয়ে ঘিরে দাঁড়ালাম। খানিক পরে বাবাজী মশাই মাতালের মত বল্‌তে লাগ্‌লেন 'গোপী' গোপী', তারপর বল্লেন গোপী-প্রেম। তারপর বল্লেন কেউ নিল না, তারপর বল্লেন ভেসে গেল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাবা এরপর হইতে (চরিত-সুধা) পড়্‌তে বল্লেন। ...বাবা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, এসব আমাদের চোখে দেখা। 'কাব্যতীর্থের সংশয় ছেদন' পর্য্যন্ত পাঠ হইল, তারপর বাবা বলেন (মালীর সাপে কাটা সারানো পর্য্যন্ত ঐ অধ্যায়ে ছিল) এসব যেন অতি সহজে কর্‌তেন। নে নে নাম কর, অমনি ধর্‌লেন বেঁচে উঠ্‌ল। অপ্রকটের ঠিক পরেই এরকম দু-একটি হয়েছে।

নামে নিমোনিয়া রোগীর আরোগ্য :—তারপর বাবা হাওড়া কাসুন্দিতে ভবতোষদার ব্যাধি মুক্তির কথা বল্লেন।

বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের দুই বৎসর পর কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম হচ্ছে। হাওড়ার ও-অঞ্চলটি সব প্রভুপাদ শ্রীঅতুল গোস্বামীর শিষ্য। কোথাও অষ্টপ্রহর হলে নিজেরাই অষ্টপ্রহর কর্‌তো। বৈকাল ৪টা বেজে গেছে তবু কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কিছুপরে নরেশ দত্তের ভাই পরেশ দত্ত এল। ভারী বিশ্বাসী প্রাণ। আমি বল্লাম, কই প্রভুর শিষ্যদের কাউকে দেখ্‌ছি না কেন? পরেশ দত্ত বল্ল, নেড়া মাথা ভাঙ্গবে। আমি—মাথা ভাঙ্গার কি হ'ল? পরেশ—ভবতোষের ডবল নিমোনিয়া! ওরা সব নাম আরম্ভ করে দিয়েছে। যদি কিছু হয় অর্থাৎ না বাঁচে নেড়া মাথা ভাঙ্গবে। কথা শুনে আমার প্রাণে ধাক্কা লাগল, সত্যই ত? একবার এর পূর্ব্বে ভবতোষের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর কর্‌তে গিয়ে ঢিল খেতে হয়েছে। সন্তোষ ভবতোষ দু'ভাই খুব ভাল প্রাণ। অতুল প্রভুর শিষ্য।

পরেশ দত্ত—একবার যেতে হবে। আমি—কি করে যাব, এখানে লোক নাই, পণ্ডিত মশাই ছাড়্‌বেন কি? পরেশদা—না না, যেতেই হবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে হাজির হবে। গেলাম, গলির মধ্যে ঢুকে শুন্‌তে পেলাম যে, ষোল আনার উপর আঠারো আনা প্রাণ দিয়ে প্রভুর শিষ্যেরা নাম কর্‌ছেন। তুলসী মঞ্চটি ঘিরে ঘিরে (এখনও মঞ্চটি আছে) নাম হচ্ছে আমি নামের কাছে দণ্ডবৎ ক'রে ঠাকুরের কাছে জানালাম, যেন নেড়া মাথা ভাঙ্গে না, উপরে গেলাম। দেখ্‌লাম ভবতোষের অবস্থা ভাল নয়। সেদিন ডবল নিমোনিয়ার ১২ দিন শেষ সীমায় পোঁচেছে, জ্বর ১০৩ ডিগ্রী, এমন কথা কইছে যে কাণ পেতে শুন্‌তে হচ্ছে। পরেশ দত্ত গিয়ে রোগীর বাম

পাশে বস্‌লো এবং রোগীর একটি হাত ধর্‌লো, আমায় বল্লো দাঁড়িয়ে কেন বসো। আমি— কোথা? পরেশ দত্ত— ডান দিকে বসো, বস্‌লাম। তখন বল্লে শুধু বস্‌লে কেন? হাতটা ধরনা। ধর্‌লাম। প্রার্থনা ভিতর হ'তে আস্‌তে লাগ্‌লো। আধ ঘণ্টায় কাজ হ'লো।

রোগী উঠে ব্যাণ্ডেজ খুল্‌তে লাগ্‌লো। অশ্রু কম্পে শরীর ভরে উঠ্‌লো। রোগী 'নিতাই' 'গৌর' নাম কর্‌ছে— যেন ছাদ ফেটে যায়। এর কিছু পূর্ব্বে কাণ পেতে কথা শুন্‌তে হচ্ছিল।

কিছু পরে বল্‌ছে আহ্নিক কর্‌বো। বস্‌লো আহ্নিকে। অতুল প্রভু এবং বাবাজী মহাশয়কে প্রত্যক্ষ দর্শন কর্‌ছে—এরূপ কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। তারপর বল্‌ছে, কিছু খাবো। পরেশ দত্ত— প্রসাদী কি আছে নিয়ে এসো। কে বল্‌ল, 'সকাল বেলার ঠাণ্ডা দুধ প্রসাদ আছে। পরেশ দত্ত যেন কি রকম হয়ে গেছে। বল্‌লো—প্রসাদ কি কখন ঠাণ্ডা হয়, নিয়ে এসো। রোগী খেল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে রোগের কোন লক্ষণ নাই। বলে, নীচে নামের কাছে দণ্ডবৎ কর্‌বো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নাম্‌লাম এবং রাস্তায় বেরুলাম। পরেশ দত্তকে বল্‌লাম, ভাই চল, এই বেলা সরে পড়ি। কি জানি এখন আমরা হাত ধরে ছিলাম ব'লে এইবার ধর্‌বে যে আমরা ভাল করে দিয়েছি। চল ভাই পালাই। এর দু'দিন পরে খবর পেলাম যে ভবতোষ পাড়ায় এক অষ্টপ্রহরে 'মালসা ভোগ' পাচ্ছে!

নামে ঘর ঘামিয়াছিল—ইহার পর বাবা কাসুন্দি গ্রামে ঘর ঘামার কথা বলেন,—

তখন অগ্রহায়ণ মাস। ভবতোষের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর। অতুল প্রভুর হিসাব, ঠিক ঠিক সন্ধ্যা বেলাতেই শ্রীঅধিবাসের পূজা আরম্ভ হবে। আমি অন্যত্র মহোৎসব সেরে বেলা ৪।৫টায় এসেছি। প্রভু বসেছিলেন, আমায় দেখে বল্‌লেন,—এত বেলা হ'ল যে? যাক্ কীর্ত্তনে বসা হ'ল। দরজা বন্ধ ক'রে নাম হচ্ছে। প্রভু যতক্ষণ ছিলেন একটু সংকোচ লাগ্‌ছিল। একটু পরে প্রভু উঠে গেলেন। প্রভু উঠে যাওয়ায় নিঃসঙ্কোচে নাম চল্‌লেন। মাতন উঠ্‌লো 'পাষাণ গলানো গোরা' এই আঁখরে তখন পুরীতে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিহ্নটি সাম্‌নে আস্‌ছেন, আর 'নিতাই পাগল করা গোরা' বল্‌তে ভোগ হচ্ছে—মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর খুব উন্মাদ হয়ে চলেছেন, আর নিতাই পিছনে পিছনে কমণ্ডলু নিয়ে যাচ্ছেন। মাতন খুব চলেছে। কিছুক্ষণ পরে বুঝ্‌লাম— আলোটি নিভে গেল। ওরা আলো জ্বাল্‌তে গেলে আমি মানা কর্‌লাম। আমার মনে হলো— বন্ধ ঘরের মধ্যে আলোটা কেন হঠাৎ নিভে গেল? কিছু রহস্য আছে নিশ্চয়ই। দু'ঘণ্টা পরে যখন দরজা খোলা হ'ল তখন দেখা গেল ঘর জলময়। আমাদের কাপড় চোপড় ভিজে গেছে। উপর থেকেও টপ্ টপ্ করে জল পড়্‌ছে। অবিনাশ দা বল্‌লেন—কীর্ত্তনের সময় আপনি চোখ বুজে বসেছিলেন; আমি দেখ্‌লাম যে, দুইবার অপূর্ব্ব জ্যোতি ঘরের মধ্যে খেলে গেল।

তারপর বাবা বলেন—বাবাজী মশায় (বড় বাবাজী) প্রকট থাকতে সিউড়িতে ঘর ঘেমেছিল। সিউড়িতে হরিদাস বসুর (বোলপুরের উকিল) [বসুরামানন্দ-বংশীয়] বাড়ীতে আমরা গিয়েছি। সঙ্গে কামাখ্যা দাস বাবাজী প্রভৃতি আছেন। পাঠক রামদাস বাবাজীর এক মাসের পাঠ দেওয়া হয়েছে। (ইনি ব্রজেন পাঠকের ঠাকুর দা, এর নিকট প্রাণগোপাল প্রভু চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করা শিখেছিলেন।) 'শ্রীসনাতন শিক্ষা' পাঠ হচ্ছে। পাঠ কিন্তু খুল্‌ছে না। কেবল দুর্ল্ভ দুর্ল্ভ চল্‌ছে—নামের মহিমা মোটে আস্‌ছে না। বাবাজী মশাই পাঠে আসেন না, সামনে নিকটস্থ মাঠে চলে যান, হয় উদ্যানে নয় মাঠে এক বটগাছের তলায় বসে থাকতেন—বসে দুম্‌কার পাহাড় দেখ্‌তেন। সেই স্থানে পারশ নিয়ে যাওয়া হত। পাঠ শেষ হবার কিছু পূর্ব্বে এসে হাজিরা দেন মাত্র।

একদিন সকাল বেলায় ঘরে আমরা নাম কর্‌ছি, বাবাজী মশাই ছিলেন না, ঘরের সামনে একটি দরজা, পিছনে দুটি জানালা, কীর্ত্তনে একটু উল্লাস আস্‌ছে। তারপর মুখ দেখাদেখি হওয়ায় সে উল্লাস ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাই দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, খুব মাতামাতি। আড়াই ঘণ্টা পরে দরজা জানালা খুলে দেখা গেল যে, ঘর ঘেমে জল পড়্‌ছে। এতে নামের মহিমা খুব ভোগ হয়েছে। (অদ্যাবধি সে ঘর তারা ব্যবহার না ক'রে সেই স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে) একথা আনন্দ ক'রে রামদাস বাবাজীর নিকট বল্লাম। তিনি বারান্দায় বসে কীর্ত্তন শুন্‌ছিলেন, আমার কথা শুনে বলেন,—হাওয়া বন্ধ হ'লে ওরকম হয়।

আমার প্রাণে খুব লাগ্‌ল। আর এক ধাক্কা খেলাম কীর্ত্তনে নিতাইগুণ গাইতে গাইতে। "নিতাই অনঙ্গ মঞ্জরী" (আজকাল যা দিচ্ছেন তা তখনও আসেনি) এইমাত্র বলা হয়েছে, অমনি রামদাস বাবাজী বল্লেন,—কোথায় আছে? এতে খুব ধাক্কা লাগ্‌লো। সকলেই 'পালাই পালাই' করিতে লাগিলেন। বাবাজী মশাই'-র উপর আমার খুব অভিমান চল্‌ছে। প্রসাদ পেতে যাইনি —উনি প্রসাদ পেতে পেতে খুঁজেছেন। শুনেছেন যেন, আমার শরীর ভাল নাই, তাই প্রসাদ পেতে যাইনি—বুঝ্‌তে পেরেছেন, তাড়াতাড়ি প্রসাদ পেয়ে উঠে নিজ-ঘরে আমায় ডাকতে পাঠিয়েছেন। আমি যাইনি। তখন নিজে এসেছেন—এসে ডাক্‌ছেন। সাড়া দিব কি কান্না এসে গেছে। দরজা খুলে ভেতরে এলেন। সামনে বাবাজী মশাইকে দেখে আমি 'ভেউ ভেউ' ক'রে খুব কেঁদে ফেলেছি। বল্লাম,—'ছোটবেলা হ'তে সম্পত্তি 'নিতাই গৌর'। তা যদি প্রাণ ভরে না বল্‌তে পারি তবে তোমার সঙ্গে থেকে কি লাভ? আমি চলে যাবো।

তখন বল্‌ছেন—কি কর্‌বো ভাই, কি যে নিতাই চাঁদের ইচ্ছা—এত বড় পাঠক নিয়ে আসা হ'ল, কোথায় খুব আনন্দ হবে, কিন্তু!......

তখন দুমকায় যাওয়া ঠিক হ'ল। মৌড়েশ্বরে এক মৌনী বাবা ছিলেন। তাঁর এক কামধেনু ছিল, কিছু গ্রহণ কর্‌তো না, একেবারে নির্ভর। মৌড়েশ্বর বন থেকে হাঁটা। ভয় সঙ্কুল পথ।

বেলা ৯।১০টায় এক গ্রামে যাওয়া হ'ল। কেউ আমল দেয় না। তারা বাবাজীর চেহারা আগে দেখেছিল ব'লে মনে হয় না। যেই শিবের নিকট আরম্ভ করা হ'ল—'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম গৌরী শঙ্কর সীতারাম' অমনি তারা সকলে এসে কি করবে পথ পায় না। একটা স্কুল ঘর পরিষ্কার ক'রে থাকা হ'ল। তার পরদিন যখন আমরা চল্লাম, তখন সকলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আধ মাইল পথ সঙ্গে এল। তুমকায় যাওয়া হ'ল। 'আবার বল হরিনাম আবার বল' এই নামে ২ ক্রোশ রাস্তা নগর সংকীর্ত্তন সেখানে হ'ল। মুসলমান কোচোয়ানরা আলো ধরেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নাচ্‌ছে।

নামে বজ্রাঘাত হ'তে রক্ষা - ইহার পর বাবা কটকের প্যারীবাবুর পুত্র মদনের (বর্ত্তমান ইনি রাসবিহারী মঠের মহান্ত) বজ্রাঘাত হ'তে বাঁচানর কথা বলিলেন।

ছেলে স্কুল থেকে এসে অটল সঙ্গে খাবার খেয়েছে। খাবার খেয়ে বাইরে খেল্‌তে গেছে। এমন সময়ে বাজের আওয়াজে মদন ভয়ে রাস্তার ধারে এক বাড়ীতে ঢুকুল—সেই বাড়ীতে 'বাজ' পড়ল। উপর তলার ঘরে দু'জন ছিল। তারা শেষ হয়ে গেল। মদন নীচে ছিল। মাটির সংস্পর্শে থাকায় শক্ লাগ্‌ল এবং মরণাপন্ন হ'ল, রং কালো হয়ে গেল। মদনের মা সে সময় বলে উঠ্‌লেন অটল। মদন কোথায় গেল? অটল বল্‌লে এই ত আমরা এক সঙ্গেই প্রসাদ পেলাম। এইমাত্র বাহিরে গিয়েছে।

বোধ হয় কপিল খুঁজে খুঁজে বের কর্‌লো। রং কালো হয়ে গেছে তবে মুখের ভাব মদনের বলে স্থির ক'রে খুঁজে বাড়ীতে নিয়ে এল। চেনা যায় না। মা ত কেঁদে আকুল হলেন। কপিলকে (বোধ হয় চাকর ১২।১৩ বৎসর বয়স) আমাদের খান্নগরের বাসস্থানে খবর দিতে পাঠিয়েছেন, আমি তখন সবে বাইরে যাচ্ছি। ২।৩ দিন প্যারীবাবুর বাড়ী যাইনি—একবার দেখে আসি। তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়্‌ছে। দেখি কপিল ছুটতে ছুটতে আস্‌ছে। কি খবর? কপিল বল্‌লো,—ছোট বাবুর উপর বাজ পড়েছে। (উড়িয়া ভাষায় বল্‌লো) বাবাজী মশায় কোথায়? তখন বাবাজী মশায় শৌচ হ'তে এসে হাত মাটি কর্‌ছেন আমি দেখিয়ে দিয়ে চল্‌লাম। গিয়ে দেখি যে, অটল দা এবং ৩।৪ জন নাম কর্‌ছেন আর গোবিন্দের পাশের বারান্দায় মদন শোয়ান আছে। আমি গিয়ে নামে যোগ দিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মশাই এলেন। প্যারীবাবুর ছেলে দুর্গাবাবু গাড়ী পাঠিয়েছিলেন বাবাজী মশাই এসে একটু পরীক্ষা কর্‌লেন বল্‌লেন একে ডাক্তার দিয়ে ব্যাটারী কর্‌তে হবে। প্যারীবাবু খুব ভক্তিমান্। তিনি বল্‌লেন ডাক্তার ডাকান আমার হয়ে উঠ্‌বে না। অত পয়সা আমার নেই গোবিন্দের কাছে ফেলে দিয়েছি যা কর্‌তে হয় করুন। ২।৩ বার বলা সত্ত্বেও প্যারীবাবু যখন ডাক্তার ডাকাতে সম্মতি দিলেন না তখন বাবাজী মশাই না, না, না, ডাক্তার ডেকে কাজ নেই এই ব'লে নিজে মদনের হাত ধ'রে আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়ে (বেটারী) শক্তি দিতে লাগ্‌লেন। আমাদের জোর ক'রে নাম কর্‌তে বল্‌লেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে মদনের রং ফিরুল, উঠে দাঁড়াল।

দু'দিন পরে ওপাড়ায় প্রসাদ পেতে গিয়েছি। কটকের কৃষ্ণকে বল্‌ছি চল যাই মদন কেমন আছে দেখে আসি। কৃষ্ণ বল্‌ল—মদন বাজারে বেড়াচ্ছে। জন্মাষ্টমীর সময় এসব ঘটনা। এই ঘটনার পর আমি কলকাতায় চলে আসি।

শ্রীধাম নবদ্বীপ হরিসভার গৌর—শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন—নেহাল চাঁদের নাম নবদ্বীপে সবাই জানতো, ইনি যদিও বাউল সম্প্রদায়ের তবুও গৌরে খুব নিষ্ঠা। একবার নবদ্বীপে বৃষ্টি হয় নাই। বুড়ো নেহাল চাঁদের প্রভাব সকলে জানে। তাঁকে গিয়ে ধরল। তিনি বল্‌লেন আমি কি কর্‌ব? বিশেষভাবে ধর্‌লে তিনি হরিসভার ফটকে ঢুকেই বাঁপাশে একটা কদম গাছ ছিল, সেই কদমতলায় দাঁড়িয়ে তিনবার তর্জ্জনী আঙুল তুলে "হা গৌরাঙ্গ" বল্‌লেন অমনি মেঘ এল, বৃষ্টি হ'ল। এই নেহাল চাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্‌লেন মথুরানাথ পদরত্ন (ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পুত্র)। বিদ্যারত্ন মহাশয় অবধূত মহারাজের শিষ্য। ছেলে মথুরানাথ খুব পণ্ডিত এবং গুণবান্‌। এমন ছেলে বৈরাগীর নিকট মন্ত্র নিল দেখে বুড়োর (বিদ্যারত্ন মহাশয়ের) মনে সর্ব্বদা ক্ষোভ। একদিন বিদ্যারত্ন মহাশয় রাত্রি ১।২ টার সময় গঙ্গা পার হয়ে আস্‌ছেন। পোড়ামা তলায় গৌর দর্শন দিলেন। ঠাকুরের কি ভঙ্গী এক ভাস্করকে দর্শন দিলেন, দিয়ে বল্‌লেন—আমার বিগ্রহ কর্‌তে হবে, বিদ্যারত্নের বাড়ী যা। যেমন হাতে আস্‌বে তেমনি ক'রে দিবি। বিগ্রহ প্রকাশ পেলেন। ছুটে যাওয়া মূর্ত্তি। মাথা আর চরণের ব্যবধান প্রায় দেড় হাত। এমন সুন্দর দর্শন প্রায় দেখা যায় না।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্র শিতিকণ্ঠ গোস্বামী প্রভু জগদ্বন্ধুর নিকট মন্ত্রের কাগজ পেলেন। অপূর্ব্ব ভক্তি স্বভাব, লেখা পড়ার দিকে গেলেন না। বাবাজী মশাই (বড় বাবাজী) অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁকে বলেছিলেন তোমায় কোথাও যেতে হবে না গৌরকে সেবা কর। পূজারী দিয়ে সেবা আরম্ভ হ'ল—একদিন পাড়ায় এক ব্রাহ্মণের মেয়ে স্বপ্ন দেখেছেন,—ভোরবেলা একজন এসে বল্‌ছেন—আমার ক্ষুধা পেয়েছে খেতে দাও। মেয়েটি বল্লে তুমিনা হরিসভার গৌর? তিনি বল্লেন হাঁ (স্বপ্ন দৃষ্ট) শিতিকণ্ঠ আমায় ক'দিন খেতে দেয়নি।

মেয়েটি ভোরবেলায় শিতিকণ্ঠ গোস্বামীর নিকটে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বল্‌ল। শিতিকণ্ঠ গোস্বামী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাবাজী মশাইর নিকট এলেন। বাবাজী মশাই শুনে বল্‌লেন আমি তো বলেছিলাম তোমায় কোথাও যেতে হবে না। তারপর বাবা বলিলেন—নবদ্বীপে গিয়ে হরিসভার গৌর দর্শন না কর্‌লে আমার যেন নবদ্বীপ যাওয়াই হয়নি মনে হয়। ঝুলন প্রভৃতি দিনে কত প্রকার সাজান হয়, কিন্তু যে ভাবেই সাজাওনা কেন মেয়ে ভাব ফুটে উঠ্‌বে, "রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত" যেন মূর্ত্তিমান্‌। শক্তিদাকে বলিলেন--নবদ্বীপে গিয়ে একবার হরিসভার গৌর দেখে এস, আর একলা নিতাইকে দেখে এস।

একলা নিতাই :- একদিন শশাঙ্কদা (বুধুরী হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার এম, এ, বি,টি) ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের উৎসবের সময় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দর্শনে বাহির হয়েছেন। যেস্থানে ভেট নাই এমন কয়েকটি দেবালয়ে হেঁটে হেঁটে দর্শনে যাচ্ছেন সুতরাং শশাঙ্কদার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করিবার অসুবিধা হইতেছে না। একলা নিতাইয়ের বাড়ীতে গিয়া শশাঙ্কদার মনে হইল একলা কেন ? যেদিন কীর্ত্তনে বাবাজী মশাই আঁখর দিলেন—"একলা নিতাই গৌর ছাড়া, নিতাই গৌরের বুক জোড়া" তখন সন্দেহ মিটে গেল, 'নিতাই' গৌরের সঙ্গেই আছেন একলা নেই।

৯ই ভাদ্র ১৩৫৩

সকালে শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরে দর্শনে গিয়াছেন সঙ্গে আনন্দদা, শশাঙ্কদা আছেন। মন্দিরের মহান্ত তখন গোদোহন ক'রে আস্‌ছিলেন, গায়ে গোবর লেগে আছে দেখে বাবা বল্‌লেন--একটি লীলার কথা মনে হচ্ছে, ছেলে (কৃষ্ণ) বাগানে (গোষ্ঠে) গিয়েছেন। বৎসদের সঙ্গে সঙ্গীদের নিয়ে খেলায় মেতে গেছেন, কিছু হুঁস নেই এদিকে ফিরে আস্‌বার সময় অতীত হয়ে যায় দেখে 'মা' মহাব্যস্ত। লীলাশক্তি বিচার কর্‌লেন মায়ের ভাবনা দূর করতে হবে, ছেলেরও সময়ে খাওয়া ঘটাতে হ'বে। কাজেই এ-মাতামাতি ভাঙ্গতে হবে। তখন দেখ্‌লেন যে বৎসাসুরের কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাকে আকর্ষণ কর্‌লেন। বৎসাসুর এসে বৎসদের তাড়া দিয়ে ছত্র-ভঙ্গ করিয়ে দিয়ে লীলাশক্তির সমাধানের রাস্তা করে দিল। এদিকে সেই মাতামাতি খেলা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বলরামের স্বাভাবিক ছেলের মত রাগ হল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'মেরে ফেল'। যেই না একথা মুখে আসা অমনি ঈশ্বর-শক্তি নিজ সেবার সুযোগ পেয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটাল। লীলাশক্তির নিকট ঈশ্বর শক্তি আস্‌তে পারে না, এখন সেবার সুযোগে আস্‌তে পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্‌ল।

স্নানের সময় বাবা গোপালদাকে বল্‌লেন,—চুপ ক'রে বসে থাক্‌লে চল্‌বে ? উৎসবের জন্য একটু চেষ্টা করাও দরকার, অবশ্য যেরকম কাল পড়েছে (হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা) তাতে কাউকে যেতে বল্‌তে সাহস হয় না। তবে ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু হয় কর্‌লে হয় তখন স্থির হ'ল গোপালদা এবং ছোট মদনদা কলিকাতার মধ্যে নিরাপদ স্থান দেখে ভিক্ষা কর্‌বেন, এবং কিশোরীদা রামকৃষ্ণ-পুর, শিবপুর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষা করিবেন। দুপুরবেলা কিশোরীদা আসিয়া বলিলেন,—গোপাল আজ যাবে না বলেছে ; আজ বুঝি অশ্লেষা, আমি যাব ? বাবা বলিলেন,—কাকে বল্‌ব বল ? নিজে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। এমন দিন কেটেছে যখন বার, ক্ষণ দেখবার সময় হয়নি, শুধু লক্ষ্য ছিল অষ্ট প্রহরের দিকে। সপ্তাহে তিনটা অষ্টপ্রহর কর্‌তে হবে। এখন নিজের মন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। নবদ্বীপে গুরু দর্শনে যাব তাতে বার, কাল বিচার করেছি। গুরু দর্শনের চেয়ে বার, কালের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অমুক বাড়ীর অষ্টপ্রহর-ই এক বছরের মধ্যে হল না, অমুক মাস অমুকদিন চাই। আমি বলে ফেলেছি তোমরা "নামের" চেয়ে বার কালকে

প্রাধান্য দিচ্ছ তোমাদের এখানে নাম হ'য়ে উঠ্‌বে না। দীক্ষা নেওয়া ব্যাপারেও অনেকে পাঁজিকা দেখে দিন ঠিক করে, এতে দীক্ষাকে ছোট ক'রে তিথি নক্ষত্রকে বড় করা হয়। কিশোরীদা বল্লেন—তাহলে কি করব ? বাবা যা ভাল হয় কর। কিশোরীদা ভিক্ষায় গেলেন।

শ্রীমৎজ্ঞানানন্দ স্বামীর কথা ঃ—সন্ধ্যার পূর্ব্বে এবং পরে বাবা প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—জ্ঞানানন্দ স্বামী, এঁর জীবনে কোন সাধনের ক্রম পাবে না। অল্প বয়সে পিতা মাতার প্রাপ্তি হ'লে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে অংশীদারেরা ওঁকে ফাঁকি দিতে চাইলে উনি চুপ করে থাকেন, কাউকে কিছু বলেন না একদিন বিডন্ স্কোয়ারে একান্ত শরণাপন্ন হয়ে বসেছিলেন, একজন মহাপুরুষ মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লেন কি বাচ্চা কি ভাব্‌ছিস ? কোন চিন্তা নেই, এই ব'লে মন্ত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'সমাধি'—সমাধি ভঙ্গের পর সেই পুরুষকে দেখ্‌তে না পেয়ে খুব ব্যাকুল হলেন. তখন সেই মহাপুরুষ আবার দর্শন দিলেন এবং আশ্বস্ত ক'রে বল্‌লেন দরকার পড়্‌লে ডাক্‌লেই—দেখা পাবে। এঁর আশ্রম বালিগঞ্জ মনোহরপুকুরে। গোবিন্দানন্দ বাবাজী মশাইর সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন, ইনি জ্ঞানানন্দ অবধূত মহাশয়ের শিষ্য, আহিরীটোলায় বাড়ী। নিমাই সন্ন্যাসের ভিক্ষুর পাঠে কমিক এক্টর। প্লে কর্‌তে কর্‌তে মন পরিবর্ত্তন হয়। এর সঙ্গে মনোহর-পুকুরে যেতাম, দেখেছি মায়ের নাম আরম্ভ হল স্বামিজী সমাধিস্থ হলেন। আবার নিতাই গৌর নাম করাতেও সেই রকম অবস্থা। একদিন সঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে গিয়েছি, আমাদের যাবার পূর্ব্বে মায়ের নামে শুনে তো ভোঁ হয়ে বসে আছেন। একটু প্রকৃতিস্থ না হলেও নাম আরম্ভ কর্‌তে পারি না। আধ ঘণ্টা পরে তিনি চোখ খুল্‌লেন। আমরা তখন আরম্ভ করে দিলাম। কীর্ত্তন শুনে আবার সেই অবস্থা, এ সব চোখে দেখা, যে কোন 'নাম' হলেই হল।

শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর কথা—শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" ইনি ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন।

নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর আচরণে এবং কথায় এর মোড় ফির্‌ল। ফলে ব্রাহ্ম-সমাজে যাঁরা স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন সকলে এ পথে আস্‌লেন। তাঁদের নিয়ে ইনি ১৩০০ সালে নবদ্বীপে জন্মোৎসব দেখে ফাল্গুন মাসে বৃন্দাবনে গেলেন, প্রেমানন্দ ভারতীও সদলে গিয়েছিলেন, আমি ১৩০১ সালে শ্রাবণ মাসে যাই। তখন ভারতী মহাশয় ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমায় গিয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোঁসাইজী থাক্‌তেন লুই বাজারে যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামীর বাড়ীতে, আমি একদিন পুরাণ সহর হ'তে মদনমোহন দর্শন ক'রে কেশীঘাটে যাচ্ছি, দেখি যে শা জীর মন্দিরের সম্মুখে গোবিন্দ বাজারের নিকট ফাঁকা জায়গাটায় ওঁরা (গোঁসাইজীর ভক্তগণ) 'নাম' কর্‌ছেন। সেদিন কালাবাবুর কুঞ্জে ওঁদের নিমন্ত্রণ ছিল। কৃষ্ণদাসের গান হবে তাই সেখানে যাবার জন্য নাম নিয়ে বেরিয়েছেন।

দেখ্‌লাম নামে তেমন বিকাশ নেই, তারপর দেখি বুড়ো নামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তর্জ্জনী অঙ্গুলিটি তুলে অতি মৃদুস্বরে হরিবোল ব'লে ঘুরোলেন অমনি ৬০ জন সঙ্গী ৬০টি মাতাহাতীর মত হলেন। এত আস্তে "হরিবোল" বলায় যদি এই হয়, না জানি জোর ক'রে বল্‌লে কি হ'ত। প্রায় তিন কোয়াটার এমনি মাতামাতি কীর্ত্তনের পর পূর্ব্ববৎ হরিবোল ব'লে নামের শক্তি সম্বরণ করে দিলেন। দিবার এবং নিবার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

তারপর কালাবাবুর কুঞ্জে গিয়েছেন—সেখানে কীর্ত্তনে খুব মত্ত হয়েছেন, এমন সময় পেশাদারী বায়েন গৌরদাস খোল বাজনা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। গোঁসাইজীও বাজাও ব'লে খোলের উপর এক চাপড় দিলেন, অমনি খোল ভেঙ্গে গেল, তাই ওঁকে খোল ভাঙ্গা বাবাজী বলে অনেকে। সেই হতে খোল ভাঙ্গা বাবাজীকে বৃন্দাবনে ভয়ে কেউ নিমন্ত্রণ কর্‌ত না—বৃন্দাবনে আমি প্রতিদিন গোঁসাইজীর দেখা পেতাম। বৃন্দাবন পরিক্রমার পথে 'মুনিজীর চটি' পড়ে। বিখ্যাত তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর (যাহাতে বঙ্কুবিহারী প্রকট হন) এখানে সমাধি আছে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের যতকিছু উৎসব সব এখানে হয়। মুনিজীর চটির পাশে যমুনার উপরে ছত্রী ছিল। স্থানটি বড় নির্জ্জন। গোঁসাইজী প্রতিদিন কুলদা ব্রহ্মচারী এবং অশ্বিনিবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বাহির হয়ে শেঠের বাড়ীর পাশ দিয়ে এখানে এসে বস্‌তেন। আমি ছত্রিশ রাজগড় কুঞ্জ হ'তে প্রতি বৈকালে যমুনায় স্নান কর্‌তে যেতাম এবং উচ্চৈঃস্বরে গান গাইতাম। তিনি আমায় ডেকে ডেকে পাঠাতেন, জিজ্ঞাসা কর্‌তেন, কি আদেশ (জগদ্বন্ধু প্রভুর)? কি রকম কি কর্‌ছ? গোবিন্দ মন্দিরের সম্মুখে তখন রজ খুব। গরু অনেক চর্‌তো। গোঁসাইজীর শিষ্যেরা সেখানে গরুদের নিয়ে সকলে একবেলা রজে ছুটোছুটি কর্‌তেন, সে এক সময় গিয়েছে, চারিদিকে মহাপুরুষময়। শুনেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ১৩০০ সালে নবদ্বীপ এসেছিলেন। আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। প্রশ্ন, এখন কি সব লুপ্ত?

বাবা উত্তর কর্‌লেন, তা নয়। তবে গা ঢাকা, ধরা কঠিন। বরদা দত্তের হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে বাড়ী ছিল। হুগলীতে বাস। হুগলী হ'তে ১৩০০ সালে ধুলোটের উৎসব দেখ্‌তে যাচ্ছেন অন্নদাবাবু বরদাবাবুকে বল্‌লেন—যাচ্ছ তোমার নিতাইচাঁদের দর্শন মিল্‌বে। সেই ষ্টিমারেই প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন। তাঁর দর্শন পেয়ে বরদাবাবু বল্‌লেন—নিতাইর দর্শন হয়ে গেল।

জগৎসেন ডাক্তার কর্ত্তাভজার এক শাখায় ছিলেন। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বের হয়ে পড়েন অর্থাৎ তাঁর খুব নাম হয়, এ কর্ত্তাভজাদলের লোক হিসাবে। এঁদের গুরুর সঙ্গে এঁদের প্রসঙ্গে বস্‌বার নিয়ম—যিনি প্রসঙ্গ কর্‌বেন তিনি মাঝখানে বস্‌লেন, তাঁকে ঘিরে চারদিকে সকলে বস্‌বেন। সেই প্রসঙ্গকারীর কোন ভোগ এল অমনি সে ভোগ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হল।

এমন সময়ে একটি ছেলে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—সে কি করে হয়?

বাবা—মেস্‌মেরিজম্‌ দেখেছিস্‌?

ছেলে—না।

বাবা—এরা কি তোদের বসে, ওরা আনুগত্য নিয়ে বসে।

রামকৃষ্ণপুরে ওদের (বরদা দত্তের) বাড়ীতে আমি গিয়েছি, আমি বসেছি, বরদা বাবু বল্‌লেন "দেখ, দেখ্, গৌরগণ" অমনি সকলে রাঙ্গা হয়ে গেল।

একবার ওদের বৈঠকে গিয়েছি, যা জানি একটু খোল বাজালাম, সব মেতে গেল।

বরদা বাবুর প্রাপ্তি অদ্ভুত—প্রাপ্তির পূর্ব্বে বল্‌ছেন "ঐ খোল বাজ্‌ছে ঐ কীর্ত্তন ধ্বনি আস্‌ছে" বরদাবাবুর অন্নদা বাবুরও প্রাপ্তি অদ্ভুত। সংকীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে দেহান্ত হয়। এ ঘটনা বাকচরে একবার হয়েছিল।

প্রভুর এক ভক্তের কীর্ত্তনের মধ্যে দেহান্ত হয়। কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে শুয়ে পড়্‌ল। প্রভু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই দিকে তাকিয়ে চলে গেলেন।

বরদা বাবু কি জানি কেন তাঁর ঠাকুরের সেবা বাবাজীদের হাতে দিতে রাজি হন নি। শেষে অনেক কাণ্ডের পর দিলেন। এখন সেবা কর্‌ছেন গৌরদাস বাবাজী। (বাবা তারপর হুগলী থেকে তাঁর বৃন্দাবনে প্রথম যাওয়ার কথা বল্‌লেন।)

প্রথম শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাঃ—প্রভু বনয়ারী নগরে, আমাকে শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আমি একা নবদ্বীপে পালিয়ে এলাম। প্রতাপ ভৌমিককে (বাকচরের নিকট বাড়ী) পরিচালকরূপে দিয়েছেন। চিঠি এবং টাকা নিয়ে হরিসভায় এসে মিলন, **বোধহয় ওখানেই ঝুলন্ দর্শন হ'ল।** তারপর হুগলীতে কান্তিবাড়ীর বাড়ী হয়ে আমায় টিকিট্ কেটে দিয়ে প্রতাপ ভৌমিক গাড়ীতে তুলে দিলেন। হাতরাসে নামলাম্। তখন হাতরাসে হেড্ টি, সি, যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী। অটল নন্দী ষ্টেশন মাষ্টার। কয়েক মূর্ত্তি শান্তিপুর নিবাসী সেখানে কার্য্যানুরোধে ছিলেন। জিরেটের গোবর্দ্ধন প্রভু এবং ফরিদপুরের নবদ্বীপ ঘোষের গুরুকে তাঁরা হাতরাসে রেখেছেন। আমায় দেখে তাঁরা আট্‌কালেন। এইচ্ টি, সি, যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী বাড়ীতে থাক্‌তে বলেছিলেন। হরিদাস গোস্বামীর একজ্ঞাতি-ভাইর (goods clerk) বাড়ীতে থাক্‌লাম, ছয় আনা ভাড়া বৃন্দাবন। এতদূর এসে বৃন্দাবন দর্শন ভাগ্যে হচ্ছে না, তাই দুঃখ। প্রভুকে চিঠি লিখ্‌লাম—"হরি আমার মানস সন্তাপ নাশিতে" ইত্যাদি, 'হরি' স্থানে বন্ধু লিখ্‌লাম। বন্ধু উত্তরে লিখ্‌লেন "বাবুদের কাছে ভাড়া নিয়ে বৃন্দাবন দর্শন ক'রে আবার হাতরাসে ফিরে এস। বৃন্দাবনে গোবিন্দের পুরাণ মন্দিরে থেকো, রামদাসনামে পরিচয় দিও। মাধুকরী করিও"।

মথুরা ষ্টেশনে সন্ধ্যার সময়ে নাম্‌লাম। বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠ্‌লাম। প্রথমে বৃন্দাবনে আসা, শ্রীবৃন্দাবন ষ্টেশনে নেমেছি—অন্ধকার কোথায় যাব ঠিক পাচ্ছি না। এক বুড়ী আমায় বল্‌লেন,—বাবা কোথায় যাবে? আমি—গোবিন্দ-মন্দিরে। বুড়ী, "চল বাবা চল।" পুরাণ মন্দিরের নিকট এসে বল্‌লেন—'এই গোবিন্দের পুরাণ মন্দির। অত বড় মন্দির, মাথা উচু ক'রে

দেখ্‌তে হয়।'—অন্ধকার। এর মধ্যে একা কি ক'রে থাক্‌ব ভাব্‌ছি। তখন বুড়ী বল্‌লেন—"বাবা গোবিন্দ দর্শন কর্‌বে?" আমি—"হ্যাঁ মা সেই জন্যই ত আসা। তখন গোবিন্দ-মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। তখন রাত্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুরের ওলাইবেশ (শয়নোপযোগী উন্মুক্ত অঙ্গশোভা)। এর পরেই রাত্রের ভোগ লাগ্‌বে এবং শয়ন হবে, আমি তন্ময় হয়ে ঠাকুর দর্শন কর্‌ছি, পিছে চেয়ে দেখি বুড়ী নেই। যোগমায়া পৌঁছে দিয়ে সরে পড়্‌লেন। গোবিন্দ-মন্দিরে বসে আছি, গোবিন্দের শয়ন হ'ল।

এক বঙ্গদেশী দুয়ার সেবক আমায় দেখে বল্‌লেন—এখানে কে বসে আছ? 'ভেট্' করেছ? চৈতন্য-ফৌজদারের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি তখন ম্যানেজার। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লে, ভারতী মহাশয়ের পরিচয় দিলাম। তিনি আমার কথা শুনে এক ছড়িদারের বাড়ীতে থাক্‌বার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। রাস্তায় যেতে যেতে ছড়িদার বল্‌লেন—আমার বাড়ীতে থাক্‌বার জায়গা হবে না। তখন গোবিন্দ মন্দিরে ফিরে এলাম, তখন চৈতন্য ফৌজদার মন্দিরের বাবাজীকে বল্‌লেন—ছেলেটা এত রাত্রে আর কোথায় যাবে। কাছারী বাড়ীতে থাক্। প্রসাদ পেয়ে শুলাম। সকালে স্নান তিলক সেরে (গদাধর পরিবারের তিলক) ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা আদি কীর্ত্তন কর্‌ছি, (সঙ্গে মালা ঝোলা, করতাল, ২ খানা কাপড়) প্রসাদ ডেকে খাওয়ালেন এবং বাবাজী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন মাধুকরী করেছিলে? বল্‌লাম—না (কি মাধুকরী জানিই না)। তিনদিন এমনি ধমক্ দেওয়ার পর ভাব্‌লাম—এবার অন্যত্র চেষ্টা করা দরকার। কেশীঘাটের দিকে যাচ্ছি, কেশীঘাটের প্রভুর এক শিষ্য (তোতলা নিত্যানন্দ দাস, সবে ভেক্ নিয়েছেন) গুণ গুণ ক'রে কি গান গাইছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্ ভারতী মশাই কোথায় থাকেন জানেন? তিনি একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—"আমি জানি না, ওখানে এক সাধু আছেন—ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।" সে সাধুটি ব্রজবালা। নিত্যানন্দ দাসের সঙ্গে কথা কইবার সময়ে তিনি আমার গলার আওয়াজ পেয়ে বুঝ্‌তে পেরেছেন। ভিতর থেকে বল্‌লেন—'কে রামদাস?" আমি বল্‌লাম 'কে স্বামীজী"? ভেতরে গেলাম, যেন বাঁচ্‌লাম। রাত্রে গোবিন্দ মন্দিরে ফিরে এলাম।

পরিক্রমা তখন গোকুলে। ভারতী মহাশয়ের সঙ্গের একজন, নিত্যস্বরূপ দা (নিত্যস্বরূপ সেনগুপ্ত সুকণ্ঠ—পাবনায় বাড়ী) পরিক্রমা থেকে পরদিন ফিরে এলেন। ভাল গান করেন। রাত্রে তাঁর কীর্ত্তন শুনে কথা কইতে কইতে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় কেশীঘাটের ধাপের উপর শুয়ে পড়্‌লাম। রাত্রে কাপড় ভিজে গিয়েছিল।

আধ ধাপ নীচে জল ছিল। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হ'ল। ভারতী মশায় পতিতপাবন কুঞ্জে ছিলেন। সেইখানে উঠ্‌লাম। ৫।৭ দিন পরে অন্ন পথ্য ক'রে হাতরাস যাবার জন্য বৃন্দাবন ষ্টেশনে গেলাম। হরিদাস নামে প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রথম সঙ্গী (নিবারণ মিত্র, এঁর বড়দা) আমায়

গাড়ীতে তুলে দিলেন। (বৃন্দাবন হ'তে) হাতরাসে আস্‌বার দুই দিন পরে বৃন্দাবন দা এসে পৌঁছলেন। তার একদিন পরে প্রভু এলেন। সপ্তমীর দিন বৃন্দাবনে প্রবেশ করা হল। লালাবাবুর মন্দিরের সামনের রাস্তায় বটবৃক্ষতলায় এবং লুই বাজারে দুর্গাপূজা হচ্ছিল। ছত্রিশ রাজগড় কুঞ্জে উঠা হল। নিয়মসেবার মাস রাধাকুণ্ডে থেকে ১৩০১ বঙ্গাব্দের, পৌষমাসে আমায় রেখে প্রভু চলে এলেন (পাণ্ডা বাড়ীতে)। নন্দলাল সরকার ও পাণ্ডাবাড়ী এর সঙ্গে পরে মিলা। তার নিকট অনেক কিছু পাওয়া। তারপর পরিক্রমা (১৩০২ বঙ্গাব্দের ব্রজ ৮৪ ক্রোশ)। পূজার সময়ে মা বাবার আসা, তাঁহাদিগকে নিয়ে কাশী পৌঁছে দেওয়া, তারপর হইতে কলিকাতায় আসা।

প্রথমবার বৃন্দাবন হ'তে ফিরে আসাঃ—তারপর বাবা প্রথমবার বৃন্দাবনে গিয়া সেখান থেকে আসিতে বাধ্য হইলেন কেন তাহা বলেন; এই হুগ্‌লী পুলিশ অফিসের হেড্‌ ক্লার্ক (ইনি জাতিতে বৈদ্য) ফরিদপুরে 2nd clerk ছিলেন। এখানে এসে head clerk হন্‌। তেওন রাজবাড়ীর ভাগ্নে। নাম গোপাল চন্দ্র সেনগুপ্ত। ইনি আমায় স্নেহ কর্‌তেন। তাঁর মাকে কাশীতে রাখবার জন্য যান। এদিকে আমার বাবা, মা এবং ভগ্নী বৃন্দাবনে আমার খোঁজে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাশীতে তাঁদের অনেক আত্মীয় আছেন। সেখানে তাঁদের পৌঁছে দিয়ে আস্‌বার জন্য আমায় ধরেন। আমি বল্‌লাম বৃন্দাবনের ৮৪ ক্রোশের বাহিরে কোথায় যাবার হুকুম প্রভু আমায় দেন নাই। আমি পার্‌বো না। এক প্রাচীন ভক্ত বল্‌লেন, পিতা মাতা বিপন্ন, এদের পৌঁছে দিয়ে এলে প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে না এই কথা শুনে কাশীতে তাঁদের রাখ্‌তে গেলাম। কাশীতে ৫।৭ দিন ছিলাম এর মধ্যে গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি ফিরে এসে প্রভুকে বলেন, রামদাসকে কাশীতে তাহার বাপ মার সঙ্গে দেখে এলাম। তার বাপ মাকে পৌঁছে দিতে এসেছে। প্রভু তখন হুগ্‌লী বরদাবাবুর বাড়ীর পাশে এক বাড়ীতে ছিলেন। সেটি এখন ঠাকুর বাড়ী। তখন বিগ্রহ স্থাপন হয় নাই। তবে ত ছেলেটি বাপ্‌-মায়ের হাতে পড়ে গেছে এই চিন্তায় প্রভুর অস্থির কাণ্ড। খাওয়া দাওয়া ১৫ দিন ধ'রে বন্ধ হয়ে গেল।

ছত্রিশ রাজগড় কুঞ্জে আমায় পত্র লেখা হল "চলে এস"। টাকা পাঠালেন। তখনকার আমার অবস্থা অন্য-রাজ্যের। রঘুনন্দন প্রভুর কাছে থাকি। তিনি প্রভুর চিঠির খবর পেয়ে প্রভুর উপর চটে গেলেন। আমার মনটা প্রথম খারাপ হয়ে গেল, শেষে মনে হয়ে গেল, তারই কৃপায় ত এ ভোগ, তিনি ডাক্‌ছেন যাব না। একথা রঘুনন্দন প্রভুকে বল্‌লে তিনি বল্‌লেন, ঠিক বলেছ "তবে যাও"।

মহদনুভূতি খুব বড় প্রমাণঃ—তারপর বাবা বলিলেন,—মহদনুভূতি খুব বড় প্রমাণ। নবদ্বীপের স্থান নির্ণয় নিয়ে কত গোলমাল হয়, কিন্তু যেস্থানে সিদ্ধ মহাত্মারা আছেন তাহা নবদ্বীপ না হয়ে পারে না। সিদ্ধ মহাত্মারা চোখে ত্রিকাল-সত্য-লীলা দেখ্‌ছেন। তাইত সেখানে পড়ে

আছেন। তাঁরা পরিকর। তাঁরা ত ধাম ছাড়া থাক্‌বেন না। বাবা ইহাতে এক ঘটনা উল্লেখ করেন ; গৌরকিশোর দাস বাবাজীর নীচকুলে জন্ম, কিন্তু মহা-অধিকারী। ইনি বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ দাসজীর ভেকের চেলা এবং সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজীর নাতি চেলা। শিষ্য কেদারবাবু। বুড়োকে কেদারবাবু মায়াপুর নিয়ে গেছেন। আমি কলকাতা হ'তে আস্‌ছি বা যাচ্ছি। বুড়ো সেখানে আছেন শুনে দর্শন কর্‌তে গিয়েছি। বুড়ো নিজের আসনের কাছে একটি নবদ্বীপের রজের ডেলা রেখেছেন। একটি ভক্ত জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন "বাবাজী মশাই এটা কি"? বুড়োর ফরিদপুরের পাশে জন্মস্থান সেই দেশের ভাষায় বল্‌লেন,—কি কর্‌বো, কেদার ছাড়ে না। আমায় জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসে, কি করি, ধাম ছাড়া হ'ব। কি জানি কখন প্রাণ চলে যেতে পারে, তাই নবদ্বীপের রজ কাছে রেখেছি।

এই প্রসঙ্গের পর বাবাকে তখন গোবিন্দদা জিজ্ঞাসা করিলেন উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কোথায় দেহ রেখেছেন? বাবা—"আবার কোথায়। চৈতন্য ভাগবত পড়ে দেখো—গৌরের যেমন বিহারভূমি নবদ্বীপ, তেমনি সপ্তগ্রাম নিতাইচাঁদের বিহার ভূমি। এ-স্থান ছেড়ে উদ্ধারণ ঠাকুর কোথায় যাবেন? যদি বা যেতে চান, ধাম তাকে ছাড়্‌বে কেন?"

রবিনদার শরীরের জন্য অন্যস্থানে যাওয়ার কথা উঠিলে বাবা বলিলেন :—"হুগলী-বাসীর কি সৌভাগ্য! কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না। শুধু চেয়ে দেখলেই ভজন। গঙ্গার এপারে ওপারে গৌর পরিকরদের বিহার স্থান রয়েছে। একবার শিশিরবাবু কলিকাতা-বাসীদের সম্বন্ধে "বিষ্ণুপ্রিয়া" কাগজে লিখেছিলেন—"তোমাদের সৌভাগ্য স্মরণ কর। বরাহনগর, খড়দহ প্রভৃতি"।

এই প্রসঙ্গে বাবা বলেন—চার মন্দিরের একরকম গঠন। খড়দহে "রাধাশ্যাম সুন্দরের" শ্রীরামপুর চাতরায় কাশীশ্বর পণ্ডিতের গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার, কাঁচড়াপাড়ায় সেন শিবানন্দের শ্যামসুন্দরের এবং মাহেশের বল্লভজীর মন্দির।

সন্ধ্যারতির পর চরিতসুধা পাঠ আরম্ভ হলেন, চতুর্থ খণ্ডের "সদলে দর্জ্জিপাড়ায় গমন ও অবস্থিতি" হইতে নবদ্বীপদাদার বিদায়" পর্য্যন্ত পাঠ হলেন। ৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নগর সংকীর্ত্তনের রাস্তা সম্বন্ধে বাবা বলিলেন—বিডন ষ্ট্রীট্ দিয়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ দিয়ে হ্যারিসন্ রোড্ দিয়ে ষ্ট্যাণ্ড রোড্ দিয়ে কীর্ত্তন গিয়েছিল।

চিৎপুর রোড্ এবং হ্যারিসন রোডের মোড়ের কাছে যে বড় মসজিদ্ আছে তার পাশ দিয়ে নাম যেতে দিবে না। কর্ত্তা (বড়বাবাজী) কি কর্‌লেন, আমাদের কীর্ত্তন ছেড়ে আগে মস্‌জিদে ঢুকে (আমি এ-খবর জানি না) ঠিক মুসলমানদের মত কল্‌মা আওড়াতে লেগে গেছেন। মুসলমানেরা এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখে (হিন্দু, গলায় মালা অথচ এই ব্যাপার দেখে) মুগ্ধ হয়ে গেছেন। অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছেন।

ইতিমধ্যে আমাদের কীর্ত্তন মস্‌জিদের পাশ দিয়ে চলে এল, তাঁদের সেদিকে হুঁস্ নাই কোন বাধা এল না। আমরা কীর্ত্তন নিয়ে মস্‌জিদ পার হয়ে চলে এলাম আর তাঁর "তোবা" পড়া শেষ হল, তিনি আমাদের সঙ্গে এসে মিললেন।

"নবদ্বীপ দাদার বিদায়"—পাঠ হইবার পর বাবা তাঁর (নবদ্বীপ দাদর) সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,—কর্ত্তা প্রায়ই মঠে থাক্‌তেন না। ২।৫ দিন খবর না পেয়ে সকলে নবদ্বীপ দাদাকে ধরেছে কোথায় বল? নবদ্বীপ দাদা বলতেন আমি কি জানি? খুব ধরা-ধরির পর বলতেন। একদিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে এক জায়গায় লক্ষ্য করে বলছেন ঐখানে খোঁড় তো। বালি সরিয়ে দেখা গেল কর্ত্তা শুয়ে আছেন।

নবদ্বীপ দাদার কুল দেখে খেতে ইচ্ছা হয়েছে, একজনকে দিয়ে আনিয়ে খেয়েছেন। এদিকে কর্ত্তা বলছেন "নবদ্বীপ টক্‌কুল খাচ্ছে কেন"?

একদিন ঝাঁজপিটা মঠে বসে আছেন। এক ত্রিপুরা অঞ্চলের ভক্ত, মনের সন্দেহ নিয়ে ঘুরছেন। তাঁকে নবদ্বীপ দাদা স্বপ্নে বলেন, ঘুরাঘুরি করছিস্ কেন? পুরীতে অমুক বাবাজীর নিকট মন্ত্র নে। এই স্বপ্নে পেয়ে সেই ভক্তটি মঠে এসেছে। নবদ্বীপ দাদাকে দেখেই লুটিয়ে পড়েছে। নবদ্বীপদাদা কর্ত্তাকে দেখিয়ে দিয়েই সরে পড়লেন। তখন কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করছেন,—কি ব্যাপার? স্বপ্নের ঘটনা শুনে সেদিন নিজের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। বলে ফেললেন—'নবা আমায় এত ভালবাসে'।

পদ কল্পতরুর ভূমিকায় রামদাস বাবাজীর কথা উল্লেখ আছে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিলেন,—ও অন্য কেউ হবে, তোমরা আমায় বড় করতে চাইছ, আমি বড় হচ্ছি না।

॥ ১০ই ভাদ্র, ১৩৫৩ ॥

হুগলী হইতে নবদ্বীপেঃ—পূজ্যপাদ রাসবিহারী গোস্বামীর কন্যা দিদি গোস্বামিনীর আগ্রহে আজ সকালে শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরে বাবা "শ্রীমীরাবাঈ কীর্ত্তন" করেন। শশাঙ্কদা কীর্ত্তনের সময়ে অশ্রুপাত করিতে ছিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে তিনি "শ্রীগোবিন্দ মুখারবিন্দ" পদে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মাধুর্য্যই ভোগ করিয়াছেন। যদিও বাবাজী মহাশয়ের গলায় স্বর্ণমণ্ডিত গুঞ্জাহার নাই, যদিও কর্ণে কুণ্ডল নাই, তথাপি তাঁহার মাধুর্য্যভোগ হইতেছিল।

কীর্ত্তনের পর দিদি গোস্বামিনী শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন,—"আমার মনোবাসনা আশাতীতভাবে পূর্ণ হয়েছে, আমি ঋণী হ'লাম"। নিতাইচাঁদ এ ঋণ পরিশোধ করিবেন। শুনিয়া শ্রীল বাবা বলিলেন,—"যতদিন না গৌরকে জগতের প্রত্যেক লোক পাচ্ছে ততদিন নিতাইও ঋণী থাকিতে বাধ্য, নিতাইত ঋণীই আছেন"।

অদ্য প্রসাদ পাইয়া বাবা ইচ্ছা করিলেন আজ নবদ্বীপ যাইতে হইবে। তাহাই হইল—সন্ধ্যার

পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে সমাজ বাড়ীতে বাবা সদলে পৌছালেন। পূজ্যচরণা সখীমাতা দেখা করিতে আসিলেন। দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা উঠিলে সখীমাতা বলিলেন,—"ও সব কথায় বিশেষ কান দিও না। আমাকে ওসব কথা শুনাতে এলে আমি হাতজোড় করে সরে পড়ি। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে এসেছ পরম শান্তিতে থাক। গৌরদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—প্রভুরা আর ওজাতীয় কথা না তুলে যাতে 'প্রসঙ্গ' 'পাঠ' হয় তার ব্যবস্থা করবেন"।

তারপর সখীমাতা বলিলেন,—কর্ত্তা সমুদ্রস্নানে যাবেন, গোবিন্দদা বললেন তোমার কত বড় বুকের পাটা যে সমুদ্র স্নান করতে যাবে? শুনে কর্ত্তা বলেন,—"তোমাদের বুকের পাটা আছে, আমি সেই বলেই না হয় যাব"। চল্লেন। আগে হতে কত আমরা শিখিয়ে দিলাম—যখন বড় ঢেউ আসবে তখন ডুব দিয়ে থাকবেন, লাফিয়ে উঠবেন না। তিনি সব শুনলেন, কিন্তু স্নানের সময় বড় ঢেউ দেখে তার সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন। ফলে বেশ ঘা খেলেন। তীরে বসে আছেন নাকে মুখে চোখে বালি ভর্ত্তি। আমরা ঝেড়ে দিতে গেলে বললেন, কি শিক্ষা পেলে? নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাত আসিবে, সে সময়ে শ্রীগুরুপদ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে কিছুই হয় না কিন্তু যিনি সে মূল হারাইয়া তরঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিতে যান তিনি এরূপ বিপন্ন হন। এইত আমার উপর দিয়ে কত পরীক্ষাই এল, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সবত উত্তীর্ণ হওয়া গেল।

নামের মহিমা কই ঃ—শ্রীল বাবা বলিলে,—আমার জুলুম আসছে তোমাদের উপর বঙ্গের অঙ্গ ছেদের সময়ে 'বাঁধরে বাঁধ কোমর, সাজরে যুদ্ধেতে, নাশিব হরিনামে শাসিব......' এই পদের প্রথম পংক্তি। সে সব কথা কই হ'ল?

সখীমা—আমরা যে ঠিক তার বিপরীত পথে চলেছি। কি করে হবে?

বাবা—প্লেগের প্রথম বৎসর কলিকাতা একেবারে খালি হয়ে গেল। ইজেক্‌শন ঘরে ঘরে খুঁজে খুঁজে দিতে থাকায় সকলে রাতারাতি হেঁটে পালাল। আমি সিঁথি হতে রাম বাগানে আসতাম। পথে কাকের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে দেখা হত না। দ্বিতীয় বৎসর যেই "নাম" আরম্ভ হল তখনই প্লেগ কমতে লাগলো। মাড়োয়াড়ীরা দান ধর্ম্মই জানতেন। প্লেগের সময় হতে 'নাম ধর্ম্মের উপর আকৃষ্ট হলেন। তাই এই নবদ্বীপে "রাধে শ্যামে" যখন শুধু জপের কথা উঠল (এক মৌনীবাবা জপের পক্ষপাতী ছিলেন) তখন চুনীলাল মাড়োয়াড়ী (প্লেগের সময়ে নাম সংকীর্ত্তনের একজন প্রবর্ত্তক) বুক ঠুকে বললেন,—"নাম সংকীর্ত্তনের" প্রত্যক্ষ ফল আমরা প্লেগের সময় দেখেছি। সে সময় হতে প্লেগ আজ পর্য্যন্ত কলিকাতায় হয় নাই। 'সংকীর্ত্তনেরও ব্যবস্থা করতে'। তাই "রাধে শ্যামে" এখন দুই হয়—সঙ্কীর্ত্তন হয় বেশী। কিন্তু আজ নাম সংকীর্ত্তনের প্রচার কই? জীব যদি কৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করবে তবে নামের বাহাদুরী কোথায় রইল? আমার প্রাণে বড় লাগছে। এত বছর নামের মহিমা চেঁচিয়ে এলাম এখন কে নেবে? বাবার কথার উত্তরে

সখীমাতা তখন বলিলেন—হ্যাঁ, এ-সময় যদি নাম কীর্ত্তনের শক্তি ২।৪টি প্রকাশ পেতেন তবে নামের মহিমা খুব প্রচার হত।

রাত্রে প্রসাদ পাইবার সময়ে বাবা বলিলেন—কালপরশু ভয়ের দিন, মুসলমানদের ঈদ্ উপাসনার দিন; ওরা গড়ের মাঠে নামাজ পড়তে যাবে, যদি এদিক হতে কোনরূপ গোলমাল হয় তবে আর রক্ষা নাই। যা হয়েছে তার চারগুণ হবে। তখন আর রাজশাসন মানবে না। এই ভয়ে আমি হুগলী হতে চলে এলাম। এখন মনে হচ্ছে এ দু'দিন যাতে কোনরূপ গোলমাল না হয় তজ্জন্য 'নাম' আরম্ভ করিলে হয়। পাঠবাড়ীতে বলিবার কথা মনে হয়নি। এখানে আরম্ভ করিলে হয়।

শ্রীল নন্দকাকা এ-খবর শ্রীল সখীমাতাকে জানাইলেন তিনি আনন্দে সম্মতি দিলেন।

১১ই-১২ই ভাদ্র ১৩৫৩ (শ্রীধাম নবদ্বীপ সমাজবাড়ী)

প্রভুপাদ শ্রীল নবদ্বীপ চাঁদ গোস্বামী ও ঝাঁজপীটা মঠের কথাঃ—

আজ বৈঠকখানা ঘরে শ্রীনাম চলিতেছেন। সন্ধ্যারতির পর 'চরিত সুধা' পাঠ হইলেন। চতুর্থ খণ্ডে অমৃতবাবুর কাহিনী হইতে কুঞ্জদাসের জীবন দান পর্য্যন্ত পাঠ হইলেন। "প্রভুপাদ নবদ্বীপ চাঁদ গোস্বামীর দর্শন" পাঠ হইলে বাবা বলিলেন—প্রভুর খুব স্থূল শরীর। কীর্ত্তনের সময় নৃত্য করবেন বলে কোমরে তোয়ালে জড়াতেন।

খড়দহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উৎসবের সময় আগে "নাম" হতেন, দু'বৎসর বন্ধ ছিল। প্রমথ মল্লিকের উপর ভার পড়লে তাঁকে বলেছিলেন অষ্টপ্রহর নামটি যেন হয়। আমরা ঐ উৎসবের সময় গিয়েছি। অষ্টপ্রহর হচ্ছেন, নাচবেন বলে তৈরী হয়ে এসেছেন। শ্যামসুন্দরের মন্দিরে কিছু না দেখে (দু'বৎসর বন্ধ ছিল) দুঃখ পেয়ে আমাদের কাছে এলেন। আমাদের তখন নিতাই গুণকীর্ত্তন হচ্ছে। চোখ বুজে নাম করছি। উনি একপাশে দাঁড়িয়ে নাম শুনছেন। যেই 'নিতাই কুলের দেবা' বলে নেচে উঠেছি, অমনি ছুটে এসে বললেন—"বাবা! বাবা! ভুলে গিয়েছিলাম বাবা ঠিক বলেছ"।

উক্ত গোস্বামীপাদ সম্বন্ধে বাবা আরও বলেন—ওর আসনের সঙ্গে সমান গালিচা পাতা থাকত। সেখানেই বসতেই হবে, দৈন্য চলবে না। "পঞ্চতত্ত্বের" নাম না উচ্চারণ করলে ওঁর সাড়া পাওয়া যেত না। একদিন বাড়ীতে দেখা করতে গিয়ে নাম উচ্চারণ করেছি উনি 'জয় নিতাই' বলে বললেন,—"আমি পতিত, একধারে পড়ে আছি, মাঝে মাঝে এসে দেখা দিতে নেই? (কথাগুলো যে বলছেন বেশ ভোগের উপর—মুখেই নয়।) যাক দয়া করে এসেছো বসো"। বসতে হল। "হরিপদ ঘোষালের বাড়িতে অষ্টপ্রহর হচ্ছে, প্রতাপ (ছেলে) গিয়েছে, তুমি যাচ্ছ যাও। এই সুরে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) গাইবে" এই বলে তিনি ক্যাস বাক্স বাজিয়ে সুর দেখালেন। "বারোয়া সুর" তাঁর নিকট সেদিন শিখলাম।

আষাঢ়ে অপ্রকট। অপ্রকটের কিছু পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে বেনেটোলা ষ্ট্রীটের হাট খোলার

বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছি। তখন নিশিকান্ত চিকিৎসা করছে, সেদিন প্রত্যক্ষ দেখলাম "গোরা গুণে গরগর মাতোয়ারা" কাকে বলে। "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে ....." এই পর্য্যন্ত বলে আর বলতে পারলেন না। একেবারে লাল হয়ে গেলেন। সাক্ষাৎ নিত্যানন্দশক্তির দর্শন পেলাম।

বাবা আমায় (রতনকে) নোট করিতে দেখিয়া বললেন—"লিখি লিখি করণম্।" ইহার পর যশোরে কায়ৎ ..। ইত্যাদি কত কি বলিলেন আমি বুঝিতে পারিলাম না। বিধুদা বলিলেন দাদা মহাশয়ের কথা হচ্ছে। তখন শ্রীল নন্দ কাকা বলিলেন, গোবিন্দদার সখ্যভাব। তিনি বাবাজী মহাশয়কে (বড় বাবাজীকে) বলিতেন "যশোরে কই"—খোলাতেও "কই" লাফায়। ইনি সেইরূপ প্রতাপান্বিত

কায়েতি বুদ্ধির কথায় ঝাঁজপিটা মঠের গোলমালের কথা উঠিলে, সে সম্বন্ধে বাবা বলিতে লাগিলেন—ঝাঁজপিটা মঠের যিনি অধিকারী ছিলেন তিনি প্রাপ্তি হলে ঠাকুর রাধাকান্ত জেলে গেলেন। বাবাজী মহাশয় (বড় বাবাজী) জেল হতে ঠাকুর এনে সেবা করলেন। এর পূর্ব্বের ঘটনা বাবাজী মহাশয় কটকে আছেন, তখন হরিবল্লভবাবু তাঁকে বললেন শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব সম্বন্ধে বলে থাকেন, এখন যে রাধাকান্ত অনাহারে জেলে পড়ে আছেন। একথা শুনে তিনি পুরী চলে এলেন। সেদিন রবিবার। এসে নিজেই দরখাস্ত লিখলেন "এ সেবা সাম্প্রদায়িকী। এ সেবা করতে দেওয়ার আজ্ঞা হউক।" দরখাস্ত করে রাধাকান্ত মঠে এসে যত সব আবর্জ্জনার সংস্কার করলেন (এ মঠটি তখন চতুঃপার্শ্বস্থ বাড়ীর ময়লা ফেলার স্থান হয়েছিল।) ঠাকুর আসবেন বলে সকলকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করা হ'ল। এদিকে দরখাস্ত হওয়ায় নিলাম বন্ধ হ'ল। "শ্রীপঞ্চমীর" দিন ঠাকুর মঠে এলেন। এ মঠের নাম "বিরক্ত সিদ্ধাশ্রম"। আবার ঝাঁজপিটা মঠ" নাম হ'ল— এখানে ঝাঁজ বাজিয়ে নাম চলিত বলিয়া।

পুরীতে প্রায় প্রত্যেক মঠই রাজার রাজ্‌গি গ্রহণ করেন। এ মঠ তাহা করেন নাই বলে এ মঠের নাম "বিরক্ত সিদ্ধাশ্রম।" এখন মামলা হ'ল। মামলায় দেখাতে হবে যে, পূর্ব্ব অধিকারী কৃষ্ণদাসের যে চেলা ছিল সেই মঠের সেবা ভার নিয়েছে। এখন এ কি করে হবে? কৃষ্ণদাসের ত চেলা ছিল না। অদ্বৈত দাসকে (ইনিই কিশোরী দাসী) কৃষ্ণদাসের চেলা বলে দাঁড় করাবার কথা হল। অদ্বৈত বলল, আমি মিথ্যা কথা বলব কেমন করে? তখন বাবাজী মহাশয় (বড় বাবাজী) বললেন মিথ্যা কই? "জীব নিত্যকৃষ্ণদাস" তুমি যদি বল যে তুমি কৃষ্ণদাসের দাস তবে ত মিথ্যা বলা হল না। তাই হল।

অদ্বৈতদাস এ সমস্ত ভালবাসে না, নিত্যানন্দ দাসকে ভার দিয়ে দিল। কর্ত্তার অপ্রকটের পরের বৎসর চৈত্র মাসে তুম্‌কা যাচ্ছি। ভোলানাথের (রাধেশ্যাম বাবার শিষ্য) পত্রে খবর পেলাম যে নিত্যানন্দ দাস মহান্ত, জগন্নাথ ষ্টেটে মঠ দিয়ে দিয়েছে। শুনে আনন্দ হল।

সঙ্গীরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললাম—"মারামারির জ্বালা গেল। এই মঠ নিয়ে নিজের নিজের প্রভাব খাটাবার জন্য তোমাদের মধ্যে মারামারি হত।" এরপর কুঞ্জদাপ্রভৃতি তিন তিন বার কত বুঝিয়ে নিত্যানন্দদাসকে রাজি করালেন যে মঠ ফিরিয়ে আনা হবে। কিন্তু মঠের বাহিরের রাস্তায় এসে নিত্যানন্দ দাস অন্য সুরে কথা কয়। আমি তখন হাত জুড়ে কুঞ্জদাকে বললাম "আর আমায় টেনো না। নিশ্চয় শ্রীগুরুস্থানের সেবা হতে বঞ্চিত হবার কোন কারণ ঘটেছে। সে কারণ কেটে গেলে মঠ আপনি তোমার হাতে আসবে।" হলও তাই, ৫।৬ বৎসরের পর ভিক্ষার জন্য মাঘ মাসে পুরীতে গিয়ে শুনলাম, নিত্যানন্দ দাস মহান্ত, গোবিন্দদা ও আর একজনার নামে মঠ লিখে দিয়েছে। মহান্তের কারবাঙ্কল হলে গোবিন্দদা সেবা করেন। মহান্ত সন্তুষ্ট হয়ে মঠ লিখে দেন।

১৩ই ভাদ্র, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরামহরিদাস বাবাজীঃ—আজ শ্রীরামহরি দাস বাবাজী মহাশয়ের তিথি, বাবা সকালের নিত্যকৃত্য দর্শনে বাহির হইয়া রামহরি আশ্রমে গেলেন। সেখানে গিয়া রামহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের চিত্রপটেয় সামনে দাঁড়াইয়া হুঙ্কার করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। তখনও ঠাকুরের স্নান হয়নি, তাই পরে আসিয়া চরণামৃত লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। পথে শ্রীগৌরগোপাল প্রভুর সঙ্গে দেখা। তিনি স্নানে যাইতেছিলেন। তাঁকে শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিলেন—"বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে প্রথমবার বৃন্দাবন যাবার সময় শ্রীরাধাকুণ্ডে রাধাবিনোদ কুঞ্জে ইষ্টগোষ্ঠী। ঘরে সকলে। বাবাজী মশাই, রামহরিদাস বাবাজী মহাশয়, মাধবদাস বাবাজী মহাশয়, রঘুনন্দন প্রভু, হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয়,—শ্যামাচরণ দাস বাবাজী মহাশয়, 'কামিনীবাবু' রাজর্ষি বনমালী রায় প্রভৃতি ইষ্টগোষ্ঠী করছেন এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী ঠাকুরের শৃঙ্গার হচ্ছে। ঠিক ঠাকুরের পাশেই ইষ্টগোষ্ঠীর ঘর। মাঝে একটা জানালা ছিল 'বেশ-দর্শনে' ভাবপুষ্টি হ'ত। ওঁদের ভোগের প্রসঙ্গ চলত এবং সেই ভোগের অনুকূল সাজে রাধাবিনোদকে সাজানো হ'ত। আমরা থাকতাম মদনমোহন কুঞ্জে। সন্ধ্যার সময়ে রাধাবিনোদ দর্শন করতে গিয়েছি, বুড়োদের ইষ্টগোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের যাওয়া নিষেধ। তাই জানালার ধারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্রজবাসীর ভজনগান শুনছি, হঠাৎ কানে এল ঘরের মধ্যে কে যেন গাইছে বিহারীদাকে বললাম চল শুনিগে, সে বললে বুড়োদের ঘরের মধ্যে যাই না।

আমি বললাম চল যাওয়া যাক্। গিয়ে উঁচু একটি প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখি যে ওঁদের ব্রজ-নিকুঞ্জের-প্রসঙ্গ হতে "পরিণতি গৌর" এসেছেন এবং রঘুনন্দন প্রভু করতাল ছাড়া মুখেই 'যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত' ধরেছেন। ভিতরে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু যেই একটানে প্রথম খণ্ডে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছি, রামহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের নজরে পড়ে গেছি। তিনি আমায় কাছে যেতে ডাকছেন—"আয় ভাই আয়!" আমি কি ক'রে ওসব ভোগীদের আসরে

যাব! আমি দাঁড়িয়ে আছি। তিনবার বুড়ো ডাকলেন আমি যাচ্ছি না দেখে তখন কর্ত্তা (বড়বাবাজী) চোখ রাঙালেন, তখন কাছে গেলাম। বুড়ো রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় জোর করে—কাছে বসিয়ে পিঠে আদর করে চাপড় মেরে "শক্তি" দিয়ে বললেন "বল ভাই বল" ওঁদের প্রসঙ্গ রাধাকৃষ্ণের ভিতর দিয়ে এসে "গৌরে" পৌঁছিয়েছে। আমি ধরলাম, "যদি গৌরাঙ্গ না হত', 'গাও গাও পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ", এখানে এসে আঁখর ধরলাম কত গুণের গৌর আমার রে, আমার গৌরগুণ গাও ভাই।" তারপর আঁখররূপে বেরতে লাগল 'বদনে বল জয় জয় শচীর কুমার, গৌর আমার নিগম নিগূঢ় অবতার।" এখানে রায় রামানন্দের গৌর-ভোগের যে ভোগ হ'তে ওঁদের শেষ গান উঠে, সেই ভোগের সব কথা, তাতে আমি নিজেই অবাক। বুড়োর ভোগের সব কথা শুনে ওঁরা ভোগ করে ডুবে যেতে লাগলেন। তাঁরা খুব সুখ পেলেন, আমি এইটুকু বুঝলাম যে এত আনন্দ পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। "যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি রূপ সনাতন, অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন। যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি রঘুনাথ দাস, ইন্দ্রসম রাজ্য ছাড়ি রাধাকুণ্ডে বাস রে।" দাস রঘুনাথের কথা এলে আঁখর এল "এই সেই কুণ্ডতীর, কোথায় তুমি রঘুনাথ?" অমনি বুড়ো অস্থির হ'য়ে লাফিয়ে উঠছেন—"রঘুনাথ" বলে রাস্তায় গিয়ে হাজির। কি করে যে ঐ স্থূল শরীরে ঘরে তিন ধাক্কা (পাঁচিল, ছটো ঘরের দরজা ২টা) সামলে অন্ধকারে কুয়ার পাশ দিয়ে সংকীর্ণ রাস্তা পার হলেন তাহা ভেবে উঠা যায় না। পড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। "এই সেই কুণ্ডতীর, কোই সেই রঘুনাথ" বলেত বুড়ো অস্থির। কোনরকমে ধরে এনে বসানো হ'ল। একটু স্থির হয়ে আমায় কোলে নিয়ে বললেন—দেখ্ ভাই, এই বিরহ-ই আমাদের প্রাপ্তি। এই—'কই কই' আমাদের পূর্ণ প্রাপ্তি। এ-কে স্থায়ী করতে পারিস্ ত মেরে দিয়েছিস্।"

বাবা যেন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—জানি না স্থায়ী কি করে হয়। তবে এইটুকু বুঝি যে যাই কিছু বলি না কেন অভাবের কথা একটু না হলে পেট ভরে না।

১৬ই ভাদ্র, ১৩৫৩

বৃন্দাবনে নিজ ভোগের কথা:—বৈকালে রাধাকৃষ্ণ কাকার নিতানন্দের নাম-প্রেম প্রচার প্রসঙ্গে পাঠ-হলেন,—এটিকে ছাপাবার কথা বল্লেন। সন্ধ্যা আরতির পর "চরিত-সুধা" পাঠ হলেন, প্রসঙ্গক্রমে ১৩০২ সালে বৃন্দাবনে নিজ ভোগাবেশের কথা বললেন—ব্রজবালার সঙ্গে পরিক্রমায় বের হয়েছি—(১৩০২ বঙ্গাব্দের ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমাতে) বৃন্দাবনদা, বৈষ্ণবচরণ দাসজী নবদ্বীপের বড় আখড়ার মহান্ত কিশোর দাস বাবাজীর গুরুভাই এখন গুপ্তিপাড়ার নিকটস্থ নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাটে আছেন, এ পরিক্রমায় ছিলেন। বর্ষাণে এসে আমরা পরিক্রমা ছেড়ে দিলাম কারণ পরিক্রমার সঙ্গে গেলে অনেক জিনিষ দেখা হয়ে উঠ্‌বে না। ঐ অঞ্চলে আমরা দিন-

কতক রইলাম। জন্মাষ্টমী হতে রাধাষ্টমী পর্য্যন্ত ওদিকে ছেলেরা "রাস" করে, সে সব দেখলাম। চুটিয়া-বাঁধালীলা (এ লীলা হোরীর পূর্ব্বে অষ্টমীর দিন হয়) দেখে আমরা পরিক্রমা ছেড়ে দিয়ে, প্রেম সরোবরে, দর্শনে গেলাম। জলে নেমে জল স্পর্শ করছি, ব্রজবালা ভেড়িওয়ালা শেঠের মন্দিরে গিয়ে ২টা গোলাপ ফুল তুলে ধাপের ওপর রেখে জল স্পর্শ করতে নেমেছেন। এদিকে এক বুড়ী সঙ্গে মেয়ে এবং এক নাতনী এসেছে। তারা নন্দগ্রামের মেয়ে, চুটিয়া-বাঁধা-লীলায় যোগ দিয়ে নন্দগ্রামে ফিরছে, নাতনীটি সে সব ফুল তুলে নিয়েছে। ব্রজবালা সর্ব্বদা আবিষ্ট, জলস্পর্শ করে এসে দেখে ফুল নাই। মেয়েটির হাতে ফুল দেখে স্বজাতির মত তার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল।

কেন আমার ফুল নিলি ? তার উত্তরে মেয়েটি, সে যে কি অভিমান ভরা মুখে আঁধ-বোঁজা চোখে এবং কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে বলিল (তা বলতে পারি না) "মেরো ফুল হায় মে ল্যায়ো।" আমার সে কথা শুনে এবং সে অভিমান ও ভঙ্গী দেখে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল। এত মিঠে কথা থাকে, তা জান্‌তাম্ না। এই কথাতেই ঠাকুর বশ্। প্রভু জগদ্বন্ধু একদিন বলেছিলেন ব্রজ-বাসীদের চড়া ভাষণ এবং ব্রজমাইদের বুলি বড় মিষ্টি, সত্যি তাই। তারা নন্দগ্রামের দিকে মাঠের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আগে বুড়ি দিদিমা মাঝে মা এবং পিছনে মেয়েটি যাচ্ছে। ব্রজবালা, আমায় বল্লেন আস্তে আস্তে, পিছে হলে দেখো কি চলনের মাধুরী। সঙ্কেত বট হয়ে মাঠ পার হয়ে নন্দগ্রামের নিকটস্থ দধি-মন্থনের জায়গা প্রেম সরোবর হতে প্রায় দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা পেলাম, তারপর দেখতে পেলাম না—তখন বুঝ্‌লাম ফাঁকি দিয়ে পালাল। ব্রজবালা সেই পিছনের মেয়েটিকে দেখিয়ে বলিলেন গোঁসাইরা আকাশ কুসুমের ব্যবস্থা দিয়েছেন (সিদ্ধ প্রণালী ইত্যাদি) পুরুষ নিজের অভিমান ছেড়ে নিজেকে প্রকৃতি ভাব্‌বে একি হয় রামদাস ; গোঁসাইরা একটা করে দিয়ে গেছেন মাত্র ওসব হবে না। কলির জীব ভেবে ভেবে কি প্রকৃতি হয়ে যাবে ? তুমি সাক্ষাৎ আরোপ কর, এই তোমার সিদ্ধ দেহ, চিন্তা কর।

কথাটা শুনলাম মাত্র তখন কিছু হয় নি, এটা জাগলো বৃন্দাবনে কালিদহে রঘুনন্দন প্রভুর বাড়ীতে থাকা কালে। আমি বাইরের বাড়ীতে থাক্‌তাম। আজকাল, ঠাকুর বাড়ী অন্যদিকে নিয়েছে. সে দরজা খোলে না, অদ্বৈত বটের ওপাশে যমুনার খাড়ি—সে খাড়ির ঠিক উপর দিয়ে যাওয়া আসার পথ, সঙ্কীর্ণ রাস্তা, পাশ দিয়ে যেতে গেলে গা-ঘেঁসে যেতে হয়। আমি শৌচ সেরে এসে ঘটি মাজছি দেখি এক বুড়ী দুই নাতনী স্নান করছে। পাঞ্জাবীদের মত তাঁদের স্নানের হিসাব। বড়জোর একটা ওড়না আছে, সে প্রায় উলঙ্গ মত। আমার ভিতর থেকে পূর্ব্ব হতে প্রার্থনা চল্‌ছে কামের দেশে আমার জন্ম, ধামে আনলে, লীলাস্থানে। শুনেছি এস্থান নিষ্কাম, এখানে কাম গন্ধ নেই,—এত বুঝলাম না। যদি কৃপা করে এনেছ, বুঝিয়ে দাও। এই রকম ভাবে রাধারাণীর উপর খুব আব্দার চলছে। এই সময় সামনে ঐ তিনমূর্ত্তি পড়ে গেল।

ছোট নাতনীটি আট দশ বৎসরের। স্নান সেরে উপরে উঠে এল সেই অবস্থায়। তারপর বড় নাতনীটি ১৩।১৪ বৎসরের সেই অবস্থায় উঠে এল। ছোট বোনের হাতে নিজ কাপড়ের এক খুট দিয়ে আর এক খুট নিজে ধ'রে নিঃসঙ্কোচে কাপড় শুকোতে লাগল। দেহের খবর নেই, যেন কোন একটা বস্তুতে আবিষ্ট হয়ে আছে। মনে হ'ল এইত কাম-গন্ধহীন। যেমনি একথা মনে হ'ল অমনি প্রেম-সরোবরের ব্রজবালার দেখান মেয়েটির মূর্ত্তি এসে গেল। আমার এ দেহের খবর একেবারে ছুটে গেল, ৬ মাসকাল আমার দেহের খবর ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে লীলাস্ফূর্ত্তি, "কুঞ্জভঙ্গ হবে না" "ধীরে কথা কও, রাই যেন জাগে না," আমি মঞ্জরী ; কুঞ্জে যুগল ঘুমায়ে আছে, আমি কুঞ্জের দ্বারী হ'য়ে আছি—দেখছি কোন ব্যাঘাত না আসে ; পাহারাওয়ালারা বৃন্দাবনে "রাধে-শ্যাম" "রাধে" বলে পাহারা দেয়। সে চীৎকারে আমার বুকফাটা কান্না আসত। একদিন রঘুনন্দন প্রভুর বাড়ীতে কাঁদছি— প্রভু আমায় ডেকে সাড়া পায় না, অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর আমার চমক ভাঙ্গল, আমি দরজা খুল্‌লে প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন এতবেলা পর্য্যন্ত ঘুমায়েছিলে? আমি :- না। তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরে একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলছেন ও বুঝেছি। সেদিন হতে পূজারী প্রভৃতিকে বলে দিলেন তোমরা কেউ দরজা ঠেলো না, ও যখন ইচ্ছা খুল্‌বে পারশ ধরে রেখো যখন ইচ্ছা খাবে, কেউ কিছু বলো না। এই যখন অবস্থা, তখন প্রভুর চিঠি এল "ফিরে এস।" ফিরে গেলাম, সে আবেশ বহুদিন ছিল। "ধীরে কথা কও, রাই যেন জাগে না।" প্রভুর সঙ্গে রসালাপ গান করতাম, "কুঞ্জ ভঙ্গের কথা ভাবতে পারতাম না।" সে আবেশ বহুদিন ছিল।

নিমতলা ঘাটে স্নান করতে যেতাম, পাশেতে মেয়েদের ঘাটে মেয়েরা স্নান করতো ; ঘাটে মেয়েরা কেউ কা'কে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, কেউ কাহারও চুল বেঁধে দিচ্ছে, তা দেখে আমার যমুনায় গোপীদের স্নান ভোগ হ'ত।

নিমতলা শ্মশানের পিছনে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছেন, সেটি দেখে বংশীবট বলে মনে হ'ত।

শ্রীরাধারাণী নিজের গলার মুক্তা মালা ইচ্ছা করে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন, সখীরা মুক্তা কুড়াতে লাগলো। ইনি সেই অবসরে বংশীবটের দিকে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করছেন,—এই কথা মনে হ'ত।

আমি নিজে স্নান ক'রতে ক'রতে ভাবে ডুবে যাওয়ায় কতদিন গামছা স্রোতে নিয়ে গেছে। আমি যেন শ্রীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করে দিচ্ছি. এই আবেশে নিজের গা ঘস্‌তে ঘস্‌তে অবশ হ'য়ে পড়তাম, স্নান করে উঠে গুণগুণ সুরে "নাহি উঠি তীরে রাই কমল মুখী"—এই পদ গাইতে গাইতে যেতাম। শ্রীবাস অঙ্গনে ফণীদার মুখে এ গান শুনেছিলাম, এখনও তা ভোগ হচ্ছে। একদিন স্নান করে চলেছি, দেখলাম ময়ুরপঙ্খী শাড়ী পরে ভেলভেটের ঝোলাহাতে এক পরমা সুন্দরী কিশোরী যাচ্ছেন। মনে হ'ল রাধারাণী যাচ্ছেন। আমি পিছনে তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছি। এই প্রাণের ভোগে বিডনস্কোয়ারের কাছে এসে তাঁর দর্শনে সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণী ভোগ হ'ল,

আমি থম্‌কে দাঁড়ালাম ইতিমধ্যে সে নিজের ঘরে ঢুকে গেল ; আমি বহুক্ষণ ধরে স্কোয়ারের চারিদিকে অন্বেষণ করে ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম, "পেয়ে হারালাম্" এই অবস্থা। তারপর রামবাগানে নিজের থাক্‌বার ঘরে এসে চৌকির উপর শুয়ে পড়্‌লাম। পেয়ে "হারালাম" এই ভাবে বৈকাল পর্য্যন্ত কাঁদ্‌লাম।

আমার ঐ আবেশের উপর জগদ্বন্ধু প্রভুর তিনবার পরীক্ষা :—(১) দক্ষিণেশ্বরে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে বৃন্দাবন হ'তে এলাম্ (এর পূর্ব্বে কলিকাতা আসিনি)। বন্ধু চিঠিতে লিখেছিলেন, "বালি" ষ্টেশনে নেমে খেয়া পার হয়ে "রাধেশ্যাম" ধ্বনি দিবে,— নৌকা হ'তে বন্ধুর নির্দ্দেশ মত "রাধেশ্যাম" ধ্বনি কর্‌ছি বৃন্দাবনদা প্রভৃতি এসে নিয়ে গেলেন। বাগানবাড়ী পৌঁছিলে, —"ভাই দিন যায়, নিতাই ডাকে পারে আয়"—২ ঘণ্টা গান হ'ল। পাশা-খেলার হার-জিতের সময় শ্রীরাধারাণীর মুখে যে সব গান, সেগুলি লিখে পত্রে প্রভুকে পাঠাতাম, আর এ চিঠি সঙ্গীদের হাতে পড়্‌লে আমাকে মার দেবে, এই ভয়ে লিখতাম্ যেন চিঠি কেউ না দেখে। এখন ফিরে এলে বল্‌লেন 'তুই ওই রকমই বলবি, বড় মিষ্টি লাগে, শালারা যা বলে বলুক্।'

ভাল খোল এসেছে বাজাবার জন্য প্রভুর হাত সুড়্ সুড়্ কর্‌ছে। আমি যেদিন এসেছি সেই দিনই রাত্রি ৪টার সময় প্রভুর স্বরচিত একটি পদ—'জাগহ কিশোরী পোহাল শর্ব্বরী'—কুঞ্জ-ভঙ্গ গানের জন্য বল্‌ছেন—তিনি খোল বাজাবেন যেমনি বলছেন্ অমনি আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে বাগানের মধ্যে চলে গেছি, "তুমিই আমায় এ অবস্থা দিয়েছ। তুমি জেনে শুনে কেন আঘাত দিচ্ছ" এই মনে হওয়াতে অভিমানের কান্না।— সেদিন পেতেও বলা হ'ল, "ওকে তোরা কেউ কিছু বলিস্ না, ও বৃন্দাবন হ'তে কেমন হয়ে এসেছে, প্রসাদ পেতেও ডাকিস্‌নে, পারশ ধরে রাখ্‌বি যখন ইচ্ছা খাবে।"

"সন্তাপির আত্ম নিবেদনে"—'কি ব'লে বুঝাব করে মৃদঙ্গ দর্শনে'—"এ আক্ষেপ" এই ব্যাপার হতে উঠেছে. কুঞ্জ-ভঙ্গের পদটি রচনা ক'রে বৃন্দাবনদাকে দিয়ে লিখিয়ে আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে তখন আমার এ পদের বিরুদ্ধে ভোগের অবস্থা থাকায় আমি একবার মাত্র দেখেই আর পড়িনি।

(২) দ্বিতীয় পরীক্ষা—হয় ঠিক এক মাস পরে কলিকাতা চাষাধোপা-পাড়ায় হররায়ের ভগ্নীর বাটীতে ; শেষ রাত্রে হুট্ ক'রে ঘরের শিকল খুলে খাতা হ'তে গানটি খুলে আমায় গাইতে বলে গেলেন, আমি দেখে এবার এই অভিমানে কেঁদে ফেল্‌লাম "তুমি দেখ্‌লে আমি 'ঐ' গান গাইতে পারি না, তবু কেন আদেশ কর ?" আমি প্রভুর ঘরের দরজার নিকট এসে সেই খাতাটি প্রভুর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। প্রভু তখন কেম্বিস খাটে শায়িত অবস্থায় ছিলেন। এর যা উত্তর দিলেন তাতে একেবারে চুপ হতে হ'ল। "কার গায়ে লাগ্‌ল ? এর ভিতরে কার নাম লেখা আছে ?" এ সময়ে রাত্রে তিন ঘণ্টা শয়নের নিয়ম ছিল (১১টা হ'তে ২টা) ২টা—৪টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হ'ত।

তিনি বাজাতেন আমি গাইতাম, ৪টার সময় একজনকে সঙ্গে দিতেন নাম মহেন্দ্র, এখনও আছে। গয়লা পাড়া, বৈদ্য পাড়া, (ব্রাহ্মণ পাড়া লেন), পাখা-পাড়া (বড় বড় পাখা বিক্রী হত), মাথা-ঘষা-গলি (পোস্তার পাশের রাস্তা) রতন সরকার গার্ডেন লেন ঐ দিয়ে "নাম" নিয়ে টহল দিয়ে জগন্নাথ-ঘাটে স্নান করিয়ে পৌঁছে দিলে, আমি ঘরে ঢুক্‌তাম।

বাহির হতে শিকল পড়্‌ত। আমি চুপচাপ বসে মালা নিয়ে নিজের আবেশে থাক্‌তাম। যখন্ কেউ না থাক্‌ত হুট্ করে শিকল খুলে ভিতরে ঢুকে বল্‌তেন 'মালা' করছ ? আমার ক্ষিদে পেয়েছে"—একদিন ফল আমানিয়া করতে বল্‌লেন, আমানিয়া করছি বদরপুরের বাদলবাবু এসে পড়ে বল্‌লেন - ও পারে না আমি কর্‌ছি। তখন ধমক দিয়ে বল্‌লেন—"ও যা পারে বেশ কর্‌ছে, তোকে বাহাদুরী কর্‌তে হবে না।"

(৩) নবদ্বীপে হরিসভায় দ্বিতীয় পরীক্ষার একমাস পরে:—হরিসভার গৌরের ঠিক পিছনে, সেখানে একটী দরজা ছিল, সেই দরজা দিয়ে ভিতরে বাগানে যাওয়া যেত। এই বাগানে সেখানে একটী মাধবী-কুঞ্জ ছিল, মাঝে একটি 'কুণ্ড' ছিল (ললিতা কুণ্ড) ও-দিকে একটি চৌচালা ঘর ছিল। সেই ঘরের চারিপাশে প্রায় ১ হাত চওড়া একটি মাটির বারাণ্ডা ছিল। আমি প্রভুর মাথার দিকে জানালার নিকটে বারাণ্ডায় থাক্‌তাম, প্রভু ঘরের ভিতরে থাকতেন। একদিন শেষ রাত্রে আমায় বল্‌লেন, অমুক অমুক বল, (জয় রাধে, শ্যামরাধে শ্রীরাধে শ্যামরাধে) তখন আমি খুব অভিমান ক'রে বল্‌লাম তুমি জান যে আমি এ সময়ে "ঐ" বল্‌তে পারি না, তবু কেন জেনে শুনে দুঃখ দাও ? তখন প্রভু বল্‌লেন 'একটিবার বল (দেহি পদপল্লবমুদারম্) এর সুর, তোর পায় পড়ি, তখন ত আমি মহামুস্কিলে পড়্‌লাম, তখন আমি নাক মুক বুজিয়ে যেন আমি গাইছি না এইরূপ ভেবে আরম্ভ কর্‌লাম, কিন্তু একবার বল্‌তেই অস্থির হয়ে পড়লাম্। তখন আমার কাপড় ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "এ সময় অমুক অমুক বল্‌তে তোর কেন এমন হয়, কোথা এ 'ভাব' পেলি, কে দিল ? আমি তখন পরিক্রমা কালে প্রেম-সরোবরের কথা আদ্যোপান্ত বল্‌লাম। তখন ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন 'আর কখনও বলব না' ঘাট মান্‌লাম। শ্রীরূপের কৃপায় এ অবস্থা হয়েছে।'

হরিসভায় থাকা কালে সন্ধ্যার কীর্ত্তনের পর ১২টা পর্য্যন্ত উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের পর নাচ্‌তে নাচ্‌তে প্রভুর গা দিয়ে রক্ত বাহির হ'ত হরিসভায় ঢুক্‌তে বামদিকে যে ঘরটি পড়ে ঐ ঘরের (বৈঠকখানা ঘর) ছাদে মই দিয়ে উঠে (ছাদের সিঁড়ি নেই) তাস খেলা হ'ত। আমি বৃন্দাবনদা এক দলে, আর আর প্রভু ও যশোর জেলার এক ব্রাহ্মণ ছোক্‌রা রামগোবিন্দ আর এক দলে। যখন হার জিতের সময় আস্‌ত তখন পাশা-খেলার গান গাওয়া হ'ত। সকাল হয়ে গেল তখনও খেলার আবেশ ছুট্‌ত না। রৌদ্র উঠায় মই দিয়ে নেমে মাধবী কুঞ্জের তলায় এসে খেলা শেষ করা হ'ত। কত দিন ৮টা বেজে যেত। তখন প্রভুর চক্ষু দু'টি আবেশে লাল হয়ে থাক্‌তে

দেখা যেত। তারপর বল্‌লেন—"যার সঙ্গে একসঙ্গে তাস খেলে রাত কাটিয়েছি তাকে কি "ঠাকুর" বল্‌তে পারি—"তুমি" বলেই বরাবর ডাক্‌ ছিল।

এই "তুমি" বলার জন্য এক সময়ে জমায়েতি সাধুরা পর্য্যন্ত আমার উপর চটে গিয়েছিল। আমি তখন রামবাগানে। সিঁথিতে যাতায়াত করি, একদিন নহবৎ বুড়া আমায় বল্‌ল প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে আছেন আমি বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লাম না, কিন্তু সে দেখে এসেছে তাই দেখ্‌তে গেলাম, দেখি যে মন্দিরে ঢুকে ডান পাশে যে গাছ আছে সেইখানে আবরণ দিয়ে উনি ভিতরে বসে আছেন। আমি যাবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটি ছোক্‌রা পর্দ্দাটি তুলে প্রভুর অঙ্গের দিকে চেয়েছিল, অঙ্গের জ্যোতিতে তার চোখ ঝল্‌সে গেছে, তাই আমি গিয়ে দেখি যে সে কাঁদ্‌ছে আর বল্‌ছে আখ্‌মে লাগ গিয়া।' আমি 'তুমি' 'তুমি' করছি দেখে উপস্থিত জমায়েতি সাধুরা চটে গেল গুরুজীকে তুম্‌ অপমান্‌ কিয়া, ভাগ্‌ যা" ব'লে আমায় বাহির ক'রে দিয়ে তবে ছাড়্‌ল। তাই বলি সে স্বরূপটী এমন ছিল যে সব ভুল ক'রে দিত। আজ কলকাতায় দাঙ্গা হাঙ্গামার যুগে যদি সেই স্বরূপটী শুধু একবার কলকাতায় ঘুরিয়ে আনা যেত তবে ঝগ্‌ড়া থেমে যেত, সব চুপ্‌ হয়ে যেত।

১৭ই ভাদ্র ১৩৫৩ শ্রীধাম নবদ্বীপ।

আজ শ্রীশ্রীললিতা সপ্তমী। সখীমা মধ্যাহ্নে কীর্ত্তন করিলেন, বাবা ঘর থেকে শুনিয়াছেন, প্রসাদ পাইয়া বলিতেছেন—

"এবারে যে দিদি গৌরচন্দ্রিকা প্রায় তিন কোয়াটার গাইলেন এ-রকম ত' অন্য বারে গান না?"

বৈকালে নরহরি কাকা প্রভৃতি বসিলেন। বাবা প্লেগের কীর্ত্তনের কথা বলিলেন—প্লেগে প্রথম বৎসর জোর ক'রে ইন্‌জেক্‌শন দিতে থাকলে (এই প্রথম ইন্‌জেক্‌শন কলিকাতায় আসে) সব কলিকাতা ছেড়ে পালাতে লাগ্‌ল, আমি সিঁথিতে থাকি।

মাঝে মাঝে ঘুঘুডাঙ্গা ষ্টেশনে উঠে শিয়ালদহ-ষ্টেশনে নেমে রাম-বাগানে যেতাম। পথে শুধু দু-চারটে কাকের সঙ্গে দেখা হ'ত একেবারে জন শূন্য। দ্বিতীয় বৎসরে নাম আরম্ভ হলেন। এ নামের স্রোত প্রায় তিন চার বৎসর ছিলেন, প্রথম যখন আরম্ভ হলেন—কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলির কীর্ত্তন সম্প্রদায়কে শিশিরবাবু কীর্ত্তনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ১৫০০ কীর্ত্তন সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে যদি ৫০০ শত সম্প্রদায় অনুপস্থিত ছিল বলে ধরা হয় তাহলেও এক হাজার সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন হয়েছিল। চোরবাগানে কীর্ত্তনের দিন রাজেন্দ্র মল্লিকের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি সন্ধ্যা হ'তে রাত এগারটা পর্য্যন্ত পাঁচ শত কীর্ত্তন সম্প্রদায় গুণতে পেরেছিলাম—আর পারিলাম না। কলকাতায় এক এক পল্লীতে এক এক দিন কীর্ত্তন হ'ত, এইভাবে সাত মাস কাট্‌লো।

সন্ধ্যা ৬টা হ'তে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত নামের জন্য পুলিশী অর্ডার ছিল। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই সারা-রাত নাম হ'ত—কোনো বাধা বা আপত্তি এর জন্য উঠে নাই, শিয়ালদহ ষ্টেশন হ'তে হাওড়ার পুল পর্য্যন্ত পিঁপড়ে চলবার স্থান থাক্‌ত না। প্রতি সম্প্রদায়েয় মধ্যে অন্ততঃ দু'টি খোল এবং কম পক্ষে চল্লিশ, পঞ্চাশ জন নাম কর্‌ছে, একশ, একশো পঞ্চাশ জন কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। মহাপ্রভুর প্রকটকালে বড় নগর কীর্ত্তনের উল্লেখ আছে। নবদ্বীপে কাজি দমনের দিনে এবং নীলাচলে রথাগ্রে সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন। এ জাতীয় কীর্ত্তনের কথা কোথাও শুন্‌তে পাওয়া যায় নি। মাড়োয়ারীরা দরজায় সরবৎ, ডাবের স্তূপ ক'রে রেখেছে। কীর্ত্তনীয়ারা যাবে, সে কি আলোর ঘটা। আবার গলিতে গলিতে টানা পাখার ব্যবস্থা করেছে, খোলের চাহিদা এত বেড়ে গেল যে সেকালে তিরিশ টাকায় খোল বিক্রী হয়েছে। সামান্য তিওট্ বাজাতে পারে এমন বায়েনরা পাঁচ টাকা ক'রে রোজ নিয়েছে। এ ব্যাপারের ঠিক পরে, পানিহাটীর উৎসব, সে উৎসবে নীলকান্ত গোস্বামী (বাঘনাপাড়ার গোস্বামী, বৈঁচিতে বাড়ী) রামকৃষ্ণপুরে থাক্‌তেন, একটি চটি বই বাহির করেছিলেন—'আবার গৌর"। এই নীলকান্ত গোস্বামী, পাঠে মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত কর্‌তেন না। অবজ্ঞা ভরে, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর নাম করতেন, রূপ 'অমুক বলেছে' 'জীব' এই বলেছে—আমার মনে এই হয় ইত্যাদি।

প্লেগের কীর্ত্তনে, এ হেন নীলকান্ত গোস্বামীর প্রাণে জেগেছে যে, মহাপ্রভু পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছেন—নৈলে এ সম্ভবে না। পানিহাটি উৎসবের সময়ে 'মহাদেব' সেই চটি বই বিলি ক'রে দিল। বৃন্দাবনবাসী বাবাজীরা কলকাতায় আস্‌বার কথা হ'লে ভয় পান, কারণ, এখানে অনাচারের মধ্যে ভজনের আগ্রহ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু প্লেগের সময় ভজনানন্দী বৈষ্ণবদের মুখে শুনেছি যে, কলকাতায় আস্‌বার জন্য তাঁদের প্রাণ টেনে ছিল। যে বাগবাজারের মসজিদের ধার দিয়ে মুসলমানরা হিন্দুর কোন প্রকার মিছিল যেতে দেয় না, সেই মস্‌জিদের মধ্যে গলায় কাপড় দিয়ে মুসলমানেরা কীর্ত্তন সম্প্রদায়কে আসুন! আসুন! বলে ডেকে নিয়ে গ্যাছে, দেখেছি। মুসলমানরা কোরাণ হাতে কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে এ কীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগ দিয়েছিল। এমন সাম্য-ভাব এসেছিল যে, হিন্দু কি মুসলমানদের কীর্ত্তন ব'লে দূর হ'তে চিন্‌বার উপায় ছিল না, সাহেবরা 'হো' 'হো' ক'রে আনন্দ সূচনা ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কীর্ত্তনের সঙ্গে গিয়েছিল। সব একাকার হ'তে দেখা গিয়েছিল।

এই প্লেগের পর হ'তে বাবাজী ম'শায় (বড় বাবাজী) কলিকাতার নাম দিয়েছিলেন শ্রীধাম-কলিকাতা। সন্ধ্যা ৬টা হ'তে বারোটা পর্য্যন্ত পাশ ছিল। কিন্তু সারারাত্রি কেটে যেত। প্রথমে কোন পাশ ছিল না, মুসলমানরা আপত্তি করায় কর্ত্তৃপক্ষ বলেন তোমাদের একটা ছোট মিছিল বে'র হ'লে ৫।১০ জনের খুনের খবর আসে, কোই, এ-সংকীর্ত্তনে কি সে সব এসেছে? তারপর মুসলমানদের মুখ বন্ধ করবার জন্য পাশের ব্যবস্থা হ'ল যে চাহিছে তাকেই

পাশ দেওয়া হচ্ছে। অন্নদা মিত্রের কীর্ত্তনে—"প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" ব'লে কি নাচ।

এ সব ত হলো—কিন্তু আজ এ কি? গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, মহাপ্রভুর সময়ে, বরাহনগরের পর হ'তে বারুইপুরের মধ্যে কোন লোকালয় ছিল না। জলাশয় এবং বন-জঙ্গল ছিল, মহাপ্রভু গঙ্গার উপর দিয়ে গিয়েছেন—কলিকাতার উপর দিয়ে গিয়েছেন সেই পদাঙ্কিত ভূমিতে, এ সব কি কাণ্ড।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রচারের কথা প্রসঙ্গে বাবা বল্লেন—ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত.........গৌরে খুব আকৃষ্ট। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্যারীশরণ ও তার শিষ্য হরগুলাল শেঠ এদিকে আকৃষ্ট। তবে সম্প্রদায়ের অনুরোধে প্রকাশ করে না। এই কথা হ'তে বৃন্দাবনের হরগুলাল শেঠের কথা উঠ্লো। বাবা বল্লেন—এই হরগুলাল শেঠের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কলকাতায়,—তখন ভাড়া বাড়ীতে কারবার কর্ছে। সেই সময়ে আমায় তার বাসায় নিয়ে গিয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য-লীলা, অষ্টমের প্রশ্ন করেছিল। আমি ত খুব সুখ পেলাম, এ সন্ধান কোথা হ'তে পেল? "নিধুবনের স্বপ্ন-বিলাস" কীর্ত্তনের কথা প্রথমে এর মুখ দিয়ে ঠাকুর বলালেন। সেবার দেওঘর হরিসভায় যোগ দিয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে 'তার' পেলাম—বৃন্দাবন থেকে,—মাধব দাস বাবাজী সম্বন্ধে। "দেখ্তে চাও ত শীঘ্র এস, আমি ক্লান্ত।" উৎসবের সময়ে গেলাম। রাখালানন্দ ঠাকুরদের নিয়ে গেলাম। রাধারমণের মন্দিরে "স্বপ্ন-বিলাস কীর্ত্তন" করে বাহিরে আস্ছি—

হরগুলাল বল্ল—"বাবাজী মশায়। যে স্থানের জিনিষ, সে স্থানে কর্লে হয় না?" এর পূর্ব্বে আমি কখনও নিধুবনের মধ্যে প্রবেশ করিনি, বাহির হ'তে দণ্ডবৎ করে আসি। বৃহস্পতিবার কথাবার্ত্তা হয়েছে যে শনিবার কীর্ত্তন হবে, কিন্তু শুক্রবার আমার শরীর ভাল না থাকায় ওকথা আর আমি বলিনি। স্বরূপদাস শনিবারে নিজের কাজকর্ম্ম সেরে কীর্ত্তনের কথা সকলকে ব'ল্তে ব'ল্তে এসেছে। আমায় বল্ল—"আজ কীর্ত্তনের কথা বলে এলাম।" আমি ভাব্লাম আজ কীর্ত্তন হবে আমি তা কাউকে বলিনি, এর মুখ দিয়ে ঠাকুর বলালেন? তবে ঠাকুরের ইচ্ছা হ'য়ে থাক্বে; কীর্ত্তন হলেন। সে আনন্দ আর বলা যায় না। লীলা যেন প্রকট হ'ল। শ্রীখণ্ডের ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে মাধব দাস বাবাজীর উৎসব উপলক্ষ্যে আলাপ হয়েছিল—তাঁরা সকলে কীর্ত্তনে ছিলেন, সে কীর্ত্তনের চিত্রপট আছে। রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়কে দেখ্লে মনে হয় যেন কোন্ রাজ্যে ডুবে আছেন। "বর্ষাণের শ্রীজীর মন্দিরে কীর্ত্তন" হরগুলাল শেঠের চেষ্টায় হল। বাবা সেই কীর্ত্তনটি পাঠ করিতে বলিলেন—পাঠ করিয়া বাবাকে শুনান হইল।

॥ ১৮ই ভাদ্র ১৩৫৩ সমাজবাড়ী শ্রীধাম নবদ্বীপ ॥

আজ শ্রীরাধাষ্টমী! ১১টার সময় বাবা কীর্ত্তনে বস্লেন। "বৃষভানুপুরে আজ কি আনন্দ" এই পদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলনে পূর্ব্ব-রাগ ঘটাইয়া দিয়া বাবা বলিলেন—গলা খুল্ছে না। অদ্বৈত কাকা এবং সত্যদা বৃষভানুপুরে পদটি আওড়াইয়া দিয়া "আজ কি আনন্দ ব্রজ

ভরিয়া রে” ধরিলে, সখীমা আসিয়া ধরিলেন—“ব্রজ ভরিয়া রে” “ব্রজ ভরিয়া রে” এই বলিয়া, মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাবা কীর্ত্তনের তিন চারি হাত দূরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছিলেন। তিনিও মাঝে মাঝে স্বস্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। “বালিকা বদন বিধু হেরিয়া রে” এইখানে মা ঠাকুরের দর্শন খুলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলে, দর্শন খুলিয়া দেওয়া হইল। তখন মা আগাইয়া গিয়া বাবার হাত ধরিয়া ঠাকুরের দিকে আগাইয়া দিয়া আসিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। শ্রীখণ্ডের নিমাই ঠাকুর আজ আসিয়াছেন। তিনিও কীর্ত্তনে ছিলেন। সন্ধ্যা আরতির পর ‘চরিত-সুধা’ পাঠ হইলেন,—বিবিধ ঘটনা হইতে ফণীর নবজীবন লাভ পর্য্যন্ত পাঠ হইলেন। ১৯৫ পৃষ্ঠা পাঠের সময় বাবা বলিলেন,—“প্রাণবল্লভ মঠে ফণী, আমি প্রভৃতি ছিলাম। কীর্ত্তনের পূর্ব্বে পায়খানা হ'তে, এসে বল্‌ছে ‘রামদা’ পাত্‌লা পায়খানা হয়েছে? তারপর কীর্ত্তনের মধ্যে বাহ্যে পাওয়ায় আউলিয়া মঠে পায়খানা ক'রে অবশ হয়ে পড়্‌ল। ২০২ পৃষ্ঠা পাঠের সময় বলিলেন—নগরসংকীর্ত্তন ফিরে এলে কীর্ত্তনের আখরে বলা হচ্ছে, ‘যদি কিছু ফণীর হয় তবে মালা কণ্ঠী খুলে চলে যাব ইত্যাদি, নামের মধ্যে’ সে বিকট রূপ দেখে, প্রথম আমার মনে হ'ল বুঝি ‘ফণী’ আর বাঁচে না, তারপর দেখি যে, যে বলদেব মূর্ত্তী এখন ঝাঁজপিটা মঠের দেউড়িতে ঢুকেই ডানদিকে আঁকা আছে— উনি তাড়িয়ে দিলেন। তখন আশ্বাস এল

পাঠের পর বাবা প্রসাদ পেয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন— দিদি হুগলীতে চিঠি লিখে পাঠালেন। ও কে লিখেছে? ও কেউ লিখিয়াছে! ওতে ইঙ্গিত আছে, মহাপ্রভুর নিজের কাজ ‘হরিদাস ঠাকুরের উৎসব’ নিজে কর্‌বেন তুমি শ্রীগুরুদেবের কাছে এসে শ্রীগুরুদত্ত নাম কর। নীলাচলে না যাবার ইচ্ছা কর্ত্তার যদি হয় তবে আমাদের স্বতন্ত্র চেষ্টা করা কি উচিৎ?

স্নানের পূর্ব্বে প্রশ্ন তুল্‌লাম আজিকার কীর্ত্তনে নূতন পেলাম যে মহাপ্রভু ললিতা আবেশে শ্রীরাধা-অষ্টমী ভোগ কর্‌ছেন। বাবা বলিলেন—গতবারের কীর্ত্তনে কি ছিল? গতবারে এ কথা জেগেছিল্ তবে খোলেনি (প্রকাশ পায়নি)। আজ কীর্ত্তনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ কর্‌তে গিয়ে দিদিকে দেখে জিজ্ঞাসা করিলাম “মহাপ্রভু কি আজ ললিতার কক্ষায় ভোগ কর্‌ছেন?” দিদি মাথা নাড়িলেন তাইতে খোলাখুলি বলা হয়েছে। এসব কীর্ত্তন নরহরিদা প্রভৃতিকে শুনাস্।

তারপর গৌরহরিদার সঙ্গে নিভৃতে কথা কহিবার জন্য আমাদের শুনে যেতে বল্‌লেন। গৌরহরিদার ভোরে কলিকাতায় যাইবার কথা।

॥ ১৯শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৫৩ ॥

সন্ধ্যার সময় গৌরহরিদা ফিরে এলেন, তিনি ভয়ে হাওড়া ষ্টেশন হ'তে কলিকাতায় নামিতে পারেন নাই। সেখানে নাকি মারামারি হ'চ্ছে। পকেট নিতাই সেই গাড়ীতে কলিকাতা হইতে নবদ্বীপে আসিল। সে বলিল, “জায়গায় জায়গায় মারামারি হচ্ছে, আমি হেঁটে পোস্তা হ'তে হাওড়া ষ্টেশনে এসেছি—“আমার কিছু হয়নি।” বাবা বল্‌লেন— আজ সকালে এখানে এক ব্যাপার

ঘটেছে, ব্রজবাসীবাবা একজন (এখানে কয়েকদিন আছেন) শুয়ে ছিলেন, আমাদের কাটারীটা সতরঞ্চের নীচে নিয়ে শুয়েছিলেন, সতরঞ্চটি জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে ! এই নিয়ে 'নন্দ' প্রভৃতি ব্রজবাসী বাবার সঙ্গে হৈ চৈ কর্‌ছিল। আমার কিন্তু মনে হ'ল, এর ইঙ্গিত এই যে এখন এরূপ ভিতরে ভিতরে মারামারি হচ্ছে, যাওয়া ঠিক নয়।

॥ ২০শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩৫৩ ॥

আজ নবদ্বীপ হ'তে রওনা হইয়া পুরীতে যাইবার কথা পূর্ব্ব হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক হইয়াছে যাওয়া হইবে না। বাবা বলিলেন—কর্ত্তার ইচ্ছা নয় যখন তখন কি করা যাবে? হরিদাস ঠাকুরের সেবা ত তাঁরই কৃপার দান। এই কথা লইয়া সন্ধ্যার পর শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ প্রাপ্তির বৃত্তান্তের কথা বলিলেন। "পুরীর রঘুনাথ গোস্বামীর জামাই, কুঞ্জলাল গোস্বামী, এরা দুই ভাই ছিলেন। দক্ষিণ-পার্শ্ব-মঠের নিকট হরিদাস ঠাকুরের মঠ ও টোটাগোপীনাথের মন্দির বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা ধার করেন। টোটাগোপীনাথ ও হরিদাস ঠাকুরের মঠের সেবার ভার এদের উপর ছিল বটে। আউলিয়া মঠের গোঁসাই তাঁর প্রথমপক্ষের ছেলে দুটিকে এই মঠ দিয়াছিলেন) কিন্তু এরা সেবার দিকে নজর দিতেন না। গাঁজা ভাঙ্গ খেয়ে স্ফূর্ত্তী করে দিন কাটাতেন। হরিদাস ঠাকুরের সমাধির আশে পাশে সব জায়গা হরিদাস ঠাকুরের-ই ছিল। সব ২৫।৩০ টাকায় হাত ছাড়া কর্‌লেন।

টোটা-গোপীনাথেরও সম্পত্তি নষ্ট কর্‌লেন। দেনা শোধের কোন ব্যবস্থা না করে বড় ভাই সরে পড়্‌লেন। তখন কুঞ্জ গোস্বামীর উপর সেবার ভার। বড় বাবাজী মশাই, বাবু হরিবল্লভ বোসকে বলে ১॥ (দেড় টাকা) গোপীনাথেরও ॥০ (আট আনা) হরিদাস ঠাকুরের সেবার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন। কুঞ্জ গোঁসাই টোটা গোপীনাথের নিজের ঘরে থাকিতেন। হরিদাস ঠাকুরের সেবার জন্য রেখেছিলেন "রামকৃষ্ণ" পূজারী এবং এক বুড়ী "কেতকী মা"। বাবাজী মহাশয়ের প্রকটকালে আমরা উৎসবের সময় গিয়ে হরিদাস ঠাকুরের উৎসব কর্‌তাম - কোন বাধা পাই নাই।

অপ্রকটের পর বৎসর আউলিয়া-মঠ থেকে হরিদাস ঠাকুরের মঠে গিয়ে কীর্ত্তন ক'রে যা প্রসাদ হয়েছিলেন তাই একটু একটু মুখে দিয়ে আউলিয়া মঠে ফিরে এসেছিলাম।

পর বৎসর (১৩১৪ সাল) ঠিক করা হ'লে, রান্না আউলিয়া মঠে না করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে কর্‌লে (করিলে) দুপুর রোদে আস্‌তে হয় না, একেবারে রাত্রে সমস্ত সূচক কীর্ত্তনটি করে, সেই রাত্রে অথবা পরদিন সকালে আউলিয়া-মঠে ফির্‌বো। উৎসবের পূর্ব্বদিন বৈকালে করুণাকর-দাস বাবাজী এবং সখীচরণ দাস-বাবাজীকে রান্নার জিনিষ পত্র দিয়ে পাঠান হ'ল। তখন হরিদাস মঠে সমাজ এবং ঠাকুর ঘর ছাড়া খোলার ঘর ছিল। মঠে ঢুকৃতে দু'পাশে দু-ঘরে 'পূজারী' এবং 'কেতকীমা' থাকৃতেন। আর ঠাকুর ঘর থেকে এখনকার রান্না ঘরে যেতে

দু'পাশে দুটি ঘর ছিল সেই ঘর দু'টিতে জিনিষপত্র রেখে তালা দিল। কেতকী-মা গোঁসাইকে এ খবর দিলে তিনি আমাদের তালার উপর তালা দিতে বলিলেন, বুড়ী তাই কর্‌ল। এ খবর আমাদের নিকট একজন দিলে, আমরা রঘুনাথ প্রভুর কাছে গেলাম, তিনি বলিলেন, আমি আছি কোন ভয় নাই, তোমরা কুঞ্জর দেওয়া তালা ভেঙ্গে উৎসব কর।"

আমরা তাই কর্‌লাম। তালা-ভাঙ্গার খবর কেতকী-মা দিয়ে থাক্‌বে। সকালবেলা হরিদাস ঠাকুরের নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ক'রে প্রসাদ পেয়ে বিপিনবাবুর বাড়ীতে বিশ্রাম কর্‌ছি, রঘুনাথ প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন। কুঞ্জ গোঁসাইকে প্রসাদ পাবার জন্য আমরা ডাক্‌তে গিয়ে দেখা না পাওয়ায় রঘুনাথ প্রভুর আদেশমত তাঁর জন্য একটি পারশ ধরে রেখেছিলাম, সবে বিশ্রাম কর্‌ছি দেখি যে কুঞ্জ গোঁসাই কতকগুলি গুণ্ডা ধরনের লোক নিয়ে আস্‌ছেন— রঘুনাথ প্রভু এগিয়ে যেতে কুঞ্জ গোঁসাই থতমত খেয়ে গেলেন এবং সঙ্গের লাঠিধারীরা সরে পড়্‌ল, কুঞ্জ গোঁসাইকে প্রসাদ পাইয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনিই-ত সেবাইত, কোথায় সেবায় আনুকূল্য কর্‌বেন তা নয় এরূপ বিরোধীতা কচ্ছেন কেন?" গোঁসাই বল্‌লেন 'আমি কি কর্‌ব?" আমি বল্‌লাম্ "দেখুন মহাপ্রভুর দেহ টোটা গোপীনাথ এবং প্রাণ হচ্ছেন হরিদাস ঠাকুর,—এ দুয়ের সেবা আপনাকে দিয়াছেন, আপনি এ সেবায় অবহেলা করিবেন না।" গোঁসাই বল্‌ল "২৮০০৲ টাকায় এ দু'টি মঠ বন্ধক আছে। টাকা জমা দিবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ঋণের দায়ে মঠ দু'টি নীলাম হয়ে যাচ্ছে। মোট ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা হ'লেই সব হয়ে যায়। যদি আপনি আমাকে ঋণমুক্ত ক'রে দেন, আমি এ হরিদাস ঠাকুর মঠের সেবা আপনাকে দিয়ে দিব।" আমার তখন মনে হল বিশ্বরূপ গোঁসাইয়ের কথা, তিনি খুব উচ্চ অধিকারী ছিলেন। পাঠ শোনবার সময় তাঁর কোনও সাত্ত্বিক বিকার না দেখে প্রথমে তাঁর উপর আমায় বিচার আস্‌ছিল। তারপর ঠাকুর আমায় বাঁচিয়ে দেন। দেখি যে কেবল নাক দিয়ে জল ঝর্‌ছে, এঁর মুখে প্রথম শোনা" শ্রীরাধেশ্যাম নব ঘন মনচোরা।"

ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৫০ বৎসর বাসের পর শ্যামকুণ্ডের পঙ্ক উদ্ধারের জন্য শ্রীধাম-বাস ছাড়্‌লেন, (নিজের ভজন-নিষ্ঠা রক্ষার জন্য প্রায় কথা বলিতেন না) ছেড়ে, দেশে দেশে ঘুরে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা যোগাড় করেছিলেন। আর আমায় ধাম ছাড়্‌তে হবে না, কলিকাতাতেই থাকিব। ভজনের নিয়ম নিষ্ঠাও ছাড়্‌তে হবে না। আর মাত্র ৩০০০৲ (তিন হাজার) টাকা। এ আর যোগাড় হবে না—শুধু লোকের কাছে যাওয়া— এ আর কর্‌তে পারবো না? এই মনে হ'ল।

পরদিন সকালে হরিদাস ঠাকুরের পিছনে বিপিনবাবুর বাড়ীতে নাম কীর্ত্তন কর্‌ছি, কীর্ত্তনের মধ্যে খুব আবদার জুলুম আস্‌তে লাগ্‌ল। হরিদাস ঠাকুরের সেবা তুমি-ই ক'রে গেছ, এ তোমার-ই সেবা ইত্যাদি। অন্যান্য গৌরগণের নিকটও হরিদাস ঠাকুরের সেবা নিয়েই প্রার্থনা চল্‌তে লাগ্‌লো।

আনন্দের পাথার বয়ে যাচ্ছে, খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। এদিকে করুণা দাস হরিদাস ঠাকুর মঠে ঠাকুর সেবা কর্‌ছিল। সমাধি মন্দিরের মাথার উপর যে পাথরের চক্র ছিল, তাহা মন্দিরের সামনে পড়েগেল, সে সেই "চক্রটি" তুলে নিয়ে আমাদের কাছে ছুটে এসে বল্‌ল,—তোমরা যখন খুব ব্যাকুলভাবে জানাচ্ছিলে তখন এই চক্রটি পড়ে যায়"। তা শুনে আমার মনে হ'ল শিবের গাজনের সময় শিব-ভক্তরা সারাদিন উপবাসী থাকে, সন্ধ্যার পরে শিব পূজা করে। অপেক্ষা করে, কখন শিবের মাথার ফুল পড়্‌বে? না পড়া পর্য্যন্ত তারা কিছু খায় না। শিবের মাথার ফুল পড়াটা তারা শিবের সন্তোষ এবং প্রসাদ গ্রহণের অনুমোদন বলে মনে করে। (গাজনের সময় মানত নিয়ে এই গাজনে যোগ দেয় এবং নীচ জাতির সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-খায়ি করে। তারা জাত্যভিমান ভুলে গিয়ে সকলে শিবের ভক্ত হয়। আর তোমরা ঠাকুরের সঙ্গে এসেও উচু নীচু কর)। এক্ষেত্রে—"চক্র খসে পড়া" আমার মনে শিবের মাথার ফুল পড়ার মত বোধ হ'ল। আমাদের কাতর প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে পৌঁছেছে, মনে হওয়ায় মনে বল পেলাম। গোবিন্দদা আমায় কলিকাতায় গিয়ে টাকার চেষ্টা ক'রতে বল্‌লেন. আমি বলে ফেল্‌লাম "আচ্ছা তাই হবে"। তারপর বলরামদা ব'ল্‌ল—গোঁসাইত অর্থলোভী, বেশী টাকার লোভে আবার অন্য জায়গায় কথা দিতে পারেন, একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে নেওয়া দরকার. তাই করা হল। টাকা সংগ্রহের জন্য একুশ দিনের সময় পেলাম। গোঁসাইকে ত কথা দিলাম. কিন্তু কখনও ত কাহারও কাছে কিছু চাই নাই। কি করি (বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নাম করছি দেখে বলেছিলেন তোমাকে একটা অয়েলক্লথ কিনে দেব। কাপড় কাচার জন্য কাহারও নিকট কিছু চাইতে আমার মন হত না। এত ময়লা কাপড় পরতাম যে চিমটি কাট্‌লে ময়লা উঠ্‌তো) এখন কি করি, মহাসমস্যা। যতীন মুন্সি টাকার জমিদার (বরানগর) তখন "গৌরাঙ্গ-সমাজের" কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ফিটন্ গাড়ী করে রাস্তায় যেতেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে গাড়ী থেকে নেমে এসে দণ্ডবৎ কর্‌তেন—তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। তিন দিন বাড়ীতে গিয়েও তার কোন পাত্তাই পেলাম না। আর যার দেখা পেলাম সে আমলই দিল না। মনটায় বড় চিন্তা এসেছে, রাত্রে ঘুম হয় না, কি করি, ১২।১৪ দিন কেটে গেল এখনও কিছু যোগাড় হল না। অথচ সেখানে কথা দিয়েছি, কতদূর পর্য্যন্ত এগুলাম তা'ত জান্‌তে পারছি না।

বরাহনগরে কামাখ্যা দাস বাবাজীর বাড়ীতে আছি, একদিন চণ্ডী সিং নামে (জনৈক ভক্ত পাটের দালাল, প্রিয়নাথ তার নিকট কাজ করত) ভক্তের নিকট যাব বলে ঠিক করেছি, বাহির হব, এমন সময় একটি মেয়ে এসে খবর দিল। তার গুরুদেব (গৃহস্থ বৈষ্ণব) পুরী থেকে রথ দর্শন ক'রে এসে 'কুঠিঘাটে' দেহান্ত হয়েছে পাশেই থানা, দারোগাবাবু বলেছিলেন আমরা সৎকার কর্‌লে আপনাদের আচার নিষ্ঠা বজায় থাকবে না হাড়ি দিয়ে করাতে হবে। কামাখ্যাদাস বাবাজীর কাছে যান সেখানে ছেলেরা আছে, তারা শুন্‌লে একাজ কর্‌বে, তাদের উপর তাদের শ্রীগুরুদেবের এরূপ আদেশ আছে শুনেছি, এই কথা শুনে মেয়েটি এসেছেন। আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা আমার

সঙ্গে চলুন"। সিঁথির ছেলেরা গঙ্গাস্নান করতে আসে, তাদের (নীলরতন, গোপী, প্রিয়নাথ, ছোট বিহারীদা) দেখা পেয়ে খবর দিলে তারা বল্‌ল—"আপনি যে কাজে যাচ্ছেন যান, আমরা ব্যবস্থা করছি"। আমার তখন মনে হ'ল, কখনও তো কলে স্নান করিনি, যখন গঙ্গার ধারে এসেছি ডুব দিয়ে নি। যেই ডুব দেওয়া অম্নি মনের সংকল্প বদলে গেল। আমার মনে হল, "এই তো ১২।১৪ দিন কত পরিচিত লোকের কাছে ঘুর্‌লাম কেউ কথাটা মাথায় নিল না। প্রায় ছয় মাস আগে "করুণা" এক চিঠি দিয়ে, তাতে লেখে সমুদ্রের ধারে বাড়ী বিক্রী আছে কিনা দেখবার জন্য, এক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জুতা পায়ে সমাজের কাছে আস্‌তে গেলে আমি বাধা দিই, তাতে সে এল না, বল্‌ল—"আমি তো বাঙ্গালী ঘরের ছেলে ঠাকুরের স্থান আমি জান্‌তাম না—ঠাকুর মন্দির, এ আমি নেব না বলে চলে গেল"। কিন্তু ভয় হয় গোঁসাই আর কার কাছে বিক্রয় কর্‌বে তখন ৬খানা কাগজে এই খবর নিত্য স্বরূপ ব্রহ্মচারীর (আমাদের গুরুভাই, দেবকীনন্দন প্রেস ইহার) মারফৎ ছাপিয়ে দিলাম একমাত্র বৃন্দাবন থেকে মধুসূদন গোস্বামী লিখেছিলেন খবর পেয়ে চিন্তিত রহিলাম, কি হয় জানাইও। "আর কেউ সাড়া দিল না। আমার দ্বারা আর টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হবে না—হরিদাস ঠাকুর তোমার যদি দরকার মনে কর তবে কত লাখপতি, কোটিপতি আছে, তাদের ইঙ্গিত কর্‌লে ডেকে টাকা দিয়ে যাবে আমি আর কারও দ্বারে চাইতে যেতে পার্‌ব না—আর আজকার দিনের মধ্যে কোন ইঙ্গিত না পেলে (আমি) জলগ্রহণ কর্‌ব না"। এ সঙ্কল্প যেন মা গঙ্গা দিয়ে দিলেন। গঙ্গা-স্নান ক'রে কামাখ্যাদাস বাবাজীর বাড়ী গিয়ে দেখি,—কামাখ্যাদাস বাবাজী প্রভৃতি যাদের সঙ্গে পাটের দালালের কাছে যাবার কথা হয়েছিল, তারা সকলে চলে গেছে। বলে গেছে—এ-বেলা দেরী হয়ে গেছে ও-বেলা যাবে। আমার ত সংকল্প পূর্ব্বেই বদলে গেছে। যাক্, আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম, তখন বরানগর বাজার হ'তে বিডন স্কোয়ার পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী চলার ব্যবস্থা হয়েছে। শেয়ারের পয়সা আমার কাছে ছিল; তবু আমার কি খেয়াল হল, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চল্‌লাম। এখনকার হিসাবে তখন কলকাতায় প্রায় ছয় আনা লোক—বড় রাস্তায় বিশেষ লোকের চলাচল নাই আমি হাসি কাঁদি কেউ নজর কর্‌বার নেই। মনে মনে পূর্ব্বোক্তরূপ আব্দার চল্‌ছে। এইরূপে টালার পুল পার হয়ে চীৎপুর ঢাকাপট্টিতে হীরালাল দত্তের বাটীতে গেলাম। তখন বেলা ১১।১২ টা হবে।

রায়বাহাদুরের বাগান বাড়ীতে অষ্টপ্রহরের দিন ঘি ঢেলে ঢেলে মেঝে পিছল হয়েছিল, সে কারণ সকলে নাম থেকে সরে পড়েছিল, এই হীরালালকে বাবাজী মশাই জড়িয়ে ধরে যেতে দেন নাই এবং এর দ্বারা 'নাম' রক্ষা করেন। আমায় হীরালাল জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"স্নান হয়েছে"? আমি—হাঁ, তিলক করুন, কর্‌লাম। বল্‌ল—তবে কিছু বাল্যভোগ পান, আমি বল্‌লাম—'না' তখন আর কিছু জেদ কর্‌ল না। সেখান থেকে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বিডন ষ্ট্রীটে অতীনদার বাড়ী গেলাম বাড়ীতে দুর্গোৎসব, বাজার কর্‌তে গেছেন, ফিরে আস্‌লে বল্‌ল— রামদা স্নান তিলক হয়ে গেছে ত

কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দিই? আমি বল্‌লাম—'না', অতীনদা—'কেন'? আমি আমার সঙ্কল্পের কথা বল্‌লাম। তখন অতীনদা বল্‌লেন,—"তুমি কি পাগল হয়েছ? ও ভাবনা তোমার কেন ও তো মহাপ্রভুর নিজের কাজ"। তখন ভাব্‌লাম "ঠিক্‌তো আমার মাথা-ব্যথার কি দরকার, যা কর্‌বার মহাপ্রভু নিজে কর্‌বেন"। অতীনদার মুখ দিয়ে যা ঠাকুর বল্‌লেন—তাতে আশা হ'ল। সেখানে তখন একটু সরবৎ ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেলাম। সেখান থেকে চাঁপাতলায় রামকান্ত মিস্ত্রীর লেনে বড় বিহারীদার বাড়ীতে গেলাম, তখন দুখানা খোলার ঘর, স্ত্রী-পুরুষে থাকেন। তখন প্রায় আড়াইটা বেজেছে, আমি যেতেই, বিহারীদা বল্‌ল—রামদা প্রসাদ পেয়েছ"? আমি বল্‌লাম—'না', 'দেখ! আজ কি জানি কি মনে হল' ঠাকুরের পারসটা ধরে রেখেছি অন্য দিন খাবার পর দু' এক মুঠা বেশী হয় কিন্তু এ রকম পারস কখনও ধরা থাকে না"। এ কথা শুনে আমার প্রাণে জাগল—খাবনা সঙ্কল্প করেছিলাম বলে পারস ধরে রেখেছে। তবে কথাটি কানে পৌঁছেছে"। প্রসাদ পেলাম। বিশ্রাম কর্‌ছি, এমন সময় শীল বাড়ীর ঠাকুর সেবক নারাণ বাঁড়ুজ্যে এসে খবর দিয়ে গেলেন,—"গিন্নীমা একবার আপনাকে দেখা কর্‌তে ডেকেছেন"।

আমার মনে তখন জাগল, "কত লাখ পতি, কোটিপতি আছে, ডেকে দেবে," ইহাও সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল—এখন যে ধনীলোক ডাকে তবে ত নিশ্চয়ই প্রার্থনা কানে পৌঁছেছে!" আমরা কাল খাব ব'লে নারাণ বাঁড়ুজ্যেকে পাঠিয়ে দিলাম। বিহারীদা'র ভগ্নিপতি বেনে মহলের শিক্ষা গুরু, কাজেই বিহারীদা'র বেনে-মহলে সব জানাশুনা ছিল। তার সঙ্গে পরদিন সকালে মতি শীলের বাড়ীতে (মতি শীলের ছেলে কানাই শীল, তাহার পুত্র গোপাল শীল তাহার স্ত্রী কুমুদিনী দাসী-তাহার বাবার নাম হেম চন্দ্র দে ধর্ম্ম প্রকৃতি ছিলেন না, খুব ধড়িবাজ্‌ ছিলেন, তাঁর বাড়ী ছিল বৌবাজারে।) গেলাম। খবর পাঠালে, শীল গিন্নী নীচে নেমে এলেন, বল্‌লেন—দেখুন, এবার পুরীতে গিয়ে ঝাঁজপীটা মঠে বেড়াতে গিয়ে খুব দুঃখ পেয়েছি। (তখন মহান্ত নিত্যানন্দ দাস, জগন্নাথের ষ্টেটের নামে মঠটী লিখে দিয়েছেন, একা মঠে থাক্‌তেন, খুব নোঙ্‌রা করে রেখেছিলেন, নিজের ইচ্ছামত ৩।৪ টার সময় ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতেন)। যদি কিছু দলিল পত্র পাওয়া যায় তবে চেষ্টা করা যায়। বিষয় কথা পড়ায় আমি তখন বল্‌লাম—এখন নিয়ম-সেবার মাস, পুরী ছেড়ে এ সময় আমাদের কলিকাতা আসিবার কথা নয়, এইজন্য আমরা কলিকাতায় এসে রয়েছি এই কথা বলে, হরিদাস ঠাকুরের মঠের কথা বল্‌লাম। একুশ দিনের মধ্যে ১৫ দিন হয়ে গেল, সে কথাও বল্‌লাম। তিনি এ কথাটি কানেই তুলিলেন্‌ না, (কি ঠাকুরের ভঙ্গী, দেখেন যে কি করি)" বল্লেন-"এখন বাড়ীতে বড় রোগ চল্‌ছে। একদিন নাম করিলে হ'য়।" এ কথা-বার্ত্তার পর আমরা ফিরে এলাম। দু-একদিন পরে কয়েকজনকে যোগাড় ক'রে (কামাখ্যা বাবাজী, হরেকৃষ্ণ বাবাজী, নীলরতনদা, প্রিয়নাথ, অনাথদা, বিজয়দা, জ্ঞানদা, গোপী, শিবুদাস, গৌরহরি দাস বাবাজী, বিহারীদা,) কীর্ত্তন কর্‌তে গেলাম। রাত্রে পাকি প্রসাদ পেয়ে

সেখানে রইলাম। সকালে চলে আস্‌ছি, বল্‌লেন—কাল রাত্রে কীর্ত্তন ভাল ক'রে শুন্‌তে পাই নাই, আজ কীর্ত্তন ক'রে এখানে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেতে হবে, থাকুন। বৈকালে চ'লে আস্‌তে চাহিলে বল্‌লেন—"মা প্রভৃতিকে খবর দিয়েছি আজ কীর্ত্তন শুন্‌তে আস্‌বেন," কাজেই থাকলাম, রাত্রে কীর্ত্তন হ'ল, প্রসাদ পাবার পর গৌরহরিকে (পুরীতে সিন্ধু-নিবাসে থাকিত) শীল দিদি পুরী গিয়ে ওখানে উঠে ছিলেন, শীল দিদিকে সে মা বলেছিল বড় সরল, সে এ সময় এখানে ছিল, শীল দিদি ডেকে বল্‌লেন—"রামদাদাকে ডেকে দাও আমার বিশেষ কথা আছে।" গৌরহরি ঐ কথা আমায় বলিলে আমি ভাব্‌লাম—"একেবারে সম্বন্ধ ক'রে ডাক্ কে শেখালে? এ সম্বন্ধ কে ঠিক ক'রে দিল?" এর আগে একবার শালকিয়ার হরিদার সঙ্গে কীর্ত্তন করতে এসেছিলাম—কীর্ত্তনের পর একটু বাল্যভোগ পেয়ে চলে এসেছিলাম, বাড়ীর মালিকের সঙ্গে দেখাশুনা হয় নাই—তখন ভাগ্নেদের সঙ্গে মাম্‌লা চল্‌ছিল, তে'তলায় তাঁরা ছিলেন, এবারে একেবারে সম্বন্ধ কি ক'রে হ'ল? যাক্, গেলাম। দোল মণ্ডপের বারান্দায় একা চুপ্ ক'রে বসে আছেন, আমি গেলে গৌরহরিকে সরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন,—আমি যা বল্‌ব তা যেন তৃতীয় কাণে না যায়, তা' হ'লে বাধা হ'তে পারে, আমি গরীব ঘরের মেয়ে, কখনও কাউকে নিজ হাতে (৫০.০০ পঞ্চাশ টাকা) দিই নাই, আমার বাবা—"এক্‌জিকিউটর" তাঁকে না জিজ্ঞাসা ক'রে আমি চারটি পয়সাও খরচ করি না, যা বল্‌ব তা' যদি বাবার কাণে পৌঁছায় তা'হলে তিনি বাধা দিতে পারেন, তা ছাড়া ছেলে মেয়ে না থাকায় ভাগ্নের সঙ্গে গোলমাল চল্‌ছে, জানিলে তাহারাও বাধা দিতে পারে, এজন্য গোপনে বলা দরকার। ইণ্টালীর হরিদা আমার বাবার বাড়ীতে বৌবাজারে খোল বাজাতেন, বাবা গাহিতেন, পুরীতে গিয়ে হরিদার খোঁজে ঝাঁজপিটা মঠে গিয়ে তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে আস্‌ছি, তখন (বড়) বাবাজী মহাশয়ের দেখা পাই, তিনি কথা কইতে কইতে মঞ্জু মঠে—যে স্থানে আমরা উঠেছিলাম সে স্থান পর্য্যন্ত এলেন। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হ'ল, আমি কিছু টাকা দিতে চাহিলে তিনি বল্‌লেন—'টাকা নিয়ে কি করব? ধামে এসেছ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবায় খরচ ক'র।" আমি বল্‌লাম "সে ত করিব, আপনাকেও কিছু নিতে হ'বে, তখন বল্‌লেন, 'সময়ে টাকার দরকার লাগ্‌বে, মহাপ্রভুর কোন বিশেষ কাজ তোমার দ্বারা হ'বে—সামান্য অর্থের প্রয়োজন, তোমার অর্থের অভাব নাই—কি কাজ পরে বল্‌বো।" এই তিনটি কথা বলেছিলেন, (কলিকাতায় আসিলে আমার বাড়ীতে আস্‌বেন,—একথা দিয়েছিলেন) তারপরই অপ্রকট হলেন।" (শীল দিদি বাবাজী মহাশয়কে দেখেই বিকিয়ে ছিলেন—"মন্ত্র" নিতে হয়নি, খড়দহের সৌরীন্দ্র মোহন গোস্বামী কুলগুরু মন্ত্র দিয়াছিলেন), আজ উঠোউঠি দু'দিন স্বপ্নে আদেশ করছেন—"তোমার এই কাজ (হরিদাস ঠাকুরের ব্যাপার) তোমার রামদাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ কর।" (এখন বুঝ্‌লাম 'রামদাদা" সম্বন্ধ কর্ত্তা নিজে ঠিক্ করে দিয়েছেন)। "এখন পূজার হাঙ্গামা চল্‌ছে। পূজার পর আমরা প্রতি বৎসর বাইরে বেড়াইতে যাই, এবার না হয় পুরীতে যাওয়া যাবে।

আপনাদের যা লোক দরকার নিয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে লেখাপড়া কর্‌বার লোক থাক্‌বে, পূজার তিনদিন নিমন্ত্রণ রহিল, আপনারা থাক্‌বেন, কীর্ত্তন ক'রে প্রসাদ পাবেন।" তাই হ'ল। নবমীর দিন শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন হইল, দশমীর দিন কামাখ্যা দাস বাবাজীর বাড়ীতে গেলাম। ত্রয়োদশীর দিন তিন প্রভুর সূচক শীল বাড়ীতে হ'ল, তার পরদিন পুরীতে রওনা হলাম, গোবিন্দদাকে পূর্ব্বে এ সংবাদ দিয়াছিলাম, আমি ও ফণী পুরী গেলাম। শীল দিদিরা রাধাবল্লভ মঠে উঠ্‌লেন—আমি প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন ক'রে ওখানে ঘুরে আসি, সেদিনেও সকালে গিয়েছি। কিছু বলেন নি, দুপুরবেলায় আমাদের একজন উড়িয়্যাবাসী গুরুভাইকে দিয়ে আমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন। আমি গেলাম, গিয়ে দেখি যে বাড়ীর সকলকে "বাবা, মা, প্রভৃতিকে" পঞ্চতীর্থ দেখ্‌তে পাঠিয়েছেন, নিজে অসুস্থতার ভান্ ক'রে শুয়ে আছেন। কাছে বসে আছেন ওঁর মাসতুতো বোন, বয়সে বড়, নাম রাসমণি, রামকৃষ্ণ পুরের রাসবিহারীর স্ত্রী (ওর কেশিয়ার)। আমি গিয়ে বল্‌লাম, "এই তো আজ সকালে এলাম আবার দুপুরে ডাক্ কেন? তখন বালিশের তলা থেকে এক হাজার টাকার তিনখানি 'নোট' বাহির ক'রে, দিয়ে বল্‌লেন, "এবার আমি খালাস হ'লাম।" তারপর লেখা পড়া হ'ল। রেজেষ্ট্রীর প্রথম মুশাবিদার মধ্যে একটি সর্ত্ত ছিল "যখন শীলদিদি পুরীতে থাক্‌বেন তখন যেন "শ্রীহরিদাস ঠাকুরের" প্রসাদ, চরণামৃত প্রসাদ পান"। এই সর্ত্তের কথা শুনে শীলদিদি কাগজখানি ছিঁড়ে দিয়ে বল্‌লেন,- এলেখা না থাক্‌লে কি এঁরা আমায় প্রসাদ চরণামৃত দিবেন না? এ আবার লিখ্‌তে হয়? তোমাদের ভাড়া দিয়ে কলিকাতা হতে কি এইজন্য আনিয়াছিলাম? এঁরা বাবাজী-বৈষ্ণব, এমন ভাবে লেখ যে ভবিষ্যতে কোন-রকম গোলমালের মধ্যে এঁদের পড়্‌তে না হয়। আমার নামে লেখা হচ্ছিল, আমি বল্‌লাম,—আমি সেবার কিছু বুঝি না, যদি গোবিন্দদা ভার নেন, আমি নিশ্চিন্ত হই"। দু'জনার নামে লেখা হ'ল।

হেমবাবু এই তিন হাজার টাকার খবর পেয়ে পুরীতে বল্‌লেন, "মেয়ে-ছেলে পেয়ে ভুলিয়ে টাকা নিল—কলিকাতায় গেলে খুন্ করব।" শীলদিদি জেদী, বল্‌লেন "এবার কলকাতায় গিয়া আমার বাড়ীতে থাক্‌বেন, আমার ঠাকুর বাড়ী পড়ে আছে!"

বাবাজীমশায় কলুটোলায় পুলিনদার বাড়ী এসে শীলদিদির বাড়ী খবর দিয়াছিলেন, কিন্তু শীলদিদির বাবা শীলদিদির কাণে সে কথা পৌঁছ্‌তে দেন্ নি, পাছে বাবাজীদের জন্য বাজে খরচ হ'য়। সে ক্ষোভ শীলদিদির বরাবর ছিল। বাবার ঐ ব্যবহারের কথা শুন্‌লেন বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের পর, প্রাণে খুব লেগেছিল এবং সেই হ'তে নিজের বাবার উপর বিতৃষ্ণা হ'ল। সে ক্ষোভ মেটালেন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে "বাবাজী মশাই এসেছেন, এটা ভোগ করিতেন।"

পুরীর রামকৃষ্ণদাস বাবাজীকে পাশে নিয়ে বাবাজী মহাশয়ের যে চিত্রপট আছে" তার সেবা স্থাপন কর্‌লেন। "বৈষ্ণবী মাকে" দিয়ে সেবা করাতেন।

মাঝে ঝোঁক্ চাপ্‌লো আমি নিজে কাপড়-চোপড় পরাব, সাজাব, সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ঐ নিয়ে লেগে আছেন, একদিন গিয়ে দেখি শ্রীচরণ এঁকে তাঁর মধ্যে চিহ্নস্বরূপ মুখ, চোখ, প্রভৃতি অঙ্গ আঁক্‌ছেন। আমি বল্‌লাম "এত বেলা পর্য্যন্ত কি হচ্ছে ?" খুব আবিষ্টভাবে বলিলেন, "জান না ? এবার যে চরণের অবতার" একথা তাঁর মুখে প্রথম শোনা। তাই বলি "হরিদাস ঠাকুরের মঠ" আমরা নিই নি আমাদের দিয়েছেন, তাঁর যাতে সুখ হয়— তা করা দর্‌কার। তিনি যদি চান, এবার এখান থেকে কীর্ত্তন করা হোক্ তাই করা দর্‌কার।

শালখিয়ার হরিকাকার কথা উঠ্‌ল – নিমাই ঠাকুর এঁর পদ-পদাবলীর সুখ্যাতি কর্‌লেন। বাবা বল্‌লেন, পদাবলী-গান আমাদের কাছ থেকে যাবার পর হ'য়। আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে 'ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা', 'মনঃশিক্ষা' খুব ভাল গাইতেন। একদিন চার ঘণ্টা ধরে 'গুরু-বন্দনা' কীর্ত্তন কর্‌লেন। নিজে খোল বাজাতে জান্‌তেন, সুতরাং অন্য কাহারও জন্য বিশেষ অপেক্ষা ছিল না। হরিদার মুখ থেকে আমার প্রথম শোনা "নবদ্বীপ রম্যস্থল অভিন্ন ব্রজমণ্ডল।" ইনি কেদার বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের নিকট গান শিখেছিলেন। কালনার বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা নেন। বাঁড়ুজ্যে মশায়ের নিকট "একই গৌর-প্রেয়সী নারী" প্রভৃতি গান ওঁর সংগ্রহ ছিল, আমরা হরিদার মুখে প্রথম শুনি। একদিন বাঁড়ুজ্যে মশায়ের নিকট কীর্ত্তন শুন্‌তে গেছি, কীর্ত্তনের পর পতঙ্গ বসেছে। বাঁড়ুজ্যে মশায়ের কোন ভক্তের ভগিনী, পঙ্গতের মধ্যে কোন প্রসাদ বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের মুখে দিলে—আমার মনটা খারাপ হ'ল। হরিদাকে বল্‌লাম, হরিদা হেসে প্রাণের কথা খুলে বল্‌লেন, দৃষ্টি বিরুদ্ধ বটে। বাঁড়ুজ্যে মশায় একটু সহজিয়া ভাবাপন্ন," "আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না, "আপনার গুরুদেব কোথায় আছেন ? আমি দেখা কর্‌ব।" এরপর মিশ্‌লেন, "রায়বাহাদুরের বাগানে" গিয়ে "একই গৌর-প্রেয়সী নারী" গানটি গেয়ে এসেছিলেন। তারপর পাগলের পর যখন বাবাজী মশায় কলিকাতায় আসেন তখন "মন্ত্র" নেন এবং কিছু দিনের মধ্যে পুরীতে যান।

প্রসঙ্গক্রমে বল্‌লেন— রথের সময় দু'বার "বন্যা" আসায় গোল্‌মাল হয়েছিল। একবার রথে যাবার সময়, আর একবার ফের্‌বার সময়। যেবার যাবার সময় গোল্‌মাল হ'য় সেবার ভদ্রকে পুল ভেঙ্গে গেছিল। ভদ্রকষ্টেশনের নিকট একটি ছাগলের ঘরে রাত কাটান হয়েছিল। ছেলেরা ভদ্রকে রয়ে গেল। চার পাঁচ জনকে নিয়ে আমি পুরী গিয়েছিলাম।

২১শে ভাদ্র ১৩৫৩ সাল।

পূর্ব্বের স্মৃতিকথা—সন্ধ্যা আরতির পর পাব্‌নার একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এলেন। বাবা বল্‌লেন, সে অনেক দিনের কথা—

তখন আমার বয়স তের কি চৌদ্দ হবে, আমি জগদ্বন্ধু প্রভুর সঙ্গে গিয়ে দক্ষিণ-পাড়ায় 'নরহরি-কুঞ্জে' ছিলাম। সেখানে বুড়ো ক্ষেপা ছিলেন। তারপর 'নদীয়া বিনোদ' প্রভুর উৎসবে দুইবার গিয়েছি। 'নদীয়া বিনোদ প্রভু' অদ্বৈত পরিবার। খুব প্রাণের বলে মাত্র আটআনা পয়সা নিয়ে তিনি প্রথমবার উৎসব আরম্ভ করেন। আমাদের সঙ্গে বিশ্বরূপ গোঁসাই ছিলেন। একবার দোগাছিতে জ্ঞান পরামাণিকের বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে প্রভু পাবনায় অষ্টপ্রহর করার সঙ্কল্পের কথা বলেন, এবং আমাকে যেতে বলেন। সেই প্রথমবার "অষ্টপ্রহর"। প্রভুর ভাইপো "হরেকৃষ্ণ"–নামের পক্ষপাতী। শান্তিপুরের রাধাবিনোদ প্রভু ইনি "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নাম আরম্ভ করেছিলেন। অনেক কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় এসেছেন। ভাইপো একটু বিরুদ্ধতা ক'রে তাদের বল্‌লেন "তোমরা যে কীর্ত্তন কর্‌ছ পারিশ্রমিক কে দিবে? ওর কাছে কি পয়সা আছে?" তারা বুঝে, 'নাম' বন্ধ কর্‌তে উদ্দ্যত। এমন সময় জ্ঞানবাবু এসে বল্‌লেন—"এই আমার পরিচয়, আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের পাওনা দেব।" তখন আবার নাম চল্‌তে লাগ্‌ল।

তারপর "চরিত-সুধা" চতুর্থ খণ্ড থেকে ললিতা দাসীর পুনর্জন্ম পাঠ হ'ল। প্রসঙ্গক্রমে বল্‌লেন—এঁর এবং কিশোরীদির মা বেটি সম্বন্ধ। কিশোরীদি ঠাকুর সেবা নিয়ে থাকুতেন, কথা কইবার অবসর ছিল না। বাবাজী মশাই প্রায় বাইরে বাইরে থাকুতেন হঠাৎ মঠে এলেন। দিদি তাড়াতাড়ি রান্না ক'রে ছুট্ করে ঠাকুরের দর্‌জা খুলে, একবার দেখিয়ে নিয়ে বাবাজী মহাশয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। একবারও দেখ্‌তেন না যে, সে সেবা কর্‌ছে তার উপর আঘাত দেওয়া হচ্ছে কিনা। কিশোরীদি খুব দুঃখ পেয়েছেন। কর্ত্তাও তেমনি প্রসাদে অঙ্গুলী দিয়ে উঠে পড়্‌লেন। এই অসুখের সময় বল্‌লেন, "ও (ললিতা) আমাকে দু'মাস আমানি খেতে দিয়েছে।

দিদির অসুখের সময় আমি পুলিনদা, কল্‌কাতা থেকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। বাবা গতকল্যকার প্রসঙ্গে আরও বল্‌লেন - শীলবাড়ীতে আমি, গোপালদাস, হরেকৃষ্ণ, ফণী, বিপিন, অচ্যুত, গৌরহরি, নিতাই প্রভৃতি ছিলাম। হেমবাবু (শীল গিন্নীর বাবা) মত্‌লব কর্‌লেন বাবাজীদের নামে কুৎসা রটালে তাঁরা পালাবেন, মিছেমিছি টাকা ব্যয় হবে না। আরম্ভ কর্‌লেন, শীলদিদি বিরক্ত হয়ে বাবাকে সরিয়ে দিলেন। বৌবাজারের বাড়ীতে গিয়ে হেমবাবু কুৎসা রটাতে প্রাণপণে লেগে গেলেন। এই হেমবাবুর প্রাপ্তির সময় বৌবাজারের বাড়ীতে পালা করে নাম' করা হয়েছিল এবং 'নাম' শুন্‌তে শুন্‌তে তাঁর প্রাপ্তি হল।

শীল বাড়ীতে আমরা গেলে দুইজন পূজারী ও একজন চাকর রাখ্‌লেন। সকালে যাহা বাল্যভোগ পাঠাতেন তাতেই পেট ভরে যেত। ফরাস পাতাই থাকৃত। চাকরটির কাজ ছিল ফরাসটি সরেগেলেই সোজা করে দেওয়া। আমি বল্‌লাম,—"বাবাজীম'শায় রায়বাহাদুরের বাগানে থাকা কালে কি এরকম ব্যবস্থা কর্‌তে পারতেন না? কিন্তু করেন নি। বৈরাগীদের এরকম থাকা ঠিক

নয়, ফরাস তুলে ফেলা হ'ল। পূজারীদের বিদায় দিয়ে নিজেরাই নিজেরাই রান্না করতে লাগা হল। বাল্যভোগের পরিমাণ কমান হ'ল। রান্না সাদাসিদের উপর হ'ল। শীলদিদিকে বল্লাম—যা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত টিক্‌বে তাই করুন। তিনি রাজী হ'লেন।

২২শে ভাদ্র—১৩৫৩

আজ মহাদ্বাদশী ব্রত। পুরী থেকে আজ একটি টেলিগ্রাম এল। রিটায়ার্ড জজ রমেশ মিত্র তার করেছেন। "শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর জন্য একটি ফাণ্ড গঠন ও সভা হবে, আপনি কখন আস্‌ছেন" ?

তার পেয়ে বাবা বল্‌লেন—"ডাক্‌ছে কে ? রমার-ঈশ অর্থাৎ জগন্নাথ, গৌরের জন্য ডাক্‌ছেন। ডাক দুই দিক্ থেকে আস্‌ছে। কাল সকালে বের হ'য়ে পুরী এক্সপ্রেস ধর্‌লে চলে না" ?

সখীমা বল্‌লেন,—"যা ভাল বোধ করেন তাই করুন, আমার কিছু বল্‌বার নেই"। বাবা নিরস্ত হ'লেন।

২৩শে ভাদ্র—১৩৫৩

'নাম' সমাপ্ত হলেন, বাবা "ভাল নাচে গোরা দ্বিজমণি" গাইলেন। সন্ধ্যা আরতির পর 'চরিত-সুধা' চতুর্থ খণ্ড নিত্যানন্দ জন্মোৎসব থেকে মহাভাবাবেশ বা দিব্যোন্মাদ পর্য্যন্ত পাঠ হ'ল। যোগমায়া চিৎশক্তি" পাঠ কর্‌বার সময় বাবা বলিলেন—"কিরূপ বল্‌বার ভঙ্গী প্রকট কর্‌লেন," প্রকটের ওপর খুব জোর। পাঠ হয়ে গেলে বল্‌লেন—"বাঃ কত বুজরুকিই দেখালে। অষ্ট সিদ্ধির অনিমা লঘিমা সবই হল। আমি গিয়ে দেখি শুধু চামড়া সার হয়েছে"। নগেনদার বাড়ীতে পরামর্শ করেছি যে বাবাজী মহাশয়কে বাঁধ্‌তে হবে। এই মনে করে কাছে গেলে বল্‌লেন,—"কি বাঁধ্‌বি বলেছিস" ?

২৪শে ভাদ্র—১৩৫৩

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গে ঃ—আজ হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন—সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে; তাই ঠাণ্ডা লাগ্‌বার ভয়ে নাট মন্দিরে বস্‌লেন না। বৈঠকখানা ঘরে কীর্ত্তনে বস্‌লেন। বৃষ্টি হ'বার জন্য এবং কীর্ত্তনের ঠিক সময় জানা না থাকায় শ্রোতার ভীড় ছিল না। নিমাই ঠাকুর, সখীমা, মধু জ্যাঠা প্রভৃতি ছিলেন। 'সিদ্ধ বকুলে' বসে যে টুকু কীর্ত্তন হয় সেটুকু সকাল ৭টা থেকে ৯-৩০ টা পর্য্যন্ত কর্‌লেন; খুব আনন্দ পেলেন। কীর্ত্তনের পর সখীমা, যুগলদা ও নিমাই ঠাকুরকে ডেকে বল্‌লেন,—

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেন প্রেমানন্দ হ'ল, "এটি বেশ সুন্দর" বল্‌তে বল্‌তে শেষ ভাগের কথাটা চেপে গেলেন। বাবা একথা শুনে বল্‌লেন—কি জানি দিদির প্রাণে জেগেছে, তোমরা জিজ্ঞাসা কর না" ?

সখীমার নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি বল্‌লেন,—(১) ' আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লইয়া" এ বল্‌ছেন কে ? বিরহিণী গৌরকিশোরী ! বিরহিণী কিশোরী কাহার সঙ্গে সুখ পান ? যদি বল, সে অবস্থায় একমাত্র "নাম-ই" আশ্রয়—শ্রীহরিদাস ঠাকুর নামের মূর্ত্তি, তাই তাঁর সঙ্গে এখানে সুখের একটু বিরোধ আসে। নামের স্বরূপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বুকে লইয়া প্রেমানন্দ কেমনে আসে ? সাযুজ্য ত বাঞ্ছনীয় নয়, আরও কিছু ওর ভিতর আছে।

(২) "প্রেমানন্দে নাচেন প্রভু বিহ্বল হইয়া"। শুধু আনন্দে না ব'লে প্রেম শব্দটি কেন ব্যবহার কর্‌লেন ? প্রেম শব্দটি কোন্ ভোগের দ্যোতক্ ?

(৩) শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অন্যান্য "আরতির" পর ত মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কাছে আস্‌তেন বলে পাওয়া যায় না। মঙ্গল আরতির পর কেন প্রত্যেক দিন আস্‌তেন ? মঙ্গল আরতির সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের কোন সম্বন্ধ আছে কি ? যদি থাকে, তবে হরিদাস ঠাকুরের স্বরূপটি কি ?

(৪) সন্ন্যাসীদের নাম "আনন্দ" দিয়ে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম কেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" হল ? ঐ 'নামে' কি ভোগ ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত নাম থাক্‌তে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে" কেন আবেশ ?"

সন্ধ্যার পর বাবার ঘরে এই সব প্রশ্ন উঠ্‌ল। বাবা বল্‌লেন'—"আমায় যা বলেছেন তা ছাড়া ত' আমি কিছু জানি না।" (৩) নং প্রশ্নে বাবা নিমাই ঠাকুরকে বল্‌লেন—"মঙ্গল আরতির সময় শ্রীকৃষ্ণের কি ভাব ?" নিমাই ঠাকুর বল্‌লেন—"বোধ হয় ধীর ললিত।" বাবা বল্‌লেন— "গ্রন্থে" 'ধীর ললিতের' নায়িকা অনুসন্ধান কর্‌লে এই প্রশ্নের উত্তর হয় ত পেতে পার। পরে বল্‌লেন, "শ্রীহরিদাস ঠাকুর এবং নিত্যানন্দ প্রভু তত্ত্বতঃ অভিন্ন। তাই নবদ্বীপে প্রথম 'নাম' প্রচারের ভার এঁদের দু'জনকে দেন।" (বৈকালে নাট-মন্দিরে কীর্ত্তন হয়েছিল। যুগল দাদা 'প্রেমসিন্ধু' গেয়েছিলেন, তারপর বাবা কীর্ত্তন কর্‌লেন।)

২৫শে ভাদ্র ১৩৫৩

নামে নির্ভরতা চাই :—আজ রাত্রে ব্রজগোপাল দা পাঠবাড়ী থেকে এলেন। ইনি এখন পাঠবাড়ীর মহান্ত। ডবুবাবু এক চিঠিতে বাবাজী মহাশয়কে লিখেছেন—'পাঠবাড়ীর উপর মুসলমানদের হানাদিবার কথা শোনা যাচ্ছে, সাবধানের মার নেই। "বৈষ্ণব-খণ্ডের" দিকে খানিকটা প্রাচীর নেই, সেটা ক'রে ফেলা দরকার। দুইজন গুর্খাকে গেটে রাখবার ব্যবস্থা কর্‌লে কেমন হয়' ?

বাবা বল্‌লেন—"আমাদের নির্ভরতা নেই তাই চরণামৃতও খাই, ঔষধও খাই। "নির্ভরতা" থাক্‌লে চরণামৃতেই সব কাজ হ'য়। নির্ভরতা নেই বলে কিন্তু "নামের" উপর শিথিলতা করুলে চল্‌বে না। নামের উপর খুব জোর দেওয়া দরকার। পাঠবাড়ী মহাপ্রভুর নৃত্যস্থান। সেখানে 'নাম'-ছাড়া থাকা উচিৎ নয়। সদা সর্ব্বদা নাম হওয়া দরকার। লোকেরও অভাব নেই; অনায়াসে নাম চল্‌তে পারে। রসুইয়া, ভাণ্ডারী সকলেই অন্ততঃ একঘণ্টা নাম ক'রবার খুবই সময় পায়। নাম ক'র্‌লে ঠাকুর সব কর্‌বেন। এই দেখনা এখানে পাহারাওয়ালা রাখ্‌বার কথা কারও মনে উদয় হয় না, হলেও দেখ্‌বে ঠাকুর ঠিক্ করে যাচ্ছেন। 'সন্ধ্যারতির' সময় একজন ভক্ত পুলিশের লোক রোজ হাজির থাকে; প্রাচীরের দরকার থাকে, হয়ে যাবে। "রাধারমণ ফাণ্ড" কি জন্য রয়েছে? আমি ভবানীপুরের নন্দকে দিয়ে গোবিন্দ ডাক্তারকে এ সম্বন্ধে বলে দেব, যেন তিন জনে (লালবিহারী মল্লিক, বরেণ রায়, গোবিন্দ ডাক্তার) এর ব্যবস্থা করে; কিন্তু তোমাদের যেন মূলে ঠিক্ থাকে। "নাম প্রসঙ্গ" ছেড়ে যদি মঠ-রক্ষার কাজে লেগে যাও তবে অনর্থ হ'বে এ বিষয় সাবধান থেক।

২৬শে ভাদ্র ১৩৫৩

নানা প্রসঙ্গ:—আজ সকালে বাবাজী মহাশয় প্রসঙ্গে বল্‌লেন—"আব্দার ঠিক্ ঠিক্ হ'লে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কাজ হয়।" শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠের প্রাপ্তির ঘটনা বল্‌লেন। পরে বল্‌লেন,—তাই রামহরি দাস বাবাজী মহাশয় বল্‌তেন "গরবিণীর দাসী আমরা; কাকে খোসামোদ কর্‌তে যাব? গরব ক'রে বসে থাক্‌ব।" বাস্তবিক কাজ এতেই বেশী হয়। খোসামোদ প্রার্থনা কর্‌বার অনেক আছে কার দিকে তাকাবেন। অভিমান ঠিক্ ঠিক্ হ'লে, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া যায়। "সীতানাথ উপবাস ক'রে পড়ে রইলেন, ঠাকুর রাত্রে এসে প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দিলেন।" তারপর নবদ্বীপ জ্যেঠা মশায়ের প্রসঙ্গে বল্‌লেন,—রায়-বাহাদুরের বাগানে দুই ভায়ের মধ্যে কিছু বচসা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ঝাঁজপিটা মঠে কুকুর মারা ব্যাপার নিয়ে একটু উল্টো সুর ছিল। জল্লাদ একটা উৎপাতী কুকুরকে মেরেছিল। প্রচার হ'ল নবদ্বীপ দা গোবিন্দ দা'র ইঙ্গিত মত জল্লাদ্ মেরেছিল। এখন সেই কথা উঠ্‌ল। "রায় বাহাদুরের বাগান থেকে বাবাজী মশাই দর্জ্জিপাড়ায় এলেন আর নবদ্বীপ দা একা কলুটোলায় পুলিনদার বাড়ীতে রইলেন।"

"পূর্ব্ব হ'তে নবদ্বীপ দা, গোবিন্দদার মতের একটু অনৈক্য ছিল, আমি তা জান্‌তাম। নবদ্বীপ দা—"গৌরাঙ্গ অভিনয়" দেখ্‌তে গিয়ে শ্রীগৌর কে ভোগ ক'র্‌তেন। কোন মেয়েছেলে 'গৌর' সেজেছে তাঁর লক্ষ্য নাই। এ অধিকারের কথা না বুঝে—গোবিন্দদার মারফত কথা উঠ্‌ল। তারপর পুলিনদার বাড়ীতে যারা নবদ্বীপ-দার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেত, তাদের নিকট নিজের ভোগ কক্ষা থেকে বাবাজী মশায়ের কথা বল্‌তেন "তোদের বাবাজীর সঙ্গে আমার কোন

পরিচয় নাই ইত্যাদি।" যারা শুন্‌তো, তারা অন্য রকম বুঝে নিতো। শীতল এখানে কিছু গোলমাল ক'রে ফেলেছিল। দর্জ্জিপাড়ায় ফিরে এসে ওকথা বল্‌লে কথাটা আরও কিছু বিস্তৃত হ'য়ে উঠ্‌ল। ফলে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য বেড়ে যাচ্ছিল। একটা বিরুদ্ধ পক্ষ পুষ্ট হচ্ছিল। দর্জ্জিপাড়ায় দিন্‌রাত প্রসঙ্গ আনন্দ চল্‌ছে—আর নবদ্বীপদা কলুটোলায় একা সেখানে পড়ে আছেন। এ রকম ছাড়াছাড়ি কারও ভাল লাগ্‌ছে না। পুলিনদা আমায় বল্‌লেন এখানে সব আনন্দ কর্‌ছে, নবদ্বীপদাকে কাছে আনবার কিছু ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বে, এখানে নিয়ে এলে সব মিটে যাবে। পুলিনদার কথা শুনে আমি বল্‌লাম—শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না, দু-এক ফোটা জলের দরকার। পায়খানায় বসে আছি, একটি গান মনে এসে গেল। এ গানটি শুনেছিলাম প্রথমবার বৃন্দাবন থাকাকালে (যখন বানরে কামড়ায় যমুনার নিকট চাতালের নিকট পাণ্ডাবাড়ীর কুঠরীতে আমি নন্দলাল সরকারের সঙ্গে থাক্‌তাম।) রাধারমণ মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়ে "কেশীঘাট" যেতে গোকুলানন্দের সাম্‌নে যে দোতলা বাড়ী, সেটা 'পাট্‌না বাড়ী'। সেখানে এক লম্বা বাবাজী, বয়স প্রায় ৩৫।৩৬ থাক্‌তেন, নাম 'গৌরাঙ্গ দাস'। মন্দিরে কীর্ত্তন কর্‌তেন সন্ধ্যার পর। আরতি কীর্ত্তন হ'য়ে গেলে তিনি চাতালটির উপর বসে একটি গান প্রাণের আবেগে গাইতেন। "আমি কি তোর কেউ নই হে গৌর, নব অনুরাগে বাড়ালে সোহাগে, এখন কেন ভিন্‌ বাস-হে গৌর"? গান গাইতেন আর মুখ বুক ভেসে যেত। পায়খানায় বসে সেই গান মনে পড়ে গেল। শৌচ সেরে পুলিনদাকে বল্‌লাম, পুলিনদা জলের যোগাড় হয়েছে ঠিক্‌ কাজ হ'বে।"

২৭শে ভাদ্র ১৩৫৩

কালীদহের পণ্ডিত বাবার তিথি আগামী রবিবার, কিন্তু আমি ভ্রমক্রমে আজ বলাতে আজই মালসা ভোগ হইয়া গেল। শেষে নিজের দোষের কথা বলিলাম বাবা তেমন রাগ করিলেন না। বলিলেন চশমা চোখে দিয়েও ভুল পড়্‌লি? ভিক্ষে ক'রে আবার পরশু কর্‌বি।

আজ রাধিকা গোঁসাইর কীর্ত্তন "হরিদাস নির্য্যাণ"। তিনি সকালে ফুল তুলিতে আসিয়া বাবাকে বলিলেন,—নির্য্যাণের দিনে মহাপ্রভু আরতি দর্শনের পর সিদ্ধ-বকুলে যাচ্ছেন এ সময়ে তাঁর গমনভঙ্গী "চৈতন্য মঙ্গলে" আছে। শ্রীহরিদাসকে বিদায় দিতে হ'বে ব'লে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, অশ্রু, কম্প, গর্জ্জন, হুঙ্কার প্রভৃতিতে শরীর পরিব্যাপ্ত হচ্ছে এ কথা আসরে খুলে বলি না। বল্‌ব কি? বাবাঃ—শ্রীগ্রন্থের কথা যদি হয় তবে আর আপত্তি কিসের? কথাটা ত খুব ভোগের, দিদিকে জিজ্ঞাসা ক'রে নাও না, সখীমাও সম্মতি দিলেন। সন্ধ্যার পর রাধিকা গোসাঞি কীর্ত্তন করিলেন, বাবাজী মহাশয় সুখ পাইলেন। রাত্রি ১১টা বাজিলে বাবা কীর্ত্তন থেকে উঠিলেন এবং নিজের গলার মালাটি নিজ হাতে রাধিকা গোসাঞির গলায় দিলেন। পরে ঘরে আসিয়া প্রসাদ পাইলেন।

২৮শে ভাদ্র ১৩৫৩

সকালে বাবা ঘরের সামনে পায়চারী করিতেছেন। সেই সময় নবদ্বীপ-স্কুলের এক ব্রাহ্মণ স্কুল-মাষ্টার আসিলেন, তিনি কালনার গোসাঞি ঘরের মন্ত্র-শিষ্য খুব গৌর-নিষ্ঠ, তাঁর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গ হইল। গৌর-ভালবাসে এরূপ লোক কম, তাই আজ কালনার মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। বাবা বলিলেন—মন্দিরের কথা কি। একটি চব্বিশ প্রহর কত বছর হ'য়ে আস্ছিল, মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের ফাল্গুনী পূর্ণিমার আগে পঞ্চমী থেকে শান্তিপুরের ধূলোট, শান্তিপুর থেকে কালনায় ২৪ প্রহরে আসা হোত এবং সেখান থেকে চাঁচরের দিন নবদ্বীপে আসা হ'ত। সেই ২৪ প্রহর নাম বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। আমি এ পর্য্যন্ত বল্‌লাম নাম চালাতে যে ১০-১৫ টাকা লাগে আমি ভিক্ষা করে দেব, কিন্তু হ'ল না। ভক্তটি বলিলেন–বাবাজী মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে, কালনার নিতাই-গৌরের অঙ্গরাগ এ পর্য্যন্ত হয়নি। যুগলদা, বলিলেন–দেখ্‌তে ত নিতুই নব। বাবা বলিলেন—"এ সম্বন্ধে রহস্য আছে, একবার অঙ্গরাগ কর্‌তে গিয়ে কিছু গোলমাল হয়েছিল, যে ন্যাকড়া বদলাতে হয়, তা ক'র্‌তে গিয়ে কিছু রক্ত পড়েছিল আরও কিছু হয়েছিল, সেই হ'তে আর অঙ্গরাগ করা হয়নি। সাক্ষাৎ জিনিষ তবুও লোকের বিশ্বাস হয় না।" তখন ভক্তটি বল্‌লেন—তাই মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীবিগ্রহ দেখাতে চান না, পাছে কেউ নিয়ে যায়, মা-জাহ্নবার আদেশে ঝাঁকি দর্শনের ব্যবস্থা হয়।

২৯শে ভাদ্র ১৩৫৩

পানিহাটীর হাবুলদার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—কলকাতায় এ হাঙ্গামার সময় থাক্‌লে বোধ হয় আমার নিজের কাজেই গোলমাল লেগে যেত, ঠাকুর এখানে রেখে নিজের কাজও করাচ্ছেন এবং প্রতিদিন যা প্রার্থনা করাবার তাও করাচ্ছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের এক শিষ্য এবং তাঁর স্ত্রী সন্তান হারাইয়া সান্ত্বনা পাইবার আশায় বাবার কাছে আসিয়াছেন।

তিনি বলিলেন—সূর্য্যদাস কারফর্ম্মা মহাশয় দশ-বারখানি অভিনয়ের উপযোগী নাগরী-ভাবের ভক্তি-নাটক রচনা ক'রে গেছেন এবং তাঁর রচিত অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পদ আছে। তাঁর জীবিতকালে সেই নাটক অভিনয়ের জন্য নদের নিমাইর দল প্রভৃতি বাহিরের লোক চাহিলে তিনি বলেছিলেন যদি সদাচারী, তিলক-কণ্ঠীধারী, নাম-পরায়ণ, ভক্তিমান লোক দ্বারা অভিনয়ের কথা দাও তবে দেব। এক-কথায় কেউ এগোয় নি। আমরা ২১ বার শ্রীখণ্ডে অভিনয় ক'রে খুব সুখ পেয়েছি। এখন এ সব তো হাতে লেখা, দু'দিন পরে নষ্ট হ'য়ে যাবার ভয়, কেমনে রক্ষা করা যায়? বাবা বল্‌লেন—রক্ষা করার বিশেষ দরকার, তবে প্রেসে দিলেই অনেক প্রচার হয়ে পড়্‌বে। শ্রীখণ্ডের 'রসরাজ-গৌরাঙ্গ' স্বভাব' ছাপিয়ে যখন আমায় এক কপি দেন, তখন নবদ্বীপ-

দাকে বলেছিলাম—এ জিনিষ বাইরের জন্য নয়। ঘরে ঘরে রাখাই ভাল। কিন্তু একথা শুন্‌ল না, ফলে কত অনর্থ হ'ল। শেষে মাম্‌লা মোকদ্দমার ফলে প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল যে আর বাইরে এ জিনিষ দেওয়া হবে না।' জিনিষটা রক্ষা পায় অথচ বাইরে প্রচার হয় না এর উপায় টাইপ ক'রে ২।৪ খানা কপি নিজেদের মধ্যে রাখা। নিজেদের লোক দিয়ে 'টাইপ' করাতে পার্‌লে সুবিধা হয়।"

সরযূদিদি প্রশ্ন করিলেন—"বহরমপুরের মৈত্র-মহাশয়ের সঙ্গে আপনার প্রথম কোথায় দেখা হ'ল ?" বাবা—"সে ১৩০০ সালের জন্মোৎসবের সময়, সে বৎসর মহাপ্রভুর জন্মের তিথি নক্ষত্র নব মিলে গিয়েছিল, তাই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হয়েছিল। মাঘী-পূর্ণিমা হ'তে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নামের স্রোত্‌ বয়েছিল। কে কোথায় আবিষ্ট হয়ে পড়ে আছে তার ঠিক্‌ ছিল না। পোড়ামা তলায় ২০০—৫০০ মূর্ত্তি মহাপুরুষ পাগ্‌লা পাগ্‌লী সেজে থাক্‌তেন। প্রভুর সঙ্গে আমরা ১০০ মূর্ত্তি এসে হরিসভায় থাকি। বৃন্দাবনদার সঙ্গে আমি নবদ্বীপে এসে ছিলাম, ব্রজবালা আমাদের সঙ্গে থাক্‌তেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন সবেমাত্র ব্রাহ্ম-সমাজের ফেরৎ ৬০ মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়ে (কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি) বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোল-বাড়ীতে (হরিসভার লাইব্রেরী বাড়ীতে) ছিলেন। সদলে প্রেমানন্দ-ভারতী মহাশয় পুরাতন সোণার গৌরাঙ্গ বাড়ীতে কেশব দাস মহান্তের আখ্‌ড়ায় ছিলেন। হরিসভায় একটি ছোক্‌রা নাম "নগেন" ঠাকুর সেবা কর্‌ত, সাতদিন এক অবস্থায় প'ড়ে রইল। ঘরে ঘরে এই অবস্থা।

গৃহস্থ বৈষ্ণবদের মধ্যেও কি "নামের" আবেশ। কীর্ত্তন শেষ করা হয়ে উঠ্‌ত না। শ্রীবাস-অঙ্গনে বেণীর—কীর্ত্তন, "নাহি উঠিল ধনী রাই" (আমার এই প্রথম শুনা) তাই গাইছেন, আর বসিরহাটের নরোত্তমের মা (বুড়ী যেন পাকা আমটি) (চৈঃ চঃ, চৈঃ ভাগবত মুখস্থ) আবিষ্ট হ'লেন, আর কীর্ত্তন ভঙ্গ হ'য়ে গেল। পোড়ামা-তলায় পাগলা-পাগলীদের সম্বন্ধে প্রভু বলেছিলেন—"মহাপ্রভুর জন্মতিথির সঙ্গে এবার সব মিল আছে। যাঁদের আস্‌বার দর্‌কার সবাই এসেছেন। দেব-দেবীরা ছদ্মবেশে এসে পোড়ামা-তলায় বুড়োবুড়ীর কাছে আড্ডা করেছেন। যতক্ষণ লোক সমাগম থাকে ততক্ষণ তাঁরা পাগলা পাগলীরূপে থাকেন, লোক সমাগম বন্ধ হ'লে রাত্রি ২টার পর গিয়ে দেখ্‌লে তাঁদের স্বরূপ দেখ্‌তে পাবি।" হরিসভায় রাত ১২টা পর্য্যন্ত আমাদের উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হ'তো। সত্য বিশ্বাস, আমি, শিতিকণ্ঠদা, রামদাস-ময়রা (নবদ্বীপে এখনও জীবিত আছে) পোড়ামা-তলায় দেখ্‌তে যেতাম। ৪০০-৫০০ পাগলের আমদানী কোথাও যদি কিছু প্রসঙ্গ হয়েছে অমনি সব এক রাস্তা।

একদিন সকালে নাম কর্‌তে কর্‌তে মহাপ্রভুর বাড়ী গিয়েছি—ভীষণ ভীড় অতিকষ্টে নাটমন্দির ও ঠাকুর মন্দিরের মধ্যকার নীচু জায়গাটায় এলাম, সকলে মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে আছেন, নীচের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। আমাদের আস্‌বার পূর্ব্বে প্রেমানন্দ ভারতী মশাই

নাম কীর্ত্তন করেছেন, তখনও তিনি ছিলেন, দেখা পেলাম। সেই নাম কীর্ত্তন শুনে হোক্ বা অন্য কিছুতে হোক্ বহরমপুরের 'মৈত্র মহাশয় (তখন ২২।২৩ বৎসর সুন্দর দীর্ঘাকৃতি মূর্ত্তি) অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন ; ভারতী মহাশয়ের সঙ্গে ইনি এসেছিলেন, 'রামদাস-কাঠিয়া বাবা এঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি মৈত্র মশাইকে নিয়ে বসে আছেন।

যাত্রীরা মৈত্র-মহাশয়ের গায়ের উপর দিয়ে চল্‌তে থাকায় তিনি চীৎকার কর্‌ছিলেন "মানুষ মারা গেল" সেই চীৎকারে আমার সেই দিকে লক্ষ্য পড়্‌ল। আমরা তাঁকে কাঁধে ক'রে 'হরিসভাতে' নিয়ে এলাম। ৩।৪ ঘণ্টা খুব কীর্ত্তন করা হ'ল, ২।৩ ঘণ্টা কীর্ত্তনের পর একবার মাত্র 'হুম' শব্দ কর্‌লেন। মনে কর্‌লাম জ্ঞান এল, কিন্তু যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্, কীর্ত্তনে শ্রান্ত হ'য়ে আমরা ঠিক্ কর্‌লাম যেখানকার জিনিষ সেখানে রেখে আসা যাক্। তখন কাঁধে ক'রে মহাপ্রভুর বাড়ীতে রেখে দিয়ে আসা হ'ল। রাত্রি প্রায় ৩টার সময় তাঁর জ্ঞান এসেছিল। এবারে আমি তাঁকে দেখ্‌লেও তিনি আমাকে দেখেন নি—(প্রথম পরিচয় কখন হয়েছিল মনে নাই।) তারপর বল্‌লেন—কি সুন্দর আধার, আমায় ছোট ভাই'র চেয়ে ভালবাস্‌তেন। ১৫০০০ (পনর হাজার টাকায় বাড়ী কর্‌লেন। ঠাকুরের সম্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীতে ঠাকুরের কিছু খেতেন না, ভিক্ষা ক'রে চালাতেন তারফলে ঠাকুরের যা কিছু সম্পতি হ'ল। মা-ঠাকুরাণীর কি বৈষ্ণব-সেবাগত প্রাণ! সাধু মহাত্মাদের নিয়ে তাঁর সংসার। ঐ নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত, কখনও উনানের ধারে একটু ঘুমিয়ে নিলেন, নিজের ছেলেদের দিকে তাঁর নজর রাখবার সময় বা ইচ্ছা ছিল না। প্রাপ্তি হবার আগে মৈত্র মশাই নবদ্বীপে এসে "সমাজ বাড়ীর লাইব্রেরী" ঘরটিতে ছিলেন, আমার তখন বড় অসুখের পর নবদ্বীপে থাকা।

নবদ্বীপ থেকে যাবার সময় তিনি আমায় বল্‌লেন—"হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তনটি" আমায় একবার শুনিও। এ আর ঘটে উঠেনি। তারপর একদিন শৌচে যাচ্ছি খবর পেলাম যে ১৫০০০ টাকার বাড়ীটি ৫০০০ টাকায় নিলাম হ'য়ে যাচ্ছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কলকাতার পুলিনকে এবং শালখের পাঁচুকে লিখ্‌লাম—যদি বাড়ীটা বাঁচাও তবে আমার প্রাণ রক্ষা করা হ'বে। তাঁরা রক্ষা কর্‌ল। সুখের বিষয় মৈত্র-মশাই প্রাপ্তির আগে সে খবর পেয়ে গেছেন। বহরমপুরে গেলেই মৈত্র-মহাশয়ের বাড়ীতে থাকা হ'ত। আমার প্রথম বহরমপুরে যাওয়া যে-বারে হ'য় সে-বারে জগদীশ বাবুর সঙ্গে দেখা হাত-কাটা ভোলার (ফণীর আত্মীয়) বাড়ীতে উঠেছিলাম। সে-বার ডাহা পাড়ায় গিয়েছিলাম। বৈশাখ-মাস-ভোর প্রতি-সন্ধ্যায় 'হরিবোল' 'হরিবোল' 'হরি হরি হরিবোল' নামে নগর-কীর্ত্তন বের হ'ত। আমি কীর্ত্তনে গিয়েছি, অনেক লোক হয়েছে, রাস্তা বন্ধ। শশীবাবুর একবন্ধু ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে আস্‌ছিলেন, পথ নেই দেখে চাবুক দেখালেন, আমি তখন তাঁর দিকে পিছন ফিরে প্রায় এক ঘণ্টা কীর্ত্তন চালালাম। শেষে হাত জুড়্‌ল তখন পথ ছাড়া হ'ল।

সেদিন গোপীনাথের আখড়া হ'য়ে শশীবাবুর বাড়ীতে প্রথম যাওয়া। মৈত্র-মশাইয়ের মন্দির হবার পূর্ব্বে ওঁদের ভাঙ্গা দোকান-ঘরে আমরা "নাম কীর্ত্তন" ক'রে এসেছি। উপরে ছোট ঘরে প্রভাতী কীর্ত্তন কর্‌ছি। হরেণ কীর্ত্তন শুন্‌তে শুন্‌তে ছুট্ ক'রে উঠে গঙ্গা পার হ'য়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল, সে যেন বৃন্দাবনে রয়েছে এবং তার শ্রীগুরুদেব গোপেশ্বর-প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে এইরূপ কথাবার্ত্তা।

প্রায় এক সপ্তাহ তার এ আবেশ ছিল। শ্রীখণ্ডের দুই ঠাকুর মহাশয়, ম্যাট্রিক পাশ ক'রে বহরমপুর কজেলে পড়্‌ছেন, বোধ হয় তখন ১৩২১ সাল হ'বে। অচ্যুত ঠাকুরের এবং অদ্বৈত ঠাকুরের কীর্ত্তনে আবেশ হয়। "নরহরির প্রাণগৌর" ব'লে চীৎকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁদের জ্ঞান এসেছিল। সেদিন প্রিয়নাথেরও আবেশ হয়েছিল।

বহরমপুর গেলেই মৈত্র মহাশয়ের বাড়ী থাকা হ'ত। মৈত্র মহাশয়ের ছেলে রমেণ (পুরীর সোণা-গোসাঞি) অত বড় উচ্চপদ পেয়েছে কিন্তু আমাকে কাকা ছাড়া বুদ্ধি নেই। বহরমপুরে গেলেই যেমন ওঁদের বাড়ীতে থাকা, তেমনই শ্রীখণ্ডে গেলে বসন্তদার বাড়ীতে থাকা। বসন্তদার পিতা বরাহনগরে কবিরাজী কর্‌তেন—সেখানে প্রথম পরিচয়? ছেলের চেয়েও ভাল বাস্‌তেন।

এইসব স্নেহ প্রাপ্তির কথা ব'লে শেষে বল্‌লেন—

"সঙরিয়ে পূরব কথা অশ্রুজলে আঁখি ভাসে।
পূরব সৌভাগ্য রবি যায় আজ পশ্চিম-আকাশে ॥"

৩০শে ভাদ্র ১৩৫৩

সন্ধ্যারতির পর "শ্রীচরিত-সুধা"-র ৫ম খণ্ডের ১৭ পৃঃ হইতে ৬২ পৃঃ পর্য্যন্ত পাঠকরা হইল। যে-বার রায় বাহাদুরের বাগান হইতে (বড়বাবাজী মহাশয়) দর্জ্জিপাড়ায় আইসেন সেবারকার একটু বৃত্তান্ত বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—(বড়বাবাজী মহাশয়) বার্‌বার্ বল্‌ছেন "রায় বাহাদুরের বাগান আর ভাল লাগ্‌ছে না।" শুনে আমি চিন্তিত হ'লাম। ভাবলাম—বড়বাবাজী মহাশয়কে কোথায় আনান যায়? দর্জ্জিপাড়ায় যোগেন মিত্রির বাড়ীতে বড়বাবাজী মশায়ের অনেক আগে হ'তেই যাতায়াত ছিল। আমি সকালে নিমতলায় "গোঁসাই বাড়ীতে" কীর্ত্তন কর্‌তাম ও প্রসাদ পেতাম। রাত্রে যোগেন মিত্রির বাড়ীতে থাক্‌তাম—মাত্র গোনা ৪ খানা পাত্‌লা রুটির ব্যবস্থা ছিল।

আমি যোগেন মিত্রির বাড়ীতে গিয়ে বল্‌লাম—"বড়বাবাজী মহাশয় পুরীতে ফিরে যাচ্ছেন।" তা'তে যোগেন মিত্রি বল্‌লেন "বড়বাবাজী মহাশয়কে এখানে আন্‌লে আস্‌বেন কি না? আমি বল্‌লাম—"কেন আস্‌বেন না?—তোমরা কেউ ডাক্‌ছ না ব'লেই তিনি চ'লে

যাচ্ছেন।" তখন যোগেন মিত্রি সরকারকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন—"৩০।৪০ মূর্ত্তি থাকলে মাসে কত খরচ প'ড়্‌বে?" মাসে মাত্র ৫০০।৬০০ টাকা আয়। কথাগুলো আমার খারাপ লাগ্‌লো না। ভাব্‌তে লাগ্‌লাম যে, এর কি মাথা খারাপ হ'ল? একটু পরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কি কথা হচ্ছে?" কখনও কি ৩০।৪০ মূর্ত্তি বাড়ীতে রেখেছ?" উত্তর "না"। "তবে কেন সে-কথা ভাব্‌ছ—তোমার রাখার সামর্থ নেই। তবে আন্‌ছ কাকে?" উত্তর "শ্রীগুরুদেবকে"। "তবে তাঁর উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—তিনিই সকলকে পুষ্‌বেন।" বাড়ী দেখা হ'ল নয়ন চাঁদ ষ্ট্রীটে।

তারপর "চরিত সুধা"-র ২৮ পৃষ্ঠা হইতে সাতকড়ির জীবন দান প্রসঙ্গ পাঠ হইল। বাবাজী মহাশয় বল্‌লেন—আমাদের রসিক পালের বাড়ীতে থাকার সময়ের এই ঘটনা। কুঞ্জবাবুর ভাই পুলিনদা, "অধিবাসের" যোগাড় কর্‌ছেন—সেই সময় সাতকড়ির প্লেগের খবর এলো। তার বাবা কুঞ্জবাবুর কি মত তাও জান্‌তে পার্‌ছেন না। এর (এই ঘটনার ও সময়ের) কিছুদিন আগে তাদের বাড়ীতে ভাগ্নে ও ভাগ্নী মারা গেছে। এখন এই খবর পেলে পাছে কুঞ্জবাবু "নাম" বন্ধ ক'রেদেন—তাই পুলিনদা ৬ খানা গাড়ী নিয়ে একেবারে এসে হাজির। তখন বাবাজী মহাশয়জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমাদের নাম বন্ধ করা সম্বন্ধে কি ইচ্ছে?" পুলিনদা—"আমার মনে হচ্ছে "নাম" বন্ধ কর্‌লে আরও বিপদ হবে।" এই শুনে বাবাজী মহাশয় তখন গেলেন ও আমরা ৩৬ জন গেলাম। নাম শেষ হ'ল সেই সময় দেখা গেল সতুর গলা ফুলা প্রভৃতি কিছুই নাই। "নগরকীর্ত্তন" থেকে ফিরে এসে কুঞ্জদাকে বল্‌লেন "একটা গাড়ী ঠিক্ করে দাও, গঙ্গাস্নানে যাব" সতুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তাকে অভিষেকের মত ডুবোলেন। গঙ্গাস্নানে যাবার সময় আমাদের বলে গেলেন "কাল রাত্রের প্রসাদ জল দেওয়া আছে 'পুরীর পাকালের' মত ক'রে রাখ।" সাতকড়িকে স্নান করিয়ে এনে তাই খাওয়ালেন—সেই সময় নিত্যানন্দ দাস মহান্ত সঙ্গেই ছিলেন।

পুলিনদার বাড়ীতে কোনও ব্রজবাসী কীর্ত্তন কর্‌তেন, তিনি "অষ্টপ্রহরের" দিন অন্নপ্রসাদ পেয়েছিলেন—কিন্তু উৎসবের দিন তিনি অন্নপ্রসাদ পেতে রাজী হলেন না। পুলিনদাও জুলুম কর্‌ছেন, কেন তিনি খাবেন না—তাই বড় বাবাজী মহাশয় পুলিনদাকে উপদেশ দিলেন—"কাল খেয়েছেন—সেটি তাঁহার কৃপা। কাল খেয়েছিলেন বলে আজ সেই কৃপা আদায় কর্‌তে পার কি? পূর্ব্ববঙ্গে সোণার-বেনে ছুঁলে স্নান কর্‌তে হয়—তা' তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? যেরূপ ব্যবস্থা তিনি চাইছেন তাই ক'রে দাও।" ৫১ পৃষ্ঠা পাঠের সময় বলিলেন—"নরকের চিত্রপট্ নয় একখানি বই। বই-এর মধ্যে নরকের অনেক রকম চিত্র আছে।"

৫৫ পৃষ্ঠা পাঠের সময় তিনকড়িবাবুর সম্বন্ধে বলিলেন—"ইনি হরিদাস নন্দীর বাবা।" ৫৬ পৃষ্ঠায় হরিদাস বাবাজী মহাশয়ের নাম থাকায়—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তখন ত তিনি ভেক্ নেন নি তবে বাবাজী মহাশয় বলা হ'ল কেন?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"যারা গৃহস্থ

অথচ নাম ক'রে বেড়ান—তাদের বাবাজী বলা হয়। যেমন পোস্তায় যাহারা সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন করতে আসেন তাঁদের বাবাজী বলা হয়।" ৬১ পৃষ্ঠা পাঠের সময় তারাচাঁদ বাবুর সম্বন্ধে বলিলেন—"ইনি জয় নিতাই এর গুরু।" ৬২ পৃষ্ঠাতে [উল্লেখ] আছে "হরিদাস এবং রামদাস একসঙ্গে থেকে নাম কীর্ত্তন কর্‌লে জগতে একটি বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাবের সৃষ্টি হবে সন্দেহ নাই।" এই সম্বন্ধে বাবা বলিলেন—"পুরী থেকে চন্দন-যাত্রা দেখে কলকাতায় এসেছি—তখন মির্জ্জাপুর মঠে থাকা এবং পানিহাটীর উৎসব সেরে রথের সময় পুরী যাবার ইচ্ছা"—ইতি মধ্যে চিত্রকূট হ'তে "শ্রীরাধাবিনোদ" বিগ্রহ কলিকাতা হয়ে পুরী গেলেন। মেঘনাদ (গুরুভাই) সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন, কিন্তু আমি গেলাম না। তাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে হাওড়া পুলের (তখন পুল খুলিয়াছে) উপর দেখি যে 'হরিদা' শ্রীবিগ্রহ নিয়ে ওর মা, শ্বাশুড়ী, বউ, ছেলে পিলে সকলে ঘোড়ার গাড়ীতে যাচ্ছেন আমি বললাম্ "কোথায়?" উত্তর "পুরী"।

বড় বাবাজী মহাশয় পূর্ব্বে হরিদাসকে ইঙ্গিত করেছিলেন—"তোমাদের 'নিতাই গৌরকে' নিয়ে 'জগন্নাথের' সঙ্গে মিল ক'রে দিও। সেই ইচ্ছাতে আজ তারা চলেছে। তাদের সম্প্রতি একটা মেয়ে মারা গিয়াছে, বাড়ীর সকলের মন খারাপ, সেইজন্য পুরী যাচ্ছে। আমি বল্‌লাম "উহারা ত চন্দন-যাত্রার সময় পুরীতে গিয়ে রাধারমণ-কুঞ্জে ছিল, ওদের সব জানা আছে ওরা যাচ্ছে যাক্ বাবাজী মহাশয় না বলা পর্য্যন্ত তুমি যেও না।" সে কথা শুনে উত্তর করেন—"যখন যাত্রা করেছি তখন ফির্‌ব না।" আমি মঠে ফির্‌লাম। সেই সময় হরিদা ইটালীতে থাক্‌তেন এবং মিউনিশিপ্যাল মার্কেটে করতাল বাজিয়ে ঘুরে আস্‌তেন, তারা প্যালা দিত। একদিন হরিদা এসে বল্‌লেন "বাড়ী থেকে ভজন হবে না, সব অশান্তি" এই বলার কিছুদিন পরে আবার উল্টা সুর গাইলেন বল্‌লেন—বাড়ীতে সকলেই যোগ্যা, স্ত্রী বলে "পূজারী রেখে কি ঠাকুর সেবা হয়? আমরা ক'র্‌ব—"তাহাদের মধ্যে কি বৈষ্ণবতা?" হরিদা বল্‌লেন—"আমিই শুধু অযোগ্য—একটু নাম ক'রে ঘুরে আসি তাহাও রোজ পারি না, বাড়ীর মেয়েরা ঠাকুরের সব সেবা কাজ কর্‌ছে।" আমি তখন ভাব্‌লাম যে ইহাই হ'ল বৈষ্ণবীমায়া"। আগে অশান্তি ছিল ভাল, এখন বেঁধে মার্‌বে। আগে যে ভোগ হ'ত এখন তাহার চারগুণ ভোগ করাবে।" "খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল কর্‌লে এড়ে (গরু) কিনে'—এর পরের ঘটনাই পুরী যাওয়া।

মঠে ফিরে ভাব্‌লাম—"শ্রীরাধাবিনোদ গিয়েছেন, এখন 'নিতাই গৌর' যাচ্ছেন সুতরাং খুবই আনন্দ হ'বে"—যাবার জন্য মন খুব টান্‌ল। সেই সময় পুলিনদার সঙ্গে মতের একটু মিল হচ্ছিল না। রমেশবাবুকে (ইনি বন্ধুর সঙ্গী) মঠের নীচের ঘরে বসে পুলিনদা বল্‌ছিলেন—"সেবক তৈরী করা দরকার। এইসব ভবঘুরে (vagabond) ক্লাসের লোক নিয়ে কাজ হ'বে না"। আমার এই সব ভাল না লাগায় বিহারীদাদার নিকট হ'তে ৪টা এক আনা ধার ক'রে নিয়ে পুরী রওনা হলেন। খড়গপুর গিয়ে হরিদাকে গাড়ীতে উঠ্‌বার জন্য খুব ছুটাছুটি কর্‌তে দেখ্‌লাম

(মোটা মানুষ) আমি তাই ঠাকুরকে কোলে নিলাম এবং একসঙ্গে পুরী গেলাম। ঝাঁজপিটা মঠে বেলা ১১০টার সময় পৌঁছাই তখন পঙ্গত হচ্ছিল। তথায় শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ আগের দিন গিয়েছেন, মহোৎসব সেই উপলক্ষ্যে। সেই সময়কার কথা—(বড়) বাবাজী বল্‌লেন—"রাম একা চেঁচিয়ে মরে, এখন একটি সঙ্গী পেল। দু'জনে নাম কীর্ত্তন ক'র্‌বে।" কিন্তু কাজে ইহা ঘটল না। কিছুদিনের মধ্যে রূপ অভিসার মিলন কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল এবং গোণা স'খি বেশধারীদের মধ্যে হরিদা ঝুকুছেন। আমি কয়েকদিন পুরীতে থাকার পর পানিহাটীতে উৎসব কর্‌তে গেলাম। এবং পুনরায় রথের সময় পুরীতে আস্‌লাম।

উর্ম্মিলাদি, গোয়াড়ির দিদি পুরী হইতে আসিয়াছেন তথাকার "হরিদাস ঠাকুরের "উৎসব সম্বন্ধে বলিলেন কটকের কিশোরীবাবু সকালে সিদ্ধ বকুলে কীর্ত্তন, বৈকালে সিংহদ্বারে জয়দেবদা ভিক্ষা করিয়াছেন এবং ধাড়্সা মঠের গোবর্দ্ধনদা রাত্রে সূচক কীর্ত্তন করিয়াছেন, কমলাকুটীরে' লাবণ্য নিজের মেয়ের বাড়ীতে গোপীদার সেবা বসাইয়াছেন। নারাণদাও, সীতানাথদা মঠে থাকিতে অনিচ্ছা জানাইয়াছেন এবং ঐ সেবাস্থানে আসিবেন জানাইয়াছেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"ঠাকুর কিসে কি করেন পরে বোঝা যায়। ১০৮ প্রকারে মেয়েরা পুরুষদের ভোলায় একথা পুলিনদার মুখে শুনেছি। এখন 'লাবণ্য' যাহা কর্‌ছে গোপীদাস থাকুলে হয়ত এসব তাকে দিয়ে ঠাকুর করাতেন তাই ঠাকুর গোপীকে সরিয়ে নিলেন।" মঠে গোপীদার জিনিষ লইয়া লাবণ্যের দাবী সম্বন্ধে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"লাবণ্য যাতে সুখী হয় তাহাই নিক, আমাদের তরফ্ হ'তে কোন আপত্তি করা হ'বে না। শুধু গোপীর গ্রন্থগুলি মঠে থাকুক।" দিদি (ললিতা সখী) লিখিয়াছিলেন ঃ—যা করে করুক তাহাতে তাহার আমার কোনও আপত্তি নাই।

৩১শে ভাদ্র ১৩৫৩

আজ দ্বিপ্রহরে বাবা প্রসঙ্গ লইয়া বলিলেন—"এর আগে যখন হিন্দু মুসলমানে হাঙ্গামা বাধে তখন গুড্‌ফ্রাইডের সময়। চাতরার হরিসভায় অষ্টপ্রহর কর্‌তে যাব—রাত্রে শুন্‌লাম মস্‌জিদের কাছে কামান পাতা রয়েছে। সকালে আমাদের কাছাকাছি এক মুসলমান কোচোয়ানকে কেটে ফেল্‌ল। ছেলেরা গঙ্গাস্নানে গিয়ে খবর আন্‌ল যে মাঝি মোল্লারা মারামারি কর্‌ছে। আমি শুনে ভাব্‌লাম কিসের জন্য কলিকাতায় থাকা? যদি না "নাম" করা যায় তবে কিজন্য এখানে থাকা! গঙ্গা পার হয়ে উত্তর পাড়ায় গিয়ে উঠ্‌লাম—কারণ বালি পর্য্যন্ত হাওড়ার সীমানা সঙ্গে করতাল ও মালা ঝোলা। খোল ও অন্যান্য সব তালা বন্ধ ক'রে রেখে এলাম। নবদ্বীপে এসে তিনমাস থাক্‌লাম। জানকী মাঝে মাঝে ক'লকাতায় গিয়ে খবর আনে, অমুক জায়গায় এই হয়েছে ইত্যাদি।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! মানুষে মানুষে হানাহানি হয় কেন? কত নিরীহ

বেচারীর প্রাণ যাচ্ছে, ভগবান তাদের রক্ষা করেন না কেন ?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—ভগবানের শরণাগত হয়ে থাক্‌লে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করেন। তবে, বলি শোন,—"এক ব্রাহ্মণ, কিছু ধন উপার্জ্জন ক'রে তার দেশে যাচ্ছেন, একজন গুণ্ডা, ধনের সন্ধান জেনে, তার পিছু নিয়েছে। ব্রাহ্মণ তার কিছুই জানেন না। তিনি নিজের গ্রামে গিয়ে হাজির হ'লেন। একটা ছোট নদী পার হয়ে গ্রামে ঢুক্‌তে হয়। ঠিক সন্ধ্যার সময় হয়েছে। ব্রাহ্মণ মনে কর্‌লেন,—এই নদীর জলে হাত-পা ধুয়ে নদীর ধারে বসেই সন্ধ্যা আহ্নিকটা সেরে নিই, তারপর বাড়ীতে যাব। এই মনে ক'রে সেই ব্রাহ্মণ, সেই নির্জ্জন স্থানে বসে চোখ বুজে 'মন্ত্র' স্মরণ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। গুণ্ডা দেখ্‌ল—এইতো সুযোগ, সে অমনি পিছন থেকে গিয়ে লাঠি উঠিয়ে ব্রাহ্মণের মাথায় আঘাত ক'র্‌তে উদ্যত হ'লো। সেই সময় বৈকুণ্ঠে "লক্ষ্মী-নারায়ণ" পাশা খেল্‌ছিলেন, নারায়ণ হঠাৎ পাশা ছেড়ে দিয়ে ডান হাতটা উপরে তুলে ধর্‌লেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"ও কি হ'ল" ?

নারায়ণ বল্‌লেন,—ঐ দেখ! আমার একজন ভক্ত নির্জ্জনে ব'সে একান্ত মনে আমাকে স্মরণ ক'র্‌ছে। ওকে মার্‌বার জন্য ঐ দেখ, একজন লাঠি তুলেছে। আমি তার লাঠিটা ধরেছি"। এদিকে সেই ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে উঠ্‌তে যাবেন, সেই সময় দেখ্‌তে পেলেন, তাকে মার্‌বার জন্য একজন লাঠি তুলেছে। তিনি তখন লাফ্ দিয়ে সরে গেলেন। তারপর সেই লোকটাকে বল্‌লেন—"তুমি আমাকে মার্‌বার জন্য আমার পিছু পিছু এতদূর এসেছ ? দেখি তোমার গায়ে কত জোর আছে"। এই বলে ব্রাহ্মণ বেগুন ক্ষেতের বেড়া হ'তে একটি বাঁশ তুলে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে চল্লেন। তাই দেখে নারায়ণ হাত ছেড়ে দিয়ে আবার পাশা খেল্‌তে লাগ্‌লেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"কি হ'লো ? হাত ছেড়ে দিলে কেন" ? নারায়ণ বল্‌লেন,—"ও এখন নিজে লাঠি ধ'রেছে, আর আমার ধর্‌বার প্রয়োজন নেই"। বুঝ্‌লে তো, নিজে লাঠি ধর্‌লে, "নারায়ণ" তাকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন না। অহং অভিমানেই জীবের সর্ব্বনাশ হয়।

কৃষ্ণনগরের সনৎদার কথা থেকে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কথা উঠ্‌ল— ইনি আমাদের সনৎ-এর ঠাকুর দাদা। ঢাকা অঞ্চলে এর সব শিষ্যবাড়ী, ঐ অঞ্চলে তার গান খুব প্রসিদ্ধ। আমি ফরিদপুর বাড়ীতে থাকৃতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর গান শুনে এসেছি। একজন গাইছেন—তার বাবা তান্ ধ'র্‌লেন। "শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জনের" গান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজে ব্যাধির ছল করেছেন, অত্যন্ত কঠিন ব্যাধি। আবার নিজেই বৈদ্য সেজে নিজের রোগের ঔষধ বিধান ক'র্‌ছেন। যদি কোনও সতীস্ত্রী যমুনা থেকে ছেঁদা কলসী ক'রে জল আন্‌তে যান্ তবে জল প'ড়্‌বে না, আর সেই জল এনে দিলে এরোগ সেরে যাবে। মায়ের আনা জলে কাজ হ'বে না। তখন জটিলা কুটিলা সকলে গেলেন, কিন্তু জল পড়ে গেল। সকলের সতীত্ব অভিমান চূর্ণ হ'ল। শ্রীশ্রীরাধারাণীকে যখন পাঠান হয়েছে, তখন শ্রীরাধারাণীর মুখের গান।—

আন্‌তে জীবন জীবের জীবন
যাই যে যমুনার জীবনে।
জীবন পাবে ব্রজের জীবন
ছিদ্র কলসীর জীবনে॥
কুম্ভে যদি রহে বারি, ব্রজে পুনঃ আস্‌ব ফিরি।
নতুবা হে কালবারি, ঝাঁপ দিব কালজীবনে॥

সন্ধ্যার পর যুগলদা, পাগলদা, বিধুদা-প্রভৃতির সঙ্গে প্রসঙ্গে বলিলেন - "বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হইয়া"। এ সম্বন্ধে সখীমা যা বলেছেন, সে কথা উঠ্‌ল। রাধিকা গোঁসাই বলেছেন,—শ্রাদ্ধের পাত্র শ্রাদ্ধের পিণ্ড। দিদি তাঁকে ডেকে বল্‌লেন,—"শ্রাদ্ধের পাত্র, পিণ্ড ও ভোজ্য তিন পৃথক্ জিনিষ। পিণ্ড প্রেতাত্মাদের খাবার জন্য দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করেন না। পাত্র হ'ল ৩৬০ মুঠা চাউল বা অন্ন, বছরে ৩৬০ দিনের হিসাব। ইহা সৎ-ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। আর ভোজ্য হ'ল চাল, ডাল, তেল, ঘি, কাঁচকলা, মস্‌লা প্রভৃতি দিয়ে সাজান; ইহাও সৎ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। সেই শ্রাদ্ধ পাত্র ব্রাহ্মণদের না দিয়ে হরিদাস ঠাকুরকে দেওয়া হ'ল। তাই ব্রাহ্মণেরা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু সীতানাথের কৃপায় হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য দেখে চুপ্ কর্‌লেন"।

কথা-প্রসঙ্গে প্রভুর সঙ্গে চাষা ধোপা পাড়ার হররায়ের বাড়ী থাকার কথা উঠ্‌লো।

রাত ১২টা পর্য্যন্ত রামবাগানের ভক্তদের নিয়ে কীর্ত্তন। ১২টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত ঘুম, ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত আমি গায়েন, প্রভু বায়েন। "গৌরচন্দ্রের" পর "রসাল-গান" গাওয়া হ'ত "দোঁহে ঘুমায়ল" এই পদ। তিনি মেরে মেরে আমায় 'বেহাগ-সুর শিখিয়ে ছিলেন, তাঁর বাজনা— গুড়্-গুড়্-গুড়্-গুড়্ আমার গলায় জোর দিত। লোকে জিজ্ঞাসা কর্‌তো রাত্রে কতজন গাইছিলো? ক'খানা খোল বাজ্‌ছিলো? আমি বল্‌লাম—সে একা বায়েন, আমি একা গায়েন। বৃন্দাবনে থাকাকালীন রাত ১২ টার সময় শেঠের বাড়ী নহবৎ বাজ্‌লে বল্‌তেন—"হুম্" অর্থাৎ শোও। রাত ৪ টার সময় নহবৎ বাজ্‌লে উঠ্‌তে হবে, না উঠ্‌লে গ্রীষ্মকালে ধপাধপ পড়্‌তো। আর শীতের সময় ঠাণ্ডা জল গায়ে দিত। খাবার মধ্যে সকালে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান ক'রে নাল্‌তে জল। বৃন্দাবনে নাল্‌তে মিল্‌ত না ব'লে শিউলি পাতার রস খেতে হ'তো। দুপুরে ২/৩ টার সময় হবিষ্যান্ন। পিপাসার জল সন্ধ্যার পূর্বে খেতে হ'তো। সন্ধ্যার পর কিছু নয়। রান্না করতেন বৃন্দাবনদা; বৃন্দাবনদা রসুই শিল্প কাজে খুব নিপুণ। আমার উপর বৃন্দাবনদার যে কি স্নেহ কখনও 'রামদাস' বল্‌তে পারতেন না, 'রাম' বলেই ডাকতেন। আমার জন্য প্রহারও খেয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে অস্‌তে "বামুন কাঁদায়" গাছে ভুত ছাড়ানোর প্রসঙ্গ এসেগেল পঞ্চবটীতে খড়ের ছাপ্‌রা ছিল, সেখানে প্রভু বসে থাক্‌তেন। একদিন বল্‌লেন—"মজা দেখবি? ঐ গাছের কাছে

গিয়ে নাম কর্‌তো দেখি, ভূত পালাবে।

আমরা খোল করতাল নিয়ে গেলাম নামের সঙ্গে গাছের ডালপালা কি ভীষণ ওঠা নামা ক'র্‌তে লাগ্‌ল – তখন ভূত ছাড়া পর্য্যন্ত বুঝেছিলাম। বাবাজী মহাশয়ের 'দিগ্‌নগরের' ব্যাপারে বুঝ্‌লাম যে "নামে" গাছ নাচান। আমাদের সময়েও কীর্ত্তনের সময় দিগ্‌নগরের কল্প বৃক্ষটি হ'তে ক্ষীর ঝর্‌তে দেখেছি এবং নামের সঙ্গে গাছের নৃত্য একবার লক্ষ্য করেছি।

এ হ'তে বিশ্বাসের কথা এল—আমি বল্‌লাম আমার বিশ্বাস খুব কম। বাবা বল্‌লেন,—"নিমতলায় কাঠগোলা ছিল যার, সেই গিরিশ বোস শুনেছেন যে,—শ্রীশ্রীরাধারাণী কুসুম সরোবরে কুসুম চয়ন করেন। কুসুম-সরোবরে গিয়ে শৌচে বসে ঐ কথা মনে থাকায় সেই ঘ্রাণ আস্‌ছে, আর শৌচ করা হ'ল না ত্রিসত্য ব্যাপার। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু"।

যুগলের ব্যাপার শুন্‌লে ত? নৃসিংহ বাড়ীতে চশ্‌মা চোখে এক বুড়ী ভাড়া থাকে, সে স্বপ্ন দেখেছে যে সমাজ বাড়ীর 'নিতাই গৌর" তাদের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌লেন,—"যুগলের বড় কষ্ট, দেখ্‌তে যাচ্ছি"। এর পরদিন কলিকাতা থেকে দু'জনে কত জিনিষ পত্র দিয়ে গেল। যারা দিয়েগেল তারা ওদের কলকাতা থাকাকালে কলকাতার গোলমালের সময় রক্ষা বিষয়ে অনেক সাহায্য পেয়েছিল।

বৈকালে বাবা বল্‌লেন—একবার পূজার সময় পুরীতে ছিলাম। 'বিজয়া দশমীর' দিন সব প্রতিমা সিংহদ্বারে এসে মিলিত হ'ল। সেবার জগদীশবাবু আমায় দেখে বলেছিলেন—'আজ মহাপ্রভুর কি ভোগ বল দেখি" ? আমি বল্‌লাম—"জানি না"। আজ হনুমান আবেশ, "চৈতন্য ভাগবত" দেখো।—

১লা আশ্বিন ১৩৫৩ সমাজ বাড়ী, নবদ্বীপ।

সনাতন গোস্বামীর সমাধি সেবা প্রসঙ্গে—"আজ সকালে হরিবোল কুটিরের হরিদাস দা পত্র দেখিয়ে বল্‌লেন,—বৃন্দাবনে মদন-মোহনের পুরাতন মন্দিরের কোনও রকম সেবার ব্যবস্থার ঠিক্ নেই। সনাতন হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন কোনও কাজ কর্‌ছে না কেবল টাকার দিকে ঝোঁক্। পত্রটি হরিদাসকে শ্রীগোবিন্দ দাস, লিখেছেন, "গত ২০শে ভাদ্র, একাদশীর পূর্ব্ব দিবস আমার বিরুদ্ধে বীরেশ্বর গোঁসাই গোপনে ইন্‌জাংশন মামলা ক'রে বেলা ৫টার সময় আমাদের শ্রীসনাতন প্রভুর সমাজে আসিয়া ব'লে যে তুমি আশ্রমের মহান্ত নও, তুমি আমাদের নিযুক্ত কর্ম্মচারী। তোমার গুরুদেবও নিযুক্ত কর্ম্মচারী ছিল ইত্যাদি কথার এর একটি কাগজে আমার নাম দস্তখত লিখিতে বলিলে আমি অস্বীকার করায় তিনি "আমার ভজন কুটীরে" "সনাতন গোস্বামীর সমাজে" "রসুই ঘরে" এবং পঞ্চায়েত ঘরে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে যান। তিনদিন সেবা বন্ধ থাকে। চতুর্থ দিনে, মথুরা কোর্টে দরখাস্ত ক'রে এক ভদ্রলোকের দ্বারা

২০০ টাকা জামিন দিয়ে তালা খুলিয়া সেবা করা হ'য়। এই ব্যাপারে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ এবং গৃহস্থগণ বড় ব্যথা পেয়েছেন। বর্ত্তমানে বীরেশ্বর গোঁসাই তিনটি মামলা দ্বারা আমায় জব্দ করার চেষ্টা করিতেছেন। মামলা কর্‌তে অর্থের প্রয়োজন। খবরের কাগজে বিস্তৃত বিবরণ লিখে দিলে ভাল হয়। শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বেন। তাঁহার দ্বারা অনেক কাজ হ'তে পারে বলে মনে হয়, ইত্যাদি।"

বাবা শুনে বল্‌লেন—"এ যে ভীষণ কাণ্ড হ'ল। তিন দিন সমাজের সেবা বন্ধছিল—এর আগে আমাদের যাওয়াই ভাল। যদি গোঁসাইজীর সমাজ গেল তবে কি রইল?"

সনাতন এ্যাসোসিয়েশনের একজন বাবাজী, এবার কটকে মদন-মোহনের ও সনাতন গোস্বামীর সেবার আনুকুল্যের জন্য কিছু টাকা তুল্‌তে গিয়েছিলেন। ঠাকুর আমার দ্বারা কিছু টাকা তুলিয়ে দিলেন। মারফৎ দিয়ে কাজ ক'রে আর বিশ্বাস রাখা কঠিন হচ্ছে। টাকার লোভে সঙ্কল্পের কথা ভুল হ'য়ে যায়। এ খবর পেয়ে প্রাণে বড় শেল বাজ্‌লো।

বাবা—সেদিন লীলামোহন সিংহরায় ৫০০ টাকা ঐ উদ্দেশ্যে দিয়েছিল। আমি তা এখনোও দিই নি। কি রকম কি হচ্ছে জেনে শুনে দেবার ইচ্ছা ছিল, এখন দেখ্‌ছি দেওয়া যাবে না। যা নিজেরা পারি কুটীর মেরামতের একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যখন ঐ গোলমালের কথা কাণে এলো তখন আমার মনে ক্ষোভ হয়েছিল যে 'রাধারমণ ফাণ্ডের' টাকা এবং যা কিছু লাগে ভিক্ষা ক'রে আগে কিনে নেওয়া ভাল। গোঁসাই টাকা চায়, টাকা দিলে ছেড়ে দেবে। তা হ'লে স্থানটি রক্ষা পেত। এখন কি যে ঠাকুরের ইচ্ছা।

হরিদাসদা—কাগজে ঘটনাটা তুলে দিলে সমস্ত ঘটনাই তুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু তাতে একটি কথা আছে, ঐ এ্যাসোসিয়েশনের লোকের উপর অবিশ্বাস হ'বে। ওঁরা পরে যদি কিছু কর্‌তে যান, লোকে আর বিশ্বাস কর্‌বে না। বাবা—তা ঠিক কথা। দিদির সঙ্গে পরামর্শ কর, যদি খবরটি না প্রচার কর, তবে অনেকের কাছে কথা শুন্‌তে হবে যে আপনারা আমাদের জানালেন না কেন? অবশ্য কাগজে দিলে একটু কথা শুন্‌তে ও সইতে হ'বে।

শান্তিপুরের সীতানাথের জন্মোৎসবটি প্রভুপাদ শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী ভিক্ষা ক'রে কর্‌তেন। তাঁর অপ্রকটের পর আমি কত বল্‌লাম—"উৎসবটি বন্ধ কর্‌বেন না।" একবার প্রভুর শিষ্যদের বাড়ী হ'তে ঘুরে আস্‌লে টাকা উঠে যাবে। কেউ রাজী হলেন না। তখন ভবানীপুরের নন্দ প্রভৃতিকে বল্‌লাম তোমরা নিজেদের মধ্যে হ'তে কিছু টাকা পার ত ঐ উৎসবের জন্য দিও। তারা ৫০।০ টাকা দিলে সেই টাকা জিতেন প্রভুর হাতে দিলাম। কথা উঠ্‌লো "রামদাস বাবাজী রাধাবিনোদ প্রভুর শিষ্য বাড়ীতে ভিক্ষা আরম্ভ করেছেন।" কথাটা কাণে এলো, চুপ্ করে শুনে গেলাম। কাজ কর্‌তে গেলে ওসব সইতে হবে। বৃন্দাবনে আর কি আছে—সমাজগুলিই আছে, সেই স্মৃতিগুলিও যদি যায় তবে কি থাকে? শ্রীমন্মহাপ্রভু ছয় গোস্বামীকে

লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য পাঠালেন। নিজে "শ্রীরাধাকুণ্ডের" স্থান নির্ণয় ক'রে এলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাঁরা পরিচয় দেবেন তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য স্মৃতিগুলি রক্ষা করা। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে "আম্‌লিতলা" গৌড়ীয়দের হাতে গিয়েছে তাঁরা অবশ্য বাড়ী ঘর মেরামত করেছেন কিন্তু নিজেদের মনগড়া সংস্কার করেছে। গৌরকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে "বড় যুগল-মূর্ত্তি" এনে সম্মুখে রেখেছে। সেই পূরাণ স্মৃতি আর ঠিক্ নাই। মহামুস্কিল। আমাদের মধ্যে চেষ্টা নেই, কেবল দলাদলি। বল্‌তে নেই, কলিই — এইবার খেলা খেল্‌ছেন অন্য কারুর সম্বন্ধে আমার বলা ঠিক্ নয়।

আমার কথা "আমাদের যারা বৃন্দাবনে আছে তারা কি কর্‌ছে, কি ভজন কর্‌ছে? গোসাঞিদের স্মৃতি রক্ষা কি ভজন নয়?" বিশ্বরূপ গোস্বামী ৫০ বৎসর ব্রজবাসের পর শ্যাম-কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধারের জন্য ধামে বাস ছেড়ে দেশে দেশে ঘুর্‌লেন তাতে কি তাঁর ভজন হ'ল না? শ্যামদা বৃন্দাবনে ছিলেন, বাবাজী মহাশয়ের অসুখের খবর শুনে এসে বল্‌ছেন—"আপনার কঠিন অসুখ, একবার খবর দিতে নেই?" তার উত্তরে বাবাজী মশাই (বড় বাবাজী) বল্‌লেন – 'প্রেমময়ীর ভালবাসার রাজ্যে থেকে কি ইট্-পাথরের ভজন কর্‌লি? আমার অসুখের খবর, এলে তবে জান্‌তে পার্‌বি? "এরা যে বৃন্দাবনে আছে কিসের ভজন কর্‌ছে?"

এইরূপে বাবাজী মহাশয় যখন তখন আক্ষেপ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নরহরি কাকার সঙ্গে দাঁইহাটের ডাক্তার গণপতি বাবু এলেন। সন্ধ্যারতির পর বাবা অনেকক্ষণ প্রসঙ্গ কর্‌লেন। 'মদন-মোহনের কথা হ'তে 'লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারের" হিসাবে বল্‌লেন বৃন্দাবনে গোঁসাইরা এই বলে কেঁদে কেঁদে বেড়ালেন, "তীর্থস্থান" আপনারা নিজের পরিচয় দিন। তাঁদের ব্যাকুলতায় যে স্থানের যে লীলা, তার কতক প্রকট হ'তে লাগ্‌লেন, কতক স্ফূর্ত্তি-পেতে লাগ্‌লেন। এইরূপে সে সব লীলাস্থান নির্ণীত হ'লেন।

বলাই মল্লিকের (পোস্তার গঙ্গারশ্বশুর) ঠাকুরদা কালনার সিদ্ধ বাবার শিষ্য এঁড়েদহে বাগান-বাড়ী কিনে প্রবেশ উপলক্ষ্যে গুরুদেবকে নিয়ে গেছেন। এঁড়েদহে বাগানে এসে সিদ্ধ-বাবার প্রাণে নিত্যানন্দ-দাস গদাধরের লীলা "স্ফূর্ত্তি" পেতে লাগ্‌লো। তিনি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এক জায়গায় বসে পড়্‌লেন। ২।৩ ঘণ্টা সমাধিস্থ, যখন বাহ্য পেলেন, তখন চক্ষু দুটি রক্তিম। তারপর বল্‌লেন—"এই দাস গদাধরের পাট", তারপর শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। "বাব্‌লায়" যে স্থানটী বাঁধান আছে সে স্থানটীতে "বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু নিতাই গৌর-সীতানাথের দর্শন পান।" এই সমাজ বাড়ীর উৎসবের সময় কুমারটুলির হরিশচন্দ্র গোস্বামী (নিত্যানন্দ-সন্তান) আস্‌তেন। দ্বিতীয়বার এসে গোঁসাইজী বারবার আবেশের সঙ্গে বল্‌তে লাগ্‌লেন যে "এই শ্রীবাসঅঙ্গন"।

একবার উৎসবের সময় নগর-সংকীর্ত্তনে গিয়েছি, 'নিতাই'-এর বাড়ীতে গিয়ে খুব কীর্ত্তন হচ্ছে। বোধ হয়, "পাষণ্ড-দলনবানা-নিত্যানন্দরায়" পদটী কীর্ত্তন হচ্ছে। ত্রিভঙ্গ দাদা

নাটমন্দিরের ডানদিকে সামনের থামেতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখ লাল হ'য়ে গেছে। তাঁর যে আবেশ হয়েছে, কেউ বুঝ্‌তে পারেনি। হৃষীকেশ দাদার আবেশ হ'ল, তাঁর খুব ছট্‌ফটানি আবেশ, হঠাৎ হৃষীকেশদা আমার পায়ের বুড়োআঙ্গুল কামড়ে ধর্‌লেন—তিন চারজনে অতিকষ্টে ছাড়িয়ে ছিল। একটু রক্ত দেখা দিল. আমার সেদিকে খেয়াল ছিল না। যেই ছাড়িয়ে দেওয়া অমনি হৃষীকেশদা উঠে ত্রিভঙ্গদার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তু-তু-তু তুই আরম্ভ ক'রে দিলেন, ত্রিভঙ্গদাও করেন তু-তু-তু-তুই। প্রায় আধ ঘণ্টা এইরূপ আবেশ থাক্‌লো। এ অবস্থা ঘটেছিল, "নিত্যানন্দ মিলনের সময়।"

এইস্থানে কেন "সে-লীলা" প্রকাশপেলেন? আমার মনে হ'য় এ নিশ্চয় 'নন্দন-আচার্য্যের' ঘর। সেই হ'তে নিতাই-এর বাড়ীতে গেলে আমার তাই স্মরণ হ'য়।

তারপর বহরমপুরের কীর্ত্তন পাঠ হলেন। প্রসঙ্গক্রমে বাবা বল্‌লেন—"পতিত হ'লে তবে ত ভরসা। যে পড়ে আছে তাকে 'নিতাই' তুল্‌বে কিন্তু মাথা উচু হয়ে থাক্‌লে ত উদ্ধার নেই। "পতিত-পাবন নাম শুনেছ? তাতে তোমার ভরসা কিসের, অভিমানের মঞ্চোপরি তুমি যে ভাই আছ বসে"। এই গানের কথা উঠ্‌লো। তারপর বল্‌লেন—গিরিশ বোসের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাই। কাঁদির কুঞ্জদাস বাবাজী বায়েন, রাসবিহারী মিত্র, গোপাল কুণ্ডু প্রভৃতি আছেন। সেবার চৈতন্য-ফৌজদারের কুঞ্জে বাসা হয়েছে। এখন যেখানে কালীদহে প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজীর সমাধি হয়েছে সেখানে জগদীশ বাবাজী মশাই থাক্‌তেন। মনে ভাব্‌লাম যখন আসা হয়েছে, একবার দেখা ক'রে যাই। 'রাধে' 'রাধে' বল্‌তে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কোথা গিয়েছিলে বাবা।" (মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে আধ আধ, ভোগে ত গর্ গর্ কর্‌ছেন, কি বল্‌বার ভঙ্গী।) "দেখ বাবা. বৃন্দাবন অতি নিগূঢ় স্থান. শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহার স্থান। সাধু মহাত্মাদের মুখে অনেক কথাই শোনা ছিল, ভুলে গেছি। বাবা সব মনে নেই যা কিছু মনে আছে বলি। এক মুক্তি বৈষ্ণব বৃন্দাবনের ৮৪ ক্রোশের বাহিরে যাবেন না। এই সঙ্কল্প নিয়ে বৃন্দাবনে ঘুর্‌ছেন, আদি-বদ্‌রীতে গিয়ে পড়েছেন, এই স্থান ৮৪ ক্রোশের মধ্যে নয়।

এখানে এসে মনে সন্দেহ জেগেছে—বাইরে এলাম কি? সঙ্কল্পই, এইরূপ চিন্তা এনে দিয়েছে বা তাকে ঠিক্ রেখেছে। [শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাকে এই বদরী নারায়ণ দেখিয়ে ছিলেন। মা, যে ব্রজ থেকে অত দূরে গিয়ে অত কষ্টে তীর্থ দর্শন কর্‌তে যাবেন, তা কেন হ'তে দেবেন? মা যাবেন শুনে ছেলেও আবদার ধর্‌লো আমিও যাব, কিছুতেই ছাড়্‌ল না, বল্‌ল,—"মা আমি তোমার বদরী নারায়ণ দেখাব।" পরিক্রমার রাস্তায় যে বদরী নারায়ণ পড়ে সেটা ঠিক নয়। আরও ৩ মাইল পাহাড় পার হ'য়ে সেখানে যেতে হয়। একটু পাহাড় না পার হ'লে মা বিশ্বাস কর্‌বেন কেন? সেখানে এসে কৃষ্ণচন্দ্র সব তীর্থকে আহ্বান ক'র্‌লে সকলে এসে মূর্ত্তিমান্ হলেন —তখন মাকে বল্‌ছেন "মা এই বদরী-নারায়ণ" মা বল্‌ছেন সে কি রে, "শুনেছি সে অনেক দূরে!"

—কৃষ্ণচন্দ্র বল্‌ছেন -"মা তুমি এদের জিজ্ঞাসা কর"—তখন, তীর্থরা নিজেদের পরিচয় দিলেন। (ব্রজবালার সঙ্গে পরিক্রমার সময় এ বদরী-নারায়ণ আমার যাওয়া ঘটেছিল।) তখন বাবাজী ভাব্‌ছেন কাকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ নেই—খুব নিবিষ্টভাবে চিন্তা ক'র্‌ছেন, এদিকে খবর পড়ে গেছে -'ভক্ত সঙ্কল্প ঠিক্ রাখা চাই'। দূতী পাঠিয়েছেন—দূতী তার পাশ দিয়ে চলে গেল তার খেয়াল নেই। তখন দূর হ'তে দাঁড়িয়ে দূতী ডাক্‌ছে 'রে বাবাজী' তিন চার বার ডাকার পর এর মনে হ'ল কে যেন ডাক্‌ছে তখন দূতী বল্‌ল—কি ভাব্‌ছিস পেড়্‌কো কেঁও নেই দেখো? বৃন্দাবন ব্যাপক রাধা, মহাভাবময়ীর রাজ্যে সকলেরই ভাবময়ীর স্বভাব - সকলেই নিম্নমুখী, এক কথায় বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য খুলে বলা হ'ল। ভাব আধেয় দৈন্য আধার।

শ্রীরাধারাণী বল্‌ছেন—ভালবাস্‌তে পারলাম না, অথচ লোকে কেন মিথ্যা কলঙ্ক রটাল! 'ঠাকুর মহাশয়', 'হরিদাস ঠাকুর', 'সনাতন গোস্বামী' প্রভৃতির দৈন্য-সূচক কথাই তাঁদের উচ্চ অধিকারের অভিব্যক্তি।

২।৪ দিন পূর্ব্বে এক গৃহস্থ বৈষ্ণব—(সমাজ বাড়ীর সামনে চিত্রপটের দোকান), যখন বাবা শ্রীবাস-অঙ্গন থেকে দর্শন ক'রে আস্‌ছিলেন, তখন বাবাকে ২ খানি চিত্রপট দিলেন—তাতে 'রাধা-কৃষ্ণ', 'গৌরগোবিন্দ', 'নিতাই গৌর', 'রাধারমণ', বাবাজীমশাই আছেন। তার মধ্যে একখানি নন্দদা পাঠ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আর একখানির চিত্রগুলি পৃথক পৃথক কেটে মঠের লোকদিগকে গতকল্য (নন্দদা) দিয়ে দিয়েছেন। বাবা বল্‌লেন—"একটাও রাখ্‌লি না?"

নন্দদা—"দরকার হয়ত কিন্‌লেই পাওয়া যাবে।" বাবা -"তোদের ত ছবি বুদ্ধি,—যাঁরা যেচে এলেন—তাঁদের সম্মান দিলি না—বিদায় ক'রে দিলি? দু'ঘটি জল দিয়ে কি সেবা কচ্ছিস্?" শেষে রেগে গিয়ে বল্‌লেন—"যত নষ্টের গোড়া তুই—থাপ্পড় মার্‌বো।"

২রা আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

গতকল্য ঘোষালদার একটি চিঠি এসেছে—তাতে পাঠবাড়ী থাকার নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি লেখা আছে—(১) মুসলমান গুণ্ডাদের আক্রমণ ভয়, ফলে রাত্রি জাগরণ। (২) পাঁচটাকার স্থলে দৈনিক দুইটাকা বাজারের ব্যবস্থা বাবাজীমহাশয় ক'রে দিয়েছেন,—ফলে ডালের জল—তাতে ডালের মুখ দেখা যায় না, আর ডাঁটা চচ্চড়ী ভোগ লাগে ঠাকুর এবং ছেলেরা রোগা হ'য়ে যাচ্ছে। (৩) বর্ত্তমান মহান্ত ব্রজগোপাল (বালক), আমরা উদয়াস্ত নামের কথা বলা সত্ত্বেও সে অহোরাত্র নাম আরম্ভ ক'রে দিয়েছে - বলে বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ—'অহোরাত্র' নাম চালাও তোমাদের এই অস্ত্র। এই অস্ত্র ধ'রে রাখ্‌লে অন্য আনুসঙ্গিক সব এসে যাবে। ডালের জল ডাঁটা চচ্চড়ী ভোগ লাগে, ঠাকুর ও ছেলেরা রোগা হয়ে যাচ্ছে। (৪) ফণ্ড থাকতে কেন ছেলেদের এবং ঠাকুরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে? এ প্রতিহিংসা কেন?

এই চিঠির কথা আজ সকালে বাবা বল্‌তে লাগ্‌লেন—ঘোষালকে না সরালে পাঠবাড়ীর আরও অশান্তির কারণ হ'বে—ও-ই ছেলেদের মধ্যে এ জাতীয় বুদ্ধি দিচ্ছে।

খোসামোদ আমার আস্‌তো না কেবল অভিমান। এখন খোসামোদ কর্‌তে হ'য়। সে রকম শাসন না থাক্‌লে আমরা যে রকম দেখেছি সে রকম কি হ'তো। ঝাঁজপিটা মঠে থাকাকালে হুপুরে অড়হর ডাল আর চচ্চড়ী, সজনে গাছ ছিল, তার পাতা দিয়ে ও ছাল দিয়ে চচ্চড়ী। রাত্রের ব্যবস্থা ৮ খানা লুচি দিয়ে ঠাকুরের ভোগ লাগ্‌তো—আর আস্‌ত জগন্নাথের একটি ছোট হাঁড়ির প্রসাদ এবং উলিতে একটু তরকারী। হু'জন ব্রাহ্মণ মঠে থাকৃতেন—গণেশ মহাপাত্র এবং গদাধর রথ। তাঁদের পূরণ ক'রে প্রসাদ পাওয়ার পর যা অল্প অবশিষ্ট থাকৃতো তাই মেখে একটু একটু সকলের মুখে দেওয়া হ'ত নিমন্ত্রণ থাকুলে খুব খাও। রায় বাহাদুরের বাগানে থাকাকালে কি সন্দেশ ভোগ লাগাতে পার্‌তেন না? কিন্তু তা করেন নি, সকালে আদাছোলার বাল্যভোগ। আমারও মনে হচ্ছে হুপুরে পেট্‌ভরে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা থাক্‌বে, আর রাত্রে ঠাকুরের পারসের মত রান্না হ'বে, তার এক এক বেলা পাঠ-বাড়ীর সকলে পাবে, এরকম ব্যবস্থা কর্‌লে, যাঁরা মজা মার্‌তে এসেছেন তাঁরা আপনিই সরে পড়্‌বেন আর যাঁরা ভজন কর্‌তে এসেছেন তাঁরা ঠিক থাক্‌বেন। ঘোষালদার পত্রে "প্রতিহিংসা" শব্দের ব্যবহারে যুগলদা বল্‌লেন – অত মুখে গুরু গুরু করে এ-রকম কথা লিখেছে? বাবা বল্‌লেন—"একটা দামী কথা আছে, আম্‌লি পিকে (নেশা করিয়া) ধ'রে ধ্যান্—'এ ধ্যানের আবেশ নেশার জন্য—"ভোগী হোকে বাতায় জ্ঞান"—ত্যাগী হোকে—আর মনে নেই। ভাব হচ্ছে অসংযত ব্যবহার ক'রে—এদের তিনজনই ঠক্‌বাজী। ঘোষালের কথা কি বল্‌বো, আমাদের প্রাণে প্রাণে বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমরা কতটুকু তাঁকে ভালবাসি। রায়বাহাদুরের বাগান থেকে কর্ত্তা-বাবাজীর দর্শনের জন্য বাবাজীমশাই, আমি, একজন পূজারী, এ রকম ৪।৫ জনের নবদ্বীপ যাওয়ার কথা হ'লে ছাড়াছাড়ির ভয়ে দিদির কি কান্না—এবং আছাড় খেয়ে পড়া, যেই রাস্তায় নামা হয়েছে অমনি আছাড় খেয়ে পড়ে মুর্চ্ছা গেলেন, ৩।৪ দিনের মধ্যে আস্‌ব বলে অনেক বুঝিয়ে যাওয়া হ'ল। ৪।৫ দিনের মধ্যে আসা হ'ল, তখন আবার কি কান্না আছাড় খাওয়া এবং মূর্চ্ছা যাওয়া—এ দেখেছি, আবার পাগলের সময় কর্ত্তার সেই অবস্থা—আর এঁরা জগদীশ বাবুর বাড়ীতে নূতন কাপড় পর্‌ছেন, আল্‌তা পর্‌ছেন, বেশ আনন্দ (এর ইঙ্গিত নবদ্বীপদা প্রায় এক বৎসর আগে ক'রে গেছ্‌লেন—"এমন সময় শীঘ্র আস্‌ছে যখন দাদাকে ফেলে তোরা দূরে আনন্দে থাকৃতে পার্‌বি)।" বাবাজী মশাই-এর অপ্রকটের পর, আমি সেবাশ্রমে পালাই, কারণ ওঁদের ত কয়েকদিনের ছাড়াছাড়ির অবস্থা দেখেছি—এখন কি ভীষণ হবে, তা দেখ্‌তে পার্‌ব না। এঁরা (দিদিরা) পুরী থেকে আস্‌ছেন, বেহারীদা কলকাতা যাচ্ছিলেন তাঁর মুখে অপ্রকটের খবর পেয়ে অমনি আছাড়— করুণার সামনের দাঁত ভাঙ্গলো, সেই হ'তে ভাঙ্গা দাঁতেই ছিল। আমি ৪।৫ দিন পরে বাগান বাড়ীতে গিয়ে দেখ্‌লাম—এদিকে যে

কিছু হয়েছে তা জানাই যায় না। ২ দিনের মধ্যে সাম্‌লে নিয়ে উৎসব কি ক'রে হ'বে সেই নিয়ে ব্যস্ত, এই আমাদের স্বরূপ। শুধু প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তাঁর পরিচয় দিয়ে বেড়াই, তাঁর পথে না চলে তাঁর উল্‌টো পথে চলেছি।

অটলদা বৃন্দাবনে গেলে (অটলদা শিক্ষিত লোক, বনমালীর সঙ্গে মিল্‌বে ভাল, বড়-লোকের সঙ্গে মিশ্‌লে ঝাড়ুগিরি ভাল না লাগ্‌তে পারে, মাধুকরীর পরিবর্ত্তে "বিনোদের প্রসাদ সেবা কর্‌তে পারে) তাঁকে উপদেশ ক'রে লিখেছিলেন—"রাধাকুণ্ডে ঝাড়ুগিরি কর্‌বে এবং করাইবে —রাজ-অন্নাদি ও স্থূল ভিক্ষা কর্‌বে না, করিতে দিবে না। বৈষ্ণব সাজিও না, সাজাইও না, কাঙ্গাল (বৈষ্ণবেতর) হইয়া কাঁদিতে থাক।"

বাবা প্রভাতি কীর্ত্তনের কাছে দণ্ডবৎ কর্‌তে গেলেন, এদিকে গৌরগোপাল প্রভু ফুল নিতে এসে মা'র কাছে বসেছেন। বাবা দণ্ডবৎ সেরে সেখানে দাঁড়ালেন। মা "সঙ্গীতমাধবের" একটু ব্যাখ্যা কর্‌ছিলেন—কষায় বিশিষ্ট গোপীদের দেহ নিয়ে গোস্বামীরা একটু মুস্কিলে পড়েছিলেন, 'টীকা' দেখে মনে হয়—শেষে এ পর্য্যন্ত আস্‌তে হয়েছে, "যোগমায়া" সে দেহ অন্তর্ধান করেছেন। আর এখানে প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কি সুন্দর মধুরভাবে অতি অল্প কথায় মীমাংসা করেছেন। একি জান? আসর বুঝে কথা। "সঙ্গীত মাধব" আসরে আমাদের সম্প্রদায়ের মাধুর্য্যের ভক্তরা আছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতের আসরে সব সম্প্রদায়ের বক্তারা আছেন, তারপর মা সঙ্গীত মাধবের মধ্যে "গুরুনিষ্ঠা" দেখালেন—শ্রীগুরুদেব এব অন্যান্য সখীরা বল্‌ছেন—"ঐ রাধারাণীর শ্রীচরণে বিকাও, সব ভোগ কর্‌বে"—ইনি কি করলেন? শ্রীগুরু চরণে গিয়ে পড়্‌লেন। মাথা যে এক জায়গায় বিক্রয় করা হ'য়ে গেছে, তখন শ্রীগুরুদেব সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে একটার পর একটা লীলা ভোগ করাতে লাগ্‌লেন। কি সুন্দর-প্রার্থনা—"এমনভাবে আমায় সঙ্গীত শিক্ষা দিন যেন আপনার সুখ বিধান হয়।"

সন্ধ্যা-আরতির পর বাবা বলিলেন—"আজ আরতি দেখার সময় একটা কথা মনে আস্‌ছিল—শ্রীরাধারাণীর শ্বেত চাঁপার বরণ, অনঙ্গমঞ্জরীর রং কণক চাঁপার মত নিতাইয়ে অনঙ্গ-মঞ্জরী বলাইকে ঢেকেছেন—তাই ঐ প্রকার রঙ। গৌরের মধ্যে কৃষ্ণ, রাধাভাবকান্তিতে নিজ-মাধুরী আস্বাদন কর্‌'বার ইচ্ছা করেছেন—এখন নিতাইয়ে অনঙ্গমঞ্জরী ফুটে রয়েছেন, অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীরাধার 'গুপ্ত-অঙ্গ'—তা দেখে কৃষ্ণের বিষয়-ভাব কেমনে চাপা রাখা সম্ভব? তাই নিতাইকে দূরে দূরে রাখ্‌ছেন।

তারপর বাবা বল্‌লেন—"দিদি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন —তার উত্তর আমার মনে একটু একটু জাগ্‌ছে। মঙ্গল-আরতিতে কেন গৌরের আবেশ? মঙ্গল-আরতির পর শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা প্রভাত হয়ে গেছে এই ভয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে গেলেন। সে সময়কার পরস্পরের মাধুরী তাঁরা ভোগ কর্‌তে পান নাই—এখন জগন্নাথের মঙ্গল-আরতির পর

প্রভু অনিমেষ নয়নে তাই ভোগ কর্‌ছেন। আর এক কথা—বড় সাজ বা শৃঙ্গার কোন্‌টা? শৃঙ্গার রসকেলির ফলে যে সাজ অর্থাৎ যে সাজে সম্ভোগচিহ্ন ফুটে রয়েছে—সেটি নাগরের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সাজ বা শৃঙ্গার। সেই মাধুর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্ব্বোৎকর্ষী—তাই গৌরকিশোরী ভোগ কর্‌ছেন। অঙ্গে অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার ফুটে উঠেছে। কোন্ কোন্ ভোগে কোন্ কোন্ বিকার হয় তাহা গ্রন্থ দেখে আলোচনা কর্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে। কখন কি জাতীয় ভোগ হচ্ছে। আর "হরিদাসকে নিয়ে মহাপ্রভুর যে কিছু সুখ" এ সম্বন্ধে হচ্ছে, স্বরূপ রামরায় ভাবের অনুকূল পদাবলী গানে ভাবের পুষ্টি বিধান কর্‌তেন—আর হরিদাস কর্‌তেন কি? লীলা প্রকট ক'রে দিতেন। নামেতেই ব্রজলীলা রয়েছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিরন্তর সেই লীলা প্রকট ক'রে মহাপ্রভুকে ভোগ দিতেন।

"দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়॥"

এ বিকার সাধারণ অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার নয়। এ বিরহের বিকার—অন্য জাতীয় চিন্তা উদ্বেগাদি। এ সময় প্রাণ রাখ্‌ছেন হরিদাস। রাধারাণীর দশম দশায় প্রাণ বাঁচিয়েছেন 'হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ'... এই নাম। সেই নামের মহাজন হরিদাস। এই হরিদাসকে নিয়ে মহাপ্রভুর যে কিছু সুখ।

রাত্রে প্রসাদ পেয়ে বাবা কয়েকটি গানের সুর ধরিলেন—রাই আমাদের নীলনিচোলিনী—শ্যাম আমাদের পুরট পটাম্বর-ধর, রাই আমাদের রাস-রস-রঙ্গিনী—শ্যাম আমাদের রসিকেন্দ্র চূড়ামণি।"

বল্‌লেন এরূপ কেবল আঁখর নিতাইদা'র মুখে শুনা। কাটোয়ার বড় প্রভুর ছেলে নিত্যানন্দ দাস পুরীতে "জগন্নাথ মন্দিরে পাদপদ্মের" নিকট ব'সে গাইতেন আর ঝুর্‌তেন।

প্রভুর একটি ছোট গান বলিয়া আবার গাহিলেন—এটিও পুরীতে পাদপদ্মের নিকট ব'সে নিতাইদা'র মুখে শোনা।

জয় গৌরগোপাল—জয় আমার প্রভুর জয়
জয় শচীনন্দন জয়—স্বরূপের জীবন জয়,
গদাধরের প্রাণনাথ জয়, জয় গৌরগোপাল,
জয় নিজ-কান্ত-কান্তি-কলেবর হে, হা নাথ
জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ হে, জয় গৌরগোপাল।
ব্রজ-তরুনীগণ-লোচন-মঙ্গল হে—হা নাথ
নদীয়া-বধূগণ নয়ন-আমোদ হে, জয় গৌরগোপাল।
যাবৎ জনম মোর অপরাধে হইনু ভোর হে,
হা নাথ নিষ্কপটে না ভজিনু তুয়া হে।
এখন "দয়া কর" বল্‌তে আমার সরম লাগে হে।

এই একটি আসরে সব কিছু বলা হ'ল। তারপর বল্‌লেন—এসব কেউ নিল না—রাত্রি ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত বন্ধুসুন্দর আর আমি। বন্ধুসুন্দর নিজে সুর্ শিখাতেন, রসালাপের গান প্রভৃতি গাওয়া হ'ত। কুঞ্জের সমর্পণের গান (খোল করতাল এখানে লাগে না) খোল করতালে গোলমাল হ'য়ে যাবে।

বঁধু—

আমাদের রাই আমাদের রাই আমাদের রাই কুঞ্জে রইল গো
আমরা যেমন দিলাম—তেমনি নিব······আমাদের রাই
যেন রাই-এর মাথার বেণী—অমনি থাকে···আমাদের রাই
আমরা কত সাধে বেঁধেছি···আমাদের রাই
যেন রাই এর সিঁথির সিন্দূর অমনি থাকে···আমাদের রাই
যেন নাসার বেশর অমনি থাকে···আমাদের রাই
যেন বেশভুষা অমনি থাকে···আমাদের রাই
যেন রাই-এর চোখের কাজল অমনি থাকে···আমাদের রাই

ইত্যাদি উল্লেখ ক'রে এইসব অঙ্গের ভোগের লালসা জানিয়ে দেওয়াই তাৎপর্য্য—অর্থাৎ ভাল ক'রে ভোগ কর।

৫ই আশ্বিন রবিবার ১৩৫৩ সাল

"বড়-তালের" লীলাগানকারী শচীনন্দনদা আজ সকালে বাবার নিকট "মন্ত্র" নিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বাবা বলিলেন—কুল-গুরুর নিকট ত পেয়েছ? যুগলদা (সে) চারি অক্ষর গৌর-মন্ত্র পেয়েছেন? চারি অক্ষর গৌর মন্ত্র কিরূপ কে জানে। বাবা—জানি না, তবে গ্রন্থে পাই যে নকুল-ব্রহ্মচারীর আবেশ ঠিক্ কি না?······সন্দিগ্ধ হ'য়ে স্থির কর্‌লেন যে ইনি যদি আমায় ইষ্টমন্ত্র বল্‌তে পারেন তবে জান্‌বো যে সত্যকারের আবেশ—এই মনে ক'রে সামনে ব'সে নকুল-ব্রহ্মচারী বল্‌লেন—"চতুরক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার ইষ্টমন্ত্র।"

শচীনন্দনদা—"নিত্যানন্দ-শক্তি" না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই হচ্ছে না।

বাবা—"আমার যে কটা কথা জানা আছে যদি তাই চাও ত বলে দিব অন্য কোনও রকম আমার জানা নাই বলতেও পার্‌বো না।

শচীনন্দনদা—তাই হ'লেই হ'ল।

আজ মনোরঞ্জন গোস্বামীর "রূপাভিসার" মিলন গান হইল। বাবা গেলেন না। বল্‌লেন—লীলাগান বড় শক্ত, কিছু বেফাঁস্ হলেই ভীষণ ধাক্কা খেতে হয়। কটাক্ষ নিয়ে এসে অপরাধে

পড়্তে হয়। সেজন্য না যাওয়াই ভাল। একবার নিতাইদার অনুরোধে মহাপ্রভুর বাড়ীতে রাধিকা গোঁসাইর গান শুন্তে গেছি, 'খণ্ডিতা' গান হচ্ছে, পণ্ডিত লোক, উজ্জ্বল নীলমণি পড়া আছে সংস্কৃত শ্লোক মিলিয়ে কীর্ত্তন কর্ছেন, পণ্ডিতরা খুব সুখ পাচ্ছেন। আমরা গিয়ে দেখি খুব ভীড়, গিয়ে বস্‌লাম। "অভিমানে উপেখিনু কানু গুণনিধি" এর উপর আঁখর দিলেন— "সৎসঙ্গ ছাড়ি কনু অসতে বিলাস," আমি বল্‌লাম—নিতাইদা, "চল"। (বৃন্দাবনের) মাধব-দাস বাবাজীর উৎসবের সময় আমি সত্যবাবুর বাড়ীর উপর বারান্দায় শুন্‌ছি, পাশে রামহরিদাস বাবাজী ব'সে আছেন। কেশীঘাটের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত পাঠ কর্‌ছেন। প্রভু কিছু বেফাঁস্ বলে ফেলেছেন তখন বুড়ো উঠে বল্‌ছেন—(সে কি দৈন্যের ধারা), "প্রভু! প্রভু! আজ আপনার পাঠে নূতন জিনিষ পাওয়া গিয়েছে। আমাদের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এরকম শোনা ছিল, আপনি আমাদের এরূপ শোনালেন।" প্রভু তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল শুধ্‌রে নিয়ে পাঠ আরম্ভ কর্‌লেন, আনন্দের পাথার বয়ে গেল।

তারপর বল্‌লেন - গঙ্গার জোয়ার ভাটা সম্বন্ধে প্রাণে কিছু জেগেছিল। সিঁথিতে থাকি। গঙ্গাস্নানে এসেছি, তখন ভাদ্র মাস, গঙ্গার জল হল্‌দে দেখে আমার গানের সুর জেগে উঠ্‌লো— "গৌর-গরবিনী ও সুরধুনী, বুঝি গৌর-অঙ্গ-পরশ পেয়ে হয়েছ গৌরাঙ্গিনী।" এটুকু গানের ভিতর দিয়ে এসে গেল। তারপর জোয়ারভাটার সম্বন্ধে মনে হ'ল—লীলাচলের সমুদ্র গৌরের নাগরলীলার বেশ দেখবার জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটে আসে, তাই জোয়ার। আর সুরধুনী অনেক দিন গৌরকে দেখে নাই—গৌর যে নীলাচলে থাকে তাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ টেনেছে কিন্তু গৌরের "ন্যাসী-বেশ" মনে হওয়ায় বড়ই ক্ষুন্ন মনে ধীরে ধীরে চলেছেন তাই ভাটা। যুগলদা কীর্ত্তন শুন্‌তে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভাল না লাগায় উঠে এসেছেন। বাবা বল্‌ছেন—"যে সব কথা তোমাদের ভাল লাগ্‌লো না, সে সব কথা তো কর্ত্তাকে শুন্‌তে হচ্ছে— তিনি ত ওখানে ব'সে শুন্‌ছেন। নাট-মন্দিরে যাকে তাকে কীর্ত্তন কর্‌তে না দেওয়াই ভাল।

৬ই আশ্বিন ১৩৫৩

আজ দুপুরে কে একজন বাবাকে বাহারী কাপড় দিতে আসিয়াছিলেন—নন্দদা সেটি দাদা মহাশয়ের সেবার জন্য পাঠিয়ে দেন—দুপুরে বাবা শৌচান্তে লোমবস্ত্র ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "তোমাদের দাদু চিরদিন কাঙ্গাল। ঝাঁজপিটা মঠে আমাকে একজন একখানি সুন্দর কট্‌কী গামছা দিয়েছিল, দেখে বাবাজী-মশায় বল্‌লেন—বাবাজীর খুব বাহার যে। তখন আমি সে গাম্‌ছাখানি তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এলাম।"

৭ই আশ্বিন ১৩৫৩ সমাজবাড়ী

কলকাতায় আবার দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে, তাই বাবা বিশেষ চিন্তিত। সন্ধ্যা-আরতির পর রঞ্জিৎ ডাক্তারের দাদা এবং এক ভদ্রলোক আসিয়া বাবার ঘরে বসিলেন—বাবা বলিলেন—“আজ প্রায় ৫০ বৎসর আমার কলকাতায় বাস, যদি আমার ঘর বলে কিছু থাকে, কলকাতাই আমার ঘর, নবদ্বীপ নয়।”

বাবাজীমশায় (শ্রীরাধারমণ চরণদাস) পাগলের পর কেদার কামারের বাগানে আমায় “ভেক্” দিয়ে বল্‌লেন—যখনই কোন ভগবৎ অবতার হয়েছিল, রাজধানী অবলম্বন ক'রে তিনি কাজ করেছেন। কারণ রাজধানীতে সকল দেশের মাথা মাথাওলা আসে। তারা ধরা পড়্‌লে সব দেশ ধরা পড়্‌বে। কলকাতা রাজধানী—এখানে থেকে নাম কীর্ত্তন কর্‌লে সকল দেশ পাবে। তুমি এখানে থেকে নাম কীর্ত্তন ক'রো।” তাই আমার নিকট কলকাতা সকল ধাম হ'তে বড়। একথা শুন্‌তে ভাল না লাগলেও সত্য যে, আমি কলকাতায় বসে প্রসঙ্গ ক'রে যে সুখ পাই তা ‘নবদ্বীপ’, ‘নীলাচল’, ‘বৃন্দাবন’, কোথাও পাই না। তাই তিন প্রভুর (রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ) সূচকের সময় ঝামট্‌পুরে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌লেও যাই নি। কলকাতায় কীর্ত্তন কর্‌লে সকলে একত্রে মিলে জিনিষটা পায়। অন্যত্র কোথাও তা কর্‌লে তারা তা পাবে না। তাই বল্‌ছিলাম, যদি ঠাকুর করেন তবে অন্য সময় একবার ঝামট্‌পুর দর্শন ক'রে আস্‌বো।

একবার ‘মাধাইতলা’ থেকে বৃন্দাবনদার সঙ্গে ঝামট্‌পুর দর্শন ক'রে এসেছি। বৃন্দাবনদা তখন মাধাইতলায় থাক্‌তেন।

বাবাজীমশাই যোগেনবাবুর বাড়ীতে একখানা গ্রন্থ খুলে চিত্র দেখছেন, “কোন্ কর্ম্মে মানুষের কি জাতীয় নরকযন্ত্রণা ভোগ হয় তার চিত্র গ্রন্থখানিতে আছে।” যখন বৈষ্ণব বেশধারী-দের নরক-যন্ত্রণা দেখ্‌ছেন তখন আর সইতে পারেন নি। সে ছিল চিত্র এখন যে লীলা প্রকট চল্‌ছে এখন কি তাঁর প্রাণ কাঁদ্‌ছে না? যদি বল—শ্রীবিগ্রহ-লীলা নরলীলার মত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কর্‌বেন না। তবে আমার কথা ঐশ্বর্য্যেরও ত স্বরূপ আছে—নারায়ণ আদি সেই স্বরূপে কাজ ক'র্‌লে ত' হয়।

রাত্রে প্রসাদ পাইয়া দিদিদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে হেতমপুরের গৌরের মা'র কথা উঠ্‌লো। প্রাপ্তি হয়ে গেছে। ইনি পুরীতে গিয়ে এক হাজার টাকা দেন, তারপর বৎসর না দিয়ে ৫৫০ টাকা দেন—সেই টাকায় ঝাঁজপিটা মঠের কোঠা ঘর হয়।

আমি যে ঘরে থাকি সেটা শাল্‌কিয়ার পাঁচুবাবু ক'রে দিয়েছিলেন। হেতমপুরে আমার প্রথম যাওয়া “হরেকৃষ্ণর” মার্‌ফতে। হরেকৃষ্ণ সাঁইথিয়ার হরিসভার তরফ্ থেকে কাশিম-বাজার বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে গিয়েছিল। সেখানে আমার কীর্ত্তন শুনে হেতমপুরে এসে (হেতমপুরে কাজ

কর্‌ত)—মহিমারঞ্জনকে আমার কথা বলে, তারপর সেখানে প্রথম যাওয়া। সেখান থেকে ফেরত-মুখে মুঙ্গেরে গেলাম। মুঙ্গের কলেজে সরস্বতী পূজা হয়, সেই সময় মহাপ্রভুর মন্দিরে একটি ২৪ প্রহর হ'ত একবার নবরাত্রিও হয়েছিল। সেইবারেই মুঙ্গেরে বেশী দিন থাকা। দু'বছর হ'ল মুঙ্গেরে যাওয়া হয়নি। চব্বিশ-প্রহরাদি হয়নি। ঐ জন্য টাকার আলাদা ব্যবস্থা আছে, সে টাকায় কি কর্‌ল কি জানি।

৮ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

কাল সকালে অমাবস্যা তর্পণের শেষ দিন জানিয়া আমি জগন্নাথের শুক্‌না মহাপ্রসাদ নিয়ে তর্পণ করিতে যাইতেছি, বাবা বলিলেন—'কি কর্‌তে যাচ্ছিস? আমি খুলিয়া বলিতে তিনি বলিলেন আজ ২-টার সময় অমাবস্যা পড়্‌বে, গৌরগোপালরা কাল কর্‌বে বলেছিল। আজ সকালে স্নান কর্‌বার সময় বাবা যুগলদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কখনও তর্পণ করেছ কি?

যুগলদা না, আমার উপর দাদা আছেন আমায় কখনও করতে হয় নি। "তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।" আমার ঐ তর্পণ।

আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কখনও তর্পণ করেন নি? যুগলদা বলিলেন "ভেক্‌ধারী বাবাজীদের ত মায়ার সম্বন্ধ ছুটে যায়, তাদের ত কর্‌তে হয় না? আমি বল্‌লাম আমার কি করা কর্ত্তব্য?"

যুগলদা "তোমরা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে আছ, শ্রীপাদপদ্ম সেবা কর্‌ছো, তোমাদের আর কিছু কর্‌তে হয় না। তাতেই পূর্ব্ব পুরুষ আনন্দ লাভ কর্‌ছেন।"

আমি বল্‌লাম—"তবুও তাঁরা কিছু আশা করেন। বাবা—"নিত্য বৈষ্ণববন্দনা যা কর তাঁর উপর না হ'য় আজ আর একবার কর্‌বে। আমি বল্‌লাম—"তাতে আমার ভাল হ'ল, তাঁদের কি হ'ল। বাবা—তাঁদের শুনাচ্ছি এই মনে ক'রে না হয় সেই পাঠটি কর্‌লে।"

দিন কয়েক পূর্ব্বে—দুপুরে প্রসাদ পাবার পর মন্ত্রের কাগজ দিবার সময় নন্দকাকা একজনকে দিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"ও শ্বশুর বাড়ী যাবে, তারা ত অনুকূল নয়, দেখে ফেল্‌বে। বাবা বল্‌লেন—"তাতে কি হ'ল, ঠাকুরদের নাম দেখ্‌লে খারাপ কি?

সন্ধ্যা-আরতির পর যুগলদা'র কাছে গুটির উৎসবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। বাবা এসে বল্‌লেন—"কি কথা হচ্ছে?" যুগলদা বল্‌লেন ও (রতন) আপনার জীবনী সংগ্রহ কর্‌ছে। গুটিতে গিয়ে কি করেছিলেন, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল। বাবা বল্‌লেন—একসময় 'ব্রজে', 'সুরেন' প্রভৃতি আমার ১০৮ নাম বের্‌করেছিল। রামকৃষ্ণদেবের ১০৮ নাম বের হয়েছে—তাই এরাও কর্‌ছে। কথাটা শুনে আমি ডেকে বল্‌লাম—আমি সব রকম জানি, ছোটলোকদের সঙ্গেও 'মিশেছি এমন চাল্‌-চাল্‌ব যে "শ্রদ্ধা" রাখা ত দূরের কথা, গায়ে থু্‌তু দিয়ে পালাতে হ'বে। তখন তারা নিরস্ত হ'ল।"

ইহার পর বাবা, বড় বাবাজী মহাশয়ের কথা বলিতে লাগিলেন—একদিন রায় বাহাদুরের বাগান বাড়ীতে বাবাজী মশায় খুব কাঁদ্‌ছিলেন, কেন কাঁদছেন কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, জিজ্ঞাসা কর্‌লেও কিছু উত্তর মিলছে না। কিছুক্ষণ কান্নার পর একটু শান্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"সুরেন্দ্র" ভবেন্দ্র" প্রভৃতি আমার এ পথের প্রথম উচ্ছাস্ দেখে শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়ে আমাকে অবতার রূপে খাড়া করেছিল—এর সুর একটু কানে এলো। এক দিন খুব ভোরে স্নান করছি, তারা স্নান কর্‌তে গেলে তাদের পাঁজিপুঁথি হস্তগত ক'রে আমি সব দেখ্‌লাম। তারপর আমি ঐ মর্ম্মে পৃথক্ পৃথক্ পত্র লিখে রাখ্‌লাম। আমার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা করিবে না। নদে, নীলাচলে, বৃন্দাবনে যেখানে আমার গতাগতি, সেখানে আর যাইবে না। তারা স্নান ক'রে এলে তাদের হাতে তাদের চিঠি দিয়ে দিলাম। তারা সে আদেশ পেয়ে চিরকালের মত ছেড়ে চলে গেল। তারা আমার একটি কথায় প্রাণ দিতে পার্‌তো এখন সেবার কথা বলে দিলেও এরা শোনে না।

এখন এই সব ছেলে মানুষ নিয়ে আমার বাস।" তারপর বাবা দুঃখ ক'রে বলিলেন—"এক নিতাই গৌরকে লোকে নিচ্ছে না। তার উপর নূতন অবতার খাড়া করা কি ঠিক?" তারপর আমায় বল্‌লেন—"ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তনও ছেড়ে দিয়েছিস্। মালা ত করিস্ না, কি হ'বে? যা নামে যা।"

৯ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

আজ স্নানের সময় পৃষ্ঠে তৈল মাখিবার সময় নন্দদাকে বাবা বল্‌লেন—"কি তেল ঘস্‌ছিস্ ভিতরে জ্বলে গেল উপরে ঘসে কি কর্‌বি? দুঃখের উপর দুঃখ। হরিদাস ঠাকুরের উৎসবে যাওয়া হ'ল না। এখন সামনে পূজা। তিন প্রভুর সূচক, পাণিহাটির উৎসবএতেও কি বঞ্চিত হ'তে হ'বে। প্রভুর কি ইচ্ছা।"

আজ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের তিথি, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের সূচক ত শশাঙ্কদার লেখা আছে, হয় না কেন? বাবা কথাটি শুনিলেন মাত্র। প্রসাদ পারার পর নন্দকাকা বলিতেছেন কীর্ত্তনের কথা সকলকে বল্‌ছে? শুনিয়া বাবা বলিলেন—"নিজেই ত ব্যবস্থা কর্‌ল", এই বোধ হয় প্রথম শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের সূচক কীর্ত্তন হইল।

রাত্রে প্রসঙ্গক্রমে বাবা বলিলেন—"বিদ্যাপতি, লছীমা, চণ্ডীদাস, রামী, জয়দেব-পদ্মাবতী, বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি আর রামানন্দ একা, এই নবরসিক ধরা হয়। কিন্তু তা ঠিক্ নয়। শ্রীরাধারাণী এবং ললিতাজীর আবেশ এর মধ্যে। তারপর বিদ্যাপতি এবং লছীমার শূলে পড়া প্রসঙ্গ বল্‌লেন। "ভনয়ে বিদ্যাপতি" পর্য্যন্ত পদ অসম্পূর্ণ রেখে প্রাপ্তি হ'লেন, আর গোবিন্দ দাস এসে "নিকরুণ মাধব" পদ পূরণ ক'র্‌লেন,—গোবিন্দ-দাস রস-পূর।"

১০ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

আজ ভোরে নন্দ কাকা, উদ্ধবদা, কিশোরীদা, কেষ্টদা ও শিবকেষ্টদাকে লইয়া পুরী রওনা হইলেন। বাবা সকালে এ সম্বন্ধে দুঃখ করিতেছিলেন। বাবা বলিলেন—"কিশোরী কেষ্টদাস কি ক'র্‌তে গেল? কর্ত্তা বলেছিলেন কর্‌তাল বাজিয়ে নাম কর্‌তে পারত করো। যাত্রার দল করো না। সে কথা পালন কর্‌তে পারি নি। এখন দেখ্‌ছি সে কথা পালন করিয়ে ছাড়্‌বে। শুধু করতাল আর রামদাস থাক্‌বে।

তারপর বাবা বল্‌লেন—"যে স্থানের যে প্রসঙ্গ সেখানে বরাবর ক'রে এসে না যেতে পার্‌লে যে কি দুঃখ তা কেউ বোঝে না, সকলে পিছনে টানে। একে ত আমি দুর্ব্বল তাতে আবার বল দেবার কেউ নেই। যে যার মত সরে পড়্‌লো। পড়ুক, যে এত বৎসর চালিয়ে এসেছে, সে ছাড়া এ দুঃখ কেউ বোঝে না। অপরাধী আমি, তাই বঞ্চিত আছি। সামনে পূজা। সকলে আশা করে দেখা শোনা কর্‌বার জন্য। তারপর "তিনপ্রভুর-সূচক-কীর্ত্তন।" এ কীর্ত্তনে কলকাতায় কি আনন্দ ভোগ করিয়েছেন আর পাঁচজনকে ভোগ দিয়েছেন। এবার কি কর্‌বেন কে জানে, আমি ত চিন্তায় কষ্টভোগ কর্‌ছি, আর তারা ত কলকাতায় সাক্ষাৎ ভোগ কর্‌ছে। অন্ততঃ ২।১ দিনের মত ঘুরে এলে কতকটা ঠাণ্ডা হওয়া যায়। কি ক'র্‌বেন কে জানে।

পানিহাটির উৎসবে না যেতে পার্‌লে কি ধাক্কা লাগ্‌বে, তা কে বুঝ্‌বে? একজন কেউ বল দেবার মত কোন সময় পেলাম না। গ্যাস্‌টিক আল্‌সারের সময় নবদ্বীপে আছি। যুগলকে হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন কর্‌বার জন্য পাঠান হ'ল। তারপর পুরী যাবার জন্য আমার খুব কান্না আস্‌তে লাগ্‌ল। দিদি দেখে বল্লেন—"যাও"। যতই এগুচ্ছি ততই বল কমে যাচ্ছে। যে নূতন উদ্যম নিয়ে বেরিয়েছিলাম তা রাস্তায় অনেক কমে গেল। হাওড়া ষ্টেশনে যেই নামা, অমনি সাম্‌নে পাঁচুবাবু আর পুলিনচন্দ্র আমায় দেখে বল্‌লো—"আর কি কর্‌তে যাবেন? যুগলদা ত গিয়েছে, উৎসব ত হবে।" যেই না একথা শোনা অমনি আমার পা অচল হ'য়ে গেল। পুরী এক্সপ্রেস আস্‌বার চার ঘণ্টা সময় ছিল, কিন্তু আমি যেতে পার্‌লাম না। সেই দিন প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি মানুষের কথায় কি না কর্‌তে পারে।

গতবার বোমা পড়্‌বার সময়ে এই জাতীয় ভোগ হয়েছে। 'ঝুলন' 'নন্দোৎসবের' সময়ে কত চেষ্টা কর্‌লাম একবার পাঠবাড়ী যাবার জন্য কোন মতেই হলো না। 'ক্ষেপা (ভৈরব গোস্বামী) ঠাকুরের সে'বার প্রথম উৎসব। আমার যোগ দেওয়া বিশেষ দরকার তাই জোর ক'রে একদিনের জন্য বেরিয়েছিলাম। এবারেও এমন অবস্থায় পড়েছি একবার কোনওপ্রকারে ছাড় পেলে বাঁচি। আমার নিজের যা ভোগ ক'র্‌বার তা বৃন্দাবনে ১৫/১৭ বৎসর বয়সে ভোগ করিয়ে দিয়েছে। আমার নিজের কোন অভাব নেই। তবে "নামকীর্ত্তনে" পাঁচজনকে নিয়ে আস্বাদন

কর্‌তে বলেছেন। যদি পাঁচজনকে না পাই তাহ'লে যে কি দুঃখ তা কে বোঝে, ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে।"

১১ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল নবদ্বীপ সমাজবাড়ী

সকালে গৌরগোপাল প্রভুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন—"মহামুস্কিল—ফিরিঙ্গী কালীকে জড়িয়ে ধ'রে এক বুড়ী রক্ষা করছিল। সেই বুড়ীসমেত ঠাকুরকে শেষ ক'রে দিয়েছে। এখন শুনতে হচ্ছে কি? —"তোমাদের ঠাকুর নিজে গেলেন যান, ভক্তকে ত রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেন না।" আমার মনে কি হচ্ছে জান? জীবের মন থেকে "বিশ্বাস" বস্তুটিকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য "কলির এ খেলা।" একে ত জীব সহজে অবিশ্বাসী। তার উপর এ রকম লীলায় ঠাকুর দেবতার উপর বিশ্বাস ত থাক্‌বেই না কি যে করা যায়? বাবাজী মহাশয়ের (শ্রীরাধারমণ-চরণদাসদেবের) পাগল হবার কারণ ত এই। ভস্মলোচন অসুর যাকে স্পর্শ কর্‌বে সে মরে যাবে। এই বর শিবের নিকট পেয়ে প্রথমে পরীক্ষা কর্‌তে গেলেন বরদাতার উপর। এও সেইরূপ। "কলিরাজ" "জগন্নাথের" উপর নিজের শক্তি পরীক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন ঃ—

(১) কূয়োর মধ্যে বাছুর মরে আছে। সে—কূয়োর জলে ভোগ রান্না হ'তে পারে না। অবশ্য আর একটি কূয়ো ছিল। কিন্তু সেটি সংস্কারের দরকার। কাজেই ভোগ বন্ধ ছিল।

(২) মণিকোঠার মধ্যে তিনজন পাণ্ডা চাপা পড়ে মারা গেল—গো-ব্রাহ্মণ হত্যা হ'ল।

(৩) সুদর্শন চক্র কোথাও পাওয়া গেল না, কিছুদিন পরে বাগানের মধ্যে পাওয়া গেল।

(৪) জগন্নাথের কাণের কুণ্ডল হারিয়ে গেল।

(৫) শ্রীমন্দিরের মধ্যে আমিষের পুটলী।—

এ সব একদিনে হচ্ছে—খবর পেয়ে বাবাজীম'শায় (শ্রীরাধারমণ চরণদাসদেব) পাগলের মত হ'তে লাগ্‌লেন। মুখে বুলি হ'ল "কলি কলি" "মায়া মায়া"—'যোগমায়া চিৎশক্তি……প্রকট কৈলা নিত্য-লীলা হৈতে'………।

দেবতারাও অসুরদের উৎপীড়নে অসহিষ্ণু হ'য়ে উপরে নালিশ কর্‌তে গেলেন, তার উত্তরে গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ," এই তিন গুণ। সময় সময় একের প্রাধান্য হয়। এখন "রজো" গুণের প্রাধান্য, অসুরদের বিজয়—এসময় সহ্য কর্‌তে হবে, আবার যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হবে, তখন তোমরা রাজত্ব পাবে।

বাবা বল্‌লেন—"অনাথদার মুখে শোনা অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড তখন রাজা হয়েছেন, তাঁর উপরে যে খুনের চার্জ্জ ছিল তা উঠে গেল। নাম-ই ত তাঁকে রক্ষা কর্‌লো। এ মনে হওয়ায় নামের শক্তিতে বিশ্বাস সুদৃঢ় হল, আনন্দে ঐরূপ হয়েছিল।"

পাঠবাড়ী থেকে শ্যামাচরণদা এসেছেন। তিনি বল্লেন—"নাম" প্রায় পনের দিন অখণ্ডভাবে চল্‌ল, এখন আর ছেলেরা রাত জেগে "নাম" কর্‌তে চাইছে না।

বাবা বল্লেন—"যারা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে, তাহারা মুখে নাম নিয়ে পাহারা দেয় না কেন" ?

শ্যামাচরণদা—ছাদের উপর বসে পাহারা দিতে হয়, কখনও এছাদ ওছাদ কর্‌তে হয়—শ্রীনাম মঞ্চের কাছে হচ্ছে।

বাবা—মঞ্চের কাছে বসার অসুবিধা হ'লে ছাদের উপর বসে বসে "নাম" করুক্‌। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে নাম করুক্‌, মোট কথা "নাম" চলা চাই—ঐ আমাদের অস্ত্র ও আশ্রয়। যদি কেউ বাঁচায় ত শ্রীনামই বাঁচাবে।

১২ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল নবদ্বীপ সমাজবাড়ী

সন্ধ্যা আরতির পর থানার ভক্ত পুলিশটি আক্ষেপ ক'রে বল্‌লেন—'সীতারাম' নামের কি প্রচার, কিন্তু 'নিতাই-গৌর' কেউ বলে না।

বাবা বল্লেন—"নিতাই গৌর নামের প্রচার না থাকার কারণ আমার এই মনে হয়। যেখানে 'সীতা-রাম' নামের বহুল প্রচার সেইখানেই দেখা যায়, প্রতি ঘরে ঘরে 'মহাবীর' ও 'মহাদেবের' সেবা আছে। ভক্ত-পূজাতে ভক্ত-কৃপাতে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তি পায়।

তারপর বাবা সত্যনারায়ণের আরতি দেখে এসে বল্‌লেন—"আরতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা কথা মনে হচ্ছিল—নাম জপের সময় একটা স্মরণ থাকা চাই ত ?

এখন স্মরণ কি করা যাবে ? বিধি নানারকম আছে—নামের অক্ষর' চিন্তা, 'নামের' চিন্তা, তারপর 'নামে' ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন ; কিন্তু এটিও খুব সোজা নয়, আমার মনে হচ্ছিল,—শ্রীসিদ্ধবকুলতলে শ্রীহরিদাস ঠাকুর নাম জপ কর্‌ছেন, এরূপ চিন্তা কর্‌লে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌লাম। "শ্রীহরিদাস ঠাকুর নাম" আগে জপ ক'রে, তারপর 'নাম-জপের' কথা আমি অনেক বলেছি—এখন এরূপ মনে হ'ল।

নরহরি কাকা বল্‌লেন—মাধবদাস বাবাজীর সঙ্গে, প্রসঙ্গ করেছি—যে, লীলায় বিরহ-কথা শুনে কান্না আসা সম্ভব, কিন্তু সম্ভোগের কথা শুনে সাধারণতঃ আমাদের প্রাকৃত জগতের কথা মনে হওয়ায় কামের উদ্দীপন হয়, কিন্তু সে সময় যাঁরা ঝুরেন তাঁদের কি ভোগ ? বাবা—"পণ্ডিতজীর মুখে শুনেছি, যা ভোগ আছে তাই আছে। যারা এ ভোগে সমর্থ, তারা সংসারের কোন কাজ ক'র্‌তে পারে না—"যদি হয় যোগ না হয় বিয়োগ।"

তারপর বল্‌লেন—"কখন ত গ্রন্থ পড়া আমার হয়ে ওঠেনি। বৃন্দাবনে প্রথম প্রথম যে'বার যাওয়া, সে'বার প্রভুর আদেশে তাঁর সঙ্গের বটতলায় ছাপা "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" আগাগোড়া

পড়েছিলাম। আমি দর্জ্জিপাড়ায় যখন একা একা থাকি, তখন যোগেনবাবুর বাড়ীতে "ভক্তি রত্নাকর" পড়েছিলাম। এই আমার পড়াশোনা। ভাল ক'রে আর দেখাও হয়নি কোথায় কি আছে। "ভদ্রকে" গিয়েছি "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থখানি বেঞ্চের উপর ছিল। খুল্‌তেই বাহির হ'ল "দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দর্শন, রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন।" আমার তখনই মনে হ'ল—এই 'দিনে' 'রাত্রের' নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। রাত্রের আস্বাদন সেজে গুজে কর্‌তে গেলে পতন, কারও ভাগ্যে যদি এসে পড়ে—বড় কঠিন।

তারপর সখীমার সখীবেশের কারণ বর্ণনা কর্‌লেন - একদিন বেশ সেজে রসালস গান কর্‌বার সাধ হ'ল—করুণা—কৃষ্ণ, রাধাবিনোদ— রাধারাণী, শরৎ—বিশাখা, আর ইনি শ্রীললিতা সাজ্‌লেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তদুচিত অভিনয় হ'চ্ছে। করুণা এবং রাধাবিনোদদা এক বিছানায় শুয়ে পড়্‌লেন। ভোরে ঘুম ভাঙ্গলে সঙ্কোচ আসায় (কোথাও কারো সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া অভ্যাস নাই, তারপর অভিনয়ে বিছানাটা একটু আরামের হয়েছে,) দু'জনে উঠে পালাল ; এঁর (সখীমার) কিন্তু আবেশ ভাঙ্গল না, ভাব্‌লেন, এখন বেরুলে এ বেশ খুলে ফেল্‌তে বল্‌বে—তাই একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে রইলেন। বাবাজীম'শায় (শ্রীরাধারমণচরণ দাসদেব) অনেকবার তাড়ন ভর্ৎসন কর্‌লেন। তারপর যুগলদা 'মনে হ'ল'? বাবা—মনে হ'ল কেন বল্‌ছ? কর্ত্তার শ্রীমুখের কথা বলি—"কেউ যেন বল্ল, অনেক ত তাড়ন ভর্ৎসন কর্‌লে কিন্তু কর্‌তে পার্‌লে কি ?

তুমি মনে কর্‌ছ, আমি গুরু আমার যা নেই শিষ্যের তা কেমনে হবে ? কিন্তু এখানে গুরু শিষ্যের কথা নয়—তোমার এখন কর্ত্তব্য যাতে ওর ঐ ভাব "পুষ্টি পায়" তাই করা। এই হ'ল সখীবেশ। দেখাদেখি যাঁরা কর্‌লেন কারও টিক্‌ল না।"

কথা প্রসঙ্গে—"নাম" প্রসঙ্গে আবেশের কথা উঠ্‌লো। বাবাজী ম'শায়ের (শ্রীল রাধা-রমণচরণ দাস দেবের) উৎসব প্রথম ২৪ প্রহর হয়েছিল' তারপর পাঁচ রাত্রি, তারপর সাত রাত্রি —তারপর ৯ রাত্রি। যেবার সাত রাত্রি উৎসব হয় সেবার অধিবাসের দিনে রাধাবিনোদ দা যে বস্‌লেন - আর ৭ দিন ৭ রাত্রি উঠেন নি—বাহ্যে, প্রস্রাব, খাওয়া, নিদ্রা, সব বন্ধ। সেদিন কানাই (সমাজ বাড়ীর সেবক কনাইদা, বর্ত্তমানে একজন—খ্রীষ্টী) অধিবাসের কীর্ত্তনের সময় হুক্ করে উঠ্‌লো—কেবল মাঝে মাঝে হুক্ করে উঠে—আর দেহ স্মৃতি থাকল না। অতকথা কেন—একটি অষ্ট প্রহর যদি ঠিক্‌মত করা হয় তবে সিদ্ধি লাভ হয়।

রাধাচরণ বাবাজী (খুব লম্বা আমার এই ঘরের জায়গায় যে ঘর ছিল সেই ঘরে থাকতেন)—নামেতে বস্‌ল সারাদিন সারারাত ঐ ভাবেই রইল, তারপর আর দেহ দিয়ে কোনও কাজ করা তার দ্বারা সম্ভব হ'ল না। "লগন লাগা" একেই বলে - তারপর বাবা 'লগন লাগা' নিয়ে কয়েকটা গান গাইলেন। বল্লেন—কোনও দিন কারুর কাছে গান শিখিনি—ছোট বেলা থেকে

গানের দিকে ঝোঁক্ ছিল। ৭।৮ বৎসর বয়স থেকে যাত্রায় যেতাম এবং সব গানগুলির ফটো তুলে নিয়ে আস্তাম। এ সব গান বেশ্যাদের মুখের বলে গাইতে পার্তাম না। এখন দেখ্‌ছি কি সুন্দর ভাবের গান! "সে" টাকে "শ্যাম" ক'রে নিয়ে গাইলেই হ'ল—(১) পিরীত লেগেছে ....(২) সে আমায় পাগল করেছে......... (৩) আস্‌বে ব'লে এল না—সে কথা ছলনা......।

১৬ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল নবদ্বীপ সমাজবাড়ী।

সন্ধ্যারতির পর 'শ্রীচরিত-সুধার পঞ্চম খণ্ডের ১৩৩ পৃঃ হইতে ১৮৭ পৃঃ পর্য্যন্ত পাঠ হ'লেন— তারপর বাবা দাদুর খোঁজে মেদিনীপুর যাওয়ার প্রসঙ্গটা বল্‌লেন, বাবাজী ম'শাই (শ্রীরাধারমণ দাসদেব) কটক যাচ্ছি ব'লে পুরী থেকে একা রওনা হ'লেন—সেখান থেকে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য মেদিনীপুর গিয়েছিলেন আমি তাঁর খোঁজে কটকে এসে শুনি যে তিনি একটি দামী শাল ও ছাতি নিয়ে এবং হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে (এ হরিদাস শাল্‌কের নয়, জাত বৈষ্ণব, প্রেমদার সঙ্গে এসেছিল) মেদিনীপুর গিয়েছেন। আমি তখন কলিকাতায় মির্জ্জাপুর মঠে এসে 'অদ্বৈত' প্রভৃতি ২।৪ জনকে নিয়ে বাবাজী মহাশয়ের খোঁজে মেদিনীপুরে গেলাম। তাঁর কাকা লালবাবু জাতিতে কায়স্থ—খুব ভক্ত ৮০ বৎসর বয়েস। লালবাবু আমার কাতর অবস্থা দেখে বল্‌লেন ভাব্‌ছেন কেন? নবদ্বীপ গেলে দেখা হ'বে।"

মেদিনীপুরে মোক্তার বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে গেলাম—লালবাবুর জামাই রামহরি বাবুর ছেলে, তখন মেদিনীপুরে আমাদের গৌরাঙ্গদাসের (রমন রেতীতে সমাজ আছে, ও অখণ্ড নাম চল্‌ছে) কাকা শিবরত্ন বিদ্যার্ণব ব্রহ্মসমাজভুক্ত, বক্তৃতা কর্‌ছেন। আমরা অনেক খুঁজে ঘোরাঘুরি ক'রে রাত্রি ১০টার সময় বঙ্কিমবাবুর বাসায় উঠ্‌লাম। এখানে হরিদাসকে, রেখে বাবাজী মহাশয় একা সরেছেন, হরিদাস কেঁদে অস্থির। লালবাবুর বাড়ীতে একটু নাম হ'ল—একটি আটচালা মত ছিল, সেখানে পঞ্চাশ বছর ধ'রে লালবাবু "হরিবাসর, অষ্ট প্রহর" কর্‌ছেন—তাছাড়া সব উৎসব যাত্রা করা চাই। উৎসব যাত্রার সরঞ্জাম সব রয়েছে। আমি সেখানে ঢুক্‌তেই আমার নাচ্‌তে ইচ্ছা হ'ল। অদ্বৈতকে বল্‌লাম—কেন বল দেখি? সে বল্‌লে 'এই স্থান লালবাবুর নাম—প্রসঙ্গে ভরা রয়েছে,—সেখানে কীর্ত্তনে বস্‌লাম। বুড়ো লালবাবুকে ২।৩ জন ধ'রে এনে বসিয়ে দিল। যেই "গৌরহরি বোল" বলা—অমনি লালবাবুও অস্থির। অদ্ভুত ভোগের অবস্থা—আর সে জড়তা নেই, একেবারে উঠে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলেন। কাণে শুনেছিলাম "সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজীর এইরূপ হ'ত—তিনি নিজে উঠ্‌তে পার্‌তেন না। বেহারী ব্রজবাসী খুব হৃষ্টপুষ্ট—তাঁকে কাঁধে ক'রে নিয়ে বেড়াতেন—কিন্তু নাম-কীর্ত্তনে তিনি উঠে উদ্দণ্ড নৃত্য ক'র্‌তেন। লালবাবুর অবস্থা ত চোখে দেখ্‌লাম। মেদিনীপুর থেকে নবদ্বীপে গিয়ে (শ্রীরাধারমণ-চরণ দাসদেব) শ্রীমানের দেখা হ'ল—একটু অভিমান হ'য়েছিল নানা-প্রকারে ঠাণ্ডা কর্‌লেন।

কাশী গমন প্রসঙ্গে বাবা বল্‌লেন—"একেবারে এ ঠিক্ নয়—ঘটনার দিক্ দিয়ে "শ্রীচরিত-সুধায়" অনেক এরূপ আছে। সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়ে এই গ্রন্থখানি খুব ভাল হয়েছে কিন্তু আমরা যা চোখে দেখেছি—তা এতে পাইনি, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা হয়েছে। বিজয়া-দশমীর দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে, একটি বাসায় উঠা হ'ল। দারুণ বর্ষা—সে'বার মোটে "খোল করতাল বাজেনি।"

১৭০ পৃষ্ঠার রূপদাসের সম্বন্ধে বল্‌লেন—"ভ্রমর ঘাটের যে গ্রুপ ফটো আছে, ওর মাঝে যে সাষ্টাঙ্গ কর্‌ছে—সে হ'ল "রূপদাস"। অদ্বৈতকাকার সম্বন্ধে বল্‌লেন—"বাড়ী থেকে পড়্‌বার জন্য গয়না লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসে বৃন্দাবনে পাঠ আরম্ভ ক'রে, নিজেকে গোঁসাই ব'লে পরিচয় দেয়, কিন্তু এর বাবা শান্তিপুরের গোঁসাইয়ের শিষ্য, নিজেরা গোঁসাই নন। বাবাজী মহাশয়ের নিকট "মন্ত্র" চাইলে তিনি রাজী হন না। বল্‌লেন—গোঁসাই বলে পরিচয় দিয়েছিল—গোঁসাই এর নিকট মন্ত্র নাও। রঘুনন্দন প্রভু অদ্বৈতকে মন্ত্র দেন।"

মেদিনীপুর গমন প্রসঙ্গে বাবা আরও—বল্‌লেন—"সব্‌রেজিষ্টার যোগেশবাবু তখন মেদিনীপুরে কাজ করেন—এই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। বাবাজী ম'শায়ের সঙ্গে যে 'গৌর' বৃন্দাবনে গে'ছলেন—যা এখন তিপুর বাড়ীতে আছেন—তাঁর অনুরূপ চিত্র (সে'টি আরও খুলেছে) এর বাড়ীতে দেখ্‌লাম।"

"শিউড়ী লীলা" প্রসঙ্গে বল্‌লেন সব ঠিক্ লেখা নেই—রামদাস-পাঠকের পাঠের সুর ওখানে বদ্‌লান—কথা ঠিক নয়। চারিদিকে অশান্তি দেখে তিনি একটু ঘাব্‌ড়ে গেছ্‌লেন মাত্র। শিউড়ীতে পাঠের আনন্দ হয়নি। তাঁকে নবদ্বীপে পাঠান হ'ল—আর আমরা ডুম্‌কায় গেলাম। এর অনেক পরে বাবাজী মহাশয়ের খোঁজে—মেদিনীপুর ঘুরে নবদ্বীপে এসে দেখি যে কলকাতা আখড়ায় শ্রীরামদাস পাঠক মহাশয় "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" পাঠ কর্‌ছেন, নামের মহিমা প্রাণ খুলে বল্‌ছেন"। আজ রাত্রে ঘোষালদা এলেন।

১৪ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

আজ ভোর বেলা গোপালদা কলকাতা গেলেন—বাবা পরে প্রসঙ্গক্রমে বল্‌লেন—"আজকাল আমার এক নূতন জপ হ'য়েছে—যখন মালা হাতে নেই—জয় মহাবীর রাধারমণ, জয়চক্র সুদর্শন"—ছেলেরা বাইরে গেলে ঐ জপ করি। আজ সকালে গোপালের যাবার পর ঐ জপ কর্‌ছিলাম—ওতে খুব মনের বল পাওয়া যায়।"

প্রশ্ন—আমরাও ঐরূপ জপ কর্‌বো? বাবা—"নানা তা বল্‌ছি না তবে কর্‌লে ক্ষতি নাই, এও ত ভক্তের নাম।" সন্ধ্যা আরতির পর নরহরি কাকা ও বাবার মধ্যে প্রসঙ্গ হচ্ছিল।

পুরুষের পূর্ণত্ব যেখানে—সেখানে প্রকৃতির ভোগ আস্বাদ কর্‌ছে—আর প্রকৃতির পূর্ণত্ব

যেখানে সেখানে পুরুষের ভোগ আস্বাদ কর্‌ছে। এইটি অপ্রাকৃত লীলার পরিচায়ক। প্রাকৃত নরনারী-লীলায় এটি সম্ভব নয়। বৃন্দাবনে গৌর কিশোরীর "রাস রজনীর কথা' মনে হওয়ায় রাস কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন—এখানে "রাস" কিন্তু নূতন সঙ্গিনীদের সঙ্গে।"

নরহরি কাকা—অতি খাঁটি কথা। শ্রীব্রজলীলায় সখী-মঞ্জরীদের পতি 'শ্রীরাধারাণী।' কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদিগকে ভোগ কর্‌তে চাইলে তাঁরা উপপতি জ্ঞানে সম্মত হয়নি— আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গৌরলীলায় দেখা যায় যে পরিকরেরা গৌরের সহিত বিলাস কর্‌ছেন—তবে কি এখানে আনুগত্যের আদর্শ চ্যুতি ঘটল? না, গৌরগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখ্‌ছেন "শ্রীরাধারাণী" তাঁদেরই পতি।

বাবা বল্‌লেন—"এর মুখে শুনেছি গৌরগণ গৌরকে রাধারাণী দেখ্‌ছেন কিন্তু একজায়গায় মিল্‌ছে না। এ সময় আমায় দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লেন—কি শুন্‌ছিস? কি বুঝ্‌ছিস? যা উদ্দণ্ড নামে যা।"

১৬ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

আজ মহাষ্টমী,—বাবা বল্‌লেন—"শিব-চতুর্দ্দশীর মত এটিও একটি ব্রত। কখনও করা হ'য়নি—আজ শ্রীএকাদশীর মত আমার ঠাকুরের ভোগ হোক্।"

নন্দদা বল্‌লেন—যখন মায়ের প্রসাদ আস্‌বে, মঠের ঠাকুরের 'অন্ন প্রসাদ' আস্‌বে—তখন কি কর্‌বেন? বাবা:—এই জন্যই ত হ'য়ে উঠে না। অষ্টমী পূজার 'সন্ধিপূজা' সমাজ-বাড়ীতে নেই—পাঠ বাড়ীতে পোস্তায় কিন্তু হ'য়।

এ সম্বন্ধে বাবা বল্‌লেন—গৃহস্থদের মনমানাবার জন্য পোস্তায় করে, কিন্তু বৈষ্ণবমতে পূজায় ওব্যবস্থা নেই—পাঠবাড়ীর পূজায় না হওয়াই ঠিক্।

রাত্রে যুগলদা বল্‌লেন—"কথাও তাই—বংশী দাসজী এতকাল নবদ্বীপে থেকে শেষ সময়ে দেশে (মেদিনীপুরে) গিয়ে দেহ রাখ্‌লেন। এতে তোমাদের মনে খট্‌কা আস্‌তে পারে, কিন্তু এতে রহস্য আছে।" নিতাই-গৌর বিগ্রহ' সেখানে স্থাপন করেছেন শুনেছো ত? ধাম ছাড়া ধামেশ্বর থাকেন না. যখনই নিতাই-গৌরের ইচ্ছা হয়েছে অমুক জায়গায় লীলা কর্‌তে যাব, তখনই শ্রীধাম সেখানে আগে যান—তারপর ভক্তের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে শ্রীবিগ্রহ যান। সে হিসাবে, তাঁর নবদ্বীপেই প্রাপ্তি হয়েছে। গৌর ভক্ত ইচ্ছা কর্‌লে যেখানে, সেখানে নবদ্বীপ ধাম প্রকট কর্‌তে পারেন।

আর এক কথা—নিজের জন্মস্থানের উপর টান থাকা স্বাভাবিক। সেখান থেকে দেহ পাওয়া সেই টান বশতঃ নিজের ভোগের জিনিষ সেই দেশকে কিছু দেবার মতলবে সেখানে দেহ

রাখ্‌লেন---কাজেই এখন সেখানে "নাম প্রসঙ্গ" চল্‌ছে। পদে আছে—"ভকত-কল্পতরু অন্তরে অন্তরু রোপলি ঠামহি ঠাম" এও তাই।

তারপর বিশ্বাসের কথা উঠ্‌লো, বাবা বল্‌লেন—"কর্ত্তা (শ্রীরাধারমণ চরণদাসদেব) অপ্রকটের পূর্ব্বে বল্‌লেন এই খোল করতাল, খুন্তি, নিশান সব রইল—দেখো। আমার তখনই মনে হল এ সবের অর্থ শ্রীনাম, শ্রীনামকে সর্ব্বস্ব ক'রে থাক্‌তে হ'বে। তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি—কোনও দিক্ লক্ষ্য না রেখে শুধু নামের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বো, যেমন চালাবেন চল্‌বো, এই সঙ্কল্প কত বৎসর একভাবে চালালেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের গুরুবাক্যে কি বিশ্বাস। যুগলদা বল্‌লেন, শুনেছি একদিন আচার্য্য প্রভু ডাব খেতে চেয়েছেন, রামচন্দ্র গাছে উঠ্‌বার মত কাউকে না পেয়ে নিজে উঠ্‌তে গেছেন, অভ্যাস নাই, "চার" পা উঠেন, "দু" পা নেমে আসেন, অনেক কষ্টে ডাবের নিকট এসে এক হাতে ডাব ধরে টান্‌ছেন, তাতেও ডাব কাঁন্দি থেকে ছাড়াতে না পেরে দু'হাতে টান্‌তে লাগ্‌লেন তাতেও হ'ল না। তখন ডাব ধরে ঝুল্‌তে লাগ্‌লেন, নীচের সকলে বল্‌ছেন পড়ে যাবে, সেদিকেও কাণ নেই, শেষে ডাব নিয়ে নীচে পড়্‌লেন, লাগ্‌লো না।

১৭ই আশ্বিন ১৩৫৩ সন

বাবা তেল মাখার সময় বল্‌লেন—"কালনার মহাপ্রভুর বাড়ীর প্রভাতী কীর্ত্তন কি সুন্দর, "দেব দেব গৌর চন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে" "সঙর নব গৌরচন্দ্র"। এখন আর এ সব পাওয়া যায় না। আমি বল্‌লাম, "সঙর নব গৌরচন্দ্র" আমাদের সাধক-কণ্ঠমালায় আছে। বাবা বল্‌লেন—এবার আবার যখন ছাপান হবে তখন যেন "দেব দেব গৌরচন্দ্র" দেওয়া হয় মনে করে দিস্‌তো।

যুগলদা প্রসঙ্গক্রমে বল্‌লেন—"দাদামশাইকে জানিয়ে আমার হাঁপানি রোগটা সেরে গেছে। বৌবাজারে গোপালভট্ট গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামীর, সূচক কর্‌তে গেলাম, কথা কইতে পারিনা, কিন্তু কীর্ত্তনের সময় বেশ করিয়ে নিলেন, মালসা ভোগ দিতে এল নিলাম না, কারণ মালসা ভোগে দই ছিল, মাদুলী-পরা আছে তাতে দই নিষেধ। বাবা সে সময় বল্‌লেন—"ঐ খানেই ত গোলমাল করেছ, তোমায় ত দই খেতে দেয়নি, প্রসাদ খেতে দিয়েছিল।

যুগলদা বল্‌তে লাগ্‌লেন—কীর্ত্তনের পর বাড়ী এসে মনটা বড় খারাপ হ'ল, ছোটবেলা থেকে কীর্ত্তন করে এলাম এখন সেটা কি বন্ধ হবে? দাদামশাইকে জানালাম, তুমি এতলোকের হাঁপানি সারিয়েছ, আমার সারাবে না? রাত্রে মনটা চাঙ্গিয়ে রেখেছি, সকালে আর নেই, হাঁপও নেই বেশ ভাল আছি, তাই ঠিক্ ক'রে ছিলাম, বরাহনগরে কেদার কামারের বাগানে একদিন ডুব দিয়ে আস্‌বো, দুর্গাও বলেছিল, "মাদুলীগুলি আমিও ফেলে দিয়ে আস্‌বো।

বাবা বল্‌লেন—"লীলা যদি ত্রিকাল সত্য হয়, তবে কেন হবে না? সেখানে সেই রাধাকুণ্ডই ত আছে, জোর ক'রে ধর্‌তে হয়, খোসামোদে হবে না, একেবারে "কেন সার্‌বে না ব'লে ধর্‌তে হয়।"

সন্ধ্যা-আরতির পর বাবার ঘরে 'শ্রীচরিত-সুধা' পাঠ আরম্ভ হ'লেন। পঞ্চম খণ্ডের ২৫০ পৃষ্ঠাতে বৃন্দাবনে শ্রীরাধারাণীর দাসী ছাড়া কেউ আস্‌তে পারে না, এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠ্‌লো।

প্রশ্ন :—বৃন্দাবন ধামে লাম্পট্য দর্শনে কি রকম মনে করা উচিত?

বাবা—"মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল," যে বৃন্দাবন যাবে, সে পরের দিকে তাকাবার অবকাশ কোথায় পাবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার কি কামের উদ্রেক হয় না?

পরমহংসদেব বলেছিলেন—'আছে বটে তবে প্রকাশ পেতে অবকাশ পায় না।' বৃত্তি—থাক্‌বেই, তবে তাকে অবসর দিলে চল্‌বে না, যাঁরা বৃন্দাবন যাবেন তাদের ভিতরটায়, "আমি কত দিন," এইটাই জেগে থাক্‌বে। ফলে বাইরের খারাপটা নজরে পড়্‌বে না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা ব'লে মনে হ'বে। যাঁরা অন্য রকম দৃষ্টি নিয়ে যায় তারা কটাক্ষ ক'রে মরে। বৃন্দাবন যাওয়া আজ সোজা হয়ে পড়েছে, তার ফলও তেম্নি হ'চ্ছে, অপরাধ নিয়ে ফির্‌ছে। বৃন্দাবন যেতে গেলে নিশ্চয়ই মিল্‌বে, এবং তার জন্য আর্ত্তি, এই নিয়ে যাওয়া দরকার। বাবাজী ম'শায় বল্‌তেন, চোর এবং বেশ্যাদের নিকট শেখ্‌বার আছে, 'নিশ্চয়তা বুদ্ধি,' চোরের নিশ্চয়তা বুদ্ধি তাহাকে ধন সম্পদ পাইয়ে দেয়। বেশ্যাদেরও মনে মনে সুনিশ্চিত ধারণা আছে, আমায় দেখে মুগ্ধ হ'বে।

নরহরি কাকা বল্‌লেন—ধামে লাম্পট্য দর্শনে এ রকমও ত মনে করা যেতে পারে, শ্রীব্রজরাণী যখন আশ্রয় দিয়েছেন, তখন ঐ খারাপ বৃত্তি আস্তে আস্তে সংশোধন ক'রে নেবেন, এতে ধামের কৃপাই ভোগ হ'তে পারে। বাবা "এও ভাল কথা।"

তারপর বাবা বল্‌লেন—অনধিকারী হ'য়ে ধামে গিয়ে বিচার ক'রে মরে। যেবার নবাবগঞ্জে প্রথম যাওয়া (তালতলার নীলমণি দত্তের বাড়ীতে নাম ক'রে পরদিন যাওয়া)—শ্রীনিবাসদার ঠাকুর বাড়ীতে থাকা হয়। যাবার পথে আমার জ্বর এসে গেলে, সঙ্গীরা বল্‌ল, আপনি ত জ্বরে পড়্‌লেন। কি ক'রে কীর্ত্তন হ'বে? আমি বল্‌লাম, ওদের কিছু বোলো না, এই প্রথম আসা, কীর্ত্তন হবে ব'লে বড় আশায় ব'সে আছে, না বস্‌লে খুব দুঃখ পাবে, কোন রকমে বস্‌তে পার্‌লে ঠাকুর যা হয় করিয়ে নেবেন, গিয়ে কোন রকমে ঘণ্টাখানেক কীর্ত্তন কর্‌লাম। সারারাত ১০৪।৫ ডিগ্রী জ্বর ভোগ হ'ল। সকালে একটু জ্বর কমেছে বসে আছি, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ ছেলেকে নিয়ে শ্রীনিবাসদা এলেন। এই ছেলেটি এঁদের বাড়ী 'পাঠ' করেন, ইনি মিলে কাজ করেন। 'কুঞ্জরার' গৌরদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র শ্রীনিবাস দাদাদের ঠাকুর বাড়ীতে

থাকেন। শ্রীনিবাসদা বল্‌লেন—এ ব্রাহ্মণ লেখাপড়াও জানেন, পাঠ শুন্‌লে হয়। ব্রাহ্মণটি "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থে 'ছোট হরিদাস বর্জ্জন' পাঠ ক'রে মহাপ্রভু কিরূপ তা ধরে নিয়েছেন। অনুরাগবশতঃ নবদ্বীপ গিয়েছেন, নবদ্বীপে এসে কোনও সরাই-বাড়ীতে উঠেছেন। সেখানে এক বাবাজীর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মাখামাখি দেখে ধরে নিয়েছেন যে বাবাজীরা সকলে "ঐরূপ"। নবদ্বীপে গিয়ে কোনও রকমে ঠাকুর দর্শন করলেন বটে, কি ঐ বুদ্ধি রোজগার ক'রে ফির্‌লেন। পাঠের মধ্যে শ্রীনিবাসদাদাদের. সেই ভাব সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন। শ্রীনিবাসদাদাদের বৈষ্ণব সেবার ঘর'—এখন কিন্তু এমনভাব হয়েছে যে কোন বাবাজী আস্‌লে ধরে নেয় যে মাতাজীকে অন্য কোথাও রেখে একা এসেছে। এখন সেই ব্রাহ্মণ ছেলেটি এসে আমার নিকট নবদ্বীপ দর্শনের কথা বল্‌লে, আমি বল্‌লাম—"আর যদি কিছু থাকে বলে ফেলুন সব বের হোক্।" তখন বল্‌লেন আর কিছু বলার নেই। ঠাকুর আমাকে দিয়ে বলালেন,—"হরিদাস বর্জ্জন পড়েছেন, কিন্তু রামানন্দ প্রশংসা পড়েন নি? যে আচরণের একটু আভাযে হরিদাস—বর্জ্জন, সেই আচরণের পুরাপুরি রামানন্দের মধ্যে দেখে মহাপ্রভু প্রশংসা করেছেন। অধিকারীর আচরণে কটাক্ষ কর্‌লে 'সর্ব্বনাশ'। মাতাজীকে বাবাজীর সঙ্গে দেখে আপনার মনোবৃত্তি অনুযায়ী খারাপ দেখেছেন। নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইলে আপনার মধ্যে যে ভাব জাগে সেই ভাবটি বাবাজীর উপর আরোপ করা হয়েছে। কেন এমন মনে করা হ'ল না যে বাবাজী নির্ব্বিকার এবং তাঁর মত হবার প্রার্থনা কেন এল না? আপনি বাবাজীকে দেখেন নি বাবাজীর উপর নিজেকে আরোপ ক'রে দেখেছেন ইত্যাদি।

সে সময় শীল বাড়ীতে থাকার দিন পনের পরে শ্রীনিবাসদা এসে খুব কাঁদ্‌ছেন। আমি দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, বাড়ীর খবর ভাল ত? কিছু বিপদ হয়েছে কি? কিছু পরে শান্ত হয়ে বল্‌ছেন—"আমি মরে গিয়েছিলাম, আমায় বাঁচিয়েছেন।" আমি বল্‌লাম কিসেই বা মরে গিয়েছিলেন আর কিসেইবা বেঁচে উঠ্‌লেন?" তিনি বল্‌লেন—"বৈষ্ণব সেবার ঘর—আমাদের, ব্রাহ্মণটির পাঠে যে রকম বুদ্ধি এসে গিয়েছিল তাতে বৈষ্ণব সেবা শীঘ্র বন্ধ হয়ে যেতো—আপনি রক্ষা করেছেন বাপ-ঠাকুরদার ঠাকুর-সেবা বৈষ্ণব-সেবা বজায় রইল।"

তারপর বাবা বল্‌লেন—"রামকৃষ্ণদেব" দেখেছেন অফিসের ফেরৎ বাবুরা খুব ব্যস্তভাবে বাড়ী ফির্‌ছে। কিন্তু অত ব্যস্ততার মধ্যেও এক জায়গায় মুখ তুলে তাকাচ্ছে। পরমহংসদেব চেয়ে দেখ্‌লেন যে সেখানে কয়েকজন বেশ্যা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। রামকৃষ্ণদেবের তা দেখে মনে হ'ল এই সামান্য রূপের ছায়া দেখে মানুষ এত মুগ্ধ। আর আমার মায়ের রূপ দেখ্‌লে কিনা হ'ত। ব্যাস সমাধিস্থ।

১৮ই আশ্বিন ১৩৫৩ সাল।

বাবা তেল মাখবার সময় আমায় লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন—"শুধু বসে থেকে কি হ'বে, একটা

কিছু করুন”। তারপর নন্দদার ইঙ্গিতে বাবার পিঠে তেল মাখাতে লাগ্‌লাম, তখন বাবা বলিলেন—“বৈষ্ণব-বন্দনা পাঠ করিস্? না কেবল পাতা উল্টে যাস্.” মন গেল না? আমি—“না, পাঠ করি না” বাবা—কি হবে, একেবারে সিদ্ধ অবস্থা ছাড়িয়ে গেলি। যদি এ সব ভাল না লাগে তবে আমায় ভাল না লাগ্‌লে ত হয়, আমি বাঁচি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মায়ের চিত্রপট গঙ্গা ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। তারপর দণ্ডবতের ধুম্ পড়্‌লো। সন্ধ্যা-আরতির পর বাবার ঘরে প্রসঙ্গ বস্‌ল, বিজয়া দশমীর দিন—মহাপ্রভুর হনুমান আবেশ, চৈঃ চরিতামৃত থেকে মধ্যলীলা, পঞ্চদশ অধ্যায়, বাবা দেখ্‌লেন—গ্রন্থ দেখে বল্‌লেন এ সব লীলা, সন্ন্যাসের পর প্রথম ৬ বৎসরের মধ্যে, তারপর বল্‌লেন চৈঃ চঃ দেখেছি, মহাপ্রভু কানাই নাটশালা যাবার পথে দু'বারই কুমার হট্টে এসেছেন। তারপর ‘চরিত-সুধা পাঠ হ'লেন, পঞ্চম খণ্ডের ২৫১ পৃঃ—২৫৬ পৃঃ পর্য্যন্ত, পাঠ হ'লেন।

বাবা বল্‌লেন—বৃন্দাবন থেকে ফেরার সময় সেখানকার সুখময় সঙ্গ—প্রসঙ্গ ছেড়ে আস্‌তে হচ্ছে, তাই মাধবদাস বাবাজীর মনটা খারাপ হয়েছে। প্রসঙ্গ ক'রে যে সুখ পাওয়া যাচ্ছিল, তা' ছেড়ে যাওয়াতে ত দুঃখ পাবার-ই কথা—তাই এক সময় আমাকে বলেছেন,—“কল্‌কাতা কল্‌কাতা কর, কলকাতায় কি সুখ পাও বলত? আমার ত কলকাতার কথা মনে হ'লে ভজন নষ্ট হয়।” তখন ঠাকুর আমার মুখ্ দিয়ে বলালেন, আপনারা কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে রেখে যে কিছু সুখ্ দিয়েছিলেন, সে ভোগ আমার মধ্যে এখন না থাক্‌লেও সে ভোগের কথা মনে আছে এবং সে সব লীলা স্মরণে আনন্দ হয়; আর কল্‌কাতায় থেকে কি সুখ আছে? কলকাতায় হঠাৎ কেউ খবর দিল যে এক বেশ্যাসক্ত মহাদুষ্ট লোকের “নাম” শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছে। সেখানে যাবার জন্য ডাক্ এলো, এতে যে আনন্দ, আর লীলা স্মরণের আনন্দ—এ দু'য়ের ওজন করুন—কোনটা—বড় আনন্দ?

একথা শুনে মাধবদাস বাবাজী বল্‌লেন—খুব বড় কথা বলেছিস্ ত! তারপর বল্‌লেন—বৃন্দাবন থেকে ফেরার সময় বলাইদা আর ভুবনদাকে নিয়ে কাশীতে বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'র্‌তে গেলাম।—কল্‌কাতায় ফিরে এসে পুলিনদার বাড়ীতে বাবাজী মহাশয়ের কোনও সন্ধান পাই না। আমি ত মহা চিন্তায় পড়্‌লাম, তারপর আমরা সত্যনারায়ণ-ধর্ম্মশালায় গিয়ে সন্ধান পেলাম। গিয়ে খুব বল্‌লাম—এ কি রকম কলকাতায় এসে একবার কলকাতাবাসীদের দেখা দিতেও কি দোষ? তখন গেলেন। তারপরের দিন পুরী যাওয়া। তারপর বাবা বল্‌লেন—“যশোরে লোকদের বিষয় বুদ্ধি খুব বেশী। দেখ্‌বে সম্পত্তি হিসাব নিকাশ করার ভার বেশীর ভাগ যশোরের লোকেদের উপর আছে। পুরীতে “রাধাকান্তকে” বন্দীশালা থেকে আস্‌তে হবে। কাগজ কলমে লিখে দিলেন, “ঠাকুরের সেবা সর্ব্বসাধারণের, সে সেবা বন্ধ রাখ্‌বার কোন হেতু থাক্‌তে পারে না।” এই প্রমাণ ক'রে ঠাকুর বার কর্‌লেন, তারপর অদ্বৈতকে পুরাণ মহান্ত কৃষ্ণদাসের চেলা বলে পরিচয় দিয়ে মঠ অধিকার কর্‌লেন।” হাস্‌তে হাস্‌তে বাবা কথাগুলি বল্‌লেন।

১৯শে আশ্বিন ১৩৫৩, বিজয়া দশমী

সকালে কানাইদা কৃষ্ণদাস (গোপীদার শিষ্য) বাবাকে বল্‌লেন—মা টাকা পাঠিয়েছেন, কিন্তু বাড়ী যেতে মন চায় না। বাবা বল্‌লেন—"কেন একবার দেখা ক'রে আয় না। ঐ দেখ, চিত্রপট্ দেখ—আমার স্মরণ মা বাবা দিয়ে আরম্ভ। এ দেহ তাঁহারা দিয়েছেন, যতদিন এ দেহ থাকে ততদিন তাঁদের কাছে ঋণী। অবশ্য যখন দেহের কথা ভুল হয়ে যায় তখনকার অন্য কথা। ৬০,০০০ (ষাট্ হাজার) ঋষি আছেন সে সময়কার ঋণ মেটাবার জন্য। কিন্তু যতদিন দেহাভিনিবেশ আছে ততদিন মাঝে মাঝে তাঁদের নিকট খবর দিয়ে সুখী করা দরকার। আমি তোমাদের মত বাবাজী হ'তে পারিনি, আমি মা-বাবার ছেলে।"

প্রশ্ন—ভেক্ নিলে কি পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধ ছুটে যায়? বাবা—"ভেক নেবার অর্থ কি? সন্ন্যাসী সাজা? মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে মার প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলেন সে ত গ্রন্থেই পেয়েছ? জনৈক ভক্ত—আমাদের নিত্য পাঠ্য কি? বাবা—'শ্রীগুরু-বন্দনা', বৈষ্ণব বন্দনা', 'শিক্ষাষ্টক' নিত্য পাঠ কর্‌বে। কর্ত্তা বলেছিলেন—সাধক-কণ্ঠমালার প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত নিত্য পাঠ করা উচিত। যদি তা না পার তবে, শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা ও শিক্ষাষ্টক নিত্য নিয়ম করে পাঠ কর্‌বে। শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা পাঠের ফল কি তাত ওতেই আছে।—

"গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ॥"
"প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোনো কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।"

২০শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে সিঁথির গোপীদার ছেলে 'নিতাই-র' অসুখের খবর দিয়ে গেল। বাবা সব শুন্‌লেন। তারপর বল্‌লেন—ওদের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল, আমাদের খুব সুখ দিয়েছে। নন্দ বড় ভাই, ছোট গোপীনাথ, ওদের পিসীমা আর নন্দর স্ত্রী, ওদের বাড়ীতে থাকৃত। বাবাজীরা এসেছে শুন্‌লেই পাড়ার লোকেরা স্বাভাবিক প্রীতির বশে জিনিষপত্র এনে দিত। ১০।১৫ দিন—এক মাস পর্য্যন্ত থাকা হয়েছে, কোন অভাব হয়নি। প্রতিদিন সকাল ৯টা ১০টার মধ্যে ভোগ্ লাগত। 'নিতাই'-র জ্যেঠী খুব বৈষ্ণব-সেবী ছিলেন। 'নিতাই'-র মা বরাবর অন্য প্রকারের, তাই কষ্টও পাচ্ছে। 'নিতাই'-র জ্যেঠা মদ খেত, কামাখ্যা দাস বাবাজীকে কি বলে ফেলেছিল, তাই অন্ধ হয়ে গেল। কামাখ্যাদাস বাবাজীর গুরুভগ্নী নেড়ুর মা'র নন্দের প্রতি খুব বাৎসল্য। তিনি

কামাখ্যাদাস বাবাজীকে বলে অপরাধ খণ্ডন করিয়ে চোখ্ ভাল করিয়ে দেন। তাই 'নন্দ' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ত—একজনকে সাপে কামড়ালে, আর একজনকে ঝাড়্‌লে কি কিছু হ'য় ? কিন্তু এ যে হ'ল !

তারপর বাবা বল্‌লেন—"আর এক জায়গায় খুব প্রীতি পাওয়া গিয়েছিল। খিদিরপুরে গোষ্ঠর মার চালা ঘরে। গোষ্ঠ খিদিরপুর ডকে ৩০।৪০ টাকা মাইনের চাক্‌রী কর্‌ত। গোষ্ঠর বড় ভগ্নীর নাম প্রসাদী, ওদের ঘরদোর তেমন ছিল না—অথচ সে যে কি প্রীতি। আমরা যখন যেতাম, তখন কান্না হ'ত। আবার চলে আস্‌বার সময় কান্না হ'ত। অতুল প্রভু বল্‌তেন—এ চালাতে যে আনন্দ পাই, তা অন্যত্র কোথাও মেলে না।

২১শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

বাবা মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করে উঠে পাগলদার ছেলেকে দেখে গান ধর্‌লেন—

"বুঝি পথ ভুলে এসেছি,
জানি না, কেউ বলে না,
খুঁজলেও ত দেশ মেলে না।
নইলে কেন যতই চলি, ততই চলেছি
মেলে না খুঁজলে পথের শেষ।
চরণ ত আর চলে না হতাশ হয়েছি।
চল্‌তে গেলে কান্না আসে, কোথায় আমার দেশ।
বুঝি পথ ভুলে এসেছি।"

সকালে স্নানের সময় বাবা বলেছিলেন—"দ্বিজপদ নাকি পূজার পদ্ধতি ছাপাচ্ছে ? (যোগমায়ার) পূজা কি লিখ্‌তে কি লিখ্‌বে আর নাম দিবে সমাজবাড়ীর। এ সব কি ছাপাবার জিনিষ ? তোমাদের ঘরেই (বৃন্দাবনের দাদারা) এ সব মানে না, তারপর বাহিরের কথা ছেড়ে দাও। যখন ন'দের নিমাইরা পূজা কর্‌তে চায়, তখন খাঁতুর মনতুষ্টির জন্য (ওর মামার বাড়ীতে পূজায় সন্ধিপূজা হয়)" দিদি সন্ধিপূজা চল্‌তে পারে বল্‌লেন। কিন্তু এখানে সন্ধিপূজা হয় না, অথচ পাঠবাড়ীতে সন্ধিপূজা হচ্ছে। কেন হবে, ওরা ভুল বুঝে নিয়েছে, ভেতরকার ভাব নেওয়া বড় কঠিন। ব্রজলীলার ইষ্টদেব নারায়ণ, কৃষ্ণ ত ঘরের লোক। গৌরলীলায় দেখ—গৌর স্নান ক'রে এসে শ্রীনারায়ণের পূজা করে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেলেন। এখন লীলা স্মরণ কর্‌তে গিয়ে যদি এ বাদ দিয়ে ঐশ্বর্য্য নেওয়া হয়, তাহলে লীলা স্মরণ হয় না। মাধুর্য্যে ত খাট করা হয় না। নিজ অধরামৃত আস্বাদন কর্‌তে এসেছে, না দিলে কি সুখ পাবে ? এখানকার সেবা বুঝে কয়জন ? ভয় হয় এর পর এ সেবা কে চালাবে ?

রাত্রে সখীমা বাবার ঘরে এলে, দ্বিজপদদা প্রশ্ন কর্‌লেন—"অগ্রহায়ণ মাসের এ পূজা অথচ এসময় হয় কেন ?" সখীমা বল্‌লেন – "প্রথমবার পূজা কর্‌বার সময় শাস্ত্র দেখ্‌বার অবসর পাইনি বা ইচ্ছা হয়নি। বাবাজী ম'শাই এসময় এ পূজা করেছিলেন। তাঁর সরল বাঙ্গলা ভাষায় প্রার্থনা সূচক কথাগুলি আমার প্রাণে লেগে গেছে; আমি সেইগুলি অনুসারে আনন্দ-বৃন্দাবন

চম্পুঃ এবং অন্যান্য গ্রন্থ দেখে ঠিক্ ক'রে নিয়েছি। তাঁর আচরণই আমার সকল শাস্ত্র। তোমরা তার পরিচয় দিলে কর্‌তে পার। আমি যখন নবদ্বীপে প্রথম পূজা আরম্ভ করি—তখন শ্রীপ্রতাপ গোস্বামীরা ছাড়া আর সব আপত্তি করেছিলেন। আমি উত্তরে বলেছিলাম—"আমরা শাক্ত; কেন আপনারা আমাদের বৈষ্ণব-আখ্যায় নিয়ে এ কষ্ট পাচ্ছেন? তারপর প্রাণগোপাল প্রভু লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন সমস্ত পূজা দেখেন এবং পরে বল্‌লেন—"ললিতা! এতে ত আপত্তির কিছু দেখ্‌লাম না। মন্ত্রগুলি ত বড় সুন্দর।"

তারপর বিজয়ার সম্বন্ধে' সখীমা বল্‌লেন—"কন্যকারা বালুকার প্রতিমা নিজেরা গড়ে পূজা কর্‌তেন। পূজান্তে বিসর্জ্জনের কথা বোধহয় পাওয়া যায় না, তবে অনুমান করে নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবার ব্যবস্থা।" তারপর প্রতিমার সম্বন্ধে বল্‌লেন—"মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে কোন আপত্তি নেই। কন্যকারা ত নিজেরা প্রতিমা গড়ে পূজা কর্‌তেন। তবে ও চিত্রপট কর্ত্তার আমলের তাই আমি বদলাতে রাজী হই না।

২২শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

দ্বিজপদদা পূজা পদ্ধতি ছাপাবার কথা তুল্‌লে বাবা বল্‌লেন—"যদি প্রকাশ কর, তবে শুধু রাধারমণ বাগ বলে লেখা ভাল, আর নিজেদের ঘরের মধ্যে যারা পূজা করতে চাইবে তাদের ছাড়া যেন আর কাউকে না দেওয়া হয়। আর দিদির খাতায় যা আছে তা ছাড়া যেন মন্‌গড়া কিছু (সন্ধিপূজাদি) না দেওয়া হয়। আজ গোবরডাঙ্গার শৈলেনদা, নবদ্বীপের বাড়ীতে প্রাপ্তি হলেন।"

২৩শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

দ্বিজপদদা মা যোগমায়ার পূজা পদ্ধতি কপি করে নিয়েছেন, আর সখীমার নিকট অনুমতিও নিয়ে নিলেন যে—তিনি নিজে প্রকাশক।

২৪শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

বিকালে একজন বল্‌লেন নবদ্বীপে (বড় বায়ু) হ'য়। বাবা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"স্বয়ং মহাপ্রভুর এখানে বায়ু সাব্যস্ত হয়েছিল, আর তাঁর দাসের মধ্যে একটু বায়ু হবে না?"

রাত্রে পোস্তার ছুনিদা বল্‌লেন—"কলুটোলার মুসলমানদের খুব বেশী অত্যাচার হয়েছে, শীলবাড়ী, যে বাড়ীতে আপনি ছিলেন, সে বাড়ীর লোকেরা ঠাকুর "শ্রীধর"কে ফেলে অন্যত্র পালিয়ে যায়। চার দিন উপবাসের পর ঠাকুর স্বপ্নে জানান যে—"আমি তোদের বাড়ী রক্ষা কর্‌ছি আর তোরা আমায় চারদিন কিছু খেতে না দিয়ে নিজেরা খাওয়া দাওয়া কচ্ছিস্!"

এরপর তারা ফিরে গিয়ে শ্রীধরের সেবা পূজা ক'র্‌ল। সে বাড়ীতে কিছু হয় নি। বাবা শুনে বল্‌লেন —"যে কলকাতার খবর শুন্‌লে প্রথমে মনে হয় যে, বড় অবিচার হচ্ছে; কিন্তু ঠাকুরের কিছুই অবিচার নয়, এ শাস্তি দরকার। বাঙ্গালী হিন্দুদের মত ভগবত বৈমুখী আর কেউ নাই। মুসলমানরা যতই কিছু অন্যায় করুক না কেন, ঠিক্ নামাজের সময় নামাজ পড়্‌বে। এ বিষয়ে তারা ভাল। সেই হিন্দুদের উপর অত্যাচার হওয়া কিছুই অন্যায় নয়।" শ্রীরাধারাণী —বাঁশীর দোষের কথা ব'ল্‌তে বল্‌লেন—যে বাঁশ থেকে বাঁশীর জন্ম সেই বাঁশকে সমূলে নষ্ট কর্‌ব। তখন পদকর্ত্তা বল্‌ছেন "যিনি বাঁশী বাজান তাঁকে না ধরে, বাঁশীর উপর ক্রোধ কর্‌লে কিছু ফল হবে না।" এও তেম্নি, যিনি এ সমস্ত কাণ্ড ঘটাচ্ছেন—তাঁর দিকে নজর দিলে আর অবিচার হচ্ছে ব'লে বোধ হবে না।

২৫শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

কাল শ্যামাচরণদা পাঠবাড়ী থেকে এসেছেন—সেখানের কয়েক মূর্ত্তি বাহিরে গেছেন সেজন্য 'নাম' কর্‌বার লোকের অভাব এবং সেবার লোকের অভাব। সেজন্য অহোরাত্রের স্থানে উদয়াস্ত নামের অনুমতি দিলে ভাল হয়। বাবা বলেছিলেন—"নাম" বজায় রেখে অন্য কিছু কর।

আজ শ্যামাচরণদা সকালের ট্রেনে ফিরে যাবেন, তাঁর হাতে দেবার জন্য একটি চিঠি লেখালেন এবং নিজে তাতে নাম সহি কর্‌লেন। "২।৪ জন লোক কম্‌লে সেবার অসুবিধার কারণ কি? বয়স্থা মেয়েদের দ্বারা চাল বাছা প্রভৃতিতে দোষ কি? তারা ত বরাবর ক'র্‌ছিল। "শ্রীনাম" যেন বন্ধ না হয়। যতটা সুবিধা হয় অহোরাত্র বা উদয়াস্ত কর্‌বে, সেবক বলে আমার নাম সই আছে, আমার ভাগ্যে সেবা-কার্য্য হয় না। তোমাদের দ্বারা শ্রীগুরুদেব করিয়ে নিচ্ছেন —যা ভাল হয় কর্‌বে, সেবার ত্রুটি হ'লে আমিই অপরাধী হ'ব।"

সকালে বাবা নিজের ঘরের বারান্দায় পায়চারী ক'র্‌ছেন—একটি কাঠ পিঁপড়ে বাবার শ্রীচরণের নিকট এলে বাবা বল্‌লেন —"চরণাশ্রয় কর্‌তে আস্‌ছ?" একজন বল্‌ল কাম্‌ড়াবে যে। বাবা বল্‌লেন—"যারা আশ্রয় করেছেন তারা কি কাম্‌ড়াতে বাকী রাখ্‌ছেন? আমার রোগ্ কেন? এরা কার্য্য কর্‌বেন আর ফল আমায় ভোগ কর্‌তে হয়।"

একজন বল্‌লেন—আপনি ত একজনকে ধরে আছেন। বাবা বল্‌লেন—তাহ'লেও কিছু ভুগ্‌তে হয়। ক্যানেলের মারফতে নদী ক্ষেতকে উর্ব্বর করে, কিন্তু ক্যানেলও সরস হয়। আমার মারফতে কার্য্য করাচ্ছেন সত্য, কিন্তু ভাল মন্দ আমায় কিছু পেতে হয়।"

দুপুরে বাবা প্রসাদ পেয়ে বারান্দায় বসে আছেন—দিদিরা আছেন, মানকুণ্ডর দিদির হঠাৎ আবেশ হ'ল—"গৌরহরি", "গৌরহরি" ব'লে চীৎকার করে উঠ্‌লেন—গান ধর্‌লেন, যথা—

দাদু, তুমি গো জালিয়া বটে, জাল পেতেছ নদীয়ার ঘাটে,
আস্‌ছে মাছ, ঝাঁকে ঝাঁকে পড়্‌ছে জালেতে।

বাবা তখন উঠেগেলেন—সিঙ্গুরের দাদু বল্‌তে লাগ্‌লেন ও আমার পাগলী ভারী ভয় তরাসে কুলের বউ কিনা ?

দিদিরা আবার গাইতে বল্‌লে—দাদু বল্‌লেন "লিখে দেব। তোমাদের গুরুদেব ত তোদের লিখে রাখ্‌তে আদেশ করেছেন তোরা ত ভাই পণ্ডিত মানুষ ও আমার যেন পাঁচ বছরের শিশু আমাকে ছাড়া কিছু জানে না, পণ্ডিতও নয়।"

দিদিরা বল্‌লেন "দাদু! আমাদের কৃপা কর্‌তে হ'বে" ইনি বল্‌ছেন "কৃপার আর কি বাকী আছে? এলি কি করে?"

পোস্তার দিদি বল্‌লেন—"নদের ঘাটে জাল পেতেছেন কলকাতায় ত যান না।" দাদু বল্‌লেন—"কি ক'রে জান্‌লি যে যাই না।" তারপর গান ধর্‌লেন—"জালের দড়ি আমার হাতে, লক্ষ্য আমার চতুর্দ্দিকে," তারপর বল্‌লেন "ও আমার জন্য সর্ব্বস্ব ছেড়েছে। তোরা ওর মত ছাড়্‌তো। তারপর গান ধর্‌লেন, "আমার জাল যে ছুয়েছে, তার কি কুলের ভরম্‌ আছে? সেজে-গুজে আছে বসে আমার কাছে আস্‌বে' ব'লে।

তখন বাবা পায়খানা থেকে এসেছেন, দাদু বল্‌লেন—"রাম রাম, বাবা বল্‌লেন—এ্যাঁ। ইনি বল্‌লেন, 'আমি এবার যাই।" বাবা বল্‌লেন—ইচ্ছা। দাদু উঠ্‌লেন, একজন বল্‌লেন—ধরে নিয়ে যা রে। ইনি বল্‌লেন—"আমায় আবার ধর্‌বে কে? আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধ'রে রেখেছি," ব'লে উঠে চলে গেলেন।

রাত্রে গোপীকাকা প্রশ্ন তুল্‌লেন—আমার গুরুদেব অষ্টাদশ অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র দিয়েছেন—আপনি আবার নিতাই গৌর মন্ত্রের কাগজ দিয়েছেন, শ্রীগুরু বল্‌তে কাকে চিন্তা কর্‌ব?

বাবা বল্‌লেন—"স্কুলের মাষ্টার এক হেড্‌ মাষ্টার। ছাত্রের নেবার আধার অনুযায়ী উনি "ভিন্নরূপে" শিক্ষা দেন। প্রতি স্বরূপেই গুরু, প্রত্যেক্‌কেই স্মরণ কর্‌তে হ'বে।" কাঁকা—নিষ্ঠা কোথায় রাখ্‌ব? শ্রীগুরু বল্‌তে কাকে ধর্‌ব?

বাবা বল্‌লেন—"আমের কলম বাঁধ্‌তে দেখেছ? টক্‌ আঁটির চারাগাছ, ভাল মিষ্টি আমগাছে চারা বাঁধা হ'ল, বাঁধার পর আঁটির চারার ডগা কেটে ফেলা হয়, আর মিষ্টি আমগাছের ডালটা থাকে, রস পায় কিন্তু আঁটি থেকে। আঁটিটা মাটিতে পোতা থাকে, সে গাছে মিষ্টি আম ফলে। যে প্রাথমিক গুরুর স্বরূপ থেকে কৃপা পেয়েছে, সেখানকার সম্বন্ধ কেটে দিলে সব নষ্ট হয়ে যাবে, আঁটি থাকবে কিন্তু মিষ্টি আমের ডাল থাকবে। পরবর্ত্তী উচ্চ শ্রেণীর মাষ্টারের উপদেশ অনুযায়ী চল্‌তে হবে, নিম্ন-শ্রেণীর মাষ্টারের উপর শ্রদ্ধা যেন টুটে না। মাষ্টার 'এক' ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে আস্‌ছেন। প্রতি স্বরূপের মধ্যেই ক্ষমতা আছে, তবে ক্ষমতার প্রকাশ কম বেশী আছে, সে তোমার আধার অনুযায়ী।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের "রাসের" ক্ষমতা ছিল কিন্তু নিজের পরবর্ত্তী লীলার জন্য রেখে দিলেন।— শ্রীশ্রীশালগ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র আছেন নৈলে 'গোপালভট্টের' অনুরোধে কিরূপে প্রকাশ পেলেন? ভগবৎ অবতারে ক্ষমতা ব্যাপারে ছোট বড় নাই। প্রকাশভেদে ছোট বড় ধরা হয় মাত্র। আর নিষ্ঠার বিষয়ে কথা এই যে, যদি নীচু হ'তে উপরের দিকে লালসা চলে তবে সেখানে ব্যভিচার দোষ হয় না, বরং সেটি ক্রম-বৃদ্ধি বলে ধর্‌তে হয়।

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট চিত্রকূট পর্ব্বতে সীতাদেবী প্রার্থনা ক'র্‌লেন—তোমার শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের মাধুরী দেখ্‌ব। তখন শ্রীরামচন্দ্র ধনুকের ছিলা দিয়ে পাথর কেটে 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথের' স্বরূপ প্রকাশ কর্‌লেন। এখানে সীতাদেবী কি ব্যভিচারিণী হ'লেন? না, কিন্তু যদি উপর থেকে নীচুদিকে লালসা যায় তবে ব্যভিচার ঘটে।

গোপীকাকা উঠে গেলে বাবা বল্‌লেন, "পাগলের জানবার ইচ্ছা আছে তবে 'সঙ্গ' ভাল নয়, ওরা (পাঠবাড়ীর ছোট পণ্ডিতমশাই) অপরের মধ্যে অধিক শক্তির বিকাশ দেখ্‌লেও মান্‌তে চায় না চাপা দিতে চায় কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখের কথা আছে—

"গুরু হ'তে শিষ্য যদি হয় বলবান্।
আপনি তরে, জগৎ তারে, গুরুকে করে পরিত্রাণ।"

সখী-বেশের সময়কার কথা স্মরণ কর। "তুমি কি মনে করেছ তোমার মধ্যে এভাব নেই, জয় গোপালের মধ্যে কি ক'রে এ ভাব এল? এ ভাব নিতাই চাঁদ কার মধ্যে কি প্রকাশ কর্‌বেন কে জানে?"

বাবা তারপর বল্‌লেন—"নিতাই-চাঁদের গূঢ় খেলা বুঝা বড় কঠিন। আজ গৌর গোপাল' পাঠে বড় ভাল কথা বলেছে। 'নিতাই' 'হরিদাস' 'জগাই মাধাইকে, প্রথম দিন নাম দিতে গিয়ে পালিয়ে আসেন—এর তাৎপর্য্য এই যে, তা না হ'লে মাতাল দু'টি তাঁদের পিছু পিছু মহাপ্রভুর মন্দিরের দরজায় সারারাত নাম শুন্‌ত না। এবং তাদের হৃদয়টিও তৈরী হ'ত না, পরদিন তৈরী জমিতে বীজ বপন কর্‌লেন।

২৬শে আশ্বিন ১৩৫৩ সন

ঘোষালদা পাঠবাড়ী থেকে এক চিঠি লিখেছেন—ডব্বাবুর ২ হাজার টাকা আট্‌কে রাখার কারণ কি? জামিন-স্বরূপ না ক্ষতিপূরণ হিসাবে (পাঠবাড়ীতে সেবাশ্রম স্থাপনের জন্য রক্ষিত ২ হাজার টাকা বীরেনবাবু ঠাকুর সেবায় খরচা করে ফেলেছেন—ঐ টাকা বাবা ডব্বাবুর কাছে রাখ্‌তে দিয়েছিলেন—ডব্বাবু ঐ টাকা ঠাকুরের গয়নার সঙ্গে লোহার সিন্দুকে রেখেছিলেন—বীরেণবাবু সকলের অজ্ঞাতে সে টাকা খরচ করে পরে জানান—তখন ডব্বাবু বলেন—"বাবাজী

মশাই আমার কাছে রাখ্‌তে দিয়েছিলেন— টাকা আমারই দেওয়া উচিৎ" এই বলে তিনি নিজ বাড়ী থেকে ২ হাজার টাকা এনে সিন্দুকে রেখে দেন)।

বাবা শুনে বল্‌লেন —"আমি এ পর্য্যন্ত শুনেছিলাম ডবুবাবু উদারতা দেখিয়ে বলেছিলেন যে ঐ টাকা আমারই দেওয়া উচিৎ কিন্তু নিজের ঘরের টাকা যে এনে রেখে দিয়েছেন—সে কথা ত এই প্রথম শুন্‌লাম সে টাকা আমি নেব কেন?

একজনের সঙ্গও ত পেয়েছি—এত নীচ কাজ কর্‌তে হ'বে ? সে টাকা ফেরৎ দেওয়া হোক্—তারপর বাবা দুঃখ ক'রে বল্‌লেন—যাদের সঙ্গে ঠাকুর রেখেছেন তাদের সঙ্গ থেকে রক্ষা পেলে বাঁচি—ছিঃ ছিঃ।

২৭শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

বাবা আজ 'নরোত্তম বিলাস' থেকে ঠাকুর মহাশয়ের প্রসঙ্গ দেখে রাখ্‌তে বল্‌লেন।

২৮শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

পুরী থেকে নন্দকাকা চিঠি লিখেছেন—সুধীরকে ভেক্ দিয়ে 'শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবায় রাখ্‌লে ভাল হয়। বন্ধু আশ্রমের নিতাই এসে দেখা শোনা কর্‌তে রাজী হয়েছে। সকালে সখীমা এবং বাবা ঠিক্ কর্‌লেন—বেশ লেখা হোক্, যে "নিতাই যদি তত্ত্বাবধান কর্‌তে চায় তবে জীবন ধন্য হবে সন্দেহ নাই—তবে 'লাভ' 'পূজা' 'প্রতিষ্ঠার' আশায় যদি বেশাশ্রয় কর্‌তে চায় তবে আপত্তি আছে—

আর সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের সেবার আনুকূল্যের জন্য বেশাশ্রয়ে অভিমত ছাড়া অনভিমত কিছু নাই।" সখীমা বন্ধু-আশ্রমের নিতাইদাকে ঐ পত্রে দু'কলম লিখেছিলেন—পরে বল্‌লেন, রামদাদা ভেকের পক্ষপাতী নন—মুখ্য উদ্দেশ্য "কাঙ্গাল" হ'য়ে থাকা, কিন্তু শ্রীমান্‌রা অমুক রাজার অমুক রাণীর বাহবা পেয়ে ফুলে আছেন—তাদের ধারণা তারা ভেক্‌ধারী বৈষ্ণবদেরও উপরে। এমত অবস্থায় তারা ভেক্ নিলেই বা কি, না নিলেই বা কি ?

আজ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সূচক কীর্ত্তন হলেন। খেতুরীধামের মহিমা এইবার প্রথম প্রকাশ পেলেন—শ্রীখেতুরী হলেন, 'ব্রজ' 'নদীয়া' 'নীলাচল'—এই তিন ধামের সমন্বয়—যিনি ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীচরণ আশ্রয়ে এই ধামের আশ্রয় নেন—তিনি এক কালে এই তিন লীলা ভোগ করেন। কীর্ত্তনের মধ্যে আরও প্রকাশ কর্‌লেন যে, দাদু শেষ সময়ে "জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর শ্রীনরোত্তম"—এই পদটি কেন গাইলেন ?

২৯শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে আমায় 'নামে' পাঠিয়ে দিলেন, সখীমার কাছে আমার গুণের কথা বল্‌লেন —"ও মালা কর্‌বে না, পাঠ কর্‌বে না—কিছু কর্‌বে না, ওকে নিয়ে কি করা যায় ?"

তেল মাখ্‌বার সময় বাবা আমায় বল্‌লেন—"ওদের সঙ্গে নামের পরিক্রমায় যেতে পারিস না—একটু হাওয়া খাওয়াও হয়, "নাম" করাও হয়, শরীর ভাল হয়—বুকের হাড় ত গোনা যাচ্ছে। সেবাশ্রমের ডাক্তার এসেছে—তাকে দেখিয়ে ঔষধ খা।"

নন্দদা—ও ভীষণ কুঁড়ে, প্রস্রাব করতে জল নেয় না। বাবা বল্‌লেন—"তবে আমার ঘরে ঢুকতে পাবি নে। এ সব আধি ব্যাধি আসে কোথা থেকে—আর চোখেও কি দেখিস্ না যে আমি কি কর্‌ছি।"

দুপুরে একটি চিঠিতে খবর এল যে বৃন্দাবনের "সনাতন গোসাঞিার সমাধি" মন্দিরের সেবাইত গোবিন্দ দাসজী লিখেছেন বিশ্বেশ্বর গোসাঞিার সঙ্গে নানারূপ মামলা চল্‌ছে ইত্যাদি। বাবা বল্‌লেন—"এই যে জগতে অশান্তি হচ্ছে (মুসলমানদের অত্যাচার প্রভৃতি) এর মূলে আছে ধর্ম্ম-জগতে বিপ্লব। কলি যেখানে ঢুকেছে—তারই প্রতিক্রিয়া এ জগতে হচ্ছে। সনাতন গোস্বামীর সেবা তিন দিন বন্ধ হয়—এ প্রবৃত্তি গোসাঞিার মধ্যে এল কোথা থেকে? কলির খেলা, বিগ্রহ-সেবার মূল এবং আদ্য সেবা হ'ল, শ্রীজগন্নাথ-সেবা—সেই সেবার বিশৃঙ্খলার খবর রোজ রোজ আস্‌ছে। জগন্নাথের বড় শৃঙ্গার ত প্রায়ই হয় না—কতদিন নিদ্রাই হয় না—রাজার এদিকে দৃষ্টি নেই ধর্ম্ম জগতের অরাজক অবস্থা এ-জগতেও সেই অবস্থা। মানুষের মধ্যে "আমি" খুব বড় হয়ে গেছে। মানুষের মধ্যে প্রাণ দেবার চেষ্টায় "বিজ্ঞান" পেরে উঠ্‌ছে না—কিন্তু 'আমি' খুব ফুলে গেলে। সেই আমি ধ্বংস না হ'লে, ঠাকুরের দিকে নজর না এলে—শান্তির আশা নাই। সেই "আমি" মার্‌বার এ একটা উপায়, "নইলে মুসলমানদের মধ্যে কেন এ জাতীয় প্রেরণা আস্‌বে?

তারপর বাবা গৌরহরিদাকে বল্‌লেন—"বৃন্দাবনে "রজনীর" কাছে এক্‌টা চিঠি লিখে দাও—আমার জবানীতে বেশ কড়া ক'রে লিখ্‌বে। "তোমরা বৃন্দাবনে বাস কর্‌ছ, আর বৃন্দাবনের এসব খবর কিছু রাখ না? বৃন্দাবনের যে কি স্মরণ মনন কর্‌ছ তাত বুঝি না। ছয় গোস্বামীর অনুমোদিত পথে স্মরণ বিধি—স্মরণের সময় শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট এসে তাঁর সেবা বন্ধ দেখে কি তোমাদের স্মরণ আট্‌কায় না? "মদন-মোহনের" সেবার সবিশেষ খবর নিয়ে সত্বর জানাবে। আমায় বৃন্দাবনে নিয়ে যাবার জন্য বার্‌বার্ চিঠি লিখ্‌ছো—কিন্তু সেখানে গিয়েও ত আমায় এসব চোখে দেখ্‌তে হবে।" চিঠির নীচে বাবা সহি করিলেন—

৩০শে আশ্বিন ১৩৫৩ সাল

মঙ্গল-আরতির পর বাবা আমায় টহল কীর্ত্তনে পাঠিয়ে দিলেন—যুগলদার সঙ্গে গুরু-তত্ত্বের কথা হচ্ছিল—শ্রীগুরু পাদপদ্মই হ'ল শেষ—নিতাই গৌর বা অন্য যা কিছুর সেবা তাঁর সুখের জন্য।

এসব কথা শুন্‌লে লোকে আমাদের বাউল বল্‌বে। যুগলদা বল্‌লেন—বাউলের মধ্যে খাঁটি জিনিষ আছে।

বাবা বল্‌লেন—"একটা দিকে কিন্তু তাঁদের নজর নেই—শ্রীগুরুর সন্তোষের দিকে তাদের লক্ষ্য নাই। "নন্দসুত হরি গুরুরূপ ধরে এলেন কিজন্য? নিজ নাম-রূপ-গুণ-লীলা আস্বাদনের জন্য, শ্রীগুরুকে যদি তা' না দেওয়া হয় তবে তাঁর সন্তোষ হতে পারে না—তাহা "আত্মসুখ"। দু'দিকে নজর রাখা চাই (১) শ্রীগুরুই আমার সর্ব্বস্ব, (২) তাঁর সুখের জন্য ঠাকুরদের সেবা—এ দু'টির মধ্যে একটিকে বাদ দিলে চল্‌বে না।"

যুগলদা বল্‌লেন—"শুনা সহজ কিন্তু প্রাণের মধ্যে বসান বড় কঠিন।" বাবা বল্‌লেন—"কোটিতে একটা মিলে কিনা সন্দেহ, সঙ্গীত-মাধব গ্রন্থে দিদি এটী নিজে পেয়েছেন ব'লে ঐ গ্রন্থে দিদি এত আকৃষ্ট। শ্রীগুরুই পরতত্ত্ব, শ্রীগুরুর অপ্রকটে শিষ্যের অন্য কিছু না দেখার জন্য চোখ্‌ বাঁধার প্রসঙ্গ বল্‌লেন।"

সকালে সখীমা বাবার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা বল্‌লেন। বাবা বল্‌লেন—গোসাঞিজীর নিয়ম ছিল যে যার যে দিকে ঝোঁক তাকে সেইরূপ "মন্ত্র" দিতেন। সখীমা—গোসাঞিজীর কাঙ্গালী সেবার খুব প্রাণ ছিল। কণিকা প্রসাদ পেটভরে কাঙ্গালীদের খাওয়াতেন—খুব দানী ছিলেন। একদিন শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে দর্শনে যাচ্ছেন পাণ্ডারা আস্তে আস্তে তাদের কি অভাবের কথা বলাবলি কর্‌ছিল, উনি শুন্‌তে পেয়ে দর্শন সেরে পাণ্ডাদের ডেকে কার কত চাই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। কি আশ্চর্য্য কেউ ১০০৲ (একশত) টাকার বেশী চাইতেই পার্‌ল না। এদিকে একজন নোট ক'রে নিলেন। একদিন কণিকা প্রসাদ কাঙ্গালীদের পর্য্যন্ত আকণ্ঠভরে খাইয়েছেন। রাত্রি ১১ টার পর এক লম্বা সাধু (আমি তার বুকের কাছে) ডাকাডাকি কর্‌ছেন খেতে দাও, কাণিকা খাব, অলি গলিতে খুঁজে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে—ইনি কোথা হ'তে এলেন এদিকে খোঁজাখুঁজি ক'রে কোথাও "কাণিকা প্রসাদ" পাওয়া গেল না। গোসাঞিজী এত ধীর স্থির, তিনি তখন চঞ্চল হয়ে নিজের গালে চাপড়্‌ মার্‌তে লাগ্‌লেন আমার গরব এসেছিল তাই এই শিক্ষা। এদিকে সেই সাধু কোথায় সরে পড়্‌লেন।"

এরপর ধর্ম্মজগতে ঈর্ষাপরবশ হ'য়ে অনিষ্ট করার কথা উঠ্‌ল। বাবা বল্‌লেন—"বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাঙ্গালী সেবা দেখে কেউ কেউ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য গোসাঞিজীর অনিষ্ট কর্‌তে চাইলেন। গোসাঞিজীর ছিল কাঙ্গালী খাওয়ান সিংহ দরজা থেকে নরেন্দ্র তীর পর্য্যন্ত। চার-সম্প্রদায়ের মহান্ত উড়িয়া জগন্নাথ দাসজীর 'বৈষ্ণব-সেবার' নাম ছিল। দুই হাজার, আড়াই হাজার, জমায়েৎ সাধু ওর ওখানে থাকৃতেন। গোসাঞিজীর আগমনে সে নাম কম্‌তে লাগ্‌ল। তাই কোন সাধুর মার্‌ফত মগজ লাড়ু বিষাক্ত ক'রে প্রসাদী বলে পাঠালেন। গোসাঞিজী টের পেলেন কিন্তু তখন কিছু বল্‌লেন না। যে মহাত্মা ঐ লাড়ু খাওয়ালেন তাঁর যথোচিত মর্য্যাদা

দিয়ে বিদায় দিলেন। তার প্রায় দু'ঘণ্টা পরে শিষ্যদিগকে বল্লেন, বোধ হয় "এরকম হয়েছে।" বিষে এমন হয়েছিল যে হাত থেকে মাংস খুলে খুলে পড়্ছিল। ২০।২৫ দিনের মধ্যেই প্রাপ্তি হ'লেন।" গোসাঞিজীর অপ্রকটের খবর আমরা পানিহাটিতে পাই। তাঁর সঙ্গে মিলন বাবাজী মহাশয়ের তেমন ঘটেনি। গোসাঞিজী পুরীতে ঢোকবার কিছুদিন পরে ইনি পুরী ছাড়্লেন আর গোসাঞিজীর অপ্রকটের প্রায় ৮।৯ মাস পরে ইনি পুরীতে গেলেন। পুরী এসে গোসাঞিজী নীলমণি ব্রহ্মের ছেলে আনন্দ ব্রহ্মের বাড়ীতে ১৪ মাস ছিলেন এবং সেখানে দেহ রাখেন। আমাদের বাবাজী মহাশয়ের উপরও ঐরূপ দু'বার বিষ দিয়েছিল। বৃন্দাবনে হরিচরণ দাস বাবাজী মশাই আমায় বলেছিলেন গোসাঞিদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেও না। তোমাদের নিকট হাজার হাজার লোক আস্ছে দেখে তারা ভিতরে ঈর্ষান্বিত হচ্ছে সন্দেহ নাই। তাঁদের মুখের মিষ্টি-কথায় ভুল না।"

বৈকালে পাঠের পর হরিবোল কুটিরের এক বাবাজীকে ভজন সম্বন্ধে বাবা বলিতে গিয়া "বৈরাগ্য" সম্বন্ধে বলিলেন—"ললিতদাস বাবাজী" ইনি "গৌর নামের ধ্বজা" নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, তাই ধ্বজাধারী ললিত" ব'লে পরিচিত। ব্রজে পারুল বনে কিশোরীকুণ্ডের উপর কুঠিতে থাক্তেন। প্রথম প্রথম খাওয়া বন্ধ করলেন। ব্রজবাসীদের নিয়ম যে, না খাইয়ে রাখ্বে না। তারা যেচে খেতে দিলে ইনি দুধ খেতে রাজি হলেন। ছ'মাস রোগ ভোগের পর শরীর অচল হ'য়ে পড়্ল। তখন বৈরাগ্য সম্বন্ধে মত বদ্লালো।

আমি নিয়ম-সেবার সময় বনখণ্ডী মহাদেবকে, রাধানাথের সঙ্গে দর্শন করতে যেতে ওঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। আমি বল্লাম "আপনি যে এখানে? কিশোরী-কুণ্ডে আপনার দর্শন পেয়েছিলাম। তিনি বল্লেন—"রূপ-সনাতনের মনের খবর ত জানা নেই। বাহিরের বৈরাগ্য অনুকরণ কর্তে গিয়েছিলাম, মনে ছিল রূপ-সনাতনের মত হ'ব। প্রথম মাধুকরী ক'র্তে লাগ্লাম। মাধুকরী খেয়ে মনের বিকার আস্তে থাকায় তাও বন্ধ ক'র্লাম। না খেয়ে পড়ে থাক্তাম। ব্রজবাসীরা খবর পেয়ে আধসের দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা ক'র্লো। ৯ মাসের মধ্যে ৬ মাস বাত রোগগ্রস্ত। প্রাণ যায় আর কি? এখন রাধারাণীর চরণে প্রার্থনা যে, যে ক'টা দিন রাখেন, তাঁর ধামে থাক্বার ইচ্ছা। শরীর রক্ষার মত খেয়েদেয়ে যেন তাঁর ধামে পড়ে থাকতে পারি ও ভজন করতে পারি।

ভাদাবলীর বাবাজী বল্তেন—"ভজন অনুকরণ ক'রে করা যায় না, ও যাঁরা করে গেছেন তাঁদেরই মানায়। তবে তাঁদের কথা কইতে কইতে যদি তাঁদের কৃপা হয়, তবে কিছু ভজন করার সামর্থ আস্তে পারে। সেজেগুজে বস্লে ভজন হয় না।"

২রা কার্ত্তিক ১৩৫৩, শ্রীধাম নবদ্বীপ

জাতি রক্ষার উপায়ঃ—আজ দুপুরে বাবা প্রসাদ পাবার পর খুব বৃষ্টি এল। তাই আমরা বাবার বারান্দা হ'তে ঘরে ঢুক্‌লাম, ভগিনীগণ বারান্দায় জলের ঝাপটে ভিজছেন দেখে বাবা তাঁদের ভিতরে আস্‌তে বল্‌লেন। বল্‌লেন "তোমাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা ক'রে ক'রে আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। কত শত শত মেয়েদের মুসলমানেরা জল খাইয়ে জাত্ মার্‌ছে। এমন সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টি যে তা'দিগকে ফিরিয়ে নিতে চায় না। মুসলমানেরা বদনার জল খাইয়ে জাত্ নিয়েছে। তোমরা গঙ্গাজল খাইয়ে জাত্ নিয়ে নাও—তা' হ'লে তারা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। স্বয়ং মহাপ্রভু এ-ক'রে দিয়ে গেছেন। সুবুদ্ধি রায়কে মহাপ্রভু আশ্বাস দিলেন—"নাম" কর, সব শুদ্ধ হ'য়ে যাবে। যদি সেই মহাপ্রভুর আমরা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়, তবে আচরণ দেখান হয় না কেন? এমন সামাজিক রীতি যে, নীচকুলের কেহ যদি 'মন্ত্র' গ্রহণ করে তা'হলে তার হাতের জল ঠাকুরের সেবায় লাগে না। অথচ শাস্ত্র স্পষ্ট বল্‌ছেন যে, দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে "অচ্যুত-গোত্র" হয় এবং শ্রীনারায়ণ-সেবার অধিকার পায়। কি বল্‌বেন, কোনও স্থানে শুন্‌তে পাই ব্রাহ্মণ—"বাবাজীদের ছোঁয়া চরণামৃত গ্রহণ করেন না।" একজন এই দুঃখে সে স্থান ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়েছিল। এইসব ধর্ম্মধ্বজীদের সাজা হওয়া খুবই দর্‌কার। বরিশালের মুসলমান ভক্ত 'হরিদাসকে' সমাজ কোন রকম নিল না।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিত্যানী দণ্ডবৎ সার্‌তে বাবা শ্রীবাস অঙ্গনে গেলেন। সেখানে প্রভুপাদ চৈতন্য প্রভুর ছেলে, নিমাই ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন। বাবা বল্‌লেন—"অখাদ্য জোর্ ক'রে খাইয়ে মুসলমানেরা যাদের জাত্ নষ্ট কর্‌ছে তাদের আবার 'গঙ্গাজল' খাইয়ে জাতে নিতে পারা উচিৎ। এ ক'র্‌লে মুসলমানরা আর জাত্ নষ্ট কর্‌বার ভয় দেখাতে পার্‌বে না। আমাদের সামাজিক নীতির এই ফাঁক পেয়ে তারা আজ অনেক হিন্দুকে নিজেদের মধ্যে করে নিয়েছে। 'নোয়াখালি' 'ফরিদপুর' অঞ্চলে হিন্দুদেরই বাস ছিল। ঐ রকম ভাবে জাত্ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং আমাদের সমাজ তা'দিগকে পুনরায় নিজ গণ্ডীর মধ্যে ঠাঁই না দিতে চাওয়ায় তারা মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুয়ানিভাব ত্যাগ কর্‌তে পারে নাই! হিন্দুদের আচার যেগুলি ভাল লাগায়—ছাড়্‌তে পারে নি, সেগুলি আচরণ করে। আমরা ষ্টীমারে এসব অঞ্চলে যাতায়াত কর্‌তাম। ষ্টীমারের ড্রাইভারগুলি কি আগ্রহ প্রকাশ কর্‌তো—"বাবাজী গহর (গৌর) বল," আমরা 'নাম' আরম্ভ কর্‌লে তারাও কি আনন্দ প্রকাশ কর্‌তো। ফরিদপুরের স্কুলে যিনি পার্‌সী পড়াতেন সেই মৌলভীর সঙ্গে ঢাকায় না কোথায় যাচ্ছি, দেখা হ'ল। তিনি কোরাণ এবং গীতা মিলিয়ে মিলিয়ে দুঘণ্টা ধরে দেখাতে—লাগ্‌লেন যে ধর্ম্মগত কোন পার্থক্য নাই। এখন ধর্ম্মের নামে 'অধর্ম্ম' 'হিংসা' প্রচার হচ্ছে যে, একজন হিন্দু মার্‌তে পার্‌লে এত বৎসর স্বর্গবাস হবে ইত্যাদি। বড় মুস্কিল। যাক্ এখন কথা এই যে, যদি সমাজের মধ্যে উক্ত লোকদের ঠাঁই

না দেওয়া হয়, তা' হ'লে যারা ইচ্ছা ক'রে অখাদ্য খাচ্ছে তা'দিগকে কেন সমাজ থেকে বা'র ক'রে দেওয়া হয় না? তারা ত বেশী অপরাধী। এ নিয়ে লেখালেখি দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য স্বয়ং মহাপ্রভু দেখিয়ে দিয়েছেন। সুবুদ্ধি রায়ের উপর ব্যবস্থা হল, যে তুষানলে প্রাণ ত্যাগ কর্‌তে হবে। মহাপ্রভু বল্‌লেন তুষানলে ত বাহিরের দেহটা পুড়ে যাবে, ভেতরটা ত শুদ্ধ হবে না। শ্রীনামাশ্রয় কর পবিত্র হবে! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু পতিতের দলকে তুলে নিয়ে বর্ণাশ্রমেরও উচ্চস্থান দিলেন। তারা দশনামী আচারের বিচারের বাহিরে। কাজ কি? 'নাম' ক'রে উদর পূরণ করা। সুতরাং সমাজের সঙ্গে একটু লড়াই করা আমাদের দরকার।

৩রা কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

রাত্রে নিমাই ঠাকুর বল্‌লেন—আমাদের সরকার ঠাকুরের ভিক্ষা এবার কলকাতায় কি ক'রে হবে? বাবা বল্‌লেন —"এবার বাইরের দিকে ভিক্ষা কর্‌লে হয়।" নিমাই ঠাকুর— হ্যাঁ করা হবে। পুরুলিয়ায় নাম্‌বার দরকার হ'তে পারে। রাত কাটাবার মত আশ্রয় থাকা চাই। বাবা বল্‌লেন—"সেখানে মাখন গাঙ্গুলী আছেন। তাঁর ছেলের নাম শশধর। ষ্টেশনের কাছেই বাড়ী, বনমালা (দিদি) সম্প্রতি পুরুলিয়া থেকে এসেছে, বল্‌লে—"মাখনবাবুর বাড়ীতে একদিন গিয়েছিলাম। 'খুব ভক্ত। কেবল 'নিতাই চৈতন্য' নাম। অষ্ট প্রহরের যোগাড় ক'রে দিলেন, আপনাকে বল্‌বার জন্য বলে দিলেন। নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—নামতো অনেক দিন হ'ল, এবার 'নিতাই চৈতন্য' হোক্" নিমাই ঠাকুর বল্‌লেন—কথা ঠিক্। এবার নিজের উদর পূরণের একটু চেষ্টা কর্‌তে বল্‌ছেন। বাবা বললেন—"আমার ও-কথা ভাল লাগ্‌লো না। কারুর কারুর মুখে শোনা যায় যে নিতাইগৌর ভজলে 'রাধাকৃষ্ণ' ফাউ পাওয়া যায়, ট্যাঁকে গোঁজা থাকে ইত্যাদি কিন্তু আমার এ জাতীয় কথা মোটে ভাল লাগে না। যাঁরা রাধাকৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব ক'রে নিয়ে বসে আছে, যদি তাঁদের কাণে ও-কথা পৌঁছায় তবে তাদের কী ভীষণ লাগ্‌বে—তাতে কি ভজন হবে? এই যে এখানে কীর্ত্তনে "নীলাচলের কথা" "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রহস্য-কথা" এক্ এক্ সময়ে বেরিয়ে আস্‌তে চাইলেও চেপে যেতে হয়। কারণ, যদি এমন কেউ শ্রোতা থাকেন। যিনি নদীয়া যুগলকে সর্ব্বস্ব ক'রে নিয়ে বসে আছেন তবে ত তার প্রাণে লাগ্‌বে। যদি কারও কোথাও নিষ্ঠা লেগে যায় তবে সেটা প্রাণের মধ্যে রাখা দর্‌কার। প্রচার কর্‌লে দশজনে হুজুগে পড়ে নেবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি কাণ্ড কর্‌বে? এই যে "শ্রীখণ্ডের ভজন" যদি প্রচার করা হয়, তবে কয়জন ধর্‌তে পার্‌বে? এ-সব নিজেদের জন্য রাখা দর্‌কার। তা ছাড়া, নিতাই গৌর নাম কর্‌বো ব'লে—"রাধে শ্যাম" নাম যদি না কর্‌তে বলা হয়, তবে এও বলা তাদের সম্ভব— চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত পড়ো না শুধু নিতাই চৈতন্য কর। বড় শক্ত কথা। কথা ও

কাজে এক হওয়া সোজা নয়। নিতাই গৌর রাধে শ্যাম নামের রহস্য কি বুঝেছ বাবা। যে একেবারে বাদ দিতে বলা হ'ল? আস্বাদ হয় চেকে চেকে। একেবারে লাফিয়ে 'পরের জিনিষ ভোগ কর্‌তে গেলে আস্বাদ করা হয় না। নিতাই গৌরের অভিন্নত্ব এখনো মানে না অথচ ঐ কথা। আমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল মুঙ্গের যাতায়াতের সময়, বেগুসরাই স্কুলের মাষ্টার ছিলেন তখন আমাদের সঙ্গে পরিচয়। বলা ঠিক্ নয় নিতাই পেলে কোথা হ'তে? এখন একেবারে নামের উপর কটাক্ষ।

মাখনবাবু খড়দহের হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য, বিদ্বান্। তাঁর মুখে শাস্ত্র কথা শুনে তাঁর নিকট মন্ত্র নিতে মন হওয়ায় একজন লোক হীরেন-প্রভুর নিকট এসে বল্‌লেন—"আমি আপনার অমুক শিষ্যের নিকট 'মন্ত্র' নিতে ইচ্ছা করি।" প্রভু একেবারে নিতাই। খুব উদার। বলে ফেল্‌লেন "ভাল কথা।" আমি এরপর প্রভুকে বল্‌লাম "আপনি বল্‌লেন কি? মাখনবাবুর যে সর্ব্বনাশের পথ খুলে গেল।" সেই হ'তে মাখনবাবু চতুরক্ষর অবতার হ'লেন। প্রভুর কাছে বৎসরান্তে বিজয়ার দণ্ডবৎ ক'র্‌তে আসা বন্ধ হ'ল। মনের ভাব, 'গুরুর কাছে কি শুন্‌তে যাব? গুরুকে ছেড়ে আমার নিকট মন্ত্র নিল।' গুরুকে অবজ্ঞা করা সর্ব্বনাশের কারণ। ভাবা উচিৎ আমি নিজে অযোগ্য, গুরুদেব যদি কৃপা ক'রে আমার মারফৎ কাউকে কৃপা করেন, তবে আমার গর্ব্ব কর্‌বার কি আছে? ক্যানেল ত শুক্‌নো হয়ে ফেটে ছিল নদীর ইচ্ছা হ'ল গ্রাম উর্ব্বরা কর্‌তে—ক্যানেলের মার্‌ফত দিয়ে করায় ক্যানেল নিজে সরস হ'ন মাত্র। তা বলে ক্যানেল কি গর্ব্ব কর্‌তে পারে যে আমি গ্রাম উর্ব্বরা কর্‌লাম?

বাবা বৈকালে কথা প্রসঙ্গে অপরা কাকার কথা বল্‌ছিলেন—অপরা মাষ্টারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা বৌবাজার হ্যারিসন্ রোডের মোড়ের কাছে যে সরকার লেন বেরিয়েছে, সেখানে পাঠক রামদাস বাবাজীর পাঠ শুন্‌তে গিয়ে দেখা। "গৌর বল" আমার এই কথাটি তার ভাল লাগ্‌ল। তার এক দিদি ছিলেন, তিনিও প্রাপ্তির সময় "হরিবোল" না বলে 'ঐ' কথা ব'লেছিলেন। আমার মুখে "গৌর বল" এ কথা শুনে মনে কর্‌লেন এ কথা দিদির মুখেও ত শুনেছি। তারপর ইটালি কাঁটাল বাগানে হরিদার বাড়ীতে ওর দেখা হয়, বাবাজী ম'শায়ের (শ্রীরাধারমণচরণদাসদেব) সঙ্গে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট ওদের স্কুলের পাশে একটি গীতা সভা ছিল, হরিদা সেই সভায় কীর্ত্তন কর্‌তে যান, এই হ'ল হরিদার সঙ্গে মাষ্টারের পরিচয়ের প্রথম সূত্র। সেই সূত্রে হরিদার বাড়ীতে গেলে বাবাজী ম'শায়ের সঙ্গে দেখা। খেলাৎচন্দ্র ইনিষ্টিটিউশনের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। কিন্তুদৃঢ় বিশ্বাস 'প্রার্থনা' 'মনঃশিক্ষা' পড়্‌তে বাবাজী ম'শায় ওকে বলে দিলেন তাই আর কিছু পড়্‌তেন না। এরপর স্কুলে প্রার্থনা মনঃশিক্ষা হতে কথা তুলে ছাত্রদের প্রায় বুঝিয়ে দিতেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রার্থনা মনঃশিক্ষা মুখে লেগেছিল। 'বৈষ্ণব বন্দনা' পাঠের সময় চোখের জলে বুক ভেসে যেত। ওঁর খুব বড় গোঁফ ছিল। বাবাজী

ম'শায়কে বল্লেন—"ছেলেরা গোঁফ কামাতে বল্ছে। কত সাধের গোঁফজোড়া কামিয়ে ফেল্তে হবে ?" বাবাজী ম'শায় না, না, মাষ্টার ও কাজ ক'রনা।" তারপর দিন গোঁফ্ কামিয়ে হাজির। বাবাজী ম'শায় বল্লেন—মাষ্টার এ কি কর্‌লে ?" উত্তর—ছেলেরা ধর্‌ল।" সেই দিনই হরিদার বাড়ীতে মাষ্টারের মন্ত্র হ'ল।

বলা ঠিক্ নয়, একবার মাষ্টারের কলেরা হ'ল। যখন জীবন যায় যায়, তখন বাবাজী ম'শায় ওর মাথার কাছে স্বপ্নে বল্লেন (তখন বাবাজী ম'শায় পুরীতে) "ভয় নেই"। সেরেও উঠ্ল কিন্তু হিক্কা কিছুতে যায় না। একদিন বৌবাজার বাসায় আমাকে নিয়ে গিয়ে রসগোল্লা মিষ্টি আমায় খাবার জন্য জুলুম্ কর্‌তে লাগল—সেই অধরামৃত খাবার পর তার বিশ্বাসের ফলে হিক্কা সেরে গেল (তখন বাবাজী ম'শায় প্রকট) শেষ পর্য্যন্ত এই ঘটনাটি মাষ্টার কি রকম সাজিয়ে বল্ত।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৫৩ সাল

নোয়াখালির খবরে (নোয়াখালিতে, হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার) বাবার মনে মোটে শান্তি নেই, বল্‌ছিলেন—"খাওয়া দাওয়া কীর্ত্তন আহ্নিক পাঠ সবই হয়ে যাচ্ছে বটে, তবে সবই অভ্যাসের ফলে হচ্ছে বিশেষ সুখ বা আনন্দ নেই।" দিদি বল্লেন—গৌরের বাড়ীতে "গৌরকে" দেখে এলাম কি রকম শুক্‌নো মুখ। বাবা বল্লেন—"তা হবে না ? অতদূর যাচ্ছ কেন ? এখানে সমাজের মূর্ত্তির (দাদা ম'শায়ের সমাধিপীঠ) দিকে দেখেছ ? যেন গালহ'টো বসে গেছে, সুখ কারোর প্রাণে নেই। তবে আমার কি মনে হয় জান ? কিসের অপেক্ষায় ওরা চুপ্ ক'রে আছেন ?"

দুপুরে বাবাকে গিয়ে বল্লাম - শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন ছাপাতে দেওয়া হবে যে "আমার যা কিছু সুখ সব তোমা লইয়া" আর শ্রীজগন্নাথের মঙ্গল আরতি সম্বন্ধে যে আঁখর যোগ ক'রে দেবেন বলেছিলেন, "দিবেন কি ?" বাবা - "মনে সুখ শান্তি নেই বাবা, যা আছে তাই লিখে দাও—আর ওসব কথা বল্‌লে নেবে ক'জন ? বলে কাজ নেই।"

রাত্রে নিমাই ঠাকুর বল্লেন "কর্ম্মকর্ত্তার যা ইচ্ছা হবে - মিছামিছি ভেবে রোগ আন্‌ছেন কেন ? বাবা আমার জান্‌তে ইচ্ছা হয় এই সব কাণ্ডের মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তার কি ইচ্ছা। এ রহস্য না জান্‌তে পার্‌লে মন শান্ত হচ্ছে না। আমাদের ঠাকুর ত "ব্রহ্ম" নয়, আর আমারাও ত 'ব্রহ্মজ্ঞানী' 'আত্মানন্দী' নই যে জগতের কোন সংস্রব আমাদের সঙ্গে থাক্‌বে না। বাৎসরিক নৈমিত্তিক উৎসবে এখন প্রাণ টান্‌ছে না, এখনকার বড় উৎসব এসব ঘটনার রহস্য জানা। যাঁরা বলেন এ সব ব্যাপারে মন দিও না আমার কথা ভক্তিরাজ্যে না থেকে ব্রহ্মজ্ঞানী হ'লে তা সম্ভব হ'ত। —যখন কর্ত্তা (শ্রীরাধারমণ চরণদাসদেব) পাগল হ'লেন

তখন আমি এখানে গৌরগোপাল মন্দিরে আছি। বড় আখড়ার শেষ দিনের ধূলোটের দিন বাবাজী ম'শায়ের খবর টেলিগ্রামে এল—Case serious, come sharp" মন খারাপ্। রাত্রে পঙ্গতে বসেছি, খাব কি। চোখের জল পাতার উপর পড়েছে—সিথি লিলুর মাসী বল্লেন—"রামদাস কাঁদ্‌ছ কেন?" আমি তখন 'তাদের' কথা বল্লাম। বল্লেন—"ভাল আছেন, চিন্তা করো না, প্রসাদ পাও।" পরদিন জহরদার সঙ্গে পুরীতে গেলাম। পুরী ষ্টেশনে নেমে মঠে যাচ্ছি আর পাণ্ডারা বলাবলি কচ্ছেন—" এ কেমতি হেলা, বড় বাবাজী পাগল হেলানি"—গিয়ে দেখি কঙ্কালসার শরীর হয়েছে, আর বরণ কাল হয়ে গেছে। এখন তো সকলে দাদুর দিব্যোন্মাদ ব'লে কেঁদে অস্থির হয়—সে অবস্থা ত চক্ষে দেখনি। আমি কর্ত্তাকে সঙ্গে ক'রে কলকাতায় নিয়ে এলাম। বাগবাজারের পোলের উপর নাম্‌লেন। ক্রমে ক্রমে জলে চলে যাচ্ছেন। আমি একা নামছি, সাঁতার জানি সে সময় তিনি নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা বল্লেন—"আমার ৭০০ বৎসর বয়স।"

৫ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

"দাস গদাধরের উৎসব" কাটোয়ায় কোন্ দিন হয়, এ খবর জানবার জন্য নিতাইদাকে চিঠি দিতে বলেছিলেন, উত্তর আসে নি। আজ বৈকালে বাবা বল্লেন—"চিঠির উত্তর এল না? কি লিখ্‌তে কি লিখেছিলে? আমার ভাগ্যে এ উৎসবে কখনও যোগ দেওয়া হয় নি। এবার শ্রীরামচন্দ্রের (কবিরাজ) সূচক সেখানে কর্‌তে পার্‌লে কি আনন্দই হ'ত,—দু'টি জিনিষ ভোগে আস্‌তো (রামচন্দ্র কবিরাজ ও দাস গদাধরের সূচক একদিনে)। আমার অবস্থা এখন কাঁটায় পড়ার মত। আমার সঙ্গে ৪।৫ জন বায়েন থাকৃত। এখন বায়েন দোহার কেউ নেই, কি ঠাকুরের ইচ্ছা কি জানি। চাইলেও কর্‌বার উপায় নেই। এখানে প্রসঙ্গ সব এক রকম হচ্ছে বটে, কিন্তু "যে ভোগ" এ সব প্রসঙ্গে ঠাকুর বরাবর দিয়ে এসেছেন' তার কিছুই পাইনি।"

তারপর বাবা বল্লেন—"ভক্তি-রত্নাকর থেকে "দাস গদাধরের" প্রসঙ্গ দেখে রাখ্‌ত।" তারপর বল্লেন—"পানিহাটি উৎসব" রবিবারে, যদি ওখানে একবারও অন্ততঃ গড়াগড়ি দিয়ে আস্‌তে পারা যায়, তবু অনেকটা প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, ঠাকুর কি কর্‌বেন কে জানে?"

৬ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে বাবা সখীমাকে বল্লেন—"শ্রীরামপুরে নেমে পানিহাটিতে যাবার ইচ্ছা কলিকাতাতে যাব না।" "সখীমা কথাটিতে—প্রাণ খুলে অনুমতি দিতে পারলেন না—তিনি একটু চিন্তিত হলেন।

৭ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

বৃন্দাবনে এক ভজনানন্দী বাবাজীর পাঠ শুন্‌তে শুন্‌তে মানসিক বিকার আস্‌লে সকলে বিস্মিত হয়ে অনুসন্ধানে জান্‌লেন—যে; সেদিন অমুক মন্দিরে মাধুকরী করেছিলেন। এখন মন্দিরের সেবা বসায় কারা? বেশীর ভাগ বেশ্যারা। সেই অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত টাকা, সদ্ব্যয় করে। অবশ্য বেশ্যারা ধন্য হন, কিন্তু যারা সে টাকার জিনিষ গ্রহণ কর্‌বেন, তাদের মন মলিন হতে বাধ্য। চাঁদপাল ঘাটে চাঁদার কৌটার ব্যবস্থা একজন নাকি করেছিল। আমি শুন্‌তে পেয়ে বল্‌লাম কর কি? যার ইচ্ছা না করে্‌ দায়ে পড়ে টাকা দিবে? সে টাকা কি ঠাকুরের ভোগে লাগ্‌বে? সে ত বিষয়ীর অন্ন হ'ল। কোন দুধওয়ালা মাড়োয়ারীর বাড়ীতে একজন কীর্ত্তনের জন্য বলেছিল—উদ্দেশ্য আমি কীর্ত্তন ক'রে এলে ও টাকা আদায় কর্‌বে। আমি বল্‌লাম, "ওখানে আমার কীর্ত্তন করা হবে না।" কোন রকম উদ্দেশ্য কীর্ত্তনের মধ্যে থাক্‌লে চলবে না। বিশ্বরঞ্জনকে কে বেশ্যা ৫০০ টাকা দিতে এলে বিশ্বরঞ্জন বলেছিল—"আমাদের ঠাকুর সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর সেবায় কি বেশ্যার টাকা লাগ্‌তে পারে?" সে নিল না। তার ক'দিন পরে এক বাবু ঠাকুর সেবার জন্য ৫০০ টাকা দিল, তা নিল। সেবা কর্‌তে গিয়ে হিসেব রাখা দরকার। ভিক্ষায় সংসার চল্‌ল ত ভাল, না চল্‌লে কি অসদুপায়ে অর্জ্জিত টাকা নিতে হবে? কে বলেছিলেন—"কভি ক্ষীর ছানা কভি মুঠি চাণা, কভি উভি মানা।" যেমন মিল্‌বে তেমন ঠাকুর খাবেন।

"ব্রজবালা" বৃন্দাবনে নিজ সেবিত ঠাকুরের সেবার জন্য কিছু যোগাড় না এলে বলেছিলেন —শালা তুমি উপোষে থাক, আমিও উপোষে থাকব।' ভোগের সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকা দরকার। খাওয়ার মত এত কিছুতেই চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে না, শিরায় শিরায় বৃত্তি চলে যায়। এই যে আমি হাত দিয়ে দণ্ডবৎ কর্‌তে দিচ্ছি না, এর কি কারণ নেই? বৈজ্ঞানিক কারণ আছে—আঙ্গুলের মধ্যে নেবার শক্তি আছে আমার মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে আঙ্গুল স্পর্শে সে নিয়ে নেবে। আমি আট্‌কাতে পারব না। কিন্তু মাথার মধ্যে সে জাতীয় শক্তি নেই। তাই মাথা ছুঁয়ে দণ্ডবৎ কর্‌তে নিষেধ করি না। আত্মরক্ষার জন্য এই স্বার্থপর বুদ্ধি রাখা দরকার।

বাবাজী (বড় বাবাজী) কি কর্‌তেন জান? "কেউ দণ্ডবৎ কর্‌লে উনি তাঁর মাথা ছুঁয়ে নিতেন, (আশীর্ব্বাদ হিসাবে) রহস্য, যা নিলে আবার নিলাম, আমার জিনিষ আমার রইল।"

বাবা শ্রীবাস অঙ্গনে দর্শনে গেলেন। শ্রীখণ্ডের উৎসরের কথা উঠ্‌ল। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের পুতুল নাচের ব্যবস্থার হিসাব বল্‌লেন। শ্রীখণ্ডের মাটির গুণের কথা বল্‌লেন। বাবা বল্‌লেন— "নবদ্বীপদাদা মন্দারে তাঁর বাচ্ছা ভাইপোকে নিয়ে গেছেন, কি খেয়াল হোল, চতুর্ভুজ দর্শনের পর ভাইপোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—কি রকম ঠাকুর দেখ্‌লি? সে আধ আধ বোলে বল্‌ল— আমাদের গৌরের মত নয়।' রাখালানন্দ ঠাকুরের যে ছেলেটী প্রাপ্তি হ'লেন তিনি যখন ছোট

ছিলেন, তখন ন্যাংটা হয়ে আমাদের "নগর কীর্ত্তনে" যেতেন। এক সময় তাকে নূতন কাল রঙ্গের কাপড় পরিয়ে দিলে, সে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। ঠাণ্ডা হ'লে কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌ল—"হল্‌দে রঙের কাপড় আমায় দাও।" ওখানে (শ্রীখণ্ডে) নগরকীর্ত্তনে কি সব কথা কোথা হ'তে যে ঠেলে বেরিয়ে আসে, যে সব কথা দরজা বন্ধ ক'রে কওয়া হ'য়। নরহরি গৌরাঙ্গ-বিলাস-তত্ত্ব কথা বেরিয়ে আসে, তাই সে আনন্দ বৃন্দাবনে ওরা পাবার জন্য আমায় রাখ্‌তে চাইলেও মন মানে না। ওখানে বড়-ডাঙ্গায় অভিরাম ঠাকুরের বস্‌বার আসন আছে।

অভিরাম ঠাকুরের "বিগ্রহের মধ্যে কৃষ্ণশক্তি" পরীক্ষা ক'র্‌বার বৃত্তান্ত বল্‌লেন। বাবা বল্‌লেন—"বগ্‌রিতে কৃষ্ণরায় এসেছিলেন। এখনও কনুইএর নিকট হইতে মাঝে মাঝে ঘাম হয়। তাই ঠিক্ তার্ নীচে একটি বাটী পাতা থাকে।"

প্রসঙ্গক্রমে নবদ্বীপ চাঁদ প্রভুর সহিত সিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের সদ্ভাবের কথা বল্‌লেন। বাবা বল্‌লেন—"প্রভু স্নান করে আস্‌ছেন—(তখন যুবা বয়সে ২৫।২৬ বৎসর) পারণ কর্‌বেন, নিয়ম সেবার মাস।" সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী আগিয়ে স্নান করে যাচ্ছেন—নিতাই-র বাড়ীর কাছে একটু আড়াল দিয়ে গেলেন দেখে, প্রভু সঙ্গে সঙ্গে ওর কুঠিতে গিয়ে বল্‌লেন—"ভাসুর বলে এরকম আড়াল দিলেন? যে বিছানায় শুয়ে নাগরের সঙ্গে বিলাস করবেন সেটা কে? তখন ইনি "আলিঙ্গন করলেন।" এই আলাপের পর দু'জনের পরিচয় হ'ল—সেই হ'তে গোঁসাইজী নাগরী ভজন ধর্‌লেন।

সন্ধ্যা আরতির পর বাবার ঘরে "শ্রীভক্তিরত্নাকর" হ'তে দাস গদাধরের অপ্রকটের উৎসবটি পাঠ হ'লেন। বাবা হুঙ্কার ছাড়্‌তে লাগ্‌লেন, পাঠের পর বাবা বল্‌লেন—"বাবাজী মহাশয়ের (বড় বাবাজী) সঙ্গে দেখা হবার পর যোগেন বাবুর বাড়ীতে যখন একা একা থাক্‌তাম—তখন একবার এই গ্রন্থখানি আগাগোড়া পড়ে ছিলাম। বেঁচে থাক্‌বার উপায় এই আগাগোড়া বিরহ। বিরহই ভোগের চরম অবস্থা।" তারপর প্রসঙ্গক্রমে 'নদে নাগরীর ভজন' প্রসঙ্গ উঠ্‌ল। বাবা বল্‌লেন—" এই যে গৌর গোপাল পাঠ্ কর্‌ছে, গৌর পরিকরদিগের হিসাবের দিকে লক্ষ্য নেই যদি গৌরস্বরূপ ব্রজলীলার একটি চরম অবস্থার স্বরূপ হয়, তবে যাঁদের নিয়ে তাঁর ভোগ সেই উদ্দীপন গুলিকে রেখে দিয়ে এসে তিনি কি কর্‌বেন? তাঁর পরিকর সকলে সখী মঞ্জরী স্বরূপের চরম অবস্থা। নাগরী ভজন, সিদ্ধান্তে প্রমাণ কর্‌বার নয়। মূক আস্বাদনবৎ। এখানে যাঁরা লীলা কর্‌ছেন তাঁরা মূক, নিজেদের ভোগের কথা কিছু বুঝিয়ে দিতে পার্‌বেন না। যদি কোটিতে কোন ভাগ্যবান্ এ ভোগের আস্বাদ পায়—তবে সেই জান্‌তে পারে, অপরে কেউ এর আস্বাদন বুঝ্‌তে পার্‌বে না। ঘরের জিনিষ বা'র্ ক'র্‌লে চৌকি দিতে হ'য়।

ঠাকুর বারান্দায় সখীমা পুরোহিতের দ্বারা শ্রীশ্যামাপূজা করাচ্ছেন। বাবা গিয়ে দণ্ডবৎ করে এলেন এবং আরতির সময় ও গেলেন। শ্রীশ্যামাপূজার মন্ত্রাদি সম্বন্ধে গোপাকাকা প্রভৃতি

প্রশ্ন তুল্‌লে সখীমা বল্‌লেন—"এ পূজাটি বৈষ্ণবদের মতানুযায়ী নয়। বৈষ্ণবদের পূজা শ্রীঅম্বিকা বা দুর্গাপূজা। এটি শাক্তদেরই পূজা দু'একস্থানে ছাড়া বিশেষ কিছু মন্ত্রাদি বদ্‌লান হয়নি।" এদিকে বাবা প্রসাদ পেয়ে গান ধর্‌লেন—গানগুলি লিখ্‌তে চাইলে লিখিয়ে দিলেন—

"নেমে দাঁড়া মা, চাপানে ম'ল বাবা।
তোর খাপ্‌ খোলা তলোয়ার হাতে, পায়ে তোর রক্ত জবা।
নেমে দাঁড়া মা, চাপানে ম'ল বাবা॥

পতি পাগল আপনি পাগল—সঙ্গে আছে দুটা।
তোর ন্যাংটা মূর্ত্তি দেখে তারা হয়ে আছে হাবা॥
নেমে দাঁড়া মা, চাপানে ম'ল বাবা।

কার্ত্তিক গণেশ দু'টি ভাই, ওমা তাদের ত্রিসংসারে কেউ নাই।
তা'রা বাবা ম'লে অনাথ হবে, তুমি হবে বিধবা।
তাই বলি নেমে দাঁড়া মা চাপনে ম'ল বাবা॥

এই গানটি 'মাতাল পাগলের' মুখের। এ না হ'লে কি এত স্পষ্ট ও সরস কথা বের হয়। গিরিশবাবুর চৈতন্য লীলার "কেশব কুরু করুণা দীনে" গানটি ৭ বৎসরে শেখা। সেই প্রথম গান শেখা, শুন্‌লেই আয়ত্ত্ব হ'য়ে যেত।

৮ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

আজ "শ্রীঅন্নকুট" :২টা থেকে—২টা পর্য্যন্ত বাবা কীর্ত্তন কর্‌লেন। সন্ধ্যায় পাঠের পর বাবার ঘরে কীর্ত্তনগুলি ছাপানর কথা উঠ্‌ল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর নির্য্যাণ কীর্ত্তনের একটি কপি পাগলদার নিকট হ'তে পেয়েছিলাম তাতে আছে,—"গাইব বল কার গুণ. দাসের গুণ কি প্রভুর গুণ, গুণেতে কেউ নয় উন, বেঁধেছে প্রণয় গুণ।" এটি জিজ্ঞাসা করা হলে বাবা বল্লেন,—"আমি ত কিছু অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। বোধ হয় লিখ্‌তে কিছু ভুল হয়েছে, ঐরূপ সন্দেহ যুক্ত কথা না দেওয়াই ভাল।"

যুগলদা—আমরা ত ওজাতীয় অক্ষর শুনিনি।—নিজেদের কল্পিত আখর যেন বাবার বলে চালান না হয়।

বাবা—"মাষ্টার রামগতি ভাল ভাল কথা যোজনা করে আমার মুখ হ'তে বেরিয়েছে বলে চালাতে—গিয়েছিল। আমি "না" কর্‌লাম, কথা বদলানর কথা ছেড়ে দাও। সেই কথাই যদি সেই রকম ভাবের মধ্যে দিয়ে না বাহির হয় তবে আকর্ষণ কর্‌তে পারে না। সব কথাই সবাই ধর্‌তে পারে না। বলেই হাসলেন।

একজনকে একজন ষ্টুপিড্ বলেছিল। প্রথম লোকটি মানহানির কেস্ আন্‌ল, আদালতে দ্বিতীয় লোকটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে স্বীকার কর্‌ল এবং বল্‌ল –

এইরূপ বোকার মত কাজ করার জন্য আমি উহা বলেছিলাম। তখন প্রথম লোকটি বল্‌ল—কথা সত্য বটে, কিন্তু ষ্টুপিড্ বলার মধ্যে সুর অন্যরকম ছিল। সেই সুরই আমার মান হানিকর– এও তেমনি! ভাবের মধ্য দিয়ে কথাগুলি না এলে তেমন কার্য্যকরী হয় না।

আমি—গৌরহরিদা বলেছিলেন যে, "মহাপ্রভুর দিনের এবং রাত্রের কৃত্যের হিসাব নিয়ে অধিকারী বিচার ক'রে একসময় অক্ষর দিয়েছিলেন।" বাবা—"সে কথা ত প্রসঙ্গে হয় কিন্তু কীর্ত্তনে তা হয়—হয়নি। নির্য্যাণ কীর্ত্তনে ও জাতীয় ত্তত্ত্বকথা থাকা ঠিক নয় ও অন্য সময় প্রসঙ্গে বলা চলে। আমি—'হরিদাসের তনু কোলে ক'রে মহাপ্রভুর নৃত্যের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরেরও বাসনা পূরণের কথা গত বৎসরে কীর্ত্তনের মধ্যে বলেছেন তা' কি দেওয়া হবে?"

বাবা—"মহাপ্রভুর আনন্দ-নৃত্য মধ্যে হরিদাসের বাসনা পূরণের কথা কি দরকার?" তারপর বাবা মহাপ্রভুর নৃত্যের কারণ বল্‌লেন—"আমার যা কিছু সুখ সব তোমা লইয়া।" এখানে "সব" শব্দের অর্থ কি? ব্রজলীলায় দশমী দশায় শ্রীরাধারাণীর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন "শ্রীনাম"। দশমী দশাপন্ন গৌর-কিশোরীরও প্রাণ রক্ষা করেছেন শ্রীহরিদাসের শ্রীনাম সংকীর্ত্তন। প্রাণই ত সব, প্রাণ গেলে অলঙ্কারাদি দিয়ে সাজালে কি হবে? তাই হরিদাস মহাপ্রভুর সব। মহাপ্রভুর প্রাণ কোথায়? শ্রীসিদ্ধ-বকুলে। তাই কাশিমিশ্রের নিকট হরিদাস ঠাকুরের বাসস্থানের জন্য জায়গা চাইবার সময় মহাপ্রভু বলেছিলেন—"আমার নিজের থাক্‌বার জন্য একটি নির্জ্জন উদ্যান চাই" এখন শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিরন্তর নাম কর্‌তে কর্‌তে নামময় হয়ে গেছেন। তাই আঁখর বের হয় "হরিদাসের নামময় প্রাণ নামের সহিত গেল রে।"

নাম এবং নামী অভিন্ন; নামীর যত কিছু লীলা নামের মধ্যে আছে। সুতরাং শ্রীহরিদাস ঠাকুর যাবতীয় ব্রজলীলার মূর্ত্তি। শুধু তাই নয়—হরে কৃষ্ণ নামের পরিণতি 'ভোগ'। গৌরাঙ্গ স্বরূপের ভোগ শ্রীহরিদাস ঠাকুর পাচ্ছেন - তাতো মহাপ্রভুর নিজস্ব স্বরূপে পেতে পারেন না। আজ হরিদাসকে বুকে ধরে সে আস্বাদ পাচ্ছেন—তাই এত আনন্দ।

এসব কথা নেবার মত লোক কই?

এ সব কথা না ছাপানই ভাল, যেমন পূর্ব্বে পেয়েছ, তেম্নি ছাপাতে দাও, এসব কথা দিয়ে কাজ নেই। পাগলদা এসব প্রসঙ্গের সময় ছিলেন। বাবা প্রসাদ পেতে বস্‌লে তিনি বল্‌লেন —"আমি কখনও বাবাজী মহাশয়ের আঁখরের মধ্যে কিছু যোগ কর্‌তে যাই না—ঠিক্ ঠিক্ তার শ্রীমুখের কথা ছাড়া আমি একটি লাইনও লিখি না—যাক্ তুমি ভাই আমার খাতা আর ভক্তি রত্নাকর ফিরিয়ে দাও।"

৯ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

সখীমা দৈনিক দণ্ডবৎ পরিক্রমা ক'রে যেমন এসে বসেন, আজও তেম্নি বসে, বল্‌লেন— "শ্রীকর্ণপূর গোস্বামী স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসী হ'য়ে রক্তবস্ত্র পরিধান করেছেন, —এখন বৈদিক বিধি মতে রক্তবস্ত্র তেমন ভাল নয়, অবজ্ঞার। যাঁরা তান্ত্রিক তাঁরাই ব্যবহার করেন। শুধু কয় গোস্বামী নয়, সকলেরই লেখার মধ্যে এটা পাওয়া যায়। বাবা—"অরুণাম্বর ধর বল্‌তে কি রক্তবর্ণ বুঝায়?" সখীমা—"হ্যাঁ, বাল অরুণের বর্ণ জবা কুসুমের মত।" বাবা "স্মররে নব গৌরচন্দ্রে'র মধ্যেও আছে অরুণ বসন করুণ বচন।" সখীমা—"সে হ'ল নদীয়ার গৌরের বর্ণনা, কারণ তাতে আছে যজ্ঞসূত্রধারী তাই লাল পট্টবস্ত্র পরে আছেন।"

বাবা বল্‌লেন —"তা বটে।" সখীমা—"তা ছাড়া যখন জগদানন্দ বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট আছেন—তখন একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী মাথায় লাল কাপড় বেঁধে এলে— জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন "একি – মহাপ্রভুর প্রসাদী কাপড়?" এ হতে বুঝাযায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভু লাল কাপড় পর্‌তেন—এখন এর মর্ম কি?" বাবা—"পদে আছে যে শ্রীরাধারাণী বল্‌ছেন – কানু-অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া দেশে দেশে ভরমিব (ভ্রমিব) যোগিনী হৈয়া।"

আজ শ্রীভাই ফোঁটা। সখীমা তাড়াতাড়ি উঠে নিজের কাজ সার্‌তে গেলেন। একজন বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—বৃন্দাবন যাচ্ছেন কি?" বাবা—"যাওয়া তো নিজের ইচ্ছায় হয় না যদি নিয়ে যায় ত যাওয়া যেতে পারে। ১৩ টাকা দিয়ে টিকিট কাট্‌লে বৃন্দাবনে যাওয়া হয় না, সে যাওয়াতে বৃন্দাবন চোখে পড়ে না—পাঁচ জনের ব্যবহারই চোখে পড়ে, অপরাধ সঞ্চার হয়। যদি কেউ টেনে নিয়ে যায় তবে বৃন্দাবন দর্শন ঠিক্ ঠিক্ হয়, তখন অপরাধ ঘটে না।"

একবার খড়দহের একজন বল্‌লেন—"আপনি খড়দহের এত নিকটে কলকাতায় থাকেন — অথচ খড়দহে তেমন যাতায়াত করেন না কেন?" আমি বলেছিলাম—"আপনাদের খড়দহে বাস, আপনাদের সেখানে যাবার অধিকার রয়েছে, কিন্তু আমাদের না নিয়ে গেলে তো আমরা যেতে পারি না।" বাবা সকাল সকাল দণ্ডবৎ সেরে স্নান তিলক কর্‌লেন। ওদিকে শ্রীরাধারাণী এবং সখীরা শ্রীদামকে ফোঁটা দিলেন পরে দাদা ম'শাইকে নাতনির দল ফোঁটা দিতে লাগ্‌ল। এই সময়ে বাবা দর্শনে গেলেন, এক দিদি ডান হাত দিয়ে ফোঁটা দিচ্ছেন দেখে বাবা বল্‌লেন— বাঁ হাতে ত দেওয়া নিয়ম।" তারপর বাবার ঘরের বারান্দায় মধু জেঠা, বাবা, গোবর্দ্ধন কাকা, অদ্বৈত কাকা,—অঘোর কাকা, বসলেন, সখীমা ফোঁটা দিলেন। তেঁতো মুখে দেওয়া এবং লোহা বুকে ঠেকান নূতন দেখ্‌লাম। তারপর মিষ্টান্ন মুখে দিয়ে জল খাওয়ালেন, সারাক্ষণ নাম চল্‌ছিলেন, আজ রাতে বাবুদের নিমন্ত্রণ, বাবা বল্‌লেন—"কর, বাবা কুটুম্বিতা কর।"

১০ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

আজ পানিহাটীতে 'মহাপ্রভুর আগমন' কীর্ত্তন—এইখানে হবে। বাবা মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেতে বসার পূর্ব্বে খবর নিলেন "মালসা ভোগ হয়েছিল ?" "হয়নি" শুনে বল্লেন—"আজ ত হওয়া দরকার"—তখনি মালসা ভোগ লাগাবার ব্যবস্থা হ'ল—মালসা ভোগের প্রসাদ এলে বাবা প্রসাদ পেতে ব'স্‌লেন—তাড়াতাড়িতে মালসা ভোগ শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে অর্পণ করা হয়নি—তাই বৈকালে আবার মালসা ভোগ লাগ্‌ল।

আজ সকালে বাবা পায়চারী ক'র্‌তে ক'র্‌তে বলেছিলেন—"এই সতরঞ্চিতে যার দরকার হয় শোয়, আর এইটি এখন আমার 'আসন'—প্রভু জগদ্বন্ধুর হিসাব ছিল কি রকম, নিজের কম্বল ছিল এবং একটি কমণ্ডুল কাছে থাকৃতো।

প্রায় দুই ঘণ্টা কীর্ত্তন হল, যেখানে ব'সে আমি "নাম" কর্‌ছিলাম, কীর্ত্তনের পর সেখানে কমণ্ডলুর জল ঢেলে দিলেন—আমি বল্‌লাম 'একি হ'ল ?' তিনি বল্‌লেন "যে 'নাম' কর্‌বার সে তো কর্‌ল, এখানে তোর্ গায়ের উত্তাপ কেন থাকে ? আমি চল্‌তে গেলে সে উত্তাপ ত আমার পায়ে লাগ্‌বে ?" এই হ'ল প্রভুর হিসাব। আর এ সতরঞ্চিতে যে পারে ঘুমায়। নিদ্রা হ'ল মৃত্যু। সেই নিদ্রার আসন হ'ল—আমার বস্‌বার বা বেড়াবার আসন—!"

বৈকালে "পানিহাটীতে আগমন উৎসব" কীর্ত্তন হ'ল—বাবা দাদাম'শায়ের সম্মুখ থেকে আরম্ভ ক'রে দাদাম'শায়কে ঘুরে নাট মন্দিরে বসে কীর্ত্তন কর্‌লেন, নাম ধরার সঙ্গে সঙ্গে ভোগে আবিষ্ট হ'য়ে পড়্‌লেন। রাত্রে বাবা বল্‌লেন—"কীর্ত্তনের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যেন পাণিহাটীতে হাজির করিয়ে দিয়ে কর্ত্তা খুবই সুখ দিলেন,—'কি ক'রে হবে' ? মনে পূর্ব্ব হ'তে জাগ্‌ছিল। বেশ ভাল ভাবেই করিয়ে দিলেন।

১১ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে মঙ্গল আরতির পর ঘরে ব'সে বাবা গত কল্যের কীর্ত্তনের কথা (প্রসঙ্গে) বল্‌লেন—

রোহিণী দাস বাবাজী ম'শাই প্রথম পানিহাটীর কীর্ত্তনের সংবাদ আমায় দেন। পুলিনদার বাড়ীতে তাঁর পাঠ শুন্‌তে যাই।" একদিন পাঠের পরে তিনি বল্‌লেন—বাবা পানিহাটীতে কীর্ত্তনে খুব ভোগের কথা আছে।" আমি বল্‌লাম—কি রকম ?" তিনি, 'গৌর-প্রেম-বন্যায়-ভাসে পাণিহাটি গ্রাম। রাঘবপণ্ডিতের ঘরে নিত্যানন্দ রাম।' তাঁর মুখে প্রথম শোনা,—এখন মহাপ্রভুর আগমন তাই 'গৌর গুণধাম' লাগান হ'ল।

পাণিহাটির ভূমির সম্বন্ধে একটা কথা মনে আস্‌ছিল কীর্ত্তনে সেটি আর হ'ল না। তোমাদের শাস্ত্রে আছে কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে এক পা যান না, এখানেও সে কথা লাগ্‌বে। নবদ্বীপ

মহাপ্রভুর চল্‌বার ফির্‌বার স্থান, নবদ্বীপ ছেড়ে মহাপ্রভু কোথাও যান না। নবদ্বীপ ভুমি মহাপ্রভুর অগ্রে অগ্রে যান। সে হিসাবে গৌর-পদাঙ্কিত সমস্ত গৌড়মণ্ডল নবদ্বীপ। স্নুন্দর আঁখর মনে আস্‌ছে। নবদ্বীপ তত্ত্বতঃ ব্যাপক ব্রজমণ্ডল ত, গৌরমণ্ডল ব্যাপক নদীয়া ত, এই যে গাছের ডাল কেটে দাঁতন করা, এ হিসাবে চল্‌বে না। সব কল্পবৃক্ষ, এ জাতীয় বুদ্ধি না হ'লে কি জিনিষ ভোগে আসে ?"

বাবা নাক্ মুছবার জন্য গাম্‌ছা চাইলেন—তারপর হাত ধোয়ার জন্য কুয়ার জল চাইলেন।

অন্নপূর্ণাদি বল্‌লেন—বাবাজীমশাইয়ের যত শুচিবাই, দিদির ও হাঙ্গামা নাই—। বাবা :—আমার চিত্ত অশুদ্ধ, কি করি বল ? অন্নপূর্ণাদি—রাগমার্গে অত ধোয়াধুয়ি কেন ? বাবা :—ওটা ভুল কথা রাগেরও বিধি আছে। রাঘবপণ্ডিতের ঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্য নারিকেল খেতে আসেন কেন ? সেবায় পাণিহাটিতে তিনি না এসে পারেন না। ভালবাসার পাত্রকে খারাপ ভাবে কিছু দিতে কি প্রাণ চায় ? "ভালবাসা" শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে জিনিষ প্রস্তুত করাবে, এ হল পাকা বিধি। আর বিধি-মার্গের বিধি হল কাঁচা বিধি—অন্যরূপ কর্‌লে অপরাধ হবে, এই ভয়ে বিধি পালন।

এই হাতে ত সংখ্যা মালা সরাতে হবে, নাকের শিক্‌নি হাতে মুছে সেই হাত মালায় দিতে প্রবৃত্তি হয় ?

শাস্ত্রতেই আছে নাভির নিম্নদেশ অপবিত্র, তাই অধম-অঙ্গ নাম—অধমাঙ্গে হাত দিলে সে হাত ঠাকুরের কাজে লাগে না। এদিকে শাস্ত্র আওড়াবে অথচ এসব পালন না কর্‌লে চল্‌বে কেন ? রাগ মার্গের প্রীতিই শুদ্ধভাবে দ্রব্য তৈয়ারী করিয়ে নেবে। অবশ্য বিধি-মার্গের সঙ্গে না মিল্‌তে পারে।—নন্দলাল সরকার শ্রীরাধাবিনোদের ভোগ লাগাবার পূর্ব্বে—সমস্ত রান্না নিজে পরীক্ষা ক'রে নুন্ ঝাল্ ঠিক্ ক'রে দিয়ে পারশ তুল্‌তেন।

এ সব কথা বোঝে কে— ? গোয়াল পাড়ায় বাস ক'রে বামুন পাড়ার বিধি আওড়ালে চল্‌বে কেন ?

যা বল্‌ছিলাম মহাপ্রভু নিত্য থাকেন তিন জায়গায়। নিত্যানন্দ নর্ত্তনে' তার প্রমাণ পাণিহাটীতে জ্যৈষ্ঠ মাসের কীর্ত্তনের প্রসঙ্গে। নিতাই কীর্ত্তনে নর্ত্তনের পর জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন—"কিছু অপরূপ গন্ধ পাচ্ছ ?" উত্তর—হুঁ। দ্রোণ ফুলের। নিতাই :—মহাপ্রভুর মালার গন্ধ। তোমাদের কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হ'য়ে মহাপ্রভু এসেছেন। কীর্ত্তন কর্‌লে সেখানে মহাপ্রভু আসেন সুতরাং তোমরা দিনরাত কীর্ত্তন কর। এর ভিতরের রহস্য মহাপ্রভুকে বুকে নিয়ে নিত্যানন্দ এবং বক্রেশ্বর 'কীর্ত্তন' 'নর্ত্তন' করেন তাই তাঁদের নৃত্যে নিজ-নটন মাধুরী দেখ্‌তে মহাপ্রভু আসেন।

সন্ধ্যার সময় পাঠবাড়ী হ'তে ব্রজগোপালদা এলেন—বাবাকে খবর দিলেন সেবার লোকের অভাব। 'নাম' চল্‌ছে। বাবা বল্‌লেন, শ্যামাচরণকে ডাক ত। 'শ্যামাচরণদা' এসে বল্‌লেন, বাবা বল্‌তে লাগ্‌লেন—ক্ষীর খেতে ঘর ছেড়ে এসেছে নাকি সব ? ঘরে কি সকলে ক্ষীর ছানা খাচ্ছিল ? বল্‌তে গেলে খারাপ কথা মুখে এসে যাচ্ছে।

প্রায় সকলে লাঙ্গলের খুঁটি ছেড়ে এসেছে, এখানে এসে পূর্ব্বের কথা মনে রাখ্‌লে ত মঙ্গল হয়। তা নয় বাবাজী সেজে একেবারে পূর্ব্বের কথা ভুলে গেছে।

'প্রেমদাতা' 'পরম দয়াল' প্রভৃতি 'ধ্বনি' দেওয়া সহজ, কিন্তু দাদামশাই যে কেমন ছিলেন তা কি দেখেছ ? কাল যে প্রসঙ্গ হ'ল,—'বজ্রের চেয়ে কঠোর, কুসুম হ'তে কোমল' তাই ছিল তাঁর স্বভাব। যখন রাগ হল তখন কে কাছে ঘেঁষে—নিজের গুরুদেব পর্য্যন্ত ভয় কর্‌তেন, আমাদের বল্‌তেন "হালারা ওদিকে যাস্‌নে দেখিস না কেমন ক'রে বসে আছে।"

দিদি গ্রহণী রোগে মরণাপন্ন, আমরা ভাবলাম বোধ হয় আর বাঁচ্‌বে না। কর্ত্তা পায়খানায় যাচ্ছেন—রাস্তার ঘরে দিদি পড়ে আছেন। পাছে চোখ ফিরালে তাকে দেখ্‌তে হয়, তাই সেদিকে চোখ ফিরাল না—। ওঁর গুরুভাই মাধব দাস বাবাজী গিয়ে বল্‌লেন, ছেলেটার কি কিছু ব্যবস্থা হবে না ?' তিনি বসে আছেন যেন কোন্ রাজ্যে। —ভ্রমর ঘাটের ফটোর মূর্ত্তি দেখেছ ? ঠিক সেরূপ। যখন কোন কাজ কর্‌তে হয়, আমি ঐ মূর্ত্তি স্মরণ করি।

তিনি (বড় বাবাজীমশায়) উদাস ভাবে উত্তর দিলেন—আমি কি করব, আমার কাছে ত কিছু হয়নি, তবে শ্রীঠাকুর এবং বৈষ্ণব সেবা কর্‌তে বলেছিলাম, যদি সেখানে কিছু অপরাধ ক'রে ফেলে—তাঁদের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌তে বল। ঠাকুরের সামনে ফেলে দাও। তাই করা হ'ল, শুধু হাড় ক'খানা আছে, ২'ঘন্টার মধ্যে চাঙ্গা, এই হলেন 'দাদামশাই'। এমন কৃপা সময় সময় কর্‌তেন যে দু'তিন দিন উঠে কাজ কর্‌তে হ'ত না। 'আমি ত লাঠি ধর্‌তে পার্‌লাম না, তাই যার যা ইচ্ছা সে তাই কর্‌ছে। ইনি (শ্যামাচরণদা) উচ্ছৃঙ্খলের চূড়ান্ত,—যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যাচ্ছে, কারুর মতে চলে ?

কেবল নিজের সুখ খোঁজে। 'হরিদাস' কার আদেশে সেবা ছেড়ে এল ? এখানে ঠাকুর ঘরে জামাসেলাই প্রভৃতি কাজে সেবানুরাগ দেখাচ্ছে। একাজে কি ফল হচ্ছে ? যে ঠাকুরকে নিয়ে নাড়া চাড়া কর্‌লে, তার প্রতি একটু মমতাও হ'ল না। কাল ভোরের ট্রেনে যাবি, সেবার সুখ সুবিধা সব সময় না থাকতে পারে, তা ব'লে কি সেবা ছেড়ে দিয়ে যেখানে সুখ সুবিধা সরে পড়্‌তে হবে ?

পাঠের পর পাঠবাড়ীর সেবার সমস্ত খবর শুন্‌তে লাগ্‌লেন— বাবা বল্‌লেন—রাধারমণ ফাণ্ডের টাকাটা কোন কাজে লাগান হচ্ছে না, সুদ যা হচ্ছে তা মূলের সঙ্গে যোগ হয়ে বাড়্‌ছে, সুদের টাকায় সেবা চল্‌বে এ আমার মোটেই ভাল লাগে না, জমি জমার দিকে কেউ মন দেয় না।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৫৩ সাল

ভোরের ট্রেনে শ্যামাচরণদা পাঠবাড়ী যেতে চাইলে বাবা বল্‌লেন—তুমি থাক, কারণ যাজিগ্রাম যাওয়ার কথা হচ্ছে, পশুপতি নাই। সকালে সখীমার সামনে পাঠবাড়ীর সেবার কথা আলোচনা হ'ল, তারপর নিজের দণ্ডবৎ সেরে এসে অনেকক্ষণ বাবা পাঠবাড়ীর সেবার কথা আলোচনা ক'র্‌লেন - শেষে নিম্নোক্ত চিঠি লেখালেন - "প্রিয় গোপাল! শ্রীপাঠবাড়ীর সম্বন্ধে শ্রীমন্দিরের সেবক কেউ কোথাও স্থানান্তরিত হইবে না, (মুরলীদাকে পাঠের জন্য বিষ্ণুপুরে যাবার পরামর্শ চলিতেছিল)। তা ছাড়া যেখানে যাহারা শ্রীঠাকুর সেবার কার্য্যে রহিয়াছেন তাহাদেরও স্থানান্তরিত করা চলিবে না। শ্রীঠাকুর সেবা বাদে ঠাকুরের আনুকূল্যে কোন সেবাকার্য্য যদি আশ্রমের মধ্যে হয়, তাহাই করিতে পারিবে। আচার্য্য প্রভুর তিথি, সরকার ঠাকুরের তিথি আগত, তোমাদের সেদিকে হুঁস্ নাই।"

চিঠি লিখিয়ে বাবা বল্‌লেন—গোপাল চিঠি পেয়ে চ'টে যাবে, বল্‌বে আমি কোন কিছু আর কর্‌তে পার্‌ব না। চটুক, কিন্তু বাধা না দিলে চলে না।

দুপুরের ট্রেনে ব্রজগোপালদা, হরিদা এবং মাণিকদা পাঠবাড়ী গেলেন।

পুরী হ'তে এক তার এল—"নন্দকে আটক রেখেছি—জগন্নাথ দর্শনে আসুন, উত্তর দিন। (মোহন গোঁসাই—দুপুরে প্রসাদ পাবার পর) বাবার ঘরের বারান্দায় সখীমা এসে পুরী যাবার প্রস্তাবে মত দিলেন।

বাবা বল্‌লেন—কি জন্য ডাক্‌ছে বুঝি না। একটি আর্জ্জেণ্ট রিপ্লাই পেইড টেলিগ্রাম নন্দকাকার নামে করা হ'ল—Why colling How Haridas Math's Seva? (ডাক্‌ছো কেন? হরিদাস ঠাকুরের সেবা কেমন চল্‌ছে?)

বাবার রাত্রে প্রসাদ পাবার পর সরযূদি বল্‌লেন—দাদামশায় যা কর্‌বার ক'র্‌ছেন আপনি কেন তবে অস্থির হচ্ছেন?

বাবা—কি যে মতলব—তা না বুঝে স্থির হ'তে পার্‌ছি কই? জোর ক'রে ধর্‌ব ভাবলেও তার উপায় নেই—কলকাতা বা এখানে কোন কাজ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে। পুরীতে গেলে অনেকটা স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। কেউ কিছু বল্‌বার থাক্‌বে না। ঠিকমত ধর্‌তে পার্‌লে ত একবেলায় কাজ আদায় হয়, এ ত চোখে দেখা গেছে শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠের ব্যাপারে। এ সব মাধুর্য্যের স্থান, পুরী ঐশ্বর্য্যের স্থান, সেখানে চেপে ধর্‌লে সহজে কাজ আদায় হবে। তা ছাড়া বৈদিক ক্রিয়াকার্য্য সব ঐ সব অঞ্চলে ঠিক্ ঠিক্ হয়, এখানে ব্রাহ্মণরা পাওনা গণ্ডা নেয় কিন্তু ঠিকভাবে কাজ কর্‌তে পারে না। তাই শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে হ'লে আমি পুরীতে টাকা পাঠিয়ে দি।

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৫৩ সাল

সকালে সখীমা এসে বস্‌লেন—শ্রীখণ্ডের উৎসবের কথা হ'তে হ'তে বাবা বল্‌লেন— সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের রাখালানন্দ ঠাকুরের স্মৃতির কথা উঠ্‌লে আমার মুখ দিয়ে এসে গেল, 'এঁদের প্রাণ সরকার ঠাকুরের উৎসব, ঐ উৎসবের ফাণ্ডে ওঁদের নামে টাকা দিলে, ওঁদের সেবা এবং স্মৃতিরক্ষা ভালভাবে হবে,'—কিন্তু এ কথা তাঁরা নিলেন না। উল্টো কথা কইলেন, নিতাইরমণ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে এল। আজকাল কলকাতায় হিন্দুরা নোয়াখালির ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে নিজেরা মুসলমান উচ্ছেদের কাজে লেগেছে, এ সম্বন্ধে সখীমা বল্‌লেন – যা সনাতন তা ঠিক্ বজায় থাক্‌বে, তবে যে সব গোলমাল ঢুকেছে তার উচ্ছেদের জন্য ঠাকুরের এ ভঙ্গী। আমার মনে হয় যবনের দ্বারা যে হিন্দুরা উৎপীড়িত হচ্ছে, যারা আচার ব্যবহারে সমস্ত হিন্দুয়ানী ত্যাগ ক'রে বিজাতীয় হয়েছে, তারাই উৎপীড়িত হচ্ছে। সুতরাং যাদের সরাণ দরকার, তাদের ঠাকুর সরাচ্ছেন। এজন্য আমার মনে আদৌ ক্ষোভ নেই।

কর্ত্তার মুখে শোনা, গরীব গ্রামের প্রতি ঘরে দেখ্‌বে যে অন্ততঃ এক মন লোহার জিনিষ আছে, তারপর পিতল কাঁসার, রূপার জিনিষ অল্প অল্প আছে, সোনা খুব কমই আছে। এখন বাজে লোহা প্রভৃতি না সরালে সোনা কিরূপে ঢুকিবে ? তাই যুগান্তরের সময় ভেজালগুলি নষ্ট ক'র্‌তে হয়।

যুগলদাকে মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কিরূপ পাঠ শুন্‌ছো' ? যুগলদা পঞ্চমুখে গৌরগোপাল প্রভুর পাঠের প্রশংসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। সখীমা বল্‌লেন,—শ্রীগুরুদেবের কৃপা ওর উপর খুবই আছে,—যতদিন শ্রীগুরুচরণে দৃষ্টি রেখে পাঠ কর্‌বে ততদিন এরূপ স্ফূর্ত্তির কথা শুন্‌তে পাবে, কিন্তু যদি কখনও মনে হয় (প্রার্থনা করি এরূপ যেন না হয়) যে গুরুদেব আমার তত বেশী শাস্ত্র দেখেননি, এ বিষয়ে তিনি যা বলেছিলেন তার চেয়েও ভেতরের কথা আমার মনে এসেছে। তখনই দান বন্ধ হ'য়ে যাবে। প্রাণগোপাল প্রভু এখানে উৎসবের সময় 'ব্যাস আসনে' বলেছিলেন— যারা শ্রোতার আসনে বসেছেন (রাখালানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি) তাঁরা আমায় ২।৪ বৎসর পড়াতে পারেন। সিদ্ধান্ত শুন্‌তে তাঁরা আমার নিকট বসেননি। বৃন্দাবনে (ছেড়া-কাঁথা) যারা কাঙ্গাল হয়ে থাকেন তাঁদের মুখের কথা শুন্‌তে এঁরা ব'সেছেন।" বাবা বল্‌লেন – প্রাণগোপাল প্রভুর লেখাপড়া বিশেষ ছিল না। —বৃন্দাবনে মাধবদাস বাবাজী, কামিনীবাবু প্রভৃতির নিকট শুনে শুনে এঁর শাস্ত্রজ্ঞান—তিনি এঁদের নাম ক'রে ব'ল্‌তেন যে 'এরা আমার শিক্ষাগুরু'।

বাবা শ্রীবাস অঙ্গনে গেলেন পথে জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা, বাবা দণ্ডবৎ কর্‌লেন, যুগলদা বল্‌লেন 'ইনি কে' ? বাবা বল্‌লেন—এরই পরিচালনায় এখন শ্রীবাস অঙ্গনের সেবা চ'ল্‌ছে। জ্যাঠাইমা ব'লে পরিচয়। যুগলদা বল্‌লেন কর্ত্তা প্রভুর ত (প্রতাপ গোস্বামীপ্রভুর) ভাই ছিল

না, কি করে জ্যাঠাইমা হ'লেন ? বাবা বল্‌লেন—চল জিজ্ঞাসা কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বে। শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামীর ছেলে ছিল না। এক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে পোষ্য করেন, বুড়ো বয়সে ছেলে হ'লেন প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী। সেই পোষ্য ব্রাহ্মণটির হাতে ছেলেটিকে সমর্পণ ক'রে যান, ইনি সেই ব্রাহ্মণটির স্ত্রী। তারপর বাবা সেই ব্রাহ্মণটির অধিকারের কথা বল্‌লেন - আমি দেখেছি বেনেটোলার পুরাতন মন্দিরে তিনি বসে থাক্‌তেন, যাঁরা দর্শন ক'রে গেলেন তাঁরা চলে যাবার পর সেই স্থানের রজ নিজে মাখা তাঁর যাজন ছিল—এসব এখন আমার স্মরণের বিষয়। সে সব যা দেখেছি আর নূতন কিছু দেখ্‌তে মন চায় না। তারপর নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামীর কথা বল্‌লেন—মন্ত্র দেবার পূর্ব্বে তিনি তিনটি কথা বলে দিতেন (১) 'হরি-বাসর' তিথি পালন কর্‌বে (২) পাণিহাটিতে দণ্ড-মহোৎসবের দিন যাবে, নিতাইর কাছে নাম কর্‌বার শক্তি পাবে (৩) ফুলিয়ায় অপরাধ ভঞ্জনের-পাটে অপরাধ-ভঞ্জনের তিথির দিন যাবে, নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে অপরাধ এসে গেলে ক্ষালন হ'য়ে যাবে। হরিবাসর কীর্ত্তনের পর দ্বাদশীর দিনে তিনি দুধ এবং আদার ব্যবস্থা করেন। যদি কেউ ব'ল্‌ত কিছু কৃত্য বাকী আছে, তার উত্তরে বল্‌তেন—এখনও কৃত্য বাকী ? সারারাত নাম ক'রে হ'ল না, এখন দুধ আদা খেয়ে বাড়ী যাও তারপর যা কর্‌বার করো। বৈষ্ণব-সেবার উপর তাঁর খুব দৃষ্টি ছিল। কোথাও বৈষ্ণবদের একটু অনাদর হ'লে তিনি জলস্পর্শ কর্‌তেন না। তিনি চৈতন্যমঙ্গল গাইতেন। নন্দন আচার্য্যের ঘরে নিত্যানন্দের মিলন পর্য্যন্ত গাইতেন আর এগুতেন না। তাঁর সেবার মূর্ত্তি নিতাই গৌর জড়িত মূর্ত্তি। নীচে লেখা ছিল 'রসরাজ মহাভাব।' আজকাল ঠাকুর যা দিচ্ছেন—এখন ভাবি, এ সমস্ত যদি তাঁরা শুন্‌তেন কি আনন্দই না পেতেন—এ সব তাঁদের কৃপার দান। এ সব প্রসঙ্গ ক'রে বাবা ফির্‌লেন। তেল মাখাবার সময় গোপীকাকা প্রশ্ন কর্‌লেন—নিতাই-গৌর লীলায় কি নূতন স্মরণের কিছু আছে ? শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাই ত ওখানে ভাবে ভাবে ভোগ করার কথা। বাবা বল্‌লেন—ওসব বড় বড় কথায় কাজ কি, নাম কর। শেষে বল্‌লেন—'শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি তার হয় ব্রজভূমে বাস'। এর অর্থ এই নয় যে আবার বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করতে হবে। শ্রীগৌড়ভূমি চিন্তামণি এই বুদ্ধি এলে এখানে থেকেই বৃন্দাবনে বাস হয়। "নিতাই বলিয়া, দু'বাহু তুলিয়া চলিব বরজপুরে" এর আখর শুনেছ ? নিতাই ব'লে ব্রজে যাব, আর সে আখর নেই। এখন স্ফূর্ত্তি পেয়েছেন বরজপুরের অর্থ নবদ্বীপ। নিতাই ব'লে নবদ্বীপ যাব। নিতাই-গৌর-লীলার মধ্যে ব্রজলীলা আপনিই ভোগ হয়। স্বতন্ত্র চেষ্টার দরকার হয় না। তা ব'লে রাধাকৃষ্ণলীলা কিছু না, এ কথা যেন ব'লো না। ঐ যে পুরুলিয়ার মাখন গাঙ্গুলীর কথা আমার ভারী লেগেছে—গুরুগিরি ক'রে উপদেশ দিয়েছেন "আর রাধে শ্যাম কেন ? নিতাই চৈতন্য হোক্।" কীর্ত্তনের গ্রন্থ পাঠিয়েছিলাম তাতে আছে "নিতাই আমার শ্রীমতী"—ঐ হ'তে একথা তুলেছে। এক জায়গায় নিষ্ঠা দেখাতে গিয়ে অন্যস্থানে অপরাধ।

১৪ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল শ্রীধাম নবদ্বীপ।

সকাল বেলা যুগলদা বাবাকে প্রশ্ন করলেন—মহাপ্রভু ত সদাসর্ব্বদা আবেশে থাকতেন তিনি কেমন ক'রে সংখ্যা রেখে জপ করতেন বুঝতে পারি না। সে সময় সখীমা বৈষ্ণব-খণ্ডে দণ্ডবৎ করতে আস্‌ছিলেন। বাবা বল্‌লেন—বুঝতে না পার তো সন্দেহ মিটিয়ে নাও? সখীমা বল্‌তে লাগলেন—"মহাপ্রভু অভ্যাস বশে সংখ্যা জপ বজায় রাখতেন কি ভাবের স্রোতে প'ড়ে ভুলে যেতেন তা বলা কঠিন। তবে বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে যে তিনি প্রেমের বশ হ'য়েও কটিতে গ্রন্থি দিচ্ছেন—হাত কাঁপছে তবুও সংখ্যা জপে লক্ষ্য। এ হ'তে পাওয়া যায়, যতক্ষণ সংখ্যা রাখা সম্ভব হ'বে—ততক্ষণ তা করা চাই—সংখ্যা রেখে জপ ক'রতে ক'রতে যদি কোন লীলা স্মরণে ২ ঘণ্টা কেটে যায় এবং সে সময় মালা বন্ধ হয়ে থাকে তবে সে দুঘণ্টা বৃথা গেল ভাববার কারণ নেই। সেই ২ ঘণ্টায় তোমার যত হাজার নাম হ'ত—তা হয়েছে ব'লে ধ'রে নিয়ে আবার সংখ্যা রেখে জপ করে যাও।

মহাপ্রভু বা মহাপুরুষদের আচরণ নকল করতে যাওয়া ঠিক্ নয়—তাঁরা যা বিধান করেছেন করে যাও।" প্রসঙ্গক্রমে গৌরকিশোর দাস বাবাজীর আচরণের কথা বল্‌ছেন—"আমাদের মহাপ্রভুর সামনে একটি পায়খানা ছিল। তিনি এসে বল্‌লেন—আমি এইখানে ভজন ক'রবো আমার এটি চাই। আমি বল্‌লাম সবই ত আপনার, তিনি সেখানে রইলেন। আমি একদিন চুপি চুপি গিয়েছি—গর্ত্তটা বুজিয়ে সমান করে দেব, থাকার সুবিধা হবে। কি ক'রে জানতে পারেন বুঝিনা—বল্‌ছেন "কে? কেন তুমি? আমার ঘরের কাজ আমি করবো।" নিজেই গর্ত্তটা বুজিয়ে নিলেন। শ্যাওলা বিছিয়ে বিছানা হ'ল। আমি বল্‌লাম মাধুকরী যখন করেন তখন আমি মাধুকরী দেব। রাজী হ'লেন—শুধু অন্ন এবং অনেক বলাবলিতে একটু শাক, দু'দিন নিলেন—তারপর দিন আর নিলেন না। বল্‌লাম - বাবা মাধুকরী ধরা আছে?

বল্‌লেন 'না' হজম হয় না কি করি তখন থেকে অনেক বলাবলিতে একটু দই নিতেন। ভিক্ষা করতে যেতেন মেথর প্রভৃতির পল্লীতে। এর হিসাব, এই ধনী ভদ্রলোকেরা ভাল সরু চাল খায়—নবদ্বীপের উৎপন্ন জিনিষ সেখানে মেলে না। নবদ্বীপের মধ্যে নিজে শৌচ করতেন না, একটি হাঁড়ীতে শৌচ ক'রে মাথায় ক'রে সেই হাঁড়ী নবদ্বীপের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে আস্‌তেন। আবার সেই হাঁড়ী গঙ্গাজলে বেশ ভাল ক'রে মেজে এনে মাধুকরী হাঁড়ীর পাশে রাখতেন- এসব কি নকল করা চলে? মাঝে মাঝে কোথায় চ'লে যেতেন। ফণীর রাগ হ'ল—এখানে থাক্‌বেন না মিছামিছি ঠাকুরের সামনে একটি পায়খানা রাখা ঠিক্ নয় ব'লে পায়খানা ঘরের অর্দ্ধেকটা ভেঙ্গে ফেলেছে।" তিনি কোথা ছিলেন কেমনে টের পেয়েছেন জানি না। এসে বল্‌ছেন "কে আমার ভজন কুটির নষ্ট করলে বাবা?" ফণী রাগভরে বল্‌ল—'আপনি থাকেন না অথচ এটি রাখ্‌বার কি দরকার?"

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—মহাপ্রভুর ইচ্ছা। অন্যত্র চ'লে গেলেন। আমি বল্‌লাম—"ফণী ভাল কাজ কর্‌লে না। কে সে কথা শোনে।"

দুপুরে বাবা প্রসাদ পেয়ে ব'সে আছেন—একজন স্ত্রীলোক দুটি মেয়ে নিয়ে মুঙ্গের হ'তে এলেন। বাবাকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কাজ কর্‌তে কর্‌তে যদি মুখে মহামন্ত্র উচ্চারণ কর্‌তে থাকি তবে কি কোন ফল হয় না?

বাবা বল্‌লেন—নামের শক্তি কোথায় যাবে, তবে বিধি এই যে সংখ্যা রেখে কিছু জপ ক'র্‌বে।

তিনি বল্‌লেন—কারো মুখ দিয়ে যদি সদা সর্ব্বদা নাম বের হয় তবে সে কি ক'র্‌বে? তার সংখ্যা রাখা হচ্ছে না, এতে কি ফল হবে না?

বাবা বল্‌লেন—কেন হবে না "খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়, দেশকাল নিয়ম নাই সর্ব্ব সিদ্ধি হ'য়"—সদাসর্ব্বদা করাই ত ঠিক্‌।

তিনি বল্‌লেন—শুনেছি যে এরূপ নামে কোন ফল হয় না।

বাবা কেন এত লক্ষ নাম করেছি ব'লে বাহবা নেবার সুবিধা হবে না ব'লে? যা ঠাকুর করাচ্ছেন—তা ক'রে যাবে। পাঁচজনের সঙ্গে বিচারের মধ্যে যেও না—গোলমালে প'ড়্‌বে।

তিনি বল্‌লেন—আমায় বিড়্‌বিড়্‌ ক'র্‌তে দেখে কত লোক পাগল বলে।

বাবা বল্‌লেন—একটি বাউলদের গানে আছে তার ভাবার্থ—গৌর নাম আমি সার করেছি, যে যা বলে বলুক, আমার কিছু আসে যায় না। তারপর বাবা বল্‌লেন—সত্য বিশ্বাস, হেতমপুরের ম্যানেজার ছিলেন। জ্ঞানানন্দ স্বামীর শিষ্য খুব শুদ্ধাচারী ও ভক্তলোক। মাথা একটু খারাপ ছিল। রাঁচিতে ২ বৎসর পাগ্‌লা গারদে থাকার পর ফিরে এসে বল্‌লেন—জেলে কত সিদ্ধ মহাত্মার দর্শন পেলাম। পাগলদের মধ্যে যে কি জিনিষ আছে বোঝা যায় না। তাই কর্ত্তা ব'লে গেছেন খোসা দেখিস্‌ না ঠকে যাবি।

বাবার গলার ফুলের মালাটি ছিড়ে গেছিল—ওঁদের দিলেন।

দুপুরে নন্দ কাকার নিকট হ'তে টেলিগ্রামের উত্তর এলো—'হরিদাস ঠাকুরের সেবা ভাল চলিতেছে জগন্নাথ দর্শনে আসিতে পারেন।'

বাবা তারের খবর শুনে বল্‌লেন—কই আসবার ত সুর দেখ্‌ছি না। কি রকম নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে—গোপাল কি তাদের কিছু লিখেছে যে বৃন্দাবনে যাওয়া হবে না। গোপালকে শুধু এইমাত্র বল্‌লাম—যে গোষ্ঠাষ্টমীর পর ত একবার যাওয়া হয়েছিল এবার না হয় সেই রকম চেষ্টা করা যাবে। তার হাতে ৫০০ পাঁচশত টাকা দিলাম, সে কি বুঝ্‌লো? ২০।২৫ বৎসর থেকে ইঙ্গিত বুঝ্‌তে শিখ্‌ল না, এদের সঙ্গে থাকার চেয়ে বনবাস ভাল। ৫০০ টাকা কি এখানে কামড়াচ্ছিল। এ বুদ্ধি তার মাথায় খেল্‌ল না। যে বৃন্দাবনের জন্য গাড়ী প্রভৃতি চেষ্টা কর্‌তে

বল্‌লাম। এই যে না যাওয়ার এক এক ধাক্কা লাগ্‌ছে—এর পরিণাম কি হবে? শেষে আধি ব্যাধির সৃষ্টি ক'র্‌বে দেখ্‌ছি। সন্ধ্যার পর বাবা বল্‌লেন—পাঠের এখন দেরী আছে। কবিরাজের অষ্টকালীয়টা পড়তো? পড়া হ'ল তখন বাবা গোপীকাকাকে বল্‌লেন কি রকম নিতাই গৌরের লীলা পেলে? এরপর কিছু বল্‌লে থাব্‌ড়া খাবে—সব কিছু এর মধ্যে আছে। এ রকম স্মরণ প্রণালী নূতন এ কেউ করে না—এটা ছাপান দরকার। এবার যে কীর্ত্তন ছাপান হচ্ছে—তার মধ্যে এটা ছাপালে হয়।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

দুপুরে প্রসাদ পেয়ে বাবা ব'সে আছেন মঠের দাদারা তারকদার বাড়ীতে তাঁর মা'র উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ পেয়ে আস্‌ছেন, বাবা হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্‌লেন—হল্‌দে ভাত খেয়ে এলে? তারপর বল্‌লেন ছোটবেলায় আমাদের বাসার পাশে একটি সরকারী বাড়ীতে একটি মুন্সেফ সপরিবারে থাক্‌তেন। সেখানে প্রায়ই যেতাম, একদিন স্কুলের পর গিয়ে দেখি খেতে বসেছে—আমিও বসে গেলাম। বাড়ীতে এলে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় গিয়েছিলি? আমি বল্‌লাম ওদের বাড়ীতে হল্‌দে ভাত (পুষ্পান্ন) খেয়ে এলাম।

১৬ই কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

গতকল্য তারকদার বাড়ীতে ২।৪ টি পাকিমাল দিয়ে সরা সাজিয়ে দিয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে কথা উঠ্‌ল—বাবা বল্‌লেন ভোগের কথা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দণ্ডমহোৎসব উপলক্ষে দুই প্রকার দিয়ে গেছেন—দই চিঁড়া এবং দুধ চিঁড়া—নিস্‌কড়ী ব্যঞ্জন ও ফলমূলের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। বৃন্দাবনে চিঁড়া পাওয়া যায় না ব'লে সেখানে পাকিমাল দিয়ে চৌষট্টিমহান্তের ভোগ হ'তে আরম্ভ হয়। সেই অনুকরণ এখন এদেশেও চলে এসেছে। এদেশে চিঁড়ার অভাব না থাকা সত্বেও এরূপ ভোগ দিবার ভিতরকার খবর একটু চেপে ধর্‌লেই পাবে। এই যে চিঁড়া ভিজালে সক্‌ড়ি ভাতের সমান হ'ল। এখন সক্‌ড়ি প্রসাদ যার তার ছোঁয়া অনেকে নিতে রাজি নন। প্রসাদের উপর বিচার এসে গেছে—ঠিক্ পথ হ'তে আমরা কতদূর সরে আস্‌ছি দেখ। কোন কোন মঠে পঙ্গতে পংক্তি-বিচার এসেছে।

যে পংক্তিতে গোসাঞি বস্‌লেন সেখানে বাবাজী বা গৃহস্থ কেউ ব'স্‌বে না। আমরা-যে যাই আমাদের ওসব খিচুড়ি তাই আমাদের পঙ্গত আলাদা হয়। যাক্ তারপর পঙ্গতে পরিবেশন ক'র্‌তে ক'র্‌তে গৃহস্থ ছুঁয়ে ফেল্‌ল সে থালা সেখানে রইল হাত পা ধুয়ে তবে আবার পঙ্গতের ঘরে ঢুক্‌তে পাবে। ভোগরান্নার হিসাব শুন্‌বে? শুধু নির্দ্দিষ্ট পরিবারের শিষ্য তার মধ্যে আবার সেই মঠের শিষ্য হওয়া চাই—তবে ভোগরান্নার অধিকার পাবে। নিত্যানন্দ

পরিবার শ্রীসীতানাথ পরিবার বাদ, এ ত প্রসাদের উপর বিচার এসে গেছে। শ্রীজগন্নাথধামে যাওয়া কেন? সেখানে মহাপ্রসাদের উপর বিচার নেই। বস্তু শক্তিতে সেখানে বিশ্বাস করিয়ে নেয়। এখন সেই যাজন শিখে এসে আচরণ করার জন্যই ত সেখানে যাওয়া। কৃষ্ণে (শুধু জগন্নাথেই নয়) নিবেদিত বস্তুর নাম মহাপ্রসাদ—সুতরাং এখানে কেন সে যাজন হবে না? কি বল্‌ব জগন্নাথক্ষেত্রেও মহাপ্রসাদের উপর ক্রমে ক্রমে বিচার এসে পড়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা এর চেয়ে আর কি হবে? অন্যের কথা আর কি বল্‌ব। আমাদের একজন দেখিয়ে দিয়ে গেলেন মহাপ্রসাদের কিরূপ মর্য্যাদা দেওয়া উচিৎ। গঙ্গার (রামানন্দর) বাড়ীতে—(পরে রামানন্দ আমলীতলার সেবা লিখে নেন) (এখন তাদের বাড়ী সেবাশ্রমের পাশে হয়েছে) নিমন্ত্রণ হ'য়েছে কর্ত্তা যেতে যেতে আমায় ব'ল্‌ছেন এতক্ষণ এক পঙ্গত হ'য়ে গেছে—কর্ম্মকর্ত্তারা দ্বিতীয় পঙ্গতে ব্যস্ত আছেন। এই অবসরে আমাদের কুটুম্বেরা (কুকুরেরা) পঙ্গতে বসে গেছে। আমরা কুটুম্বদের সঙ্গে বসে যাব। কারুর নজরে পড়ে গেলে আরও কিছু এনে দেবে। যদি না নজরে পড়ি তবে সেই অধরামৃত পেয়ে আসা যাবে। এ সব চোখে দেখা। এখন কি হয়েছে জান? কাকে বা বেড়ালে প্রসাদে মুখ দিলে সে প্রসাদ সরিয়ে রাখা হ'ল। রামকৃষ্ণপুরের রোহিণীদাস বাবাজীমশাই পুলিনদার বাড়ীতে চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ক'র্‌বেন ২টী পয়ার ২ ঘন্টা। ২টী পয়ারের বেশী নয়, কালনার বাবাজীমশায়ের ৫০।৫৫ বৎসরের সঙ্গই তাঁর পাঠের সম্পত্তি। —যেদিন হ'তে চৈতন্যচরিতামৃত ধর্‌লেন—সেই দিন হ'তে নিঃসঙ্গ।

একদিন পাঠের পর আমায় বল্‌লেন—শ্রীরাধারমণ পদ গাও। গোপাল কুণ্ডু বায়েন, আর আমি গায়েন। এক একটি পদে আধ ঘন্টা লাগ্‌তে লাগ্‌ল। গোপাল কুণ্ডুর বাজনা নাচিয়ে তুলেছিল—গোপাল কুণ্ডুর বিশেষ গুণ ছিল যে এমন বাজাবে—গাইয়েকে জান্‌তে দেবে না যে সে বড় বায়েন। ঠিক্ গাইয়ের মনের মত বাজিয়ে যাবে। শ্রীরাধারমণ পদ বৃন্দাবনদার মুখে শোনা। বৃন্দাবনদা পাগলের পর কুসুম সরোবরে থাক্‌তেন—তখন এ সুর স্ফূর্ত্তি পায়।, যখন পাগলের পর ভাল হ'লেন তখন আমি শুনি। ওই সুরই ব'লে দিচ্ছে—চারিদিকে নিস্তব্ধ - সব ঘুমিয়েছে — এই বোলে বাবা গাইতে লাগ্‌লেন—জয় জয় রা······ধে গো······বিন্দ, জয় জয় রাধে রাধে······ রাধে। শ্রীরাধারমণ রমণীমনমোহন 'আমাদের প্রাণরাধারমণ'। খোল নেচে উঠ্‌ল। রোহিণী-দাস বাবাজী মশায়ের কথা বাবা আবার বলিতে লাগিলেন। নিয়ম সেবার মাসে মালসা ভোগ মেখে ঠাকুর.ঘরের দরজা দিয়ে এসে আমায় বল্‌তেন—'নাও বাবা ঠাকুরকে খাওয়াও একালে ঠাকুর মন্ত্রে খান না—কীর্ত্তনে খান'। কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল আর তিনি ঝুর্‌তে লাগ্‌লেন। ১০৭ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। নিজের ঘরে গিরিধারীর সেবা ছিল—কি নিষ্ঠা। প্রসাদ যা পেতেন তা বন্দনা করে মর্য্যাদা দিয়ে তখনকার মত রেখেদিতেন। বাড়ীতে গিয়ে গিরিধারীর সেবা ক'রে সেই প্রসাদের সঙ্গে একত্রে পেতেন। বাবাজীমশায়ের আদেশ ছিল "মালাধারী না

হ'লেও ব্রাহ্মণ নারায়ণের যে ভোগ দিয়েছেন—সে প্রসাদ গ্রহণ ক'র্বে।" তারপর বাবা বল্লেন বৈষ্ণবে বিশ্বাসও নেই—ঠাকুরমশাই কি দেখালেন? বৈষ্ণব ক্ষুধার্ত্ত—ঠাকুরের জন্য রান্না পারস তাকে এনে ধরে দিলেন বুদ্ধি কি—"আমি অযোগ্য আমার হাতে ঠাকুর গ্রহণ না ক'র্তে পারেন—কিন্তু এই বৈষ্ণব-স্বরূপে ঠাকুর নিশ্চয় গ্রহণ করবেন—সুতরাং আমার পরম সৌভাগ্য" এ বুদ্ধি কি বৈষ্ণবের উপর আমাদের আছে? দয়ালদা বল্লেন ঠাকুরদের জন্য রান্না পারস কি ধরে দেওয়া ঠিক্? বাবা বল্লেন তোমাদের সে বুদ্ধি নেই—যে এই বৈষ্ণবস্বরূপ থেকে ঠাকুর পৃথক্ নন্ তাইতে গোলমাল। বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখের আদেশ—যদি কেউ তোমায় বৈষ্ণব বুদ্ধি ক'রে খেতে ডাকে সেখানে যাবে না—বা নিজে বৈষ্ণব অভিমান নিয়ে কোথাও খেতে যাবে না। যদি কেউ ডাকে এস ভাই আজ এখানকার ঠাকুরের ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাওয়া যাবে তবে সেখানে যাবে। যদি একান্ত বৈষ্ণব-পঙ্গতে যেতে হয়, তবে ২/৪টি মূর্ত্তি বৈষ্ণব সঙ্গে নিয়ে যাবে—তাদের পিছে পিছে তোমরা যাবে অধরামৃত পাবে। সাপও মরবে না লাঠিও ভাঙ্গবে না। এ বুদ্ধি কি আছে? এখন সব বৈষ্ণব সজে বৈষ্ণবদের মাথায় পা তুলে দিয়ে চল্ছে। তাই কলিরাজকে মহাপ্রভু আশ্বাস দিয়েছিলেন তোমার অধিকার তুমি ১৬ আনা পাবে—কারণ যদিও আমার নাম, চরণামৃত, বিগ্রহ, প্রসাদ প্রভৃতি মৎসম্বন্ধীয় জিনিষ থাক্বে; তথাপি লোকের বিশ্বাস না থাকায় কার্য্যকরী হবে না।

চরণামৃত সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—অকালমৃত্যুহরণং আর জ্বর একটু বেশী হ'ল ডাক্তার ডাক। এতো আমরাই কর্ছি, কিসে কি হ'বে? শেষে বল্লেন তারককে আমি বল্ব মালসা ভোগের কিজন্য ব্যবস্থা হ'ল না? ও যে অমুক বাড়ীর উৎসবাদিতে যোগ দিত কিনা, সেখানে এইরূপ দেখে নকল ক'র্ছে। সকালে টহল, প্রভাতী কীর্ত্তন ও পারায়ণ পাঠের পর রাধিকা গোসাঞি গোষ্ঠ কীর্ত্তন, তারপর সখীমা শ্রীকুণ্ড-মিলন ৩টা পর্য্যন্ত গাইলেন। বাবা পূর্ব্বে ভেবেছিলেন যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব'স্বেন কিন্তু বৈকালে ঠিক কর্লেন—আরতির পরেই ব'স্বেন। সন্ধ্যারতির ওদিকে নারায়ণ পূজার আরতির ঘণ্টা বাজ্ল। বাবা আরতির প্রদীপ দেখানর কথা ব'লে দিয়ে কীর্ত্তন ধর্লেন। কীর্ত্তনে বেশ ডুবে গেলেন—তাই আরতি এসেছেন—একথা যুগলদা ব'ল্লে বাবা ধমক্ দিলেন—পরে চোখ চেয়ে আরতি গ্রহণ কর্লেন, সাড়ে তিন ঘণ্টা কীর্ত্তন হ'লেন—কীর্ত্তনে আনন্দ পেলেন—বাবা রাত্রে প্রসাদ পেতে পেতে বল্লেন "খেতেই হবে? রাত হয়ে গেছে—আজ অল্প খাব" তাই কর্লেন। বাবা প্রসাদ পাবার পর কথা উঠ্লো জানকীদা বল্ছিলেন —"সেবাশ্রমের গৌরকে নিয়ে যদি বাবাজীমশাই বৃন্দাবন পরিক্রমা কীর্ত্তন করেন, করতে পারেন" বাবা—কেউ ত বৃন্দাবন যাবার কথা বল্ছ না—বৃন্দাবন না গিয়ে আমার মন মান্বে না। সত্যদাকে বাবা বল্লেন—"বায়েন সেখানে মিলে যাবে। ১৫ সিটের কামরা রিজার্ভ পাওয়া যায় কিনা খাঁহকে জিজ্ঞাসা করে এলে হয়। পুলিনকে কিছু বল্তে হ'বে না—সে জান্লে ঢাক্

বাজিয়ে দেবে—এ অবস্থায় ঢাক্ বাজিয়ে কাজ কর্‌লে অসুবিধা হবে। মুসলমানদের দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। আমি বর্দ্ধমানে আগে যাব, সেখান হ'তে উঠ্‌ব।"

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৫৩ সাল

সকালে বাবা সখীমাকে বল্‌লেন—কাল যদি তুমি জ্বরের জন্য কীর্ত্তনে না বস্‌তে পার্‌তে তবে কি ধাক্কা লাগ্‌ত তাত বুঝ। বৃন্দাবন যাওয়া বছরে একবার, অন্য সময় গ্রীষ্ম এবং শীতের প্রাধান্য হেতু যাওয়া হ'য়ে উঠ্‌বে না। পুরীতে সকল সময় যাওয়ার সুবিধা—বৃন্দাবনে এ সময় না গেলে আবার এক বৎসর পর। সেখানে যাওয়ার মানে ত রোজগার করা। সারা বৎসরের খোরাক লাভ করা। যদি তা না হয় তাহ'লে কিরূপ ধাক্কা লাগে তা ত বুঝ। যদি দ্বাদশীর দিন বেরুন যায়? সখীমা বাহিরে কিছু আপত্তি তুলিতে পারিলেন না। এই সময় হরিবোল কুটীরের এক বাবাজী একখানি পত্র নিয়ে এলেন। পত্রের খবর—"শ্রীনন্দগ্রামে টেরিকদম্বে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ভজন কুঠিতে সখি চরণ রায় নামক ধনাঢ্য ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে গৌড়ীয়রা সংস্কার করাইয়া তন্নিম্নে একটি স্বরচিত শ্লোক পাথরে লেখাইয়া বসাইয়াছেন—শ্লোকটির শেষ লাইন—গৌড়ীয়াদিগুরোর্জ্জয়াসন জয় শ্রীরূপগোস্বামিনঃ—অন্য তিন লাইনে শ্রীরূপ-গোস্বামীর বিশ্লেষণ আছে—"শ্রীচৈতন্য—দয়া—সুধাধুলি—ধরে" ইত্যাদি। এখন বৃন্দাবনবাসী সদাচারী বৈষ্ণবেরা আপত্তি করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য রাধাশ্যাম প্রভৃতি ভগবন্নাম শ্লোকে আছে—নাম শ্রী গোস্বামীর আসনের নিম্নে রাখা ঠিক নয়। গৌড়ীয় দল (এ দলে কোন কোন বৈষ্ণব যোগ দিয়েছেন—কারণ বনমহারাজ ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে বৃন্দাবনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় করিয়ে দিবেন বলিয়া লোভ দেখায়েছেন—সেই লোভে) তাঁর মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান ঠিক বলিয়া মনে করিতেছেন না—এমন কি বনমহারাজকে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলে লয়েছেন—তিনি গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছেন। বনমহারাজকে মদনমোহনের ঘেরার পিছনের দিকে একটি বাড়ী করিবার মত জমী দেওয়ায় সেখানে বাড়ী করিতেছেন, তিনি বলেছেন……কৃষ্ণদাস এবং এক ধরিলে অদ্বৈতবাদ উপস্থিত হয়। বিশেষণরূপে ভগবৎ-নাম ব্যক্তিকেই বুঝায়, শ্রীভগবানকে বুঝায় না—সুতরাং দেবালয়ের প্রাঙ্গণে বা চিত্রপটের নিম্নে থাকা অসঙ্গত নহে।" তারা উল্টে আরও বলিয়াছেন—রাধা-কুণ্ডে জাহ্নবাজীর নীচে গিরিধারী শালগ্রাম কেন? বৈষ্ণবেরা বক্ষে হরিনামাক্ষর ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ ও সকলের চরণধূলিতে লুণ্ঠন করেন কেন? এ সব যুক্তিতে সম্প্রতি শ্রীরাধা-দামোদরে শ্রীরূপ-গোস্বামীর সমাজের সম্মুখের গ্রন্থমন্দিরটির সংস্কার করিয়া তদ্রূপভাবে আসন করিয়া এবং আসনের নিম্নে দুইটী গোস্বামীদের শ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন—এ নিয়ে এখন বৃন্দাবনে একটী আন্দোলন চলিতেছে। সখীমা বল্‌লেন—আমাদের শ্রীগুরুদেব স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছেন—কপালে নামাক্ষর ছাপ্‌বে না—কারণ তা নিয়ে অন্য কাউকে দণ্ডবৎ কর্‌তে পার্‌বে না। শ্রীমন্দিরের

প্রাঙ্গণেও ভক্তদের নাম দেওয়া তিনি গ্রাহ্য করেন নি—যদি বলেন 'আজ্ঞে আমি অধম আমার উপর ভক্ত-পদরেণু পড়্‌বে এত আমার পরম সৌভাগ্য।' তার উত্তরে বল্‌তেন—তোমার নাম ত অধম দাস নয়।

বাবাজী মশায়—ঠাকুর-ঘরে আর সঙ্গের চিত্রপটকে তুলো না আমরা কয়দিন মাত্র আছি।

২১শে কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

নাদের নিমাই'র বিশ্বরঞ্জনদার টায়ফয়েড্ হয়েছে, সত্যদা কাল খবর এনেছেন। বাবা এ সংবাদ পেয়ে খুব দুঃখিত হলেন। গত রাত্রেই সখীমাকে এ খবর জানান হ'লে তিনি বল্‌লেন—'কাল কর্ত্তাকে স্নানের পর জানিও।' বাবা গতরাত্রে প্রসাদ পাবার পর বিশ্বরঞ্জনদার হ'য়ে মাতুলীর জল খেতে গেলেন কিন্তু কোন মতে বাম নাকে নিশ্বাস বইলো না, কাজেই হ'ল না। তখন দাদামশায়ের চরণামৃত আনিয়ে বিশ্বরঞ্জনদার হ'য়ে পেলেন, বল্‌লেন, নদের নিমাই'র গত উৎসব হ'তে ওদের মধ্যে গোলমাল লেগেছে, ভক্তি-পথে চলা বড় মুস্‌কিল। আজ সকালে নন্দদাকে দিয়ে মা জানালেন 'কর্ত্তাকে কি জানান হয়েছে, স্নানের পর জানাবার কথা।'

বাবা—কেন অন্য সময় কি জানান হয় না? স্নানের পর বুঝি মাথা ঠাণ্ডা থাকে, চল ব'লে সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে দণ্ডবৎ ক'রে চলে এলেন। খাঁদুদাকে টেলিগ্রাম করা হল—বিশ্বরঞ্জনদার খবরের জন্য।

আজ গোবিন্দদার বাড়ীতে কীর্ত্তনে বসবার জন্য সখীমা যুগলদা প্রভৃতিকে দিয়ে বলালেন। বাবা বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—সেই সেদিন হ'তে কি যে আরম্ভ হ'য়েছে; যেন ক্ষেউ লেগেছে, আমার কীর্ত্তনের সময় আমি বল্‌তে পার্‌বো না। যখন ঠাকুর করাবেন তখন হবে, ছেলেরা সেখানে প্রসাদ পেতে গিয়ে 'জয় জয় নিত্যানন্দ' ক'রে প্রসাদ পাবে।

যুগলদা—দিদির একান্ত ইচ্ছা যে আপনি একটু বসেন।

বাবা—নেবু বেশী কচ্‌লালে তেঁত হয়। আমায় কি তোমাদের কথামত চল্‌তে হবে? দিদির করুণার প্রাণ। তিনি গলে গেছেন। আমার সব বুঝ্‌তে বাকি নাই। ওর মধ্যে অভিসন্ধি আছে। আমার কীর্ত্তন না হলে যারা বাড়ী কর্‌বার জন্য পয়সা দিতে চেয়েছে, তারা পয়সা দেবে না। সব ফন্দিবাজ। এ সব কারণে কোথাও বেশী দিন থাকৃতে চাহি না। থাকলেই এ সব হাঙ্গামায় পড়্‌তে হয়। আগে উৎসবের সময় আস্‌তাম, উৎসবের আনন্দেই কেটে যেত। কোন ধামবাসীর উপর বিচার আস্‌তে পার্‌ত না। এ বিচার আসার জন্য প্রথমে ঠকেছি। প্রভুর সঙ্গীদের ব্যবহারে বিচার এল। সেই হ'তে প্রভুর উপরও বিচার এল—"কিছু ইঙ্গিত প্রভু না কর্‌লে কি এরা এরূপ কর্‌ছে ইত্যাদি।" এই বিচার হ'তে সঙ্গ ছাড়া হ'লাম। সেই হ'তে সদাই ভয়! বাবাজী মশায়ের সঙ্গে থাকৃতে থাকৃতে যখনই

তাঁর কোন সঙ্গীর উপর কটাক্ষ আস্‌তে লাগ্‌ল, তখনই কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হ'লে মনে মনে বিদায়ের দণ্ডবৎ সেরে নিতাম, তারপর সুবিধামত সরে পড়্‌তাম, লোক্‌সানের জন্য থেকে কি লাভ ?

২২শে কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

আজ শ্রীঅক্রূর তীর্থের প্রসঙ্গের দিন। বাবা পূর্ব্বে ঠিক করে ছিলেন—হরিবোল আশ্রমে ঐ কীর্ত্তন হবে। গতকল্য বল্‌লেন—বাইরে কোথাও যেতে মন টান্‌ছে না, এখানে হোক না কেন, সে ত স্মরণে ভোগ কর্‌তে হবে। তা এখানে কর্‌তে আর অসুবিধা কি ? সমাজের সামনে না হয় করা যাবে।

আজ শ্রীনাট মন্দিরে কীর্ত্তন কর্‌লেন। প্রায় তিন ঘণ্টা কীর্ত্তন কর্‌লেন এবং খুব আনন্দ পেলেন। কীর্ত্তনের পর কয়েকজন দাদা এলেন। উদ্ধবদা না আসায় বাবা বল্‌লেন—কি দরকার, কীর্ত্তন নিজে কর্‌তে শিখেছে—কটকে কীর্ত্তন ক'রে বাহবা পাবে'।

আজ দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর বাবা কথা প্রসঙ্গে বল্‌লেন—এই ডান পায়ে যে দাগ আছে এ ছোট বেলার কথা। আমাদের এক ছোট ছেলে চাকর থাক্‌ত, টিকে ধরাত। এক বিছানায় শুয়ে আছি, সেই টিকে লেগে আমার এই দাগ। বাম পায়ে দাগ হলো বৃন্দাবনে বানর কামড়ানো। এ রকম দাগ অনেক আছে। এই দাগওয়ালা পায়ে তোমাদের কত দণ্ডবৎ পড়্‌ছে, যদি বেদাগ হ'ত তাহলে ত মহাপুরুষ খাড়া ক'রে ফেল্‌তে। তারপর বাবা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—আমি দাগী চোর।

কে একজন মাসিক ১৫'০০ (পনের টাকা) এবং নিজেদের ঠাকুর পাঠবাড়ীতে দিতে চাইছে শুনে বাবা বল্‌লেন—ওরকম ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক নয়। স্বতন্ত্র ভোগ তোমরা লাগাতে পার্‌বে না। তুলসী পড়্‌বে কিনা পড়্‌বে ঠিক নাই. অথচ টাকা নিয়ে ব্যবসায়ীর মত বৃত্তি ভাল নয়।

ঘোষালদা এক চিঠিতে লিখেছেন—এড়েদহে আমরা ৮।৯ জন নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে শুক্লাঅষ্টমীতে দাস গদাধরের তিথি পূজা হল।

শ্রীল বাবাজী মশাই নাকি এরূপ করিয়ে গিয়েছেন। রাত্রে বাবাকে জিজ্ঞাসা করায় বাবা বল্‌লেন—সে প্রায় ৩০ বৎসরেরও আগে হবে, পুরী হ'তে আমাদের আসা হ'ল। দাস গদাধরের পাট বলে তেমন পরিচয়ই ছিল না। আমার তখন ঠিক জানা ছিল না। আমিই শুক্লাঅষ্টমীতে আরম্ভ করে দিই। সেই হ'তে চলে আস্‌ছে। একবার আমায় গিয়ে পাল্টে দিতে হবে। কাটোয়ার তিথি পূজা হ'তে আমার ভুল ধরা পড়ে। কখনও গিয়েছিলে ?

আমি (লেখক) হাঁ। এবার পানিহাটীতে যাওয়ার সময়ে এড়েদহে নামা হ'য়েছিল। সেখানে সমাধি স্থান না দাম লীলার স্থান আছে ?

বাবা—দান লীলা ত রাস্তায়, ওটি জন্মস্থান। আমি—ওখানে মা জাহ্নবার সেবা আছে কেন? বাবা—দাস গদাধর নিত্যানন্দ-পরিবারের, তাই মা জাহ্নবার সেবা।

২৩শে কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

রসিকশেখর স্বরূপ নিতাই,
পরমকরুণ স্বরূপ শ্রীগুরুনিতাই।

গতকল্য রাত্রে পাঠে শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামী রায় রামানন্দের মূর্চ্ছা প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রেমের জন্য পিপাসা থাকা স্বাভাবিক। যে বস্তু যে উপাদানে গঠিত তাহা সেই উপাদানের জন্য লোলুপ। রুধির পানোন্মত্তা ছিন্নমস্তার রক্তপিপাসা মিটাবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ হল, নিজের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া সেই রক্ত পান কারণ, অত বেশী পিপাসা মিটানো অন্য উপায়ে সম্ভব নয়, সব অসুরকুল শেষ হয়ে গেছে। এখানেও তেমনি গৌরের—অভিন্ন-স্বরূপের প্রকাশ হ'তে হ'ল—গৌরের পিপাসা মেটাবার জন্য নিতাই রস দেওয়া কাজে ব্যস্ত—আনুসঙ্গে নাম-প্রেম প্রচার হচ্ছে।

"রসরত্নখনি" কথাটি ব্যাখ্যা করলেন—বাবার শ্রীমুখের আখর সব প্রমাণ করে করে বিচার করতে লাগলেন। পাঠের পর নন্দবাবু বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—নিতাই স্বরূপে যদি রস-দান ছাড়া অন্য কোন লালসা থাকা সম্ভব না হয় তবে বহিরঙ্গ জীবের কিরূপে উদ্ধার সম্ভবে?

বাবা বললেন,—রসিকশেখর স্বরূপ হ'লেন নিতাই—আর পরম করুণ স্বরূপ হলেন শ্রীগুরু-নিতাই।

প্রসঙ্গতেই ভোগ ঠিক মত হয়—আজ সকালে সখীমা এসে বসলে, বাবা বললেন—গৌরাঙ্গ দাস এ সময়ে এখানে থাকলে এ সব পাঠের কথা শুনলে খুব আনন্দ পেতো। সখীমা—হাঁ, প্রসঙ্গতেই তো ভোগ ঠিক মত হয়। বিলাসাদির সময় ভোগ ঠিক মত হয় না। তারপর যখন মনে মনে সেই সেই কথা আলোচনা করতে করতে চোখ আস্তে আস্তে বুজে আসে সেই যে চর্ব্বিতচর্ব্বণ বা রসোদ্গার—তাহাই ঠিক মত ভোগ। "নিরন্তর কুঞ্জক্রীড়া যাহার চরিত।" কুঞ্জ-ক্রীড়া কি সব সময় হোত? তা নয়, ঐ জাতীয় রসোদ্গার সেও কুঞ্জক্রীড়ার মধ্যে ধরা হয়েছে।

স্মরণে লীলাআস্বাদনের প্রকট প্রমাণ ঃ

তারপর সখীমা বললেন—সম্বন্ধ তো দেহের নিয়ে নয়, প্রসঙ্গ নিয়ে সম্বন্ধ। একদিন মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বললেন—"আমি সূর্য্যকুণ্ডের বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, কে বাবা? আমি···অমুক। তখন বলছেন, কই বাবা, তোমাকে তো রাধারাণীর সঙ্গে সূর্য্যকুণ্ডে আসতে দেখি না। বাস্তবিকই আমি স্মরণে শ্রীরাধাকুণ্ড

লীলায় যাই, সূর্য্যকুণ্ডে যাই না"। এ কথা হ'তে দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের সম্বন্ধ রাধারাণীকে নিয়ে, রাধারাণীর কেও হও তো আমার সঙ্গে পরিচয়, নইলে নয়। প্রসঙ্গ ছেড়ে থাকা সম্বন্ধের সঙ্গে তো মেলে না।

প্রতিষ্ঠার লোভ :—বাবা—তারা এখন নিজেরা গাইতে শিখেছে, আমার সঙ্গে গাইলে তো বাহবা তেমন মিল্‌বে না। মা—হাঁ দেখছিও তাই, এক একজনের এক এক এলাকায় প্রতিপত্তি। যাক আর সকাল বেলায় বোষ্টম বন্দনা কর্‌বো না, বলে সখীমা উঠে গেলেন।

বাবার কীর্ত্তনানন্দ :—বৈকালে বাবা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—দাদামশাইয়ের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে আরম্ভ ক'রে 'সমাজ মন্দির' 'ঠাকুর মন্দির' পরিক্রমা ক'রে ক'রে কীর্ত্তন কর্‌তে লাগ্‌লেন, মাঝে মাঝে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌লেন, সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাবা নাটমন্দিরে উঠ্‌লেন—যুগলের সামনে দাঁড়ালেন কীর্ত্তনও কর্‌ছেন, আরতি দর্শন চল্‌ছে, তারপর মহাপ্রভুর ঘরের সামনে পরে বুড়ো কর্ত্তার ঘরের সামনে, পরে দাদুর ঘরের সামনে কীর্ত্তন কর্‌তে লাগ্‌লেন—সেখানে আরতির পরেও খানিকক্ষণ কীর্ত্তন ক'রে দুই বাহু তুলে খানিকক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য ক'রে কীর্ত্তন সমাপ্ত কর্‌লেন। কীর্ত্তনের পর গৌরগোপাল প্রভু এলেন—বাবা তাঁর সঙ্গে নিজের ঘরের বারান্দায় প্রসঙ্গ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

ভক্তের অনুভব :—বাবা 'শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা কীর্ত্তনের' সম্বন্ধে বল্‌লেন—এ পদটি স্বরূপ দাসের সাজানো। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের যদুনন্দন ঠাকুরের অনুবাদ অবলম্বন ক'রে এর উৎপত্তি। আমলী-তলাতে শ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ আছেন। স্বরূপ দাস আমায় বল্‌লো—লীলার সঙ্গে এর (স্থাপনের বৈশিষ্ট) তো মিল থাকা চাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে যে আমলীতলাকে মহাপ্রভুর বিশ্রাম। যাঁকে খুঁজছিলেন তাঁকে না পেলে কিরূপে বিশ্রাম হয়? তাই পদে লেখা হয়েছে আমলীতলাতে নিতাই ব্যক্ত হলেন।" তারপর রসের কথা বল্‌লেন—

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে নাগরীর নাগরালী :—এ হ'তে গৌর-স্বরূপে নাগরালীর কথা উঠ্‌লো—পাঠান্তরে আছে—'গৌরাঙ্গ নাগর বই স্তব নাহি বলে।' তা ছাড়া যত সব মহাপ্রভুর সাময়িক পদ রচয়িতার রচনায় নাগরেন্দ্র প্রভৃতি শব্দ মহাপ্রভুতে আছে—তাঁরা কি সকলে ভ্রম যুক্ত ছিলেন?

রসবস্তুর স্বভাব :—রসবস্তুর স্বভাবই এই যে সে এক জায়গায় থেমে থাক্‌তে পারে না। জগন্নাথের গৌর-পরিকরত্বে লোভ, গৌরের হরিদাস ঠাকুর হওয়ার লোভ প্রভৃতি কীর্ত্তনের কথা তুল্‌লেন।

শ্রীখণ্ডের কীর্ত্তন :—শ্রীখণ্ডের কীর্ত্তনের কথা উঠ্‌লে বাবা বল্‌লেন—সেখানে মাটির এমনি গুণ যে কথা ঠেলে বেরিয়ে আসে। সেখানে ছাটতলা ব'লে এক স্থান আছে—সেখানে আমাদের আখর আসে, "রসের গোরা পেতেছে বিপনি—আয়লো শ্রীখণ্ডরমণী—করবি রসের বিকিকিনি—লয়ে আয় যৌবন ডালিখানি" ইত্যাদি। তারপর আখর আসে—"আয় দেখ্‌বি তোরা নয়ন মেলে—বিলাস কোলে বিলাসী খেলে" ইত্যাদি।

জগতের পরিস্থিতি :—তারপর জগতের পরিস্থিতির কথা উঠ্‌লো—গৌরগোপাল প্রভু বল্‌লেন জাগতিক পরিস্থিতি যেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে প্রভু দেখ্‌লেন যে সুদর্শনের সাহায্য ছাড়া কাজ করা অসম্ভব। দিদি (সখীমা) কাল একথা যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছিলেন। বাস্তবিক হিন্দুয়ানী সব নষ্ট হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে।

বাংলায় আমায় (গৌর) ক'জন চায়? বিজয়কৃষ্ণগোস্বামী বৃন্দাবনে গৌরের দর্শন পেয়ে নাকি বৃন্দাবনে হত্তে দিয়ে পড়েন—এ স্বরূপকে বাংলায় নিয়ে যাবো—তার উত্তরে প্রভু বল্‌লেন—"বিজয় হঠতা ক'রো না। বাংলায় আমায় ক'জন চায়?"

বাবা—আমাদের বাবাজী মহাশয়ও পাগলের সময় একথা বলেছিলেন। এক মাসের উপর উলঙ্গ অবস্থায় থাকার পর কাপড় পরেছেন।

আজকাল মেকীর আদর :—একটি পাগলের হাভভাবকারী লোক এসেছে—কর্ত্তা তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন—"তুই পাগল? ঠিক পাগলতো—কাপড় খুলে ফেলতো।" সে তখন কিন্তু কিন্তু কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন কর্ত্তা বল্লেন—"পাগল দেখ্‌বি? ব'লে নিজের কাপড় খুলে নাচ্‌তে লাগ্‌লেন" সেই সাজা পাগল চলেগেল। কর্ত্তা বলেছেন—আজকাল এই মেকীরই আদর চলেছে, 'নাম' 'প্রেম' কেউ চায় না। লোক চায় রোগ সারানো ইত্যাদি।

মুসলমান গৌরভক্ত :—তাইতে মুসলমানদের মারফতে এই দণ্ড। মুসলমানদের মধ্যে প্রেরণা এলেতো তারা কাজ কর্‌তে পার্‌বে। মুসলমানদের মধ্যে কত গৌর ভক্ত আছেন—গুটিতে যেতাম, একজন মুসলমান ভক্ত একপাশে বসে কীর্ত্তন শুন্‌তেন। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাটে গিয়েছি—কীর্ত্তনের পর একজন আমার সঙ্গে পিছনে আস্‌ছে, মুখ চেনা চেনা। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—উত্তর হোল গুটিতে দেখা। তখন বেশ পরিবর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লো—সাধুবেশে থাকুলে, তিলক মালা পর্‌লে সমাজের বড়ই অত্যাচার সইতে হয়—তাই বাইরে বেশ না বদ্‌লে ভিতরে ভিতরে কাজ করি। এরূপ কত আছেন। এইতো সম্প্রতি (চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে) চাঁদপুরে মুসলমানরা গৌরাঙ্গলীলা অভিনয় করেছিলেন।

২৬শে-কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

সখীমা সকালে এসে নিমাই-ঠাকুরকে শ্রীখণ্ডের উৎসবে কত কি লাগে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লেন। বাবা আমায় বল্‌লেন—কই এ সব কথা নোট কর্‌ছিস না যে?

সখীমা—কি কীর্ত্তন লেখা ? সেও ভাল।

বাবা—না, যা সব কথা হবে সব লিখ্‌বে। তারপর আমায় বল্‌লেন, 'যা কীর্ত্তনে যা', গেলাম। পাঠের পর বাবা এসে ভেকের সম্বন্ধে বল্‌তে লাগ্‌লেন—

স্বরূপ দামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌লেন। এখানে গৌর গোপাল প্রভু ভেকের উদ্দেশ্য কি তা বলেছেন। বাবাও সেই কথা বুঝিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবদের দণ্ডবৎ আদি কর্‌বার পথে যে ব্রাহ্মণত্ব বাধা ছিল তা এড়াবার জন্য এ বেশের গ্রহণ, এখন হয়েছে উল্‌টো, অভিমান এসে পড়ে

বাবা নিজ হাতে কাউকে ডোর কৌপীন পরিয়ে দেন নাই একথা বল্‌লেন—(প্রসাদি ডোর কৌপীন দেখিয়ে ইঙ্গিত মাত্র করেছেন ভেকের মন্ত্র দেওয়া নয়)।

প্রসঙ্গে বাবা বল্‌লেন—ভক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী। একদিন শ্রীরাধরাণী খুব কাঁদ্‌ছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বল লেন—"কেন মিছামিছি লোকে বলে যে আমি শ্যামসুন্দরকে ভালবাসি।" এই অভাব বোধ পূর্ণতার স্বভাব। মহতের কৃপায় যাহার মধ্যে ভক্তির আসন হয়েছে তিনিই দৈন্যের আধার হবেন। এই দৈন্যবশে বৈষ্ণবদের চরণামৃত অধরামৃত পাবার লোভ জাগা স্বাভাবিক। এখন সমাজ বল্‌বে তুমি ব্রাহ্মণ, যারতার উচ্ছিষ্ট নিতে পার্‌বে না। সমাজের এই শাসন এড়াবার জন্য 'ভেকাশ্রয়'। যিনি এই লোভে ভেকাশ্রয় করেছেন সাধু-গুরু কৃপায় তাঁর ভক্তি এবং দৈন্য ক্রমবৃদ্ধি লাভ কর্‌বে।

২৭শে কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল

নিজে অযোগ্য বোধ ক'রেও সঙ্গে মেলামেশা কর্‌তে স্পর্দ্ধা পাবে না। নিজের মনের মধ্যে একটি ভাবধারা চল্‌বে। ভেকের বেশ হ'ল গোপী-ভাবাশ্রয়ের লক্ষণ। এমন গোপীভাব পেয়ে বেশ প'র্‌বো বল্লে পরা হয় না বেশ প'রে ভাবের জন্য সাধন চল্‌তে থাক্‌বে। প্রেমদাদা ঝাঁজপিটা মঠে পাঠ ক'র্‌ছিলেন, পাঠে বলেছেন—তৃণাদপি হয়ে নাম কর্‌তে হবে। একজনা এসে বাবাজী মশাইকে একথা বলায় তিনি প্রেমদাদাকে ডেকে বল্‌লেন—নাম কর্‌তে কর্‌তে তৃণাদপি আস্‌বে। এখানেও সেইরূপ। এখন গোপীভাব লাভের জন্য কিরূপ সাবধানে চল্‌বে ? পুরুষ অভিমানীর সঙ্গে সংশ্রব রাখ্‌বে না। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। এখানে কেউ কেউ গা বাঁচাবার জন্য সিদ্ধান্ত করে যে—স্ত্রৈণপুরুষের সঙ্গ ত্যাগের কথাই তাৎপর্য্য, গৃহস্থাশ্রমী সংযমী পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এ ঠিক নয়। যিনি নিজে গোপী হবার চেষ্টায় নিযুক্ত তার নিকট 'দারা' শব্দ কেন—পুরুষাভিমানের কোন কথা সেখানে পৌছালে তার ভাবের বাধা পড়্‌বে। এইরূপে সাবধানে থেকে সাধক কি চিন্তা করে ? ঠাকুর মশাই বলেছেন—

প্রথমা সুন্দরী নারী, তারে নিরীক্ষণ করি,
সেইরূপে আপনারে দেখে।'

প্রথমা সুন্দরী নারী—গুরুদত্ত সিদ্ধ স্বরূপের রূপ, বয়স, রঙ, গঠন প্রভৃতি নিরন্তর স্মরণ কর্‌তে থাক্‌বে। এ চিন্তায় আবার অনেক ক্রম আছে—দর্শন চিন্তা, চিত্র চিন্তা। যে অষ্ট প্রাধানা সখীর মধ্যে শ্রীগুরুদেব অন্তর্গত সেই সখীর চিত্র অঙ্কন ক'রে সামনে রেখে নিরন্তর চিন্তা। এইরূপে চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে ভাবাশ্রয় লাভ হ'তে পারে। এ বড় কঠিন। ব্রজবালা পরিক্রমার সময় আমায় বলেছিলেন। "রামদাস! পুরুষ নিজেকে প্রকৃতি ভেবে প্রকৃতি হবে, একি সহজে সম্ভব? হবে না। সাক্ষাৎ আরোপ কর ব'লে, এক স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।" তারপর বাবা কিশোরীদির কথা তুল্‌লেন।

শান্তিপুরের দৌহিত্র বংশ, নাম অক্ষয়—অদ্বৈত ব'লে আমাদের মধ্যে নাম ছিল। বৃন্দাবনে গোবিন্দদা ও উনি গেলেন। সেখানে শ্রীজীর মন্দিরের সামনে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে কৃপা পান। পাগল হওয়ার পর যখন পুরীতে ফেরা হয় তখন এলেন। অষ্টকালীন যুগল-সেবা তারই স্ফূর্ত্তি। মুখের লাবণ্য দেখেছি, ঠিক ফুটন্ত গোলাপ। ঠাকুর ঘর আর নিজের গ্রন্থ ছাড়া কারো সঙ্গে কথাই ছিল না। প্রাপ্তিও কি সুন্দর রাধাষ্টমীর দিনে। দিদির যে রাধাষ্টমীর দিনে এত আবেশ তার এও একটি কারণ।

প্রশ্ন—বিবাহিতা স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ যখন বিধি হ'ল তখন গৌর-পরিকরদেরও চিন্তা অবিধির মধ্যে পড়্‌ল—কারণ তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ গৃহস্থ। তাদের পুত্রাদি জন্মেছে।

বাবা—ভগবৎ-পরিকরদের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে প্রাকৃত চক্ষে জন্মাদি প্রাকৃতবৎ দেখালেও তা নয়। বাবা শেষে বল্‌লেন—গোপীভাবাশ্রয় বড় শক্ত। কৃপা ছাড়া হয় না। এইত কয়জন দেখাদেখি সখীবেশ নিল, টিক্‌ল কৈ? আমি ভেকের পক্ষপাতী মোটেই নই।

প্রসাদ পাওয়ার পর নন্দবাবু প্রশ্ন তুলিলেন—কাল পাঠে যা শুন্‌লাম গোবিন্দদাস ঈশ্বর-পুরীর এককালীন সেবক ব'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ সেবায় তাঁকে না নিবার যে হিসাব, সেই অনুসারে আমরা ত অনেক অপরাধ কর্‌ছি।

বাবা—কথা ঠিক। একবার বাবাজী মহাশয় মাড়োয়াড়ীদের সত্যনারায়ণ ধর্ম্মশালায় উঠেছেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে অনেক ক'রে বলার পর একবার পুলিনদার বাড়ী পদার্পণ কর্‌তে রাজী হলেন। যোগেন মিত্র মহাশয়ের ঘোড়ার গাড়ীতে উঠ্‌লেন। এতে বোধহয় যোগেন মিত্র মহাশয়ের কিছু অভিমান এসে থাক্‌বে, তিনি এসে বল্‌লেন—এসব ভেজাল (সঙ্গের শিষ্যরা) পুরীতে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি দিন-কতক কলকাতায় থাকুন। এই কথার পরেই বাবাজী মহাশয় কোন একছলা ক'রে যোগেনবাবুর গাড়ী হ'তে নেমে পড়্‌লেন, এবং অন্য গাড়ীতে পুলিনদার বাড়ীতে গেলেন। সেখানে বৈঠকখানা ঘরে পুলিনদা যোগেনবাবুকে সময়-মত একথা শুনিয়ে দিলেন—"আমরা সংসারের জ্বালায় সারাদিন জ্বলে পুড়ে দিনান্তে একবার বাবাজী মহাশয়ের স্মরণ করি কিনা সন্দেহ। আমরা হ'লাম তার নিজজন, আর যাঁরা নিয়তই তাঁর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে আছেন

তাঁর দর্শন স্পর্শন, চরণামৃত সেবনাদি ক'র্ছেন তাঁরা হ'ল ভেজাল! এরূপ কথা আপনার মুখ দিয়ে কি ক'রে বের হ'ল?" যোগেনবাবু বুড়ো চুপ।

বাস্তবিকই ভগদ্দাসের পরিকরদের উপর যেমন বিচার চলে না, তারা যাই করুক না কেন তাদিগকে ত প্রভু সঙ্গে রেখেছেন। শ্রীজগন্নাথের সেবকের উপর বিচার ক'রে পুণ্ডরীক কিরূপ চড় খেয়েছিলেন!

সেইরূপ শ্রীগুরু-সেবকের উপর বিচার চলে না। তারা যাই করুক না কেন তা'দিগকে ত প্রভু সঙ্গে রেখেছেন, এ সৌভাগ্য কি কম? সংসারের কোন প্রকার তাপ তা'দিগকে স্পর্শ কর্তে পারে না। এ হিসাবে ত তারা এক প্রকার মুক্ত। একথা মনে রাখ্তে পার্লে অপরাধের হাত হ'তে বাঁচা যায়। তবে সঙ্গে দু'দশদিন থাক্লে পর দৃষ্টি রাখা বড় কঠিন। অপরাধ ত লেগেই আছে। এই যে নবদ্বীপ ধামে আছি, ধামের কি মর্য্যাদা রাখ্তে পারি? এ মর্য্যাদা দেখালেক একজন—গৌরকিশোর দাস বাবাজী; কেউ তা নিতে পার্ল না।

২৯শে কার্ত্তিক ১৩৫৩ সাল শ্রীধাম নবদ্বীপ সমাজবাড়ী

আজ সকালে নন্দবাবু বলিলেন—নিমাই ঠাকুরের নিকট গৌরগোপাল প্রভুর পাঠ ঠিক ভাল লাগ্ছে না। বাবা—'শ্রীখণ্ডের যে অন্য জাতীয় ভোগের কথা'—এঁরা কিন্তু গৌরকে নিষ্ক্রিয় রসের মূর্ত্তি ক'রে রেখে দিয়েছেন, আর এগুতে চান না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গৌর হ'লেন তাঁদের গৌর। "সর্ব্বভাব হইতে গোরার রাধা ভাব সার" এই কথাই ধরে রেখেছেন। কিন্তু যেখানে শ্রীগীতার শেষ—সেখানে শ্রীমদ্ ভাগবতের আরম্ভ—শ্রীমদ্ ভাগবতের শেষ যেখানে সেখানে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আরম্ভ। আবার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পরেও আছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার গৌরের স্বরূপ বর্ণনা পর্য্যন্ত বলেছেন—তারলীলা খোলা কি নাই?......বলেছিলেন, যাঁকে দেখে পুরুষাভিমানীরা—প্রকৃতি ভাবাপন্ন হয়, তাঁকে না দেখ্বার জন্য কি মেয়েরা চোখ বেঁধে থাক্বে? আর পুরুষাভিমানীদের যে প্রকৃতি ভাব এল—সে ভাব কি তাঁরা গাঁটেতে গুঁজে রাখ্বে? যিনি সেভাব জাগিয়েছেন তিনি কি সেভাব পূরণ কর্বেন না?

শ্রীখণ্ডের গৌর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পরের গৌর। গৌরের স্বতন্ত্র লীলা আছে—সে লীলার অনুকূল পরিকরও আছে।

শরৎ এক সময়ে বড়ডাঙ্গায় সাতদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে। সেই সময়ে তার মুখ দিয়ে শ্রীখণ্ডের রহস্য প্রকাশ পায়—বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী মহাশয় তাহা লিখে নেন? "রসরাজ গৌরাঙ্গ স্বভাব" গ্রন্থে তা লেখা আছে। বড়ডাঙ্গা হলো নরহরির কুঞ্জ। সব যূথলীলা পৃথক্ পৃথক্ বল্লে তোমরা ধর্তে পার্বে কিনা জানি না, শ্রীখণ্ডের উৎসব যে ঠিক ঠিকানায় হয় তার প্রমাণ দু-তুবার পেয়েছি, ঠিক সেই জায়গায় প্রসাদ পেয়েছি।

জিতেন প্রভুও বলেন—মাধুর্য্য পক্ষ শ্রীকৃষ্ণের আছে, আর গৌরের থাক্বে না কেন?

শ্রীখণ্ডে বসন্তদা, নবদ্বীপদা ওই নিয়ে পড়ে থাকে। ওদের মুখে ও-কথা ছাড়া পাবে না। নিমাই ঠাকুরের কথা এই যে, গৌরকে আস্বাদ তত্ত্বে ফেলে রাখ্‌লে কেন? গৌরের কি লীলা নাই? গৌর কি আস্বাদ্য-তত্ত্ব নয়? কথা খাঁটি। তবে এসব কথা পাঠে বল্‌বার নয়। গৌরগোপাল আসর বুঝে পাঠ করে, ওরও হার্দ্দ অন্য জিনিষ। এক সময়ে ওর সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কইলে বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখানে মুখ তাকিয়ে পাঠ ক'রে চ'লে যায়। ওই যে পাঠে কাল বল্‌ল—নিতাই নীলাচলে যাবার সময়ে আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন—পাঠে কিছু খুলে বল্ল না—অন্য সময়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে শ্রীখণ্ডের কথাই পাবে। শ্রীগ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে—খণ্ডের সম্প্রদায় করে স্বতন্ত্র কীর্ত্তন—সুতরাং খণ্ডবাসীদের সঙ্গে এদের মিল্‌বে কেন?

দুপুর বেলা বাবা প্রসঙ্গক্রমে বল্‌লেন—কথার মধ্যে কত জিনিষ আছে। চৈতন্য কৃষ্ণালয়ে প্রবেশ কর্‌লেন। স্বয়ং ভগবানই কৃষ্ণ—আর কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—এর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সেই কৃষ্ণই চৈতন্য বল্‌লে চৈতন্যকে ছোট করা হয়—চৈতন্যই কৃষ্ণ অদ্বৈত প্রভু দেখ্‌লেন যে শ্রীচৈতন্যের মধ্য হ'তেই শ্রীশ্যামসুন্দররূপ বাহির হ'লেন—আবার শ্রীচৈতন্যের মধ্যে ঢুক্‌লেন! শ্রীচৈতন্যের মধ্যে সব আছে।

১লা অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল শ্রীধাম নবদ্বীপ সমাজবাড়ী

ঠাকুরের কাজে টাকার অভাব হয় না:—এ প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন—রথের সময় আমরা তখন আউলিয়া মঠে থাকি। ঝাঁজপিটা মঠে তখনও গোলমাল। ৩২১ সাল, সেবার বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা। সতীশ আঢ্যের ভাই শরৎ আঢ্য পাদপদ্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০ একশত টাকা দিয়েছিল। আউলিয়া মঠে প্রসাদ পেতে পেতে বল্‌ল—এবার বৃন্দাবনে 'কুম্ভে' যাবার খরচার ভার আমার কিন্তু সে শান্তিপুরে কার বিবাহ দিতে গিয়ে হার্ট ফেল কর্‌লো। বৃন্দাবনে কুম্ভে যেতে প্রায় ২০০০ দুই হাজার টাকা দরকার। কারও কাছে চাওয়া হবে না মনে মনে ঠিক কর্‌লাম। কাজেই না যাওয়াই একরকম ঠিক্ হ'ল। মতিলাল সাহা তখন এপথে এসেছে। তার বাড়ীতে নাম হওয়ার পর সে ২০০ দু'শ টাকা বৃন্দাবন যাবার নাম ক'রে দিল। মেঘলাল বল্‌ল—"বোধহয় ঠাকুরের এরূপ ইচ্ছা।" বাস্তবিক ক্রমে ক্রমে এক একখানা ও দু'খানা ক'রে টিকিটের টাকা দিতে দিতে সব টিকিট হয়ে গেল। উপরন্তু কিছু টাকা হাতে রয়ে গেল। আমরা প্রায় ১০০ (একশত) মূর্ত্তি বৃন্দাবনে গেলাম। বৃন্দাবনে গিয়ে পানিঘাটে রাধারমণ গোঁসাঞিদের তাম্বুতে রইলাম। সেখানে অষ্টপ্রহর ক'রে সহরে ফির্‌ছি, গোপেন মিত্র মহাশয় বল্‌লেন—এত লোক সঙ্গে এসেছেন একমাস থাকা হবে খরচ ত হবে। একবার কাশিম-বাজারের মহারাজাকে বল্‌লে হয় না? কথাটা আমার ভাল লাগ্‌ল না। আমি বল্‌লাম—তোমরা বলে দেখ্‌তে পার।

আমরা সহরে গিয়ে পাটনা বাড়ীতে উঠ্‌লাম। সকালে প্রত্যেক দিন নাম নিয়ে ছেলেরা

ভিক্ষায় বেরোয়। নামে সে কি আনন্দ। প্রতিদিন প্রায় ২৫'০০ / ৫০'০০ টাকা ভিক্ষা উঠ্‌তে লাগ্‌ল। রাধারমণের রাধাচরণ গোসাঞি বল্লেন - ভিক্ষা করেন কেন? দিল্লীওয়ালার সদাব্রতের ভার আমার হাতে, তুমি শতজনের মত সিধা পাইবে।" আমি বল্লাম— ভিক্ষা আমাদের বৃত্তি ও ছাড়া হবে না, আপনারা যা দেবেন তা ভিক্ষা হিসাবে নিতে পারি", মধুসূদন গোস্বামী সা-জীর মন্দিরের বৌমাকে ব'লে কত বস্তা আটা এবং ভাল ঘি পাঠালেন, দরকারই হ'ল না—প'ড়ে রইলো। অতুল প্রভুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়েছে সেখানে কাশিম বাজারের মহারাজের সাহায্যের কথা বামাচরণ বসু তুল্‌লেন, বল্‌লেন মহারাজজী বলেছিলেন—বাবাজী ভিক্ষা কর্‌ছেন কেন?" আমি বল্‌লাম দরকার পড়্‌লে চাইব। চাওয়া আর হয়নি, একথা রাজার মনে ছিল - অন্য সময় রথের সময় তখন মহাপ্রসাদের হাড়ি ৫'০০ পাঁচ টাকা ক'রে - রাজার সাহায্যের কথা উঠ্‌ল। রাজা বলেছিলেন - "আমার টাকা কি উনি নেবেন?"

বাবা পূর্ব্বে বলেছিলেন—

"শ্রীখণ্ডের উৎসবের অধিবাসে যোগ দেওয়া আমার ভাগ্যে একবার যদি মহাপ্রভু টেনে নেন। নিমাই ঠাকুর যাবার জন্য খুব ব'লে কাল চ'লে গেছেন। আজ সখীমা বল্লেন, শ্রীখণ্ডে যাওয়া কি কালই হ'ল? বাবা—তিন দিন মাঠে থাক্‌তে শরীরের দিক থেকে সাহস হয় না অথচ গৌর বড়ডাঙ্গায় থাক্‌বেন, গ্রামের মধ্যে থাক্‌তেও ভাল লাগ্‌বে না। সখীমা - সে তো ঠিক, নিমন্ত্রণ খেতে ত যাওয়া নয়। বাবা বল্‌লেন—দ্বাদশীতেই যাওয়া হবে, শ্রীখণ্ডে গেলে একাদশীতে নাম করা চল্‌বে না, সেখানে লীলা কীর্ত্তন হয়। আমার বলার পর ২।১ বছর ভক্তি রত্নাকর থেকে সরকার ঠাকুরের তিথি আরাধনা প্রসঙ্গটি পাঠ হয়েছিল মাত্র।

২রা অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল শ্রীধাম নবদ্বীপ সমাজবাড়ী

সদাচার পালন সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠ্‌লে বাবা বল্‌লেন, সদাচার পালন খুব দরকার। ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া সোজা নয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন তাঁর নিকট সব সমান। পবিত্র অপবিত্র হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সে সময় কেউ সদাচারের প্রশ্নও করে না। একজন সিদ্ধ পুরুষ পায়খানা থেকে বেরিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুক্‌তেন। সে সব তাঁর সাজে, তুমি যদি কর, সাজ্‌বে না। ঠাকুরের সংসারে থাক্‌বে আর যা তা কর্‌বে চল্‌বে না। বৃন্দাবনে ভাঙ্গিরা কি বল্‌তে বল্‌তে যায় জানিস? বাঁচাও বাঁচাও। নিজেদের যা বৃত্তি তা তো কর্‌লো তারপর তারা পর্য্যন্ত কাপড় ছেড়ে খাওয়া দাওয়া করে। শৌচ পালন দরকার।

আজ সকালে সখীমা বাবার বারান্দায় বসে গৌর কিশোর দাস বাবাজীর সম্বন্ধে বল্‌লেন, পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন, মাথায় গাছের পাতা গুঁজে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চল্‌তেন, ছেলে মেয়েরা পাগল বোধে পিছু নিত। যখন ছেলেরা খুব বিরক্ত কর্‌তো তখন বল্‌তেন "ওমা যশোদে

ছেলেদের সামলা।" যখন মেয়েরা বিরক্ত কর্‌ত তখন বল্‌তেন "ওমা কীর্ত্তিদে মেয়েদের সাম্‌লা।" ধামের ছেলেমেয়ের প্রতি তাঁর এইরূপ দৃষ্টি ছিল। একদিন ভোরবেলা এসে ডাক্‌ছেন ঠাকরুন ঠাকরুন আমি বেরোলাম। বল্‌ছেন "আজ এক জায়গায় গিয়েছিলাম তারা আমায় দেখে বল্‌তে লাগ্‌ল মরণ আর কি, বুড়ো এখানে কি কর্‌তে এলি? দেখুন সতের কাছে গেলে খারাপ লোকও ভাল কথা শোনে, আর ভাল লোকও অসতের কাছে গেলে খারাপ কথাই পান - "আমার কাছে এই উপদেশ বল্লেন, তিনি কিন্তু সারারাত সেই জায়গায় অপ্রাকৃত লীলা-রস ভোগ করেছেন।"

আজ সকালের ট্রেনে অদ্বৈত কাকা এবং দাদারা শ্রীখণ্ড রওনা হয়েছেন। বাবার আজ যাওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু বাবা আহ্নিক ক'রে উঠে বল্‌লেন, শ্রীখণ্ডে যাবার জন্য মন বড় টান্‌ছে, সন্ধ্যার গাড়িতে বেরিয়ে পড়্‌ব, কাউকে কিছু বলিস্‌ নে, বল্লেই মেয়েদের ঝামেলি হবে। সন্ধ্যার সময় (ঘোড়ার) গাড়ীতে ওঠা হ'ল রওনা হবার সময় বাবা গেটের সামনে সখীমাকে দণ্ডবৎ কর্‌লে "মা" (কেন) কেঁদে ফেল্লেন। বাবা মাথা নীচু ক'রে আর না তাকিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। বাবা গাড়ীতে উঠে বল্‌লেন "আজ রাত্রে ত শ্রীখণ্ডে যাবার গাড়ী নেই, কাটোয়ায় থাকা হবে, মাধাইতলায় ওঠা হবে না, মহাপ্রভুর বাড়ীতে খাওয়া হবে। আমাদের না ব'লে ক'য়ে এরূপ যাওয়া হয় না, আগে খবর নিয়ে লোক যায়। এবার নূতন খেলা হবে।" মহাপ্রভু কি করেন দেখা যাবে। কাটোয়ায় মহাপ্রভুর মন্দিরে শিবু গোসাঞির বাড়ীতে ওঠা হ'ল।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল (কাটোয়া)

আজ শ্রীএকাদশী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাঙ্গণে শ্রীনাম আরম্ভ হলেন। বাবা এদিকে বল্‌লেন, এতদূর এনেও প্রভু আজ শ্রীখণ্ডে নিয়ে গেলেন না বাঁকুড়ার চৈতন্য দা এলেন তাঁর মুখে খবর পাওয়া গেল পুরী হ'তে নন্দকাকা, উদ্ধবদা, কৃষ্ণদা, শিবকৃষ্ণদা কাল ফিরেছেন। আজ উদ্ধবদা কৃষ্ণদা শ্রীখণ্ডে এলেন। বাবা বৈকালে মাধাইতলায় নামের কাছে দণ্ডবৎ ক'রে এলেন। সন্ধ্যারতির পর বাবা নামের কাছে কীর্ত্তনে বস্‌লেন, নিতাইরমণদা শ্রীখণ্ড হ'তে এলেন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

সকালে নাম সমাপ্তি হলেন। বাবা নিজে "ভাল নাচে গোরা" গাইলেন। চৈতন্য প্রভু হরিলুটে তুলসী দিলে বাবা বল্লেন "আমাদের স্বরূপ দাসের স্ফূর্ত্তি পেয়েছিল, ঠাকুর ভক্তপদরজ পাবার জন্য লালায়িত, নাম সঙ্কীর্ত্তনের স্থলে বাতাসার সঙ্গে যাই পান, তাই লুফে খান।" এই ব'লে দণ্ডবৎ কর্‌লেন।

নবদ্বীপ হ'তে নন্দকাকা মধু জ্যেঠা ও দাদারা এলেন। সকাল সকাল মহাপ্রভুর ভোগ হয়েছিল। প্রসাদ পেয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে কাটোয়া ষ্টেশন যাওয়া হ'ল। দুপুরে শ্রীখণ্ডে পৌছান

হ'ল। —Halt এ নামা হ'ল। বাবা গরুর গাড়ীতে ও আমরা সকলে হেঁটে এলাম। বাবা ইতিপূর্ব্বে বলেছিলেন গ্রামের মধ্যে থাক্‌ব, 'বড়ডাঙ্গার' মাঠে থাকা হবে না। কিন্তু মালপত্র সমেত বড়ডাঙ্গায় যাওয়া হ'ল। মেঘলা ছিল যেতে কোন কষ্ট হয়নি, বড়-ডাঙ্গায় বাবাকে পেয়ে খণ্ডবাসী বসন্ত কাকা, নবদ্বীপ কাকা প্রভৃতি খুব আনন্দিত হলেন। বাবা খানিকক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী কর্‌লেন। তারপর বল্‌লেন একটু কুটুম্বিতা সেরে আসি, এখন দর্শন খোলা আছে ত? বসন্ত কাকা বল্‌লেন এখানে সব সময় খোলা কোন Restriction নেই। বিলাসীর কি ঘুমাবার সময় আছে? শুধু খাবার সময় একটু দরজা বন্ধ হয়।" বাবা গৌর দর্শনে গেলেন। বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা পড়্‌ছিল এখন জোরে এল। বাবা তাঁবুর মধ্যে ফিরে এসে 'সরকার ঠাকুরের' প্রসাদ পেলেন। নিমাই ঠাকুর বসন্ত কাকা, নবদ্বীপ কাকা বাবার মুখে প্রসাদ দেওয়া নেওয়া কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর বাবা পাঠে বস্‌লেন, এই সময় একজন এসে বাবার নিকট প্রার্থনা কর্‌লেন, আমার চোখে হাত বুলিয়ে দিন, বাবা দিলেন।

এদিকে নিমাই ঠাকুরকে শ্রীভক্তিরত্নাকর থেকে প্রসঙ্গটি পাঠ কর্‌তে বল্‌লেন। বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, ভিতরে বাবা বেশ প্রসঙ্গে ডুবে গেলেন। পাঠের পর বাবাকে জানান হ'ল সঙ্গের ঠাকুর যে ঘরে ছিলেন এবং তার পাশের ঘরও (তাঁবুর অন্তর্গত) জলে ভিজে গেছে। বাবা নিজের ঘরে (তাঁবুতে) ঠাকুর আনিয়ে আরতি কর্‌তে বল্‌লেন। ইত্যবসরে তাঁবুর ২।১টি খুঁটি খুলে যাওয়ায় তাঁবু একদিকে হেলিল, বাবা বল্‌লেন এখনি গ্রামে চল এখানে কীর্ত্তনে বল্‌বার ইচ্ছা হচ্ছে না।' সেবক নন্দদা বল্‌লেন গাড়ী আন্‌তে ত এখনি গেল, আন্‌তে ত সময় লাগ্‌বে, আর ছেলেরা সকলে ভিজে যাবে, গ্রামে গিয়ে কীর্ত্তনে বস্‌তে গেলে তাদের পাত্তা পাবেন না, যা কর্‌বার এখানে করে নিন। বাবা অগত্যা তাই কর্‌লেন। দুকথা তাড়াতাড়ি বল্‌বার জন্য বসে প্রেমসিন্ধু রীতিমত গাইলেন এবং সরকার ঠাকুর সম্বন্ধের দুটি পদ গাইলেন অবশ্য ভক্তি-রত্নাকার ধরেন নি। কীর্ত্তনে খুব আনন্দ পেলেন, কীর্ত্তন সমাপ্তির সময় তাঁবু আবার হেলে গেল।

বাবা কীর্ত্তন থেকে উঠেই কারো জন্য অপেক্ষা না ক'রে বেরিয়ে গেলেন। বাহিরে এখনও বৃষ্টি পড়্‌ছে। কি ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া। কেউ ধারণা কর্‌তে পারেনি যে বাবা এ অবস্থায় বেরোতে পারেন। কেউ কেউ মনে কর্‌ল যে, বাবা ঠাকুর-মন্দিরে গিয়েছেন। কিন্তু কোথাও বাবাকে না দেখ্‌তে পেয়ে সবাই চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লেন। এ দিকে বাবা যখন গ্রামের পথে একা যাচ্ছেন তখন ধাড়সার গোবর্দ্ধনদা ও ভগবান্‌দা সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লেন। (পরের দিন পায়ের গোড়ালিতে খুব ব্যথা হয়েছিল) অর্দ্ধেকের বেশীর পথ যাবার পর গাড়ী দেখা গেল, বাবা সেই মোষের গাড়ীতে বসন্ত কাকার বাড়ীতে গেলেন। এদিকে উদ্ধবদা প্রভৃতি গাড়ীর জন্য গেলেন। কিন্তু সেই দুর্যোগে কোনও গাড়ী আস্‌তে চাইল না। তাঁবুর অবস্থা ক্রমে খারাপ হ'তে লাগ্‌ল। মাঠের জল তাঁবুর নীচের খড় সতরঞ্চ সব ভিজিয়ে দিল।

দাঁড়াবার জায়গা নেই। অগত্যা আমরা গ্রামের দিকে এগুতে বাধ্য হলাম। বড় গোপালদা ও বড় মদনদা তাঁবুর মধ্যে জিনিষ পত্র আগলাবার জন্য রইলেন। ঘোষালদা, নন্দবাবু (ভবানী পুরের) প্রভৃতি অনেকেই পথে আছাড় খেলেন। 'এরূপ দুর্যোগইতো পূর্ব্বে উৎসবের সময় হয়নি'—বসন্তকাকা বল্‌লেন।

বাবা .বটি লক্ষ্মীবিলাস ও গরম মিশ্রি জল খেলেন। বাবা বল্‌লেন—বিলাসের সময় সকলকে থাক্‌তে দেবেন না ব'লে ঠাকুরের এ এক ভঙ্গী।

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

বাবা তেল মাখবার সময় বল্‌লেন—'রসের বাদর' হ'লে সে বাদরে ভিজি নাই ব'লে অনেকে অস্বীকার ক'র্‌তে পারে—তাই এবার রসের-কাদা করেছেন—তাতে সকলের গায়ে দাগ্ লেগেছে আর লুকোবার জো নেই। বাবা তিলক ক'র্‌ছেন ইত্যবসরে ঠাকুর, বসন্ত কাকার বাড়ীর সামনে এসে হাজির হ'লেন। বাবা সবাইকে খোল করতাল নিয়ে বেরোতে বল্‌লেন। বাবা গায়ে তিলক লাগিয়েছেন—না মুছেই উঠে পড়্‌লেন এবং কীর্ত্তনে যোগ দিতে গেলেন। সে সময় কোনো 'ঠাকুর' একটু বাধা দিলেন—'বৃষ্টি আস্‌তে পারে আর এখানে দেরী ক'রে কাজ নেই। বাবা বড়ডাঙ্গা থেকে ঠাকুরকে আন্‌তে যান নাই ব'লে এ রকম ভাব। তখন নিমাই ঠাকুর বাবাকে কিছু বল্‌তে বল্‌লে, বাবা গৌরগুণানন্দ ঠাকুরকে দণ্ডবৎ ক'রে তার অনুমতি নিয়ে কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। রসের-কাদার কথাই বল্‌লেন—কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে গৌরকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আরতি দর্শন ক'রে বাবা ফির্‌লেন—তারপর তিলক রচনা সমাপ্ত ও আহ্নিক কর্‌লেন।

ইতিমধ্যে ললিতদা খবর নিয়ে এলেন যে সখীমার অবস্থা খারাপ। সখীমা কাল রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সব চাবি দেওয়া, দেখা—সব চরণামৃত পাওয়া এবং কথাবার্ত্তা ক'রে শুয়েছিলেন। সকাল বেলা মঙ্গল আরতি নিয়ে দেখাতে গেলে তিনি সাড়া দিলেন, আরতি নিলেন—তবে খুব কাতর ছিলেন। দরজা খোল্‌বার সময় হ'লেও—দরজা খোলেন নি, দেখে পঞ্চুদিদি ডা'ক্‌লে—সখীমা ঘরের মধ্যে দরজা খুঁজে হাতড়াচ্ছিলেন—আর বল্‌ছিলেন 'আবার জ্বালাতে এলি।' পঞ্চুদিদি সকলকে ডাকিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা বাইরে থেকে ভেঙ্গে খোলালেন, দেখা গেল সখীমা বেশ অসুস্থ, বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। রাম ডাক্তার ও রঞ্জিত ডাক্তার দেখে বলেছেন যে চাপ নিউমোনিয়া।

বাবা প্রসাদ পেয়ে উঠ্‌লে—একথা তাঁকে জানান হ'ল। তিনি বল্‌লেন—দিদির পূর্ব্বে থেকে যে সর্দ্দির ভাব দেখেছিলাম—তাতে আমার এরূপ মনে হয়ে ছিল। পাছে শ্রীখণ্ড আসা বন্ধ হয় তাই আমি ছুট্ ক'রে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

তখনি শ্রীখণ্ড হ'তে বেরোন হ'ল। Halt ষ্টেশনে এসে সন্ধ্যারতি করা হ'ল। তারপর গাড়ী এলে, কাটোয়া যাওয়া হ'ল। কাটোয়া ষ্টেশনে সবাই রাত্রে রইলেন। সত্যদা, পশুপতিদা পকেট নিতাই বাবার সঙ্গের ঠাকুরকে নিয়ে মাধাইতলা আশ্রমে গেলেন। সেখানে বাবার ঠাকুরের জন্য রান্না হ'ল ও ভোগ হ'ল। এবং অপর সকলের জন্য খিচুরী তরকারী ভোগ লাগিয়ে ষ্টেশনে ওরা নিয়ে এলেন। সকলে প্রসাদ পেয়ে কাটোয়া লোকাল ট্রেণে বিশ্রাম কর্‌লেন। ট্রেণে ব'সে বাবা, অদ্বৈত কাকা, মধু জ্যেঠা, প্রভৃতিকে সত্যদার কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন—আজ দুপুরে সত্য এসে বল্‌ল—'নবদ্বীপ যাবার জন্য মন হচ্ছে, সেখানে বেশ পাঠ শুন্‌ছিলাম।' ওর সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা ছিল, এখন দেখ্‌ছি তা নয়—বলে কিনা এখন ত সকলে এসে পৌঁচেছে আমি নবদ্বীপে যাই। আমার কাজের সহায়তার জন্য ও আছে—এই ওর ধারনা। ওর নিজের কোন কাজ নেই—পাঠ শুনে শিখ্‌ল কি? পাঠে আকর্যণের কারণ এই যে গৌর গোপাল শ্রীগুরু-নিষ্ঠার উপর জোর দেয়, তা শিখ্‌লো কই? সোণা ফেলে আঁচলে গেরো। সত্যদাকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বল্‌লেন—"পাঠের জন্য নয়- কি জানি কেন তিলক কর্‌তে ব'সে নবদ্বীপের জন্য প্রাণ কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।"

কাটোয়ার শিবু গোসাঞি আমাদের সঙ্গেই কাটোয়া ফির্‌লেন। তিনি বল্‌লেন—'বাবাজী মহা॰য়ের যে শ্রীখণ্ডে থাকা হবে না, তা নগর কীর্ত্তনের সময় সচ্চিদানন্দ ঠাকুরের বাধা দেওয়াতেই আমার মনে হয়েছে।' বাবা বল্‌লেন "ঐ যে গিয়ে ঠাকুর আনিনি তাই আর মর্য্যাদা দেওয়া হবে না।" নিমাই ঠাকুর বল্‌লেন মূলে অপরাধ ঢুকেছে। ন কাকাকে অসম্মান ক'রে নামের লিষ্ট থেকে সরিয়ে দিয়েছে—এর নাম সর্ব্বপ্রথমে ছিল, এই হ'ল অপরাধের কারণ। শেষ পর্য্যন্ত উৎসবটি টিক্‌লে হয়।' বাবা বল্‌লেন—"শ্রীখণ্ড-ভূমির সঙ্গে সম্বন্ধ হবার ভাগ্য আমাদের নেই। প্রথম যে-বার মধুমতি সমিতি গঠিত হয়, সে-বার আমার শ্রীখণ্ডে যাওয়া, তার বহু পূর্ব্বে বরাহনগরে বসন্তদার বাবা, কবিরাজ গৌর মোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ সেখানেই সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, রাখালানন্দ ঠাকুরের সহিত আমার আলাপ পরিচয়। তাঁদের যে প্রীতি ব্যবহার সেই টানেই শ্রীখণ্ডে যাওয়া। তা যদি না পাওয়া যায় তবে আর শ্রীখণ্ডের কি দরকার? বসন্তদা ঠিক সহোদরের মত দেখেন—তাই আমি সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও উঠি না, মনও যায় না।

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

ভোরে নবদ্বীপ ষ্টেশনে পৌঁছান হ'ল। নিতাইদা, সদানন্দবাবু ষ্টেশনে এসেছিলেন। তাঁরা সখীমার অপ্রকটের খবর দিলেন। পকেট-নিতাই শিবকেষ্টদা প্রভৃতি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। মঠে আসা হ'ল—কান্নার রোল চ'লেছে। বাবা- দাদামশায় এবং ঠাকুরদের দণ্ডবৎ ক'রে ঘরে

ঢুক্‌লেন। সখীমার ঘরের দুটা পৈঠে (সিঁড়ি) উঠে আর গেলেন না। এ সম্বন্ধে গৌরাঙ্গদা এরূপ মীমাংসা করেন—যাকে দেখবার জন্য আর্ত্তি এত নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি নিজে এসে দেখা দিয়ে থাক্‌বেন।" সখীমাকে ঘিরে মেয়েরা এত ভীড় করেছেন, যে 'সেখানে ঢুকা কঠিন' বারান্দায় শ্রীনাম চলেছেন—সকলেই কাঁদ্‌ছেন। খবর পাওয়া গেল যে ১২টার পরে আর সাড়া দেননি। রাত্রি ৭-৩০ মিঃ সময় অপ্রকট হন। খুব লোক সংঘট্ট হ'ল। ছাদেও ভীড়। দাদামশায়ের সমাধির পিছনে, সমাধি দিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ল ; পূর্ব্ব হ'তেই Sanction নেওয়া ছিল।

সারা নবদ্বীপের সকল পসারী স্বেচ্ছায় হরতালের সংবাদে দোকান পাট বন্ধ ক'রে দিলেন। সকলেই যেন কি রত্ন হারিয়েছেন বাবা নিজের ঘরে বসে আছেন। একে একে সকলে এসে বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে লাগ্‌লেন। সখীমাকে শোভাযাত্রা ক'রে নবদ্বীপে ঘুরিয়ে আন্‌বার কথা উঠ্‌ল। বাবা বল্‌লেন—"তোমরা যা ভাল বোঝ কর, আমার তাই মত হবে।" কিন্তু লোক-সংঘট্টের জন্য ১২টা বেজে গেলেও কোন কাজ হোল না। এত বেলা হ'ল, কাল রাত্রি হ'তে ঠাকুর উপবাসী আছেন—ঠাকুরের সেবাই সখীমার প্রাণ, তাঁর সুখের জন্য, ঠিক হ'ল যে আর শোভাযাত্রার প্রয়োজন নাই। শ্রীনাম নিয়ে ভজন কুটির, চৈতন্য দাস বাবাজীর সমাধি প্রভৃতি ঘুরিয়ে এলেন। এদিকে শ্রীনাম নিয়ে গঙ্গা হ'তে জল আনা হল। সখীমাকে ঘি মাখিয়ে স্নান করিয়ে—কাপড়-চোপড় পরিয়ে তিলকাদি রচনা করিয়ে, মন্দির সমাধি পরিক্রমা করিয়ে বাবার ঘরের গৌরের সাম্‌নে, পাথরের ঘরের দ্বাদশ মূর্ত্তি মহাপুরুষদের সাম্‌নে এনে আমগাছ-তলায় রাখা হ'ল। ওদিকে সমাধিস্থান নির্ম্মাণের কাজে একটু দেরী ছিল।

তারপর সেখানে নিয়ে গিয়ে সমাধি দেওয়া হ'ল। তখন প্রায় দুপুর আড়াইটা। বাবার বাহ্যিক অবস্থা দেখে কিছু বুঝা যাচ্ছিল না। যাঁরা দেখা ক'র্‌তে আস্‌ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছিলেন। চোখে জল বা অন্য কোন রকম বাহ্য লক্ষণ নাই, তবে গম্ভীর। গরুর সেবক গগনদা ঘুরছিলেন, বাবা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—'গরুকে খেতে দেওয়া হয়েছে ত? গগনদা কেঁদে অস্থির হইলেন। আর আমায় কে গগন ব'লে ডাক্‌বে ইত্যাদি।'

নন্দকাকা বল্‌লেন—আমি এলে দিদি বল্‌লেন "রাম দাদা আমায় না ব'লে নিজে যাবার সঙ্কল্প কর্‌লেন। আমি দেখ্‌লাম বৃন্দাবন প্রভৃতি না যেতে পারার জন্য খুব দুঃখ তাই কিছু বাধা দিতে পার্‌লাম না। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—কাটোয়ায় কোথায় গিয়ে থাক্‌বে? উত্তর—'যেখানে সেখানে থাক্‌ব, ব'লে চলে গেল।' এ'কথাটা দিদি উদ্ধব প্রভৃতি সকলকে দুঃখ ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। দিদির ইচ্ছা ছিল না যে আপনি যান" বাবা—কি জানি, আমি ত তা বুঝ্‌তে পারি নাই। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ৩৬ বৎসরের হরিদাস-ঠাকুরের উৎসব, ৩২ বৎসরের পানিহাটির উৎসব, ২০ বৎসরের বৃন্দাবন যাওয়া বন্ধ কর্‌লাম। শ্রীখণ্ডেও না হয় না যেতাম—কোন ইঙ্গিত ত পেলাম না।

শেষ সময়ে থাকা আমার মায়ের সময়ও হয়নি। তখন হুগলীতে নবগোপালদার বাড়ীতে অষ্টপ্রহর ক'র্‌তে যাচ্ছি,—ব্যাণ্ডেলে খবর পেলাম। দেখ্‌লাম যদি নবদ্বীপ ফিরে যাই তা'হলে রাত ১০টা বাজ্‌বে। তারমধ্যে সব হ'য়ে যাবে, গিয়ে কিছু পাবনা, মাঝখান হ'তে অষ্টপ্রহরটি বন্ধ হ'বে। গোবিন্দদা নবদ্বীপে থাকৃতেন—তিনিই সব ক'র্‌লেন। কলকাতায় ভাইপোকে খবর দিয়ে আনান হ'ল—আমার ভাগ্যে হ'ল না। বাবার প্রাপ্তির সময় আমি ও আমার অন্যান্য কয়েক সহোদর ভাই গিয়েছিলাম। শেষ সময়ে 'নাম' শোনান প্রভৃতি ভাগ্যে হয়েছিল, সে কাশীতে। আর মা নবদ্বীপে ঘরের কাছেই—লাল বাড়ীর—পাশের বাড়ী—বিহারী কাকার বাড়ীতে থাকৃতেন) সে সুযোগ ঘট্‌ল না।

প্রভু জগদ্বন্ধু যখন ৮ বৎসরের পর বের হ'লেন, তখন ইচ্ছা হয়েছিল দেখে আস্‌ব। কানপুর, লক্ষ্ণৌ যেবার যাওয়া, সেবার গাড়ীতে বিজয় সিংহ প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়ে প্রভুর রচিত গান গাইছিলেন। গিয়ে দেখি যে প্রভুর যে চিত্র—উলঙ্গের মত আছেন' সেই চিত্র ব'সে আছেন। সে কি অদ্ভুত মূর্ত্তি। মূর্ত্তি দেখে চেনাই যায় না।—আমার যাবার ইচ্ছা আর রইল না। "দিদির কোন ইঙ্গিত পেলাম না। গোপীদাসও এরকম হঠাৎ চলে গেল।" নরহরি কাকা—আপনি কাছে থাকৃলে আপনার মুখ তাকিয়ে দিদি যেতে পার্‌তেন না। একমাত্র আপনিই তাঁকে আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌তেন। বাবা সঙ্গে সঙ্গে চাপ দিয়ে বল্‌লেন—"ঠাকুরের কি ভঙ্গী! যে মধুদা কোথাও যায় না—সে পর্য্যন্ত শ্রীখণ্ডে চলে গেল। কর্ত্তাও এরূপ করেছিলেন—অমাবস্যার দিন মহাস্নান হ'ল—তখন আদেশ হ'ল—"কেউ বাইরে যাবে না—বাইরের কেউ ভিতরে আস্‌বে না। পত্রাদি দ্বারা বাইরের খবর নেবে না, নিজেদের খবর কোথাও দেবে না। কথা এই—ইচ্ছা হ'ল, চলে গেল—কে আট্‌কারে ?"

সমাধির পর প্রায় ৪ টার সময় ঠাকুরের ভোগ লাগ্‌ল। বাবা শ্রীকুণ্ড আরতি দর্শন ক'রে আহ্নিক সেরে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে প্রসাদ পেলেন। যতক্ষণ সমাধি না হ'ল বাবা ততক্ষণ জল স্পর্শ করেননি প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করার সময় না থাকায় নিত্যানি দর্শন কিছু সেরে সন্ধ্যারতির দর্শনে গেলেন। আরতির পর অবশিষ্ট দর্শন সেরে ঘরে ঢুক্‌লেন। বৃন্দাবন, কটক, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছে সখীমার গায়ে প্রায় ১০০ ভরি সোণার অলঙ্কার সমেত সমাধি দেওয়া হ'ল।

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে বহরমপুরের বিনয় বাবুর জামাই এলেন—(ইনি নবদ্বীপে থাকেন)। বাবা তার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বল্‌লেন, "দিদির উৎসবের দেরী করা ঠিক নয়। কর্ত্তার প্রথম বৎসর আর উৎসব হয়নি। গোপীদাসের উৎসবের জন্য টাকা ধরা রয়েছে। আমরা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিথিতে যেতে পার্‌লাম না—সে উৎসব আর হ'ল না।

১৩ দিন পরে উৎসব হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় যে "হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব" মহাপ্রভু নির্য্যাণ দিনেই করেছিলেন। জানি না কেন আজ কাল তিনদিন পরে মালসা ভোগের বিধি। যাক্ সে হিসাবে, রবিবারে মালসা ভোগ হবে। আর দিদি নবান্নর কথা দিয়ে আমায় শ্রীখণ্ড, বহরমপুরের পিছ্‌টানে রেখে ছিলেন। সোমবারে নবান্ন ক'রে দেওয়া যাবে। এ তো অশৌচের ব্যবস্থা নয়, সুতরাং নবান্নর কোন বাধা হবে না। নবান্নের পর আর উৎসবের মধ্যে, বহরমপুর ঘুরে এলে হয়। ঠাণ্ডা ক্রমেই পড়ে যাচ্ছে—তাই মঙ্গলবার বা বুধবার এখান হ'তে রওনা হব। বুধবার অধিবাস হবে। "নন্দবাবুকে (ভবানীপুরের) বাবা বল্‌লেন দিদির উৎসবের জন্য আমি চেষ্টা করতে পার্‌ব না। তোমরা নিজেদের মধ্যে যা হয় কর।" তারপর বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—দিদিকে যেমন প্রসাদ চরণামৃত দেওয়া হ'ত—সে রকম দেওয়া হচ্ছে ত? "হ্যাঁ" বলা হ'লে বল্‌লেন—এ যেন দেওয়া হয়। তাঁর শরীর বড় অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়েছিল, দেখ্‌তাম যেন হাঁপিয়ে পড়্‌তেন। তাই এক জায়গায় ব'সে পড়েছেন। তিনি আছেন—তাঁকে যেমন দেওয়া হত—তা তেম্‌নি ভাবে দেবে আর তিনি যা যা চাইতেন—তাঁর সঙ্গ যারা পেয়েছে তারা যেন সেইরূপ ক'রে তাঁকে সুখ দেয়। মামু-গোঁসাই যখন বার্দ্ধক্য বশতঃ আর দাঁড়িয়ে সিঙ্গার আদি করতে পার্‌লেন না তখন ঠাকুর গোপীনাথ (পুরীর টোটা গোপীনাথ) বসে পড়্‌লেন। এও সেই রকম, ব'লে আমার মনে হল। তারপর বাবা স্মরণ কর্‌তে ব'সে বেল বাজিয়ে নন্দদাকে ডাক্‌লেন, তারা এসে উপস্থিত হ'লে বল্‌লেন—দ্বিজপদকে পত্র লিখে দাও যেন দিদির সূচক লিখে নিয়ে আসে। আধঘণ্টা পরে আবার ডেকে বল্‌লেন—চিঠি দিতে হবে না সে সূচক লিখে ছাপিয়ে নিয়ে আস্‌ছে। দ্বিজপদদা প্রাণে প্রাণে বাবাজী মহাশয়ের প্রেরণা পেয়ে সত্যসত্যই সূচক লিখে ছাপিয়ে এনেছিলেন।

গৌর গোপাল প্রভু সন্ধ্যার পর এলেন—সখীমা তাঁকে কত প্রকারে কৃপা করেছেন—সে বিষয়ে আলোচনা কর্‌লেন। বাবা শেষে বল্‌লেন—ঘরের ছেলেরা কেউ দিদির কাছে ঘেঁসল না। গৌর গোপাল মাল মেরে নিল। সঙ্গীত-মাধবে কিরূপ আস্বাদ, দিদি ওকে করিয়ে দিয়েছেন। দিদি মাঝে যে পাগলের মত মঠের মাঝে ঘুরে বেড়াতেন—তার রহস্য এখন খুল্‌ছে। সঙ্গীত-মাধবের রচনা নিয়ে চিন্তায় ঐ রকম হয়েছিল।

বাবা পুলিনদা প্রভৃতিকে এই মর্ম্মে বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম করতে বল্লেন—এত বৎসরের প্রসঙ্গটিতে যোগ না দিতে পারার দরুণ ব্যথা, তারপর এই শেল—এ সময় তোমাদের এলে হয়।

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

পাথরের ঘরের পিছনে দেবদারু গাছের মূলেতে ঘোষালদাকে প্রস্রাব ক'র্‌তে দেখে নন্দদা কিছু বল্‌তে গেলে বাবা তাকে থামিয়ে দেন—পরে ঘোষালদাকে ডেকে বল্লেন—"ধামের বৃক্ষ

সব কি ?” ঘোষালদা “কল্পবৃক্ষ”। বাবা “তার গোড়ায় কি প্রস্রাব করা উচিত ? বলবান আসনে ঠাকুর আমায় বসিয়েছেন, আমি যদি কিছু না বলি আমার মাথায় লাঠি পড়্‌বে। “আর তোমরা যদি না শোনো সে তোমাদের ভুগ্‌তে হবে।”

আমি বৃন্দাবন থেকে যখন প্রথম টাট্‌কা ফিরে এসেছি, তখন প্রভু জগদ্বন্ধু একদিন বল্লেন—“গঙ্গা স্নানে যাচ্ছ, দাঁতন ভেঙ্গে এন ত।” ভাঙ্গ্‌তে গিয়ে আমার বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে গেল—ভাঙ্গ্‌তে পার্‌লাম না। আমি ফিরে এলে বল্‌ছেন, দাঁতন এনেছ ?” আমি সব বল্‌লাম, “ঠিক করেছ নব-কল্পবৃক্ষ এখানে।”

চারিদিকে অসুখের কথা শুনে বাবা বল্লেন,—“আমি সূচক ভালবাসি ব'লে ঠাকুর আমায় শোকের খবর দিচ্ছেন। একজন বল্‌লেন, “আপনি যে কি ক'রে এ ধাক্কা সাম্‌লাবেন তাই ভাবছি।” বাবা বল্লেন—“কেন ? আমার কি হয়েছে ? এই ত আমি ঠিক্ আছি, ঘা খেয়ে খেয়ে গঙ্গা হয়ে গেছে।”

ঘোষালদা, আজ সকালে সখীমার প্রাপ্তির বিবরণ কিরূপ লেখা হ'য়েছে বাবা শুন্‌তে চাইলে—শুক্রবারের বিবরণ শুনালেন। তিনি আরও লিখ্‌তে বল্লেন সখীমার প্রাপ্তির পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে দাদা মহাশয়ের চরণামৃত দেওয়া হল। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত “মা চরণামৃত পান” বল্‌তেই পেয়েছিলেন। তারপর আর হাঁ ক'রে খান নি। গালে দিলে ধীরে ধীরে গালের মধ্যে যাচ্ছিল। শেষবারে যখন দেওয়া হ'ল তখন হঠাৎ সংজ্ঞা পেলেন। যারা পাশে বসেছিলেন তাঁদের সকলের দিকে চোখ ফিরিয়ে চাইলেন—সেই শেষ চাওয়া। সে সময় ঠাকুরের রুটি ভোগ সরেছে—তুলসী পরিক্রমা কীর্ত্তন হ'চ্ছে। শচীনন্দনদা দাদা-মহাশয়ের পাদুকা মার বুকে এবং সর্পাকৃতি লাঠিটি হাতে দিলেন—তখন “হ'য়ে” গেলেন ; প্রাপ্তির খবর সেবাশ্রমের শচীদার মারফৎ বাবাজী মহাশয়ের নিকট সদানন্দবাবু পাঠালেন। তখন আমরা কাটোয়া ষ্টেশনে—খিচুড়ীর পঙ্গতে ব্যস্ত, ললিতদা খবর শুনে শচীদাকে অন্যকামরায় লুকিয়ে রাখ্‌লেন। খবর বাবাজী মশাই বা অন্য কা'রও কাণে পৌঁছাতে দেন নি।

শুক্রবার সকাল ৮টায় সখীমাকে সখীমার ঘরের পৈঠায় বসান হ'ল। চিত্রপট তুলবার সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বল্লেন—“তোমাদের যা ভাল মনে হয় তাই কর।” তারপর বল্‌লেন—“চিত্রপট ত অনেক আছে, এ অবস্থার চিত্রপট আর কি হবে ?” ১২ মণ লবণ দিয়ে সখীমার দেহ চাপা দেওয়া হয়েছিল। অঘোর কাকার মুখে শোনা—“বুধবার আমি পোড়াঘাটের জমির বীজের জন্য টাকা চাইলাম। সখীমা দেবার সময় বল্‌লেন—আগে পোড়াঘাটে যেতে হয় কি মড়াঘাটে যেতে হয় দেখ।”

সদানন্দবাবুর মুখে শোনা—প্রাপ্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সখীমা বলে ছিলেন—কর্ত্তা ব'লে গিয়েছিলেন—“আমার প্রাপ্তির পর ৪০ বৎসর খুব মঠ মন্দিরাদির উন্নতি হ'বে—তারপর ১০ বৎসর

সে ঠাট্ কোন রকম বজায় থাকবে, তারপর ৫০ বৎসর ক্রমে ক্রমে সব অবনতির পথে যাবে। তারপর কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হ'য়ে আবার উন্নতি বিধান ক'র্বেন। দাহুর অপ্রকটের ঠিক ৪০ বৎসর পরেই সখীমার প্রাপ্তি হ'ল বৃহস্পতিবারে "লক্ষ্মী" চলে গেলেন। উন্নতির চরম ক'রে দিয়ে গেলেন। ঘোষালদার মতে সখীমা চতুর্দ্দশীতে প্রাপ্তি হন। কয়েক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রয়োদশী ছিল। গোবর্দ্ধন কাকা, নন্দ কাকার মতও তাই।

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

আজ বহরমপুর যাওয়া, বিনয়-বাবুর উৎসব উপলক্ষে। বাবা প্রসাদ পেয়ে ঠাকুরের আরতি দর্শন ক'রে গেটের কাছে এসে সেই পরিচিত শ্রীচরণ না দেখ্‌তে পেয়ে কাঁদো কাঁদো হ'লেন —চোখে জল ভরে এল। প্রায় ৩ টার সময় খাগড়াঘাট ষ্টেশনে নামা হ'ল। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে গঙ্গার নিকট আসা হ'ল। নৌকা ক'রে গঙ্গা পার হ'য়ে শীলবাবুদের বৈঠকখানা বাড়ীতে উঠা হ'ল। শ্রীখণ্ডের নিমাই ঠাকুর কাটোয়া হ'তে সঙ্গ নিলেন। নাট-মন্দিরে উদ্ধবদা "শ্রীঅধিবাস কীর্ত্তন" করলেন। যে পর্য্যন্ত না উদ্ধবদা উড়িষ্যা অঞ্চল হ'তে ফিরেছিলেন সে পর্য্যন্ত বাবার মুখে এক কথা—"সকলে বাইরে, কাকে নিয়ে নাম করবো।" উদ্ধবদার অপেক্ষায় তিনি বসেছিলেন। বৃন্দাবন যাবার কথার সময় সখীমাকে বলেছিলেন—ইচ্ছা হয় আস্‌বে, আমি নিজে ডাকবো না—শেষে নিজে হারমান্‌লেন। শ্রীখণ্ডের উৎসরের পূর্ব্বে টেলিগ্রাম ক'রে আস্‌তে বলেছিলেন।

বাবার রাত্রের প্রসাদ পাবার পর নিমাই ঠাকুর—Nitai Gouranga Nitai Gouranga, God Sitanath who has brought Nitai Gouranga এই সম্বন্ধে কথা তুল্‌লে বাবা বল্‌লেন —ব্রজবালার গান, প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের সঙ্গে তিনজন আমেরিকান সাহেব ও চার জন মেম এসেছিলেন। ব্রজবালা তাদের সঙ্গে ঐভাবে কীর্ত্তন ক'রেছিলেন। কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারের উত্তর পাশে দোতলা বাড়ীতে উঠেছিলেন; জয় নিতাই সঙ্গে ছিলেন, দুজন M. A. আমি গিরীনদাকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে গিয়ে দেখি যে দু'জন ইংরাজীতে কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। ইনি একবার একপ্রকার বল্‌ছেন—উনি তারপর অন্য প্রকার ব'ল্‌ছেন। আমায় দেখে বল্‌লেন ইউরোপীয়দের জন্য এরূপভাবে কীর্ত্তন না ক'র্‌লে তারা বুঝ্‌বে কেন? অদ্ভুত-শক্তি, কলেজে ঢুকে সকলের (ছাত্রপ্রফেসর) মাথা খেলেন। বৃন্দাবনে যখন থাকা সে সময়ে প্রভু জগদ্বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় এই গান গাইতেন—"কে প্রেম বিলায় নদীয়ায় আমি প্রেম ভিখারী।" কি অদ্ভুত নৃত্য-শক্তি।

১৩০০ সালে মাঘী পূর্ণিমা হ'তে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নামের ঢেউ উঠেছিল। ব্রজবালা যেন কত 'ব্রজবালা' হয়েছিল। এই এক সম্প্রদায়ের মধ্যে নাচ্‌ছেন—আবার অন্য সম্প্রদায়ের

মধ্যে নাচছেন। বাঘের ছালের পরিধেয় পৈতার মত ক'রে কাছা দিয়ে কোমরে আঁটা। যত সব ভক্তদের এবং তীর্থস্থানের প্রসাদী জিনিষ মাথায় বেঁধেছেন—একটি শিখিপুচ্ছও তাতে আছে। হাতে হরিণের শিং সেই নিয়ে নাচ, মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে, কু কু কর্চ্ছেন, ৫।৭ হাত দূরে গিয়ে পড়্ছে। আমার সঙ্গে শেষ দেখা শীল বাড়ীতে। পরেশ দত্ত নিয়ে এসেছিলেন ৬ঘণ্টা নাচ্লেন—"অদ্ভুত চরিত আমার নিতাই চাঁদের" কথার মূর্ত্তি, প্রচ্ছন্ন নিত্যানন্দ শক্তি। অতুল প্রভুর মুখে শোনা তারক প্রামাণিকের বাড়ী এসেছেন—টম্ টম্ গাড়ীতে যাচ্ছেন—দ্রুতগতি হঠাৎ রাস্তায় কোথায় নাম-কীর্ত্তন শুনে সেই চলন্ত গাড়ী হ'তে লাফিয়ে পড়ে নাচ্তে লাগ্লেন।

১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

শ্রীনাম আরম্ভ হ'লেন। বাসুদা প্রভৃতির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বাবা বল্লেন। ঠাকুরের প্রতি মমতার নাম 'প্রেম'—দারা পুত্র প্রভৃতির উপর—মমতার নাম 'মায়া'। প্রাকৃত রাজ্যে দেখা যায় ছেলের জন্য মায়ের কি আর্ত্তি। ছেলের সম্বন্ধীয় জিনিষের প্রতি ভালবাসা। এইটির মোড় এদিকে ফেরালে প্রেম। ঠাকুরের সম্বন্ধীয় জিনিষের উপর—ঠাকুরের নাম, ধাম প্রসাদ, চরণামৃত—ভক্ত, বিগ্রহ প্রভৃতির উপর ভালবাসা জন্মালেই 'প্রেম'—তা আর হ'চ্ছে কই ? সব সুবিধাবাদী। বৈকালে বাবা কীর্ত্তনে বস্লেন। খুবই আনন্দ পেলেন—খুব শ্রোতার সমাবেশ হ'য়েছিল। বিভূতিদার উৎসবের সময় যে কীর্ত্তন হ'য়েছিল—সে প্রসঙ্গ ক্রমে বল্লেন—"বহরমপুর প্রাচীন বৈষ্ণবের স্থান। এখানে গৌরচন্দ্রের বিশেষ আদর নেই। কীর্ত্তনে গৌর-চন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গের একটু মারফতদারী নামোল্লেখ ক'রে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম-কীর্ত্তনের দিকে সকলের ঝোঁক। সকালে সেদিন মনে হ'ল—একটী দিন মাত্র পেয়েছি, এমন প্রসঙ্গ হওয়া চাই—যে ওদের বুকে যা আছে তার মধ্য দিয়ে 'গৌরে' পৌছ্তে হ'বে। কীর্ত্তনে তাই হ'ল। কবিরাজ গোস্বামীর পয়ার "একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে" ইত্যাদি শোনাই ছিল. সেদিন প্রথমে আখরে ঐ সব এলেন। গতবারে বাবা এইরূপে গৌরের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবারে শ্রীনাম মহিমা আরম্ভ ক'রে নামেতেই গৌরাঙ্গ মিলায় ব'লে "শ্রীবৃন্দাবন রম্যস্থান" ধর্লেন আখর নূতন নূতন সুর বাহির হয়েছেন। কীর্ত্তনের সময় নিমাই ঠাকুরের আবেশ হ'ল। খুব মাথা ও গা নাড়্তে লাগ্লেন। কীর্ত্তনের পরও তিনি আসরে বসেছিলেন। বাবা তাঁর গায়ে হাত দিলে তিনি উঠ্লেন। বিনয় বসু, সূর্য্যদাস কারফরমার দলের লোক। তিনি কীর্ত্তন কর্তেন—"নরহরির প্রাণ নিতাই-রমণ গোরা" তার উৎসবের সময় ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম নাম আরম্ভ হওয়ায় কেউ কেউ এক একটু কথা তুলেছিলেন। নিমাই ঠাকুর তাদিগকে ব'লে দিলেন—'বিনয় বাবুকে বাবাজী মশাই খুব জানেন—ওর কীর্ত্তনে দেখ্বেন বিনয় বাবুর বুকের কথাই বেরোবে। যাঁদের বাড়ীতে ব'সে বিনয় বাবু কীর্ত্তনাদি কর্তেন—সেই মনিবাবু কীর্ত্তনের পর বাবার পিছু পিছু এসে অস্থির হ'য়ে পড়্লেন "একি হ'ল ? বাবা বল্লেন—কি জানি যিনি করাবার তিনি জানেন।

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

বাবা নগর কীর্ত্তন বের করিয়ে দিলেন। কীর্ত্তন ফিরে এলে বাবা কীর্ত্তন সমাপ্তি কর্‌লেন। বৈকালে বাবা দর্শনে বেরোলেন। গোরাবাজারে কোন মহাত্মার সমাধি আছে—সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" নাম কর্‌লেন।

বাবা কীর্ত্তন ক'রে উঠে গরম জামা পরছেন এমন সময় পদ্মাদি (মৈত্র মহাশয়ের মেয়ে) বল্লেন কাকা, "ঐ আমার বাবার চিত্রপট"—বাবা তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লেন। হাত দুটি জুড়ে গেছে, মিনিট খানেক কি আর্ত্তি-ভরা অবস্থা। তারপর ভাব সম্বরণ ক'রে দণ্ডবৎ কর্‌লেন এবং বল্‌লেন 'ইনি কাল কীর্ত্তনে এসেছিলেন।'

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

বাবা আজ সকালে স্নান তিলক সেরে বুধুরী গেলেন। সেখানে আমরা মধ্যাহ্ন কীর্ত্তনে বসেছি, বাবা ওদিকে আহ্নিক কর্‌ছেন। আমরা যখন "জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ" আরম্ভ করেছি তখন বাবা এলেন এবং কীর্ত্তন কর্‌তে বসে শ্রীবাস প্রভৃতির গুণগান কর্‌লেন। প্রসাদ পেয়ে ভগবান গোলা ষ্টেশনে আসা হ'ল। রাত্রে আর কীর্ত্তন হ'ল না। বাবা 'বহরমপুরের পাঠ কর্‌তে বল্‌লেন। তারপর বল্‌লেন 'সকলে এসে হাজির হয়েছিলেন (১) মৈত্র মশাই, (২) ভ্রমর ঘাটের চিত্রপটের মূর্ত্তী তাঁর দুই দিকে রামহরি দাসবাবাজী মশাই এবং রঘুনন্দন প্রভু (৩) সূর্য্যবাবু, দুই ভাগে বিভুতিবাবু ও বিনয়বাবু (৪) রাখালানন্দ ঠাকুর মশাই, তারপর সব একে একে সামনে দাঁড়ালেন—মৈত্র মশাই বিষ্ণুবাবু সব এলেন।' তারপর বাবা বল্লেন এখানে এসে নবাবের বাড়ীতে বীরচন্দ্র প্রভুর কথা মনে হচ্ছে। বীরচন্দ্র প্রভু বাঘনা পাড়ার রামাইকে পরীক্ষা কর্‌লেন। রাত দুপুরে 'ইলিশমাছ' ও 'আম' খেতে চাইলেন—তখন আমের সময় নয়, মা জাহ্নবা ওখানে ছিলেন; তিনি বল্‌লেন 'পুকুরে জাল ফেলে দেখ, বাগান গিয়ে খোঁজ, দুই পেতে পার'—তাই হ'ল। তারপর মা জাহ্নবা নেড়াদের প্রভাব দেখে তাদের শান্ত কর্‌বার জন্য নেড়ীর দলের সৃষ্টি কর্‌লেন। ২ জন নেড়া পালিয়ে গিয়েছিল, তারা রাঢ়দেশে মঠ নির্ম্মাণ করেছিল। তারপর বীরচন্দ্র প্রভু এখানে এলেন। নবাব তাঁকে পরীক্ষা কর্‌লেন অখাদ্য বাক্সের মধ্যে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে। বীরচন্দ্র প্রভুর প্রভাবে বাক্স খুলে দেখা গেল—সুগন্ধি ফুল। নবাব ব'ল্‌ল "ফকিরের ত খুব জাহিরা আছে। কি চাই ?" বীরচন্দ্র প্রভু "দেউড়ীর কষ্ঠি পাথরখানা চাই।" নবাব—"তা হ'লে যে দেউড়ী ভেঙ্গে পড়্‌বে।" বীরচন্দ্র প্রভু—"দেউড়ী ঠিক থাকবে, শুধু কষ্ঠি খুলে নেব।" নবাব—"তা যদি পার নাও।" বীরচন্দ্র প্রভু হাতে তিনতালি দিলেন সেই কষ্ঠিপাথরখানি খুলে পড়ে গেল। সেই পাথরখানিতে খড় বেঁধে নবাবের বাড়ীর পাশে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেন, পাথর ভাসতে ভাসতে এসে এক জায়গায় লাগ্‌ল, তার নাম হ'ল খড়দহ। এ প্রায় ৩০০।৩৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লীলা। আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন অশ্ব-শালার পাশে এক

কবিরাজের বাড়ীতে উঠেছিলাম—এক ব্রাহ্মণ আমাকে সব দেখিয়েছিলেন সহস্র আটচুয়ারী ঘর, হেতমপুরে এই দেখাদেখি করেছে।

তারপর কীর্ত্তন পাঠ হ'লেন—"শ্রীবৃন্দাবন রম্যস্থানটি" (সংগ্রহ হ'তে) পাঠ হ'লেন। বাবা স্থানে স্থানে আখর বল্‌তে লাগিলেন। খুব সুখ পাচ্ছিলেন বল্‌লেন—ওরা (বৃন্দাবনের দাদারা) এসব পেলে আবার খুল্‌বে—"গৌর প্রেম সিন্ধু তরঙ্গায়িত অদ্বৈত করুণা বাতাস পরশে নিতাই সনে। অদ্বৈত…।" এখানে গৌরহরিদা প্রশ্ন কর্‌লেন—"তরঙ্গ সনে বাতাস পরশে তরঙ্গায়িত কিরূপ?" নিমাই ঠাকুর ঃ—"অনুকূল বাতাস পেয়ে বড় তরঙ্গ সৃষ্টি হ'য়ে ছোট তরঙ্গকে আঘাত ক'রে সিন্ধু উচ্ছলিত ক'রে দিল—এ ভারী সুন্দর কথা।"

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

প্রভাতী-কীর্ত্তন সেরে নিতে বল্লেন. বাবা শ্রীগোবিন্দ মুখারবিন্দ ও মীরাবাঈ কীর্ত্তন কর্‌লেন, শেষের দিকে "সে সুখেতেও বঞ্চিত হলাম. একে একে সব চলে গেল" এই আখর ব'লে সখীমার বিরহ অনেকক্ষণ ভোগ কর্‌লেন। তারপর বল্লেন—"তাদের ব্যবহার ধরি হৃদে. তাদের কথায় থাক মেতে. তাদের সরবস্বধন প্রাণের শ্রীরাধারমণ সেবা যেন ছে'ড় না। তাঁর কৃপা চাও……যদি তারে সুখ দিতে চাও…। হৃদে ধরি তাঁর চরণে—মত্ত থাক নাম গানে." কীর্ত্তনে সকলের চোখেই জল।

বাবা বল্‌লেন গাম্ভীলায় ডাকছে—পরিমল কাল খবর দিল, থাকা হবে না—সোমবার নবদ্বীপ পৌঁছতেই হবে। গম্ভীলায় গিয়ে দণ্ডবৎ ক'রে নসীপুরে যাওয়া হবে, যাবার ব্যবস্থা কর।

গার্ডরামবাবু ঃ—আপনার জন্য একখানি গাড়ীর ব্যবস্থা করা হবে। বাবা ঃ—আমার জন্য নয়, আমি ত দর্শন করেছি; যারা দেখেনি তাদের দেখান চাই। বাবা গোপালদাকে ডেকে বল্‌লেন—টাকার দিকে তাকিও না—যাতে সকলে গাম্ভীলায় যায় তার ব্যবস্থা কর।

গোপাল দা ঃ—নসীপুরে মাল রেখে গাম্ভীলায় যাওয়া, সেখান হ'তে এসে নসীপুরে কীর্ত্তন, নৌকায় হ'য়ে উঠ্‌বে না। বাবা ঃ—ঘোড়ার গাড়িতে ব্যবস্থা কর।

তেল মাখবার সময় বাবা বল্‌লেন—গাম্ভীলা পাটে খেতুরীর গৌর বিগ্রহ আছেন। প্রশ্নঃ যে বিগ্রহ ধানগোলা হ'তে ঠাকুর মহাশয় পান? বাবা ঃ—সে বিগ্রহ নয়, সে বিগ্রহ স্বর্ণের ছিলেন—তাহা চুরি হ'য়ে যায়, তার স্থানে পিতলের গৌর বিগ্রহ স্থাপিত হন। খেতুরীতে গঙ্গানারায়ণের বংশধর সেবা করতেন—তিনি আস্‌বার সময় এই পিতলের বিগ্রহ নিয়ে আস্‌তেন। দুপুরে প্রসাদ পেয়ে আমরা ৪ খানা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠ্‌লাম। বাবা নসীপুর মন্দিরের মহান্তের মোটরে পরে আস্‌বেন। আমরা নসীপুর মন্দিরে বিছানা-পত্রাদি নামিয়ে দিয়ে গাম্ভীলা পাটে গেলাম। "বড় গোবিন্দের" মন্দির ব'লে এর এক খ্যাতি। আমাদের পূর্ব্বে বাবা এসেছেন—তখনও দর্শন খুলে নি। বাবা কীর্ত্তনে বস্‌বার পূর্ব্বে সে সময়কার সেবাইত—বংশধরকে কাণে কাণে কি

বল্‌লেন—তিনি সেবককে বল্‌লেন 'ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি যা কিছু আছে বের করুন।' বাবা কীর্ত্তনে বস্‌লেন ঠাকুর মহাশয়ের গুণগান করলেন খুব আনন্দ পেলেন, ইতিমধ্যে দর্শন খুলল। বাবার চোখ বুজে আছে। কীর্ত্তনের পর ঠাকুর দর্শন ক'রে হুঙ্কার ছাড়্‌লেন। দুই চিত্রপট গঙ্গানারায়ণের এবং ঠাকুর মহাশয়ের দুই বিগ্রহ রাধাগোবিন্দ এবং গৌর দর্শন দিলেন। বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ওচিত্রপট কার? চিত্রপটটি দীনেশ বাবু বের করেন,—বলেন প্রাচীন পুঁথি হ'তে প্রাপ্ত, মাথায় জটা ঝুঁটার মত বাঁধা, দাড়িও অল্প আছে। সেবাইত গোসাঞি:—"ঠাকুর মহাশয়ের।" সঙ্গে সঙ্গে বাবা "নিতাই" ব'লে হুঙ্কার ছাড়্‌লেন। সন্ধ্যার সময় নসীপুর মন্দিরে আসা হ'ল। সন্ধ্যারতির পর বাবা মন্দিরের মধ্যে গিয়ে কীর্ত্তনে বস্‌লেন—শ্রীযমুনা-পুলিন কীর্ত্তন করলেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

সকাল সকাল কাজ সেরে নবদ্বীপ যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমরা কয়েকজন নৌকা ক'রে আজিমগঞ্জ গেলাম। বাবা কয়েকজনকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী ক'রে গেলেন। আমাদের আস্‌তে দেরী হওয়ায় ট্রেন পেলাম না। বাবা নবদ্বীপে চলে গেছেন।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

আমরা সকালে নবদ্বীপে এলাম। গত শুক্রবারে বৃন্দাবন হ'তে দাদারা এসেছেন—সখীমার উৎসব উপলক্ষে কাল নবদ্বীপে মুষ্টি-ভিক্ষায় বের হয়েছিল। এ সম্বন্ধে গোবর্দ্ধন কাকা প্রশ্ন তুলেছেন—"অত সোণা সমেত যাঁকে সমাধি দেওয়া হ'ল তাঁর উৎসবে ভিক্ষা মানায় না।" নন্দ কাকা—"দিদিকে পূর্ণ সমাধিস্থ করা হয়েছে বল্লে লোককে কি বুঝ্‌তে হবে যে তাকে উলঙ্গ ক'রে সমাধিস্থ করা হয়েছে? তিনি যেমন থাক্‌তেন তাঁকে সেইভাবেই লোকে ভাব্‌বে। তিনি কেন নিরাভরণ হ'য়ে থাক্‌বেন? ভিক্ষা আমাদের বৃত্তি—এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না।"

আজও ভিক্ষায় বের হওয়া হ'ল - বাবা আমাকেও ভিক্ষায় পাঠালেন। সন্ধ্যারতির পর বাবা আমায় পাঠ কর্‌তে ডাক্‌লেন। শ্রীনাম-মহিমা "শ্রীবৃন্দাবন রম্যস্থান"—"বহরমপুরের কীর্ত্তন" 'অন্তরে নিতাই' পাঠ হলেন। গৌরাঙ্গদা স্থানে স্থানে কিছু বল্‌ছিলেন। পাঠের পর বাবা বল্‌লেন —"অন্তরে নিতাই বাহিরে নিতাই"—গৌরের বাহিরের কথা এল তখন নিতাই জগৎময় হলেন। হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে সখীমায়ের প্রশ্নের কথা বাবা তুল্‌লে গৌরাঙ্গদা বল্‌লেন, ভোগ-রাজ্যে যখন খেল্‌তে খেল্‌তে 'আমি' 'তুমি' ভুল হ'য়ে গেল, যখন সুখতাদাত্ম হ'য়ে গেল, তখন দেখ্‌ছে আরও সুখের আস্বাদন। বাইরে কিছু ক্রিয়া নেই, আছে কেবল সুখময় চেষ্টা। এরা দু'জনে জেগে উঠ্‌ল—যেসব খেলা হয়েছিল তা এখন ভোগ ক'র্‌বো কিরূপে? চারিদিকে যে চাঁদের মেলা (সখী মঞ্জরী) আছে। তাদের মুখ দেখে সে সুখের আস্বাদ পাচ্ছে। তাই দেখে বল্‌ছে—এ হেন খেলা হ'য়েছে। আমি কত সুখ দিয়েছি এ সহচরীর মুখ দেখে বুঝ্‌ছেন—তাই

বল্‌ছেন তুই আমার সৌভাগ্য, তুই হেন সহচরী পেয়েছি এই আমার সৌভাগ্য। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ব্যাপারেও সেইরূপ। মহাপ্রভু আপন ভোগের দর্শন পাচ্ছেন হরিদাসের কাছে। তাই হরিদাস হলেন মহাপ্রভুর কাছে 'সব'। খেলার পর দর্পণের সাম্‌নে এসে নিজের অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য ক'রে বল্‌ছেন—তুই এত সুখ দিয়েছিস, আমি তো কখনো পারি নি। কিশোরীজী নিজে নিজের অঙ্গের আনুগত্য কর্‌ছেন—নিজের অঙ্গকে আদর করে চুম্বন কর্‌ছেন। গৌরস্বরূপে পিয়া—পিতম্‌ আছেন রসের ঘনাবর্ত্ত অবস্থায়। সেখানে গদাধর আলাদা হ'য়ে খেলা দেখ্‌ছেন। আছেন তটস্থ হ'য়ে এবং দাক্ষিণ্য ল'য়ে। তত্ত্বতঃ গৌরের মধ্যের রাধা এবং গদারাধা অভিন্ন। কিন্তু গদাধর পৃথক্‌ভাবে দেখ্‌ছেন এবং মনে করছেন তুমি শ্যামসুন্দরকে এত সুখ দিয়েছ। একেবারে তাকে অঙ্গিত করেছ, আমি তো পারিনি। এখানে রাধা নিজে নিজের আনুগত্য করছেন। তাই গদাধরে বাম্য নেই, গদারাধা গৌরকিশোরীকে সব দিয়েছে এবং ফতুর হয়েছে।

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

গতকাল প্রভাতী কীর্ত্তনের পর "জয়" দিবার সময় ঘোষালদা "আমাদের সখীমা কী জয়" বল্‌তে ভুল কর্‌লেন, (এ কয়দিন তাই বল্‌ছিলেন) করতালটি ছিঁড়ে পড়ে গেল। বাবাঃ—আজ আর জয় হোল না, তাই চটে গেছে তাই করতাল ছিঁড়ে গেল, তখন ঘোষালদা তাড়াতাড়ি আবার সখীমার জয় দিলেন।

বাবা—এ অপরাধের দণ্ড হ'ল বৈষ্ণবদের বাল্যভোগ খাওয়াও। ঘোষালদা ২ টাকার মুড়ির ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। আজ তাই ঘোষালদা সাবধান হ'য়ে জয় দিলেন। জয় দিবার পর বাবা :—আচ্ছা, যদি আর কেউ '"জয়" দেয়, তোমায় না দিতে দেয়, তা'হ'লে লাগ্‌বে তো? ঘোষালদা 'তাতো লাগ্‌বেই'।

বাবা : না দিতে পাবার জন্য, না নিজের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের জন্য? ঘোষালদা :—আমার আবার মর্য্যাদা কিসের।

আজ 'শ্রীঅধিবাস" নাট-মন্দিরে নবরাত্রির উৎসবের মঞ্চ সাজান হ'ল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নবদ্বীপের গোসাঞি বাড়ীতে এবং আখ্‌ড়া সমূহে সিধা পাঠান হ'ল। রাত্রি ৮টার সময় বাবা "অধিবাস কীর্ত্তন" কর্‌লেন। আগামী কল্য নামের সঙ্গে পারায়ণ পাঠ এবং জপের ব্যবস্থা হচ্ছে। রজনীদা আমার মহাপ্রভুর মন্ত্র জাপকদের মধ্যে ফেল্‌লেন, বল্‌লেন—এতে ইষ্ট স্ফূর্ত্তি পাবে।

১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

আজ শ্রীএকাদশী, চব্বিশ-প্রহরের আজ প্রথম দিন। শ্রীনাট মন্দিরে শ্রীনাম চল্‌ছেন। বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে জাপকেরা জপ কর্‌ছেন। বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় পারায়ণ পাঠ হচ্ছেন।

মন্ত্রজাপক—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র" রজনীদা, মথুরদা, উপেন, গৌরদা, পরমেশ্বরদা, তারকদা, রতন, তিন-দিনে ১ লক্ষ।

পারায়ণ পাঠক :—নিমাই ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ১১-১২ স্কন্ধ। কেদার পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধ। বৈষ্ণব চরণ - শ্রীমদ্ভাগবত ৬.৯ স্কন্ধ। হরিদাসদা, শ্রীমদ্ভাগবত ১-৫ স্কন্ধ। গৌরাঙ্গদা—সঙ্গীত মাধব, স্মরত কথামৃত প্রভৃতি। (উপরে নিজের ঘরে)।

বাবা দণ্ডবৎ করতে গিয়ে পারায়ণ পাঠ দেখে ক্ষেপে যান। ঘরে এসে বলেন "আমায় বল্‌ল, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ হবে, এ যে দেখ্‌ছি, প্রাণগোপাল প্রভুর বাড়ীর নকল আরম্ভ করেছে। যিনি কর্ত্তার উৎসবে এত টাকা খরচ করতে পারলেন, তিনি কি কিছু টাকা দিয়ে পারায়ণ পাঠ করতে পারতেন না? তিনি শুধু নামের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ নূতন চালের মধ্যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আস্‌বার পথ রইলো নামকে খাটো করা হ'ল।

রাত্রে বাবার ঘরে গৌরাঙ্গদা, নবদ্বীপ কাকা, বসন্ত কাকা বসে প্রসঙ্গ করতে লাগ্‌লেন, 'ইষ্ট-নিষ্ঠার' কথা উঠ্‌ল। বসন্ত কাকা বল্‌লেন, শিব, কালী যা কিছু বল সবই একের স্বরূপ শক্তি, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম সাধনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করেছেন। তৎ-স্বরূপভূত-শক্তি ছাড়া কি কেউ তাঁর লীলা সমাধান করতে পারেন? সকলেই একের (পূর্ণের বা কৃষ্ণের) প্রিয়, একের সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে থাক্‌তে সকলের চেষ্টা, একের সঙ্গে থাকাতে এরাও পূর্ণ বল্‌লে ভুল হয় না। একের সত্তা আছে ব'লে দুয়ের ধারণা। এরা সকলেই যে "এক" প্রিয়, তা তাদের স্বরূপেই বুঝা যায়। গৌরাঙ্গদা :—পরমহংসদেব কাশীতে দেখেছেন যে "বাবা বিশ্বনাথ" সকলের চিতায় গিয়ে—কাণে কাণে "হরে কৃষ্ণ" নাম শোনাচ্ছেন। বাবা—বস্তু উপলব্ধি না হওয়াতে ঝগ্‌ড়া। তখন শালকেতে পাঁচুবাবুর বাড়ীতে থাকি, ছাতুবাবুর গঙ্গাঘাটে স্নানে যাই, এক কায়স্থভক্তের সঙ্গে ঘাটে দেখা হত। সে ভক্তটীর গঙ্গাস্নানে খুব নিষ্ঠা। ঝড় বৃষ্টি হলেও গঙ্গাস্নান সে ভক্তটী বন্ধ করতেন না। একদিন পাঁচুবাবুর বাড়ীও বাইরের রোয়াকে বসে আছি, সন্ধ্যা হয় হয়, আমায় বসে থাক্‌তে দেখে তিনিও বস্‌লেন? বসে বসে দুঃখ করছেন—"গুরুদেব "নাম" "মন্ত্র" সবই দিলেন, যৎটুকু করান্ সাধ্যমত করি—কখনও সুখ পাই, মনে হয় যেন হাতের কাছে 'ইষ্ট' ঘুরে বেড়াচ্ছেন; কখনও এমনি সরে যান যে মনে হয় কোন সম্বন্ধ নেই।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার উপাস্য কি?" তিনি বল্‌লেন "কালী" আমার উপাস্য। তখন আমার মুখ দিয়ে বের হ'ল, "যদি কেউ বিচার ক'রে ভজতে চায়, সে আলাদা কথা কিন্তু উপাস্য বস্তুতে পরতত্ত্ব স্থাপন হ'ল স্বাভাবিক নিয়ম। আপনার কাছে "মা" হ'লেন পরতত্ত্ব, তাঁকে পূর্ণরূপে ভোগ করতে হ'লে, তাঁর দশ স্বরূপের অনুশীলন করতে হয়, কালীকে ছাড়্‌তে হ'বে না—তাঁরই লীলা জেনে অনুশীলন করবেন। তারপর "মা" যখন পরতত্ত্ব তখন তিনি পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই, সুতরাং পুরুষ স্বরূপের লীলা বাদ দিতে পারা য'য় না, কাজেই রাম-কৃষ্ণ গৌর লীলা সবই এসে গেল।" যতক্ষণ ঠাকুর আমার মুখ দিয়ে একথা বলালেন, ভক্তটি অঝোরে ঝুরতে লাগ্‌লেন এবং পরে বল্‌লেন, "কেউ তো এমন ক'রে এ সব বুঝায় না।" বাবা তখন আরও বল্‌লেন— এই হিসাবে এসে যাচ্ছে—পুরুষে

যদি প্রকৃতির ব্যবহারের অভাব থাকে, তবে সে পুরুষ নয়; পূর্ণ হতে গেলে সব থাকা চাই, নইলে সে উপাস্য খণ্ড শক্তি হ'য়ে যাবে। আর প্রকৃতিতে যদি পুরুষের অভাব স্বীকার করা যায় তবে তিনি 'অপূর্ণ' হলেন—পরতত্ত্ব হ'তে পার্‌লেন না। যার কোথাও নিষ্ঠা জন্মাবে সে তো কিছুই বাদ দিতে পারবে না সবাই যে তার উপাস্যের। কোনখানে যার ইষ্টনিষ্ঠা হয়েছে, তার সব নামেতে সমান আবেশ। ঝগ্‌ড়া ওঠে নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত।

গৌরাঙ্গদা—তত্ত্বতঃ গৌরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিতাই জড়িয়ে আছে।

বাবা বল্‌লেন—আমাদের আখরে এনেছেন "নিতাই উপাদানে গৌর গঠিত।"

বসন্ত কাকা—পরতত্ত্ব নিতাইতে দাঁড়ালে গৌরের স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই।

গৌরাঙ্গদা—পরতত্ত্ব শেষে গুরুতে দাঁড়াল যেখানে নিতাই গৌর পরস্পর জড়াজড়ি হ'য়ে সুখে তাদাত্ম প্রাপ্ত হ'য়ে আছেন, নিজেরা অবশ কিন্তু ভোগটা গিয়ে পড়েছে—সে অবস্থায় কে রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌ছেন—এক কেলি প্রভাব বা স্বরূপ প্রভাব ছাড়া সেখানে কেউ নেই। সেই স্বরূপটি হ'লেন ভক্ত-তত্ত্বের অবধি গুরু—তিনি তাঁদের দু'জনকে বুকে নিয়ে জড়িয়ে আছেন। বাবা—"শ্রীগুরুই ত ভোগের-স্থিতি-স্থান। তার আবার স্বভাব হাত ধরা—একা ভোগে আশ মেটে না, তিনি মনে মনে বলেন—আমি যদি কোটি প্রাণ হই—তবে এ যে কি সুখ বুঝাই।" বসন্ত কাকা—গৌর-লীলা ভাষায় বলে বুঝান যায় না। গৌরাঙ্গদা—এ হ'ল মেয়ে পুরুষ।

২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

আজ বৈকালে শ্রীজনরঞ্জন সেন এসেছিলেন। তিনি দেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকার Reporter. পত্রিকা সমূহে সখীমার সম্বন্ধে কিছু দিতে চান। তাই কিছু জান্‌তে এসেছেন। বাবা বল্‌লেন—"এঁর খুড়োর নাম কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ, এরা দুই ভাই বেদান্ত শিখবার জন্য নবদ্বীপে আসেন। ইনি তখন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। স্ত্রীলোকের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াতেন না। নবদ্বীপে শিবগোবিন্দ ভারতীর (স্বামীজীর) বেদান্তের টোলে ভর্ত্তি হন। ইনি বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করেন। এঁর ভাই কাব্যতীর্থ মহাশয় গৃহে ফিরে সংসার করেন। ইনি পুরী গিয়ে নবদ্বীপদা, গোবিন্দদার সঙ্গ লাভ ক'রে সেখানে থাকেন। বঙ্গবাসীর Editor যোগেশ বসুর দাদা হরিশ বসুর বাড়ীতে তখন এঁদের থাকা (রাম চণ্ডীর পিছনে একতলা বাড়ীতে) রান্না সেখানে হ'ত না। গোবিন্দদা ছত্রে ছত্রে মেগে খেতেন, থাকা রাস্তায় রাস্তায়। আমরা বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম পুরী যাওয়ার বৎসরে ইনিও বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে মিল্‌লেন। জগন্নাথ বল্লভের কর্ত্তা ভূতানন্দ স্বামীজীর নজরে বাবাজী মশায় পড়্‌লেন। ভূতানন্দ স্বামীজী জগন্নাথ বল্লভের পুরাণ ছাপাখানা ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেন।

এর অনেক পরে ঝাঁজপিটা মঠ প্রাপ্ত। দিদি, 'রাধাকান্তে'র সেবায় নিযুক্ত হ'লেন। রাত্রি দশটার পর দিদি, রাধাবিনোদ, করুণাকর, শরৎ, এঁরা অভিসারাদি কীর্ত্তন কর্‌তেন—ঘরের

দরজা বন্ধ ক'রে। একদিন অভিনয়ের মত সেজে (দিদি ললিতা, রাধাবিনোদ রাধা, করুণা কৃষ্ণ, শরৎ বিশাখা) কীর্ত্তন করেন। রাসালস কীর্ত্তনের পর, রাধাবিনোদ এবং করুণাকে এক বিছানায় শোয়ান হয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে শোওয়া অভ্যাস, কারুর সহিত শোওয়া অভ্যাস নয়, আজ অভিনয়ের জন্য ভাল বিছানায় দু'জনে শুলেন ঘুম ভাঙার পর লজ্জাবশতঃ (আবেশ ছুটে যাওয়ায়) পালান। এঁর আবেশ ছুট্‌ল না। পাছে বাইরে গেলে বেশ খুলে ফেলে, তাই ঘর বন্ধ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগলেন। ব্যাপার জানাজানি হ'য়ে গেল। বাবাজী মশাই ব্যাপার শুনে ঘরের দরজা খুল্‌বার জন্য অনেক তাড়না কর্‌লেন। কিন্তু যখন খুল্‌ল না এবং বাবাজী মশাই কিছু ইঙ্গিত পেয়ে এঁর বেশ রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত হ'লেন। এই হ'ল বেশের পত্তন নাম সংকীর্ত্তনে যে গোপীভাব দেয়—এঁর জীবন তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেক কথা শুন্‌তে হয়—'ভাব না হয় হ'ল—আবার বেশ কেন?' এ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায়—ইনি ইচ্ছা ক'রে এ 'বেশ' গ্রহণ করেন নি—ভাবের গভীরতা তাঁকে জোর ক'রে এরূপ করিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি বাদীপক্ষের কটাক্ষের বিষয়ীভুত হ'তে পারেন না। এর অনেক পরে বিগ্রহের নিত্যত্ব বোধে অষ্টকালীয় সেবা আরম্ভ। এ সেবা আরম্ভ করেন অদ্বৈতদাস নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের বাড়ী হ'তে ইনি এবং গোবিন্দানন্দ স্বামী বৃন্দাবনে চলে যান। বর্ষাণে শ্রীজীর সামনে অদ্বৈত দাস সন্ধ্যারতির সময় মোথায় চাদরের পাট্টা দিয়ে নৃত্য কর্‌তেন। শ্রীজীর কৃপা পেয়ে যান। পাগলের পর যখন পুরীতে বাবাজী মশাই ফেরেন ; এঁরা দু'জনে বৃন্দাবন হ'তে ফেরেন। অদ্বৈত দাসের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছিল ; কিন্তু বৃন্দাবনের ফেরৎ সে লাবণ্য কোটিগুণিত হয়েছিল। ফুটন্ত গোলাপের লাবণ্যের কথা উপাখ্যানে পাওয়া যায়। তাঁর মুখে তা স্বচক্ষে দেখেছি। অদ্বৈত দাস বাবাজী মশাইকে বলেন— বিগ্রহের অষ্টকালীয় সেবা কর্‌তে মন হচ্ছে." বাবাজী মশাই মত দিয়ে বল্‌লেন—যখন যা দরকার হ'বে, আমি তা সাধ্যমত পূরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। এই অষ্টকাল সেবাকালে অদ্বৈত দাসের নাম হ'ল কিশোরী দাসী'। দিদি এর সঙ্গে সঙ্গে সেবা ক'রে, সেই সেবার আবেশ পান। তারপর বাবা বল্‌লেন—এঁদের (সখীবেশধারীদের) ভোজনের হিসাব শুনুন, "৬টা কুকুর মঠে থাকৃত, সব একত্রে মেখে ৬টা কুকুরের খাবার নির্দ্দিষ্ট পাত্রে দেওয়া হ'ত—তারা শান্ত ভাবে তা পেত। তাদের পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকৃত তাই ছিল সখীদিদির আহার।" এসব বাবাজী মশাই করিয়ে নিয়েছেন। বাবাজী মহাশয়ের জীবনী মহাপ্রসাদ, নাম, বৈষ্ণব, বিগ্রহ—এ চারির ব্যবহার কি, গুণ কি—তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ; জ্ঞানবাবু :—আচ্ছা তিনি যে চলে গেলেন, এরপর কে এ সেবা বজায় রাখ্‌বেন ?

বাবা :—তিনি সেবার হিসাব (কবে কি জাতীয় অভিসারাদি হবে না হবে এ সব) লিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তদনুযায়ী চল্‌বে।

তা ছাড়া আমাদের হিসাবে, তিনি চলে যান নি। যদি চলে যাবেন, তা'হ'লে এতবড়

সেবার প্রকাশ ক'রে যেতেন না। এরপর অনেকের মুখেই শোনা যাবে সখীমাকে আমি অমুক জায়গায় অমুক করতে দেখেছি তিনিই সেবা করিয়ে নেবেন রাত্রে বাবা কীর্ত্তন করলেন। নিতাই-এর "নাম প্রেম প্রচারের কথা" ব'লে সখীমাকে উদ্দেশ্য ক'রে জানালেন। অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের আখর। পরে এ সম্বন্ধে বাবা বললেন—কীর্ত্তনের সময় মনে এল "কেউ তো যায় নি দিদি এখানেই আছেন, গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর সেবা রয়েছে। যে প্রাণ দিয়ে তিনি সেবা করলেন তা তো ছেলেদের মধ্যে নেই—কাজেই সেবা ঠিক ভালভাবে না হ'তে পারে। তাই মনে এল তোমার সেবার বিশৃঙ্খলা তুমি ঘট্‌তে দিও না। তুমি ছেলেদের চোখের ওপর থেকে তাদের মধ্যে প্রেরণা দিয়ে ঠিকমত সেবা করিয়ে নিও।"

২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল শনিবার (৭।১২।৪৬)

রাত্রে বাবা কীর্ত্তনে "অন্তরে নিতাই" পদ আস্বাদন করলেন। দ্বিজপদ দা সখীমার এক "সূচক" রচনা করেছেন। তা পাঠ ক'রে শুনালে বাবা সুখী হন। দীনেশ কাকা এ উৎসবে আসে নি, তার অভিমান হয়েছে। কারণ তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয় নি। তিনি নিজ বাড়ীতে স্বতন্ত্র "অষ্ট প্রহর" করেছেন। বাবা :—টেলিগ্রাম কেন করা হয় নি ? একথা এখানে এসে পৌঁছে বললে অভিমান পাকা হ'ত। যাক্ এলে আর অষ্ট-প্রহর বোধ হয় করতো না, সেটা তবু হ'ল।

২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ (৮।১২।৪৬)

আজ শ্রীনাম সমাপ্ত হ'লেন। বাবা ৭টার সময় সাধু নিবাসে সখীমার সূচক কীর্ত্তন করলেন। ১॥ ঘণ্টা ধরে বেশ ভোগ করলেন। পরে বললেন দ্বিজপদর রচনা বেশ সুন্দর হ'য়েছে। সব জিনিষ আছে। কীর্ত্তনের পর নগর কীর্ত্তন শ্রীবাস অঙ্গন পর্য্যন্ত বের করিয়ে দিলেন। উদ্ধবদার সঙ্গে আমরা "নগর কীর্ত্তনে" গেলাম। দাদা মহাশয়ের সামনে "নগর ভ্রমিয়ে" উদ্ধবদা গাইলেন। শ্রীনাট-মন্দিরে চৌষট্টি মহান্তের মালসা ভোগের' ব্যবস্থা। সখীমার সমাজের কাছে গিয়ে বাবা দধি, হলুদ এবং হরির লুট করলেন। খুব বড় উৎসব হ'ল, আজ প্রায় ১২।১৩ হাজার মূর্ত্তি প্রসাদ পেলেন। দাদা মহাশয়ের উৎসবের মত বিরাট পঙ্গত। রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হ'ল। তখনও একটি পঙ্গত চল্‌ছে। বাবার ঘরের বারান্দায় গ্রহণ উপলক্ষে "নাম" চল্‌তে লাগ্‌লেন।

২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

প্রসাদ পেতে গিয়ে বাবা গান ধরলেন। "দে রে দে, ওরে বাছা দে রে আমায় খেতে দে। সাথে সাথে খাব আমি আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। তুলে দে আমার মুখে খাব রে পরম সুখে, আমি দিব তোর মুখে এতে সুধা আছে রে।" রাত্রে বাবা মেয়েদিগকে বললেন "তোমাদের তরফ হ'তে কিছু করা দরকার, তোমাদের সঙ্গেই তো তার অনেক কিছু। কি আর করবে নাম কর, আর তাঁর গুণ স্মরণ ক'রে কাঁদ। সোণা দিয়ে বাঁধ্‌লে তাকে সুখ দেওয়া হবে না। 'নাম' করলে তার সুখ হ'বে।"

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

বহরমপুর লালবাগ নসীপুরের ফেরৎ আজিমগঞ্জ হাওড়া গাড়ীতে বাবার লোমবস্ত্রের পোট্‌লাটা নামাতে ভুল হয়েছিল। তার মধ্যে বাবার সোয়েটার এবং একটী আহ্নিকে বসিবার আসন ছিল। আজ নন্দকাকা রাত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখনও তৈরী হয়নি ?' নন্দদা বলিলেন— 'আসন কর্‌তে পাগলদাকে দেওয়া হয়েছে'। বাবা : "আর আসন কর্‌তে হবে না - (এর পূর্ব্বে পাঠবাড়ীর আর্থিক অবস্থার কথা রজনীদার কাছে বলেছেন) যা আছে তাই দিয়ে কাজ চালাও খড়ের আসন করালেই হয়।" নন্দদাকে হাসতে দেখে বাবা বলিলেন—"হাস্‌ছিস্ যে, কিরকম ঘরে মানুষ হয়েছি জান্‌লে হাস্‌তিস্ না। খড়ের ঘরে মানুষ। তিনবার খড়ের চালায় চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গেছি। জ্যেঠা ১২০ আর বাবা ২০ এই ১৪০ টাকার আয়ে দু'বেলা ৮০ খানা পাতা প্রতিদিন পড়্‌ত। অসুখ হ'লে রুটি একদিন খায় জান্‌তাম নিমন্ত্রণে চিড়া দই বা চিড়া ক্ষীর বৃন্দাবনে গিয়ে রঘুনন্দন প্রভুর ঠাকুর বাড়ীতে দিন কতক প্রসাদ পেয়ে মনে হ'ল যে সব জিনিষের মুখ ঘরে দেখ্‌তেও পাইনি সেই সব (রাজ ভোগাদি মিষ্টান্ন) খেয়ে বৈরাগ্য কর্‌তে বৃন্দাবন এলাম ? আর এখানে প্রসাদ পাওয়া হবে না, গেলাম না। মাধুকরী করি। দুপুরে ১০টার সময়ে বাহির হ'য়ে গোটা কতক শুক্‌না রুটির টুক্‌রা পেয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতাম, নরম হয়ে গেলে পেতাম। রঘুনন্দন প্রভুর বাড়ীতে প্রসাদ পেতে যাবার সময় রাধাবাগের তুলসী দিয়ে সেবা কর্‌তাম। সে সেবাই বন্ধ হয়ে গেল তাই ৩।৪ দিন পরে তুলসী সেবা কর্‌বার জন্য বৈকালে তুলসীতুলে নিয়ে গেলাম। প্রভুর ঠাকুর মন্দিরে গেলে, প্রভু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন 'কি খাওয়া হয়েছে ?' শুক্‌না মুখ দেখে বুঝ্‌লেন বিশেষ কিছু মাধুকরী মেলেনি। তখন একটু বক্‌লেন দেহ রক্ষা ক'রে ভজন কর্‌তে হয়। পূজারীকে প্রসাদদিতে বল্‌লেন পেলাম। এই রকম ২।৪ দিন গেলে মনে হ'ল - আজ আর ওরকম পাওয়া হবে না। তাই মাধুকরী সময়ে মাধুকরীর ঝোলা সঙ্গে নিয়ে তুলসী নিয়ে বাহির হ'লাম। রাস্তার এক ব্রজমায়ী (বনমালীরায়ের দারোয়ানের স্ত্রী) বল্‌লেন - বাবা ! ফের্‌বার সময়ে মাধুকরী নিয়ে যাস্ প্রভুর ঠাকুর মন্দিরে গেলে প্রভু আমার মুখ দেখে বুঝ্‌লেন—খাওয়া হয়নি। তখন উপদেশ দিলেন —'শরীর বজায় রেখে ভজন কর্‌তে হয়। এখনি ভোগ সর্‌বে, এখানে প্রসাদ পেয়ে যাও।' প্রভু এই ব'লে উপরে গেলেন। ভোগ সর্‌লে আমি পূজারীর নিকট এক ডেলা মাধুকরী নিয়ে সরে পড়্‌লাম। সেই ব্রজমায়ীর নিকট মাধুকরী নেওয়া হল না। কারণ ওখানে বড় দেরীতে মাধুকরী মিল্‌ত. প্রায় দেড়টা দুইটায়। তাই মনে হ'ল আজ থাক। এই দুই অপরাধে শৃঙ্গার বটের পিছনে যমুনার ধারে বানরের কৃপা হ'ল।"

বাবা আরও বল্‌লেন—বনমালী বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত আছে বোধ হয় এই হিসাবে একদিন এক ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ ছেলে আমার কুঠ্‌রীতে এসে খুব জেদ ধর্‌ল—"পয়সা দাও" আমি ভাব্‌লাম কারও কাছে ত পয়সা চাই না তবু ও-কেন আমার কাছে চাইছে ?" তখন মনে হ'ল—

"প্রভু জগদ্বন্ধু টাকা পাঠিয়েছিলেন,—মালা কিন্‌বার জন্য, সেই টাকার দশ আনা পয়সা ত আছে" বিছানার তলা হ'তে তা বাহির ক'রে দিলাম। ঘরে একটী কমণ্ডলু ও একখানি নূতন বহির্বাস ছিল। সে দু'টার দিকে ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে তাকাতে দেখে তাও দিয়ে দিলাম। পরে প্রভু জগদ্বন্ধুকে চিঠি লিখ্‌লাম—"আমায় পয়সা কড়ি পাঠাইও না যাঁর কাছে রেখে গেছ—তিনি (রাধারাণী) কিছুরই অভাব রাখেন নি।"

ছত্রিশ রাজগড় কুঞ্জে ফির্‌বার সময়ে ঐখানে দেখি যে ১০০/১৫০ বানর কামড়া কামড়ি কর্‌ছে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করে, দেখি। তারা একটু শান্ত হ'ল। আমি তখন একপাশ দিয়ে বাহির হ'য়ে যাওয়ার জন্য এগুলাম। একটী বানর এসে কামড় দিল। আমি মাধুকরী ঝোলা ছেড়ে দিতে, তারা তাই নিয়ে মেতে গেল। আমার মনে হ'ল—"প্রাণে বেঁচে গেলাম, যদি সব বানরগুলো আস্‌ত তা'হ'লে শেষ হয়ে যেতাম।" যমুনার ধারে কুঠরীতে এক মা ঠাকুরাণী থাক্‌তেন। তিনি দেখে বল্‌লেন—বাবা তোমার পা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে যে মাটি ভাসিয়ে দিচ্ছে।" তখন চেয়ে দেখি যে রক্ত পড়্‌ছে। তিনি বল্‌লেন—"জল লাগিও না।" আমি যমুনার ধারে গিয়ে জল দিয়ে ঘা-র আশেপাশের রক্ত মুছে ফেলে পাণ্ডাবাড়ীতে গেলাম। নন্দ-সরকারের বাড়ীর ঝিরা দেখে হায় হায় ক'রে উঠ্‌ল। আমার তখন মনে হচ্ছে—"ঢুই অপরাধের শাস্তি অল্পের উপর দিয়ে গেছে।" নন্দ-সরকারের বাড়ী রইলাম। নিমজল দিয়ে ধুই আর বুড়ি ঠাকুরাণী একটী তেল দিয়ে ছিলেন, তাই লাগাই। নন্দ-সরকার আমায় ভাইয়ের মত দেখ্‌তেন। তাঁর কাছে থাক্‌তাম। "প্রতিকূলে কৃপা।"

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

প্রভাতী কীর্ত্তনের পর বাবা বারান্দায় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ দিয়া উঠিয়া পাঠবাড়ীর মাখনদাকে দেখিয়া বলিলেন—"শুধু মঠে থাক্‌লে হবে না, মাঠে যেতে হবে। না পার ত দণ্ডবৎ ক'রে দিব। ফাঁকিদিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। কেউ এক ঘটি জল দিল, কেউ শুধু দণ্ডবৎ ক'রে মনে কর্‌ল যে, তার কাজ হয়ে গেল। অথচ পঙ্গতের সময়ে রসা একটু কম হ'লে ঝগড়া লেগে যাবে। দাতার দিকে নজর থাকলে এ ঝগড়া আসে না। যেমন কাজ কর্‌বে সেইরূপ খাওয়া যোগাতে তিনি বাধ্য। তা নিয়ে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করা কি ঠিক?"

তেল মাখ্‌বার সময় বাবা রজনীদাকে বলিলেন—পাঠবাড়ীর জন্য চিন্তা ২০০'০০ টাকা আয় আর ৬০০'০০টাকা খরচ।

"শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের" জন্য সেবকের ভাবনা। সেবক যোগাড় হয়ে গেলে টাকার জন্য বল্‌তে আটকাবে না, বল্‌বার পথ আছে। "শ্রীহরিদাস ঠাকুর" উপাস্যের উপাস্য। তার জন্য সম্প্রদায় চিন্তা করতে বাধ্য। কিন্তু পাঠবাড়ীর দু'বেলা ৭০।৮০টি পাত পাত্‌বার জন্য তো লোকের কাছে হাত পাতা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপের যে ব্যবস্থা ক'রে গেছেন—তাতে চিন্তা কর্‌বার কিছু নেই। মাসে মাসে ভিক্ষার উপর কি একটা আশ্রম চলে? নবদ্বীপের মহান্তের চেলা এসেছিলেন। তিনি বল্লেন—"জমি না থাকলে মঠ চলে না।" এদের সেদিকে ঝোঁক নেই। ২০।২২ হাজার টাকা যা সংগ্রহ হ'ল সেটা কাজে লাগানো দরকার। লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে (আমি হ'লে ত জিজ্ঞাসা কর্‌তাম) এই যে সে-দিন কাজের জন্য টাকা দিলাম, আবার টাকা 'সেবার' জন্য চাইছ কেন? সে টাকার কি ব্যবস্থা কর্‌লে দেখাও। তখন কি বল্‌বে? শেষে কি বদনাম কেনাবে? ও টাকা কাজে লাগানো দরকার। টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় কলিকাতায় 'লাবণ্য' 'দালাল' প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের উপর মাসিক ৫০'০০, ৩০'০০, ২০'০০, ১০'০০ টাকার ব্যবস্থা করেছে। স্বেচ্ছায় কিছু দেয় সে আলাদা কথা। অভাবের কথা জানান গেল এই পর্যন্ত পারা যায়। কিন্তু তারপর তোমায় এত দিতে হবে এ ত আমি বল্‌তে পারি না। আমার বরাবর ভয় জুলুম কর্‌লে পাছে তাদের শ্রদ্ধা নষ্ট হয়, এই অসময় লোকে ধনপ্রাণ নিয়ে ব্যস্ত। এ সময়ে তুমি নিজেদের পেট পূরণের জন্য টাকা চাইতে থাক—একি ঠিক?

গোবিন্দদা শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠে একবার একমাস ব্যাপী নাম চালালেন। দেনা হ'ল। শেষে শীল-গিন্নি এবং কয়েকজনকে টাকা চাহিয়া পত্র দিলেন। কেউ কিছু দেয় নি, তাতে গোবিন্দদা দুঃখ পান। যখন কলিকাতা যান সেই দুঃখে এবং রাগে শীল-বাড়ীতে উঠেন নি এবং শীল দিদি পুরীতে গেল তাঁর আদর পর্য্যন্ত করেন নি। সে সব কথা আমার প্রাণে প্রাণে লেগে আছে। আশা ক'রে কারো নিকট কিছু চাইতে নেই। গৃহস্থদের সহজে একটু শ্রদ্ধা হয় না। যদি কাহারও কিছু হয়ে থাকে সে শ্রদ্ধা যাতে নষ্ট না হয় তা করা দরকার।

বারমাস টাকা টাকা ক'রে বেড়ানো কি সম্ভব? বাবাজীমহাশয় রায়বাহাদুর এবং যোগেন মিত্রের বাড়ীতে থাকার পর যখন পুরীতে যাচ্ছেন—ট্রেনে উঠেছেন, আমি বল্লাম "যোগেনবাবু তো পাশ কাটাচ্ছেন কিন্তু দোকানে ৯০'০০ টাকা দেনা আছে।" তা শুনে বাবাজীমশায় বল্‌লেন—"কেন যোগেনের উপর আশা কর্‌ছিস? টাকার জন্য ভাবনা কিসের যে দেবার সে দিয়ে দেবে।" ফিরে এলাম। রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হ'ল। সেই রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন বাবাজীমহাশয় যোগেনবাবুর ওখানে এতদিন রইলেন কি ক'রে কি হ'ল? আমি বল্‌লাম "এত টাকা দেনা দোকানে আছে।" রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ ৯০'০০ টাকা দিয়ে দিলেন। রায় বাহাদুরের নিকট আর কি এ আশা করা যায়? রায় বাহাদুরের বাগান হ'তে চ'লে আসার পর কেউ রায় বাহাদুরকে বলেছিলেন —"বাবাজীরা ত খে'ল শাকপাতা, এত খরচ হ'ল কিসের? নিশ্চয় সরকার মেরেছে।" রায় বাহাদুর ত সংসার খরচ নিজে কখনও করে নি। তাই মনে মনে সাব্যস্ত ক'রে একদিন দর্জ্জিপাড়ায় এসে বাবাজী মশাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে তিনি (বড়বাবাজী মহাশয়) বলিলেন—"তাইতো হে আমরা শাকপাতা খেলাম এত খরচ হওয়া ঠিক নয়। সরকার তা হ'লে নিয়েছে।" বাবাজীমশাইর

চির স্বভাব প্রথমে মেনে নেওয়া। তারপর বল্‌লেন—আচ্ছা প্রসন্ন। তুমি ত ফরিদপুর থাকাকালে একটা বাঁশগাছ নিলামে কিন্‌লে। তোমার বাবা এই নীচ কাজে মন দেখে তোমায় তাড়িয়ে দেন। তাতে তুমি গঙ্গার ধারে কলিকাতায় এসে বাসা করলে, সেই বাপ্‌ তাড়ান ছেলে তুমি কেমন ক'রে আজ রায়বাহাদুর হ'লে? কেমন ক'রে এত টাকা রোজগার করলে? চুরি কর নাই কি? সরকার সামান্য মাইনে পায়, যদি কিছু নেয় তাইতে দোষ দিতে পার কি? তুমি সরকারকে যত কমসম্ভব তাই দেবে, তার সংসারের অভাবের দিকে তাকাও না। সে চুরি না ক'রে কি করে?" রায় বাহাদুর চুপ্‌। শেষে ১০০'০০ টাকার একটা নোট পকেট হ'তে বাহির ক'রে দণ্ডবৎ ক'রে সরে পড়্‌লেন। সেই রায় বাহাদুরের নিকট কি এইরূপ ব্যবহার আশা করা যায়? যে দেবার সেই দেয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে চলা উচিত। সেবার জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা আমাদের করা কর্ত্তব্য সে জন্য কোন ব্যক্তির উপর জুলুম করা ঠিক নয়। এইত রায়বাহাদুর বাবাজী মশায়ের কাছে মন্ত্র নিল। তাঁর উপদিষ্ট পথে চল্‌তেলাগ্‌ল। কিন্তু দ্বিতীয়বারের জন্য একদিনও কি খোলে ঘা দিতে ডাকল? আমাদের তরফ থেকে এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে তার সে শ্রদ্ধা নষ্ট হয়েছে। পুরীতে গিয়েছি, গম্ভীরার অধিকারী হরিভজনদাসের অসুখ। কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য বাবাজীমশায়কে ধরেছে, বাবাজীমশায় আমাকে ডেকে বল্‌লেন—একে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে পুলিনের বাড়ী উঠো। তারপর রায়-বাহাদুরের বাগানে এঁর ব্যবস্থা করিও।" আমি—"আমি পারব না।" প্রশ্ন—"কেন"? আমি—"রায়বাহাদুরের আপনার উপর শ্রদ্ধা হয়েছে কিন্তু বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হয় নি। এঁকে নিয়ে যাব যদি বলে হবে না—তবে যে আমার সহ্য করা কঠিন হবে।" বাবাজী মশাই:—আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।— চিঠি দিলেন নিয়ে গেলাম। অধিকারী মশাইকে পুলিনদার বাড়ীতে রেখে দিয়ে আমি কামাখ্যাদাস বাবাজীকে নিয়ে রায়বাহাদুরের কাছে গেলাম প্রথমে চিঠি দেখাইনি পাছে তাঁর উপর কিছু অমর্য্যাদাসূচক প্রয়োগ করে। আগে নিজে ব'লে ধাত বুঝি। বল্‌লাম—হবে না বলিল। তার নাতি বুঝি লাটসাহেবের বাগানে আস্‌বার ব্যবস্থা ক'রেছে। নাতির কাছে গিয়ে আমাদের জান্‌তে হবে। একথা শুনে কামাখ্যাদাস বাবাজী রেগে গিয়ে বল্‌লেন—"এর নাম এত শ্রদ্ধা।" আমি তাঁকে ঠাণ্ডা করলাম। ফিরবার সময় চিঠিটা রায়বাহাদুরকে দিয়ে এলাম। দিন কয়েক পরে ডেকে বল্‌লেন—"আমি কি তোমাদের জন্য বন্ধক দিব নাকি?" এ শ্রদ্ধা বজায় রেখে চলা বিশেষ দরকার।

উত্তরপাড়ায় সরলাদের বাড়ীতে কি আনন্দই না হ'য়ে গেছে। পাড়ার লোকেরা বিরোধী ছিল। কিন্তু নামের স্রোত দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। বাবা, মা, ছেলে সব একসঙ্গে নাম ক'রছে। ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন। এমন কি নদের নিমাই-এর অভিনয় পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে করতে লাগ্‌ল। আমি এটা পছন্দ করিনি। সরলার স্বামী "সত্য" কি জানি কোন বাবাজীর সঙ্গে কোন

মেয়ের কিছু দেখে থাক্‌বে। একেবারে উল্টো চাল। সব বন্ধ হ'য়ে গেল। সরলার স্বামী সত্য সাবেকী ঘেঁষা পাষণ্ডই বরাবর বেঁকে দাঁড়াল। আমার নামে প্রথমে প্রকাণ্ড এক চিঠি তাতে অনেক কথা—তারপর হাঁসপাতালে প্রাপ্তি হবার পূর্ব্বে একখানি পোষ্টকার্ড লিখে রেখেছিল। তাঁর ছেলে সেটী পোষ্ট ক'রেছিল। তাতে লিখেছে "আপনি বা আপনার সম্বন্ধের কেউ যেন আমার বাড়ীতে না আসে। এলে পুলিশ্‌ কেশ্‌ করিব।" আমি উত্তরপাড়া যাওয়া বন্ধ কর্‌লাম, এবং ছেলেদের নিষেধ ক'রে দিলাম। করুণাকে বল্‌লাম—তোমার যদি দিতে হয়, তুমি নিজে এসে দিয়ে যাবে।" আমি এ বিষয় বড় সাবধান।

কোন মেয়েছেলে ডাক্‌লে আমি যাই না। বলি "তোমার না হয় শ্রদ্ধা হয়েছে; তোমার বাড়ীর কর্ত্তার যদি না হ'য়ে থাকে? সে ডাকুক তবে যাব; ফাণ্ডের টাকায় কিছু জমি কেনা হোক, তাতেই পাঠবাড়ীর একটা ব্যবস্থা করা হবে। বাবু সেজে ব'সে থাক্‌লে মঠ চল্‌বে না।

রাধানাথ ৮০ বিঘা জমি দিল। কেউ গিয়ে দেখাশুনা ক'র্‌তে রাজী নয়। এখানে ঘরে ব'সে লেজ নাড়্‌ছে। লিখে পড়ে দিয়েছে—কই একবার গিয়েই দেখনা কেন?

আহ্নিক হ'য়ে গে'ছে বাবা উঠেছেন—এমন সময় বাবার চাদর লেগে বা অন্য কোন কারণে পাশের জলের ঘটীর জল পড়ে কাপড় চোপড় সব ভিজিয়ে দিল বাবা বল্‌লেন—"কোথায় কিছু ছাড়ভঙ্গ হয়েছে খবর নাও।" পোস্তায় টেলিগ্রাম করা হ'ল। বৈকালে পুলিনদার চিঠি এল। গত শনিবার 'হরিমতি দিদির' প্রাপ্তি হয়েছে।

গৌরাঙ্গদা রাত্রে চন্দ্রামৃত পাঠ ক'র্‌লেন। পাঠের পরে বাবার ঘরে যুগলদা বলিলেন—আনন্দগোপাল প্রভুর পাঠ শুন্‌তে গিয়েছিলাম। পাঠ করেছেন ভাল, কিন্তু "গৌরের উৎকর্ষ" মোটেই স্বীকার করেন না—বলেন শ্রীরাধা—দাস্যসাধ্যসার। শ্রীরাধার বিরহ গৌরসুন্দরেও পুরামাত্রায় ভোগ ক'র্‌তে সমর্থ হন নি।

বাবা—থাম থাম ও অনেক দিন হ'তে শুনা হচ্ছে। মাধবদাস বাবাজীর উৎসবের সময় ঐ ধাক্কা খুব ভোগ করা হ'য়েছে। শ্রীরাধারাণীর ব্যাপকত্ব স্বীকার না করিলে ভাবের উপরই দোষ পড়ে, ভাব সীমাবদ্ধ বস্তু নয়। মহাভাবের স্বরূপিণী—শ্রীরাধারাণী। তিনিও সীমাবদ্ধ হইতে চাইবেন না তাঁরও বাঞ্ছা ক্রমে ক্রমে বাড়্‌তে দেওয়া স্বাভাবিক শ্রীগৌরসুন্দর সেই রাধা-ই এসেছেন—নিজভোগ পূর্ত্তির জন্য, এ স্বীকার কর্‌তে হইবে। গৌরেতে রাধারাণী আছেনই—এ তাঁর বিশেষ খেলা।

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

সকালে সরযূদিকে বাবা বলিলেন—"রাত্রে দিদিকে কোথায় শয়ন দেওয়া হয়? ঘরে ত?" সরযূদি হ্যাঁ। বাবা—তাই কর্‌বে। যেমন সেবা ক'র্‌তে ঠিক্‌ তেমনি ক'রে যাবে। তিনি যে আছেন এটা দৃঢ় ধারণা রাখ্‌বে। সরযূ—উপরে পাঠের ঘরে তার ইঙ্গিত পেয়েছি। বাবা—

আছেন এ ধারণা না থাকলে সেবায় মন আসে না। যদি চলে যাওয়া সাব্যস্ত হয় তা'হ'লে এসব বিগ্রহাদি মিথ্যা হ'য়ে পড়ে। তিনি আছেন এ সত্য। এই যে কর্তা ৪০ বৎসর গা ঢাকা দিয়ে কত লোককে দর্শনাদি দিয়ে দেখাচ্ছেন যে তিনি আছেন—একি মিথ্যা? গা ঢাকা দেওয়ার কারণ তাঁর প্রকটকালে আমরা তাঁর কথা শুনি নি তিনি নাম করতে ব'লে ব'লে হার মেনে শেষে আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যাবার জন্য নূতন চাল চালিলেন। তিনি নিজ স্বরূপ লুকাইয়া বহুর মধ্যে 'লাভ', 'পূজা' 'প্রতিষ্ঠার' লোভ দেখিয়ে নাম করাচ্ছেন, তেমনি দিদিও গা ঢাকা দিয়েছেন মাত্র। আগে স্বাভাবিক ভাবে দেখাশুনা হ'ত। এখন একটু চেপে ধরতে হবে, একটুকু পার্থক্য। যাওয়া যায়ি নয়, তবে পাঞ্চভৌতিক দেহ অপটু হ'য়ে পড়লে সেবার যোগ্য দেহ লাভের বাসনা হয়। এ কথা ঠিক নয় সে-দেহ পাঞ্চভৌতিক নয় 'চিন্ময়'।

আমরা ট্রেনে যাচ্ছি চাতরার ভুপেনবাবু বল্লেন—"আমার বাবার অম্লশূলের রোগ ছিল। এক সাধু ঔষধ দিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন যখন দরকার পড়বে আমায় ডাকলে আমি আসব। হ'তও তাই। স্মরণ করলে হাতে হাতে ঔষধ দিয়ে যেতেন।" এ দেহও সত্য। কপিলাশ্রমের স্বামীজী সচ্চিদানন্দ বলিলেন "পৃথিবী সামান্য মানুষের পায়ের আঘাত ধরে রাখে আর এ আঘাত থাকবে না?"

দুপুরে বাকুচরের ইন্দুদির কাছে প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা শুনিয়া রাত্রে বাবাকে সেই কথা শুনালে তিনি বলিলেন—পনের আনা তিন পাই লোক এই সব ভালবাসে। আমার ওসব ভাল লাগে না। আমার 'বন্ধুই' ভাল। যতদূর বাড়াতে চাও বাড়বে। আগে 'বন্ধু', মাঝে 'বাবা', শেষে 'দাদা'। আমার ঠিকুজীতে লেখা ছিল বন্ধু—সহায়, দরিদ্র।

আমি—"আপনার দারিদ্র কোথায়"? বাবা "দরিদ্র নয় ত' কি? আমার প্রভু ভাল লাগে না। শেষবার যখন দেখা করতে যাই, ঘরে ঢুকবার পর সেই একবার দেখা"। তখন বল্ছেন—আমি হরি-পুরুষ। "আমার মোটে ভাল লাগল না"। যেই এ-সব শুনা আমি উঠে পড়লাম, মনটা খারাপ হ'ল। বাসা পর্য্যন্ত গেলাম না—একেবারে কলিকাতা চলে এলাম।

আমি বল্লাম—"প্রভু নিজেকে হরি-পুরুষ ব'লে প্রচার করিলেন কিরূপে"?

বাবা—ও সব পরীক্ষা। দেখলে আমি কি করি। যার সঙ্গে তাস খেলে রাত কাটিয়েছি তাকে কি ঠাকুর বলতে পারি? বৃন্দাবন হ'তে চিঠি লিখতাম পাশা খেলার গালাগালি দিয়ে। লিখে মনে করতাম সঙ্গীরা ত "প্রভু প্রভু" করে। যদি আমার এ লেখা দেখে তা'হ'লে দেখা হ'লে আমায় মারবে। তাই শেষে আবার লিখতাম এ চিঠি যেন সঙ্গীদের দেখিও না। তা' হ'লে আমায় মেরে ফেলবে। যখন বৃন্দাবন হ'তে কলিকাতা এলাম তখন বল্লেন "ও-শালারা যা বলে বলুক তুই ঐ বলবি—তোরমুখে ঐ বড় মিষ্টি লাগে"। আমার সঙ্গে বরাবরই অভিমানের সম্বন্ধ। সন্দেশ খাবার ব্যাপারে অভিমানের কথা বললেন।

গত দুই দিন গৌরাঙ্গদার পাঠ রাত্রে হইতেছিলেন। আজ বৈকালে পাঠ হ'লেন। কারণ রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে। কিন্তু বৈকালে গোলমাল থাকায় আবার ঠিক হ'ল যে আগামীকল্য হ'তে রাত্রেই পাঠ হবেন।

আজ সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ শুনাতে বল্লেন। হরিদাস স্বচ্ছ-দর্পণ শুদ্ধা-ভক্তির আশ্রয়। এখানে গৌরাঙ্গদা বল্লেন—শুদ্ধাভক্তির আশ্রয় বল্লে কিন্তু কম বলা হ'ল। বাবা—ঠিক, ওকথাটা বাদ দাও।

গৌরাঙ্গদা—বাবা, শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরকে কোন্ দিকে মাথা মুখ রেখে সমাধি দেওয়া হ'ল? বাবা—সমুদ্রের দিকে মাথা রেখে দেওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম, তাই হ'ল। শ্রীবিগ্রহ এর পাশে আছেন।

"গৌর ব'লে হ'ল মরণ" এখানে গৌরাঙ্গদা বল্লেন—মরণ কথা কাণে বড় বাজিল—অন্য শব্দ দিলে হয়। বাবা গ্রন্থকার নিজে শব্দ প্রয়োগ করেছেন। গৌরাঙ্গদা—সেখানে কোন কথা উঠ্তে পরে না।

বাবা—প্রাণ উৎক্রামণ শব্দটি না হয় দাও। পুনরায় বাবা বলিলেন—মহোৎসবটি কোথায় হ'ল এ নিয়ে বড় মতবিরোধ দেখা যায়। এখন মনে হ'চ্ছে মহাপ্রভু সিংহদ্বারে ভিক্ষা ক'রে ঘরে গেলেন, ঘরে বল্লে গম্ভীরায় বুঝায়—তা'হ'লে গম্ভীরায় উৎসবটি হ'য়ে ছিলেন।

কাশীমিশ্রের নিজ ঘরে সেদিন নিমন্ত্রণ ছিল তাই কাশীমিশ্র সে-সব-প্রসাদ গম্ভীরায় এনে দিলেন

পুঞ্জ শব্দের অর্থ গৌরহরিদা বলিলেন, এক এক দ্রব্যের চারি সংখ্যার নাম পুঞ্জ। বাবা—ধ্যোৎ—'মোতে পুঞ্জে দিয়, এ বল্তে বোঝায় কিছু দাও। এক এক মুঠ প্রসঙ্গ করিতে রাত খুব বেশী হইল বাবা প্রসাদ পাইতে বসিয়া বলিলেন—"কম খাব. রাত্ হয়েছে।" নন্দদা আপত্তি জানালে, বাবা—ওরে এখন বুড়ো বয়স, যখন যুবা বয়স—যখন খিদের জোর ছিল তখন কি খেতাম জানিস্—দিনের বেলায় গোঁসাই বাড়ীতে প্রসাদ পেতাম রাত্রে যোগেনবাবুর বাড়ীতে থাকৃতাম। তাঁরা গুণে চারখানি ফুল্কো রুটি দিত। প্রসাদ পে'তে পে'তে পাঠবাড়ীর মুরলীদা প্রশ্ন তুলিলেন—"শ্রীহরিদাস ঠাকুর যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ বক্ষে ধারণ করৃছেন—তখন কি মহাপ্রভুকে একটী উচ্চ আসনে বসান হ'য়েছিল?" নন্দকাকা—"কেন মাটীতে ব'সে পাতুলে দেওয়া যায় না? আগে ঠিক কর হরিদাস ঠাকুর তখন শুয়েছিলেন কি ব'সেছিলেন—শ্রীনাম এলেন তিনি কি না উঠে থাকৃতে পেরেছিলেন। আমি:—"করিয়াছেন শয়ন" বলে উল্লেখ রয়েছে। বাবা—তা'হ'লে চরণ তুলে দেবার অসুবিধা রহিল না। নন্দকাকা—"শুয়ে নাম করার কথা আগের দিনের। এদিনের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নেই।"

২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

ভোরবেলা ঘরে বসিয়া বাবা অমিয়া দিদিকে বল্‌লেন—শ্রীচরিতসুধায় একটী অষ্টকালীয় (লবঙ্গ মঞ্জরী গুটিকা) লিখে গেলেন কেন ? শুধু গ্রন্থে থাক্‌বার জন্য নয়, এখনকার জন্য। শুধু 'হায়' 'হায়' না ক'রে ঐ সব দেখ এবং সেই স্মরণে কাল কাটাইবার চেষ্টা কর্‌লে 'হায়' 'হায়' ঘুচে যাবে। অবশ্য 'হায়' 'হায়' যাবার নয়—পেয়েও 'হায়' 'হায়' আছে। সে 'হায়' 'হায়' ভোগের, তাহা বাঞ্ছনীয়! প্রকটকালে কয়জন সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য পায় ? অপ্রকটের সময় স্মরণের উপাসনার ব্যবস্থা আবহমান কাল হ'তে চলে আস্‌ছে।

গোস্বামীরা ঐজন্য "বৃন্দাবন" এবং "নদীয়া-লীলা" "অষ্টকালীয়" স্মরণের কথা লিখে "স্মরণের-পদ্ধতি" দেখিয়েছেন। তোমাদের ঘরের খবর শ্রীচরিতসুধায় পাবে। এ স্মরণে তোমাদের বিশেষ সুবিধা হ'বে। চরিতসুধা হ'তে কপি ক'রে নিয়ে অনুশীলন কর এ অষ্টকালীয়তে তোমাদের দাদামহাশয়ের নাম আছে। নাম না দিয়ে শ্রীগুরু-অষ্টকালীয় ব'লে একটি স্মরণ মালা কবিরাজের মারফতে তোমাদের দাদামশায় প্রকাশ করেছেন। অপূর্ব্ব নূতন জিনিষ প্রকাশ পেয়েছেন। শ্রীগুরু-আনুগত্যে গৌর-গোবিন্দ লীলার অনুশীলন চিরকাল চলে আস্‌ছে। শ্রীগুরুদেবেরই ক্রিয়াকলাপ নিয়ে কোন অষ্টকালীয় এযাবৎ ছিল না। সেটিও লিখে নিয়ে অনুশীলন কোরো। সকাল হ'লে গৌরহরিদাকে দিয়ে শ্রীগুরু অষ্টকালীয়টি পড়িয়ে গৌরাঙ্গদাকে শুনালেন।

গতকল্য প্রভাতী-কীর্ত্তনের পর বাবা ঘোষালদাকে ডেকে বলিলেন—মঠে থাকৃতে গেলে কিছু করা দরকার নৈলে ঋণী হ'য়ে থাক্‌তে হয়। মঠের কি কাজ কর ? ঘোষালদা—"এই নাম ক'রে এলাম।" বাবা—"সে ত তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, মঠের সেবার কি সাহায্য করিলে ?" ঘোষালদা—"লেখালিখি করি।" শরীরটা ঠাকুর দিয়েছেন শারিরীক পরিশ্রমেরও সাহায্যে কিছু সেবার আনুকুল্য করা দরকার। এর আগের বারে এসে ঝাড়ু দিতে, সেটা বন্ধ কর্‌লে কেন ?

আজ হ'তে ঘোষালদা ঝাড়ু দিতে লাগিলেন। বাবা সুখী হ'লেন। আজ প্রভাতী-কীর্ত্তনের পর ঘোষালদার "জয়" দেওয়া শেষ হ'লে বাবা বলিলেন আমি একটি জয় দিই—"বাক্যদণ্ডে"—ঝাড়ু সেবা আরম্ভ কি জয়।"

রাত্রে বাবা বলিলেন আমি মোটেই ভেকের পক্ষপাতী নই—অথচ কেউ আমার কথা কাণে তুলে না। বাড়ী থাকা কালে প্রভু জগদ্বন্ধুর আদেশে ব্রহ্মচর্য্য হিসাবে আমি কাপড়ের মধ্যে ডোর কৌপিন পরিতাম। কালরুলপেড়ে কাপড় পরে বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। প্রভু একদিন যমুনায় স্নান ক'রে উঠে বল্‌লেন, বৃন্দাবনে থাকৃতে গেলে বৈষ্ণব সাজ্‌তে হ'বে নৈলে মাধুকরী মিল্‌বে না।" বলে আমার কাপড়ের পাড় ছিড়ে ফেলে দুখণ্ড ক'রে বহির্বাস ও গাঁতি পরিয়ে দিলেম। সেই হ'তে বৈষ্ণব সাজে ছিলাম।

গ্রেষ্ট্রীট এবং শ্যামপুকুরের মোড়ে শীতল ঘোষ (হাইকোর্টের ট্রানশ্লেটর) ঠাকুর ঘোষের বাড়ী। সেখানে অষ্টপ্রহর করতে গিয়েছি। রাম বাগানের ছেলেদের নিয়ে কানুদের বাড়ীতে ‘অষ্টপ্রহর’ করতে গিয়েছি। কমলাপতি লাহিড়ী, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি গোস্বামী সন্তান এবং শীতল প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি এঁদের চেহারা খুব সাত্বিক, গোস্বামীদের মত সুপুরুষ সব বসে আছেন। আমি তখন বৃন্দাবন থেকে টাট্‌কা এসেছি, তাই তাদের মধ্য দিয়ে যাবার সময় কাপড় আড়াল দিয়ে গেলাম, আমার এ ব্যবহারে এবং কীর্ত্তন শুনে ওঁরা খুবই আকৃষ্ট হ’লেন। বলাবলি কর্‌ছেন ছেলেটি খুব ভাল।

অমিয়দা (অমিয় সান্যাল—বিনয় সান্যালের সঙ্গে ১৩০০ সালে নবদ্বীপে পরিচয়) বল্‌লেন—কে, রামদাসের কথা বল্‌ছেন ?

যাক্ এই হ’তে ওদের সঙ্গে পরিচয় হ’য়ে গেল এবং একাদশী অষ্টপ্রহরে শীতল প্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে যাওয়া সুরু হ’ল। কলিকাতা থাকাকালে আমি প্রায় রোজই শীতল প্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে যেতাম। তাঁদের সঙ্গে রাণাঘাটে পাল চৌধুরীদের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর কর্‌তে এসেছি। (রাণাঘাটে প্রতিবৎসরই এ সময়ে আসিতে হয়) তারা আমায় না পেলে অষ্ট প্রহর কর্‌বে না। এখানে উপেন পালিতের বাড়ীতে “আরতি কীর্ত্তনের” আখর প্রথম স্ফূর্ত্তি পায়। সে বৎসর এসেছি—অনেক গোসাঞি যেমন আসেন এসেছেন। শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তনে আমায় আদেশ হয়েছে। কীর্ত্তনে যাবার ৫ মিনিট পূর্ব্বে আমার কলিক বেদনা আরম্ভ হ’ল। (রাম বাগানে একাদশীর দিনে রুটি খেয়ে কলিক বেদনার প্রথম দেখা) তারপর দিন মধ্যাহ্ন কীর্ত্তনে যাবার ঠিক আগে সেই কলিক বেদনা আরম্ভ হ’ল। কীর্ত্তন না কর্‌তে পেরে খুবই ধাক্কা লাগ্‌ল। তার পূর্ব্ব দিনে এক ঘটনা ঘটেছে আমি শৌচ সেরে ঘটি মাজ্‌তে মাজ্‌তে আস্‌ছি, এক ৭০।৮০ বৎসরের ব্রাহ্মণ ৩।৪ ক্রোশ হ’তে হেঁটে এসে নাম কীর্ত্তনে বসেছেন। আমায় দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লে, অন্যে প্রশংসা করে পরিচয় দিলে, উনি আমায় দণ্ডবৎ কর্‌লেন। আমি সে অবস্থায় প্রতি দণ্ডবৎ কর্‌তে পার্‌লাম না। এখন কেবল মনে হ’তে লাগ্‌ল ঐ কারণেই এ বেদনার সূত্রপাত। আমার বৈষ্ণববেশ ত এ দণ্ডবতের কারণ। কাজেই মনে মনে সংকল্প আস্‌তে লাগ্‌ল—“এ বেশ বদলাতে হবে।”

রাণাঘাটের ঐ ব্যাপারের পর কলিকাতা এসে শীতলবাবুর বাসায় গিয়েছি, দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, শীতলবাবু বল্‌ছেন—“গোসাঞিরা ঐই আপনার সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌ছিলেন।

রামদাস এই যে কীর্ত্তন কর্‌তে পার্‌ল না কারণ ওর ঐ বেশ ত হিসাব মত কিছু ভেক নেয় নি, অনুরাগবশতঃ কাপড় ছিঁড়ে ঐ রকম পরেছে, ওর ঐ বেশ কিন্তু ওর কীর্ত্তনে বাধা সৃষ্টি কর্‌ছে।

একথা আমার মনে বহুদিন হয়েছে এখন গোসাঞিদের আলোচনা শুনে পাকা হ’য়ে গেলাম। তারপর আমি আবার কাচা কোঁচা দিয়ে বড় কাপড় পর্‌তে লাগ্‌লাম। ভেকের আমি

বিরোধী। এরপর আবার শ্রীমান্ (বড় বাবাজী মহাশয়) জোর ক'রে রায় বাহাদুরের বাগান বাড়ীতে "ভেক" দিলেন। তখন পাগল, কিছু আপত্তি করলে মার দেবে, কিছু বল্‌তে পারলাম না। কিন্তু মনে মনে হ'তে লাগল। "তুমি সাজাচ্ছ সাজাও কিন্তু আমি জানি যে আমি এর অযোগ্য। কলির-মানুষ, কামেতেই উৎপত্তি। তাই সন্ন্যাস কলিজীবের জন্য নয় ব'লে বিধান আছে," ভেক ত সন্ন্যাসের উপর আরও কিছু।

"সন্ন্যাস" সব ছেড়ে কিছু গ্রহণ "ভেক"—গোপীভাবাশ্রয়। একি কলিজীবের সম্ভব? উল্টো উৎপত্তি হয়। ভেকের পূর্ব্বে মনের যে অবস্থা থাকে, পরে আর তাহা পাওয়া যায় না, বৈষ্ণব অভিমান এসে যায়, তাই আমার ভেকে হাত উঠে না।

তখন পুরীতে আউলিয়া মঠে থাকাকালে মানিক খোল বাজাতে বাজাতে আবিষ্ট হ'য়ে পড়্‌ত, ভেক নেবার জন্য ২ দিন না খেয়ে পড়ে রইল, আমি দিলাম না। বৃন্দাবনে গিয়ে বুড়োকে ধরেছে (রামহরিদাস বাবাজী মহাশয়কে) অল্প বয়সে কীর্ত্তনে ঐরূপ আবেশ দেখে বুড়ো "দাস গোস্বামী" ভোগ করছেন। আমায় বল্‌ছেন "ভাই! ছেলেটী ভেকের জন্য ধরেছে কি করি বলত? আমি বলিলাম—"আমি কি আপনাকে উপদেশ দেব?" বুড়ো নানা ভাই বল। আমি— "বুড়ো বয়সে কি কলঙ্ক কিন্‌বার ইচ্ছা আছে, ও ভাদ্র মাসের জোয়ার " বুড়ো—ঠিক্ বলেছিস্ ভাই।" বুড়ো দিলেন না। সনাতন কাকা অমন ছেলে পেয়ে লোভ সাম্‌লাতে না পেরে দিয়েদিলেন। সাজ সাজার অল্প দিনের মধ্যে চৈতন্য ফৌজদার কুঞ্জে একজনের সঙ্গে ভাব হ'ল, এবং অনেক লীলাই, হ'ল, সে সব চোখে দেখা।

বৃন্দাবনে অশ্বিনী বাবুর ঠাকুর বাড়ীতে ২/৩ বৎসর সভা হয়েছিল। সভাতে বৈষ্ণব সমাজের গলদ্ কি এবং প্রতিকারের উপায় আলোচিত হ'ত।

আমি আর গৌরদাস আছি। (কাটোয়ার গৌরগোবিন্দদাসজী তখন প্রথম অনুরাগী এবং কান্থাধারী।) লালা বাবুর মন্দিরের ম্যানেজার সদাশিব মিত্রমহাশয় সে সভাতে বল্‌তে উঠ্‌লেন। তাঁর মুখ দিয়ে মহাপ্রভু যেন বেদবাক্য প্রকাশ করলেন। বৈষ্ণব সমাজের কথা প্রকাশ করবার এই ঠিক স্থান, এই ব'লে তিনি বল্‌লেন—"আমার মনে জেগেছে যে দুই কারণে বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে গ্লানি প্রবেশ করছে। (১) আচার্য্য সন্তান, যাদের উপর ধর্ম্মরক্ষার ভার, তাঁদের শাস্ত্রানুশীলন এবং তদনুকূল আচরণ না থাকা। (২) অযোগ্য অবস্থায় 'ভেক' পদ্ধতি"। খুব খাঁটি কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সভায় সাব্যস্ত হ'ল যে সদাশিব বৈষ্ণব-অপরাধী। আমি কেঁদে উঠে মনে মনে বল্‌লাম—"সম্প্রদায়! তোমার দুরবস্থার এক শেষ হ'বে। সদাশিব সত্য অপ্রিয় কথা বলল ব'লে, তাকে বুকে ধ'রে কাঁদতে পারলে না ভাই ঠিক বলেছিস"।

অবিবাহিতা মেয়ে যদি রজঃস্বলা হয়, তাতে যে মহাপাতক হয়, ভেকধারীর বীর্য্যস্খলনে সেই মহাপাতক হয়।

গোস্বামীরা ভেকের ব্যবস্থা ক'রে যাননি, তাঁদের লক্ষ্য ছিল বৈরাগ্য, কাহারও প্রসাদী কাপড় নিয়ে পরতেন মাত্র, কোন মন্ত্র তন্ত্র ছিল না, কাঙ্গাল সাজাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

গোস্বামীদের পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গঠনের সময় 'ভেক' প্রথার সৃষ্টি হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে যে সব সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁদের নিকট স্ত্রী এবং বিষয়ী বিষবৎ ছিল। আর আজকাল—আমাদের এ দুই নিয়ে কারবার।

কালীঘাটে পাগলী এবং তার স্বামী এক সংসারে থাকে। অথচ "গোবর্দ্ধন" [খাড়সামঠ] তাদের দু'জনকে 'ভেক দিয়ে দিল।

ভেকের তাৎপর্য্য কি ? গোপীভাবাশ্রয়। সখীবেশ আর ভেকের পার্থক্য কিছুই নাই। স্বামী স্ত্রী এই সম্বন্ধ মনে হওয়াই ত ভেকের বিরোধী।

এখন ভেক নিয়ে যা তা হচ্ছে। পথ ছেড়ে কোথায় চলেছি, সংসারে থাক্‌লে হাবু-ডুবু খেয়ে মরতাম্। কোন প্রকার কৃপা ক'রে প্রসাদ চরণামৃত দিয়ে এপথে রেখেছেন এই পর্য্যন্ত। আচরণ কিছুই হচ্ছে না।

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সাল

সকালে সরযূদি বাবাকে বল্‌লেন—আপনি পুরীতে চলেগেলে আমি কি নিয়ে থাকব ? বাবা ঃ—সেবা নিয়ে থাকবে। আগে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে কর্ত্তাকে দেখতে পেতে, এখন কর্ত্তার শ্রীমূর্ত্তির দিকে তাকালে দিদিকে দেখতে পাবে।

গৌরাঙ্গদা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় পাঠ করিতেছেন, চৈতন্য গোঁসাইজী, বাবাপ্রভৃতি খুব সুখ পাইতেছেন। আজ পাঠ হইতেছিলেন গীতায় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ৬ষ্ঠ অধ্যায় শেষ শ্লোকে বলিলেন—'অন্তরেণ আত্মনা' যে আমায় শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করে সেই শ্রেষ্ঠ জানিবে, এর তাৎপর্য্য—শ্রীগোপী বা শ্রীরাধিকা পর্য্যন্ত। শ্রীঅর্জ্জুন উপযুক্ত আধার। শ্রীরাধাপ্রেম জানিবার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও বলিয়া থাকিবেন—কলিযুগে আমার গৌরাঙ্গ অবতারে এ বাসনা পূর্ণ হইবে সেই অর্জ্জুন অর্জ্জুনা' সখীর মধ্যে আসিলেন পাওয়া যায়। আবার সেই অর্জ্জুনা সখী বিশাখার সহিত মিলিত হইয়া রামরায়ের মধ্যে আশ্রয় লইলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—যে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়ভবানন্দকে পাণ্ডু এবং তার পঞ্চ পুত্রকে পাণ্ডব বলিয়াছেন। সুতরাং রায় রামানন্দের মধ্যে গীতার অর্জ্জুনের বাসনা পূর্ণ হইল। সর্ব্ববাঞ্ছা-পূর্ত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় সকলের বাসনা পূরণ হইল।

পাঠবাড়ীর হরিদা পাঠের পর গৌরাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অন্তরেণ আত্মনা" যেরূপ ব্যাখা করিয়া গোপীতে নিয়ে এলেন এ বড় চমৎকার। টীকায় কি এর ইঙ্গিত আছে ? দাদা বলিলেন 'টীকায় সব থাকে না'।

পাঠের পর বাবার ঘরে বসা হইল, বাবা বলিলেন—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তনের যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু পড়ে ফেল। পড়া শেষ হইলে বাবা বলিলেন—একটা প্রশ্ন এরা তুলেছে যে ভোগ-রহস্যে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের স্বরূপ কি? গৌরাঙ্গদা বলিলেন—আমার ঠিক্ মনে আস্‌ছে না। বোধ হয় সুমধুরা, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঞ্জরী স্বরূপ।

বাবা—স্বরূপ ত' থাকবেই। নিতাইর অভিন্ন দেহ—হরিদাস এটি রাখতে হবে, প্রথম নাম প্রচার এ'দুয়ের মারফতে। দু'জনের অনুকূল স্বভাব না থাক্‌লে কেন একসঙ্গে পাঠাবেন—দু'জনেরই 'গৌর' উপাসনা। গৌরকে জানান দু'জনেরই কাজ।

গৌরাঙ্গদা—প্রথমদিন শ্রীহরিদাস ঠাকুর জগাই মাধাইর কাছ হ'তে পালিয়ে এসে অবধূতের সম্বন্ধে যেরূপ নালিশ মহাপ্রভুর কাছে করেছেন তাতে পরস্পরের মধ্যে সমতা লক্ষিত হয়। তা'তে অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন অনঙ্গ ছাড়া রস নেই। আবার অনঙ্গ মঞ্জরীর শ্রীরাধা সহচরীরূপে পৃথক্ স্বরূপ আছে। সেইরূপ নিত্যানন্দ তত্বটী ব্যাপকরূপে সব পরিকর ধাম প্রভৃতির মধ্যে আছেন। আবার স্থূলরূপে নিতাই মহাপ্রভুর পাশে আছেন।

হরিদাস নিতাইর মুখ্য ব্যাপক শক্তি,—অংশাংশীভাব, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের একটী অভাব ছিল—দূরে সিদ্ধ বকুলে ব'সে নাম শুনাতেন, এখন নির্য্যাণ ছলায় সে অভাব পূর্ণ হ'ল। এখন নিয়তই মহাপ্রভুর শিয়রের কাছে ব'সে নাম ক'রে সুখ দিচ্ছেন, তাই আনন্দ। আবার পরিকরদের মধ্যে দেখ্‌তে না পাওয়ার জন্য দুঃখ।

এক কাজে সাধে প্রভু পাঁচ সাত উদ্দেশ্য। ছোট হরিদাস বর্জ্জনের উদ্দেশ্য বাস্তবিক ত্যাগ নয়, সান্নিধ্য।

বাবা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের যা ভোগ, তা কাউকে দেখ্‌তে দিলেন না। লোক জান্‌ল বর্জ্জন। তারপর এক সময়ে গম্ভীরায় বলে ফেল্‌লেন—'আমায় নাম শুনাচ্ছে'। সেখানেও 'গন্ধর্ব্বের মত' ব'লে আবরণ দেবার চেষ্টা। কিন্তু গৌরের ভোগ্য গান 'গন্ধর্ব্ব' কি ক'রে জান্‌বে? ছোট হরিদাসই গান শুনাচ্ছেন।

বাবা পুনরায় বলিলেন নন্দভায়া ঘুরাঘুরি ক'রে সবেমাত্র এসেছে। এখন আবার যাওয়া, ব্যবহারে ঠিক নয়। তাই নিজে যেতে না পারায় আমাদেরও তাঁর সঙ্গে নবদ্বীপে থাকার জন্য টান্‌ছে। আজ বল্‌ছিল—"গান্ধী নোয়াখালিতে পড়ে আছেন, তেমনি আপনি শ্রীনবদ্বীপ বাসের সঙ্কল্প করুন, যা হয় হোক, নবদ্বীপ ছাড়্‌বেন না।" আমি যদি একথা ব'লে উত্তর দিব—আমি ত নবদ্বীপ ছেড়ে যাচ্ছি না, নবদ্বীপের বাগান বাড়ীতে যাবো। গৃহস্থ বাড়ীতে যাহা করা সম্ভব হয় না, বাগান বাড়ীতে বাবুরা তা' অনায়াসে কর্‌তে পারে। এখানে মনে এলেও কিছু করা যায় না। নানান্ বাধা। সেখানে সে বাধা থাক্‌বে না।

বর্ত্তমান দরকার প্রাণকাঁদা। নৈলে এ জাগতিক অশান্তির প্রতিকার হবে না। ঠিক্ ঠিক্

ষোল আনা একটি প্রাণ কাঁদ্‌লে কাজ হয়। মহাত্মাজীর মধ্যে কি ঠাকুর করাতে চান তিনিই জানেন। গীতায় আছে—তিনি সাক্ষীস্বরূপ মাত্র। তবে ভক্তের কান্নায় তিনি চঞ্চল হন।

গৌরাঙ্গদা—সমুদ্র পার হওয়ার সময় সকলে হনুমানের দিকে তাকিয়ে আছে। হনুমানের দৈন্য স্বভাব। তাঁর নিজের ক্ষমতা জানা নাই। তখন কেউ বলিলেন—তুমি ছোটবেলায় লাফিয়ে সূর্য্য ধরে ছিলে ইত্যাদি। তখন হনুমানের নিজ ক্ষমতার কথা মনে হ'ল। ঠাকুর আত্মানন্দী। তাদের সে অবস্থা থেকে তুল্‌তে গেলে স্তবস্তুতির প্রয়োজন।

বাবা বলিলেন—অতুল প্রভু বল্‌তেন—এক ভক্ত এসে ব'ল্‌ল—'তিথি' 'নক্ষত্রের' দোষ গৌর-অবতারের' পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল। গৌরের পর সকল তিথি নক্ষত্র উদ্ধার পেয়েছে, এবং দোষ-মুক্ত হয়েছে। এখন 'গৌর' বল আর যাত্রা কর। ২৪ বৎসর, সপ্তাহে কয়টা অষ্ট প্রহর হ'তে পারে শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে চলা গেছে। তিথি নক্ষত্র দেখা হয় নি।

ঠাকুর ঘরের সেবক বিহারিদার শরীর অসুস্থ হওয়ায় বাবা শ্যামাচরণদাকে ঠাকুর ঘরে সেবা করিতে বলিলেন; শ্যামাচরণদা নাকি মত প্রকাশ করিয়াছেন—দরকার হ'লে আমি বাহিরে অষ্টপ্রহর করিতে যাব। বাবা আজ রাত্রে শ্যামাচরণদাকে বলিলেন—

"কিজন্য বেশ গ্রহণ কর্‌লি? 'অষ্টপ্রহর' কর্‌তে যাবার উদ্দেশ্যে দু'টাকা পাওয়া, সে ত ঘরে থেকে রোজগার ক'র্‌তে পার্‌তিস্। বাবাজী হয়েও টাকা টাকা ক'রে বেড়াবি? কি হ'ল? তা' যদি কর্‌তে হয় কর, কিন্তু এখানকার সম্বন্ধ ছাড়্‌তে হবে, আমাদের সংশ্লিষ্ট কোন মঠের পরিচয়ে থাক্‌তে পারবে না। বেশ নিয়েছ, পূজা পাবার কোন অসুবিধা হবে না। যাও। কিন্তু এখানকার সম্বন্ধ নিয়ে যেও না, এখানকার সম্বন্ধ নিয়ে থাক্‌তে হ'লে, আনুগত্য নিয়ে, সেবা নিয়ে থাক্‌তে হবে।" শ্যামাচরণদা এরূপ বকুনি খেয়ে ভোরবেলা ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ সাল

শ্রীসখীমার প্রাপ্তির তিথি নিয়ে একটু টানাটানি চলিতেছে। নন্দকাকা বলিতে চান—সূর্য্যোদয়ের সময়ে যে তিথি, সারাদিন সে তিথি ধর্‌তে হবে। এই হিসাবে সখীমার প্রাপ্তির তিথি হইল "ত্রয়োদশী" গৌরাঙ্গদাকে এ সম্বন্ধে, শ্রীহরিভক্তি বিলাসের সিদ্ধান্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—শ্রীহরিভক্তি বিলাসে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।" তবে প্রাপ্তি সময়ের তিথিই বরাবর ধরে আসা হচ্ছে। নন্দকাকাকে একথা আমি বলিলাম। তিনি বলিলেন—"তোমাদের উপর ভার রইল তোমরাই ঠিক কর।"

প্রভাতী কীর্ত্তনের পর বাবার কাছে দাঁড়াইয়া আছি। যুগলদা বলিলেন "এর শরীর দিন দিন রক্তশূন্য হ'য়ে পড়্‌ছে, কিছু ওযুধ খায় না কেন?" বাবা—ওরা বৈষ্ণব, ওদের জন্য বিধিনিষেধ নয় (শ্লেষের সুর)।

যুগলদা—কেন, মহাপুরুষেরাও ঔষধ ব্যবহার করেন। তবে আপত্তি কিসের ? মানুষের মত থাকৃতে হয়।

বাবা—কর্ত্তার শ্রীমুখের আদেশ—মানুষের মত চল্‌বি। মানুষের উপর কিছু করৃতে গেলে গোলে পড়ে যাবি।

যুগলদা—কর্ত্তা ত' নিজেও ঔষধ খেতেন।

বাবা—খেতেন ব'লে! যে যা ঔষধ দেবে সব খাওয়া চাই। দর্জ্জিপাড়ায় থাকাকালে গোবিন্দদা কতকগুলি ঔষধ না দেওয়ার জন্য ধমক খেয়েছিলেন। তাকে বল্লেন "অমুক যে ঔষধ দিয়ে গেল, সে ঔষধ কোথায় ?" সব ঔষধ এক সঙ্গে খেয়ে নিলেন। তাঁর দৃষ্টি—"নিতাই ঐ ঐ স্বরূপে এসে কৃপা ক'রে গেলেন। তা' হ'তে বঞ্চিত হওয়া ঠিক নয়।"

আমি—ও ত' সিদ্ধের আচরণ। প্রবর্ত্তকের কি কর্ত্তব্য ?

বাবা—প্রবর্ত্তক হচ্চিস্ কই ? যা বল্‌ব তাই করৃবি, এই হ'ল কর্ত্তব্য।

যুগলদাদা পরে বলিলেন—সেবাশ্রমের ডাক্তারের ঔষধ খাও।

আমি—বাবাজী মহাশয়ের আদেশ ঠিক বুঝি না। কখনও চরণামৃতে ঠিক্ বিশ্বাস রাখ্‌তে বলেন, কখনও ঔষধ খেতে বলেন।

যুগলদা—যখন যেটা বলেন, তখন সেইটি করা কর্ত্তব্য।

সেবাশ্রমে যাঁওয়া হইয়া উঠিল না। পুরী যাইবার কথা হইতেছে। পঞ্জিকাতে দিন ভাল না পাওয়ায় যাবার দিন রবিবারে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১লা পৌষ ১৩৫৩ সাল

যাঁহারা পুরী যাইবেন তাঁহাদের তালিকা হইতেছিল। সঙ্গীরা যথা সম্ভব কম সংখ্যায় যাইবেন বলিয়া বাবা আদেশ করিয়াছেন। সেবক বা কীর্ত্তনীয়া কোন নামের মধ্যে রতনের নাম নাই। বাবা লিখিয়া লইতে বলিলেন।

দুপুরে এক চিঠি আসিল। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠ হইতে প্যারীদা লিখিয়াছেন—"সখীমার উৎসবের জন্য ২৪ প্রহর নামের কথা হইয়াছিল, লাবণ্য প্রভৃতি আপত্তি করিলেন—"গোপীদাসের উৎসব হল না, আর ২৪ প্রহর হচ্ছে কোথাকার কে সখীমার জন্য।" কথার সুরটা ভাল নয়।

বাবা শুনিয়া মেয়েদের কাছে বলিলেন—এ সব ভাষা অপরাধ থেকে আসে। যাকে বড় করৃতে গিয়ে এ ভাষা ব্যবহার, সেই নিজে শেল দেবে। যখন ২৪ প্রহর বন্ধ ক'রে অষ্ট প্রহর ক'রেছে, গোপীদাসের উৎসবে যদি টাকা দিয়েও চব্বিশ প্রহর ক'রতে চায়, আমি অষ্টপ্রহরের বেশী হ'তে দেব না। ছাপিয়ে যেতে যেওয়া হবে না। ইচ্ছামত পৃথক ভাবে করৃতে পারে।

কিন্তু মঠে অষ্টপ্রহরের বেশী হ'তে দেব না। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে পড়ে আছে, কিন্তু আছে মাত্র। সঙ্গ, হাওয়া অন্য জাতীয়। 'চারু' এক সময় সচ্চিদানন্দ স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল যে "আমার সঙ্গ করে"। তাতে স্বামীজী বল্লেন—"সঙ্গ কর?" "চারু" হতভম্ব হ'য়ে বল্ল "মাঝে মাঝে কাছে যাই।" স্বামীজী বল্লেন—তাই বল, সঙ্গ করা সোজা নয়। আগামী বুধবার বাবা নবদ্বীপ থেকে আস্‌বেন। তাই ঘোড়ার গাড়ীতে আজ বৈকালে নবদ্বীপের সব দর্শন সারিয়া আসিলেন।

নবদ্বীপে আমপুলী পাড়ায় 'গোবিন্দ' বাবাকে ষ্টেশনে বলিল—স্বরস্বতী ঠাকুর গড়তে যাবার এই সময়, কিন্তু মন চাচ্ছে না, আপনাকে ছেড়ে যেতে। ঠাকুর না গড়লে কি চলে না? এত লোকের চলছে তো আমার চলবে না? বাবা—এরা প্রত্যেকেই ঠাকুর গড়ে, ঠাকুর গড়তে হবে, ঠাকুর গড়লে খেতে পাবে। একদিন কোন রকম চেষ্টা না ক'রে সারাদিন মালা করিস্, দেখবি ঠাকুর নিজে খাদ্যের যোগাড় করে দেবে। গোবিন্দ, পুরী যাইবার জন্য তৈরী হইল, সন্ধ্যার সময়ে হাওড়ায় পৌঁছিয়া পোস্তায় উঠা হইল।

৩রা পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ শ্রীএকাদশী। "নাম" চলিতেছেন। বাবা বৈকালে শ্রীপাঠবাড়ী এবং অতুল প্রভুর বাড়ীতে দর্শন করিতে গেলেন। পোস্তায় আসিয়া আরতি দর্শন করিয়া নিজের "পাঠে" বসিলেন। পাঠের পর 'কুলিয়ার' প্রসঙ্গটা রজনীদা শুনাইলেন, "কুলিয়ায় সকলের অপরাধ ভঞ্জন হউক" এইরূপ প্রার্থনা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে পাওয়া গেল না। বোধ হয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে থাকিবে। বাবা পাঠের পর বলিলেন 'কোন্‌টা কুলিয়া'? নিজের উত্তরে বল্লেন—গড়ের গোসাঞিরা কুলিয়া নাম পেয়ে তাঁদের নিকটস্থ কুলিয়াকে সাতকুলিয়ারূপে নির্দ্ধারিত করেন, কিন্তু গ্রন্থে স্পষ্ট অন্যরূপ লেখা আছে, নবদ্বীপের গঙ্গার পরপারে কুলিয়া।

রজনীদা—এ কুলিয়ায় কিন্তু খুব আনন্দ হ'য়ে গেছে।

বাবা—সাধু বৈষ্ণবের আগমনে উহাও মহাতীর্থ হ'য়ে গেছে। একবার ১৪ ঘণ্টা কীর্ত্তন করা হয়েছে। সন্ধ্যারতির কীর্ত্তন আরম্ভ করেছি, শ্রীখণ্ডের গৌর ঠাকুর, দ্বারিক ঠাকুর, এসে পড়লেন। কীর্ত্তনে খুব স্ফূর্ত্তি পেল। ৩ ঘণ্টা আরতি কীর্ত্তন হ'ল। তারপর 'হরিবাসর কীর্ত্তন' হ'ল ৪টা পর্য্যন্ত। তারপর বিপিনকে (হরিদার সঙ্গে বাজাত, বেশ সুকণ্ঠ) একটু কিছু বল্‌তে বল্লাম। আধঘণ্টা কীর্ত্তনের পর 'স্বপ্ন বিলাস' কীর্ত্তন করলাম। তারপর 'নগর কীর্ত্তন', সর্ব্বসমেত ১৪ ঘণ্টা কীর্ত্তন হ'ল।

আগের দিন শীল-বাড়ী হ'তে একটু আলুসিদ্ধ খেয়ে গিয়েছিলাম, রাত্রে পায়খানা লাগবার ভয়ে পেট ভরে খাইনি। কুলিয়ায় যাওয়া সে বৎসর হ'তে বন্ধ, যে বৎসর প্রথম 'জানিপুর'

যাওয়া হয়। ফরিদপুরের ফেরৎ, সে'বার জানিপুরে কুলিয়ার প্রসঙ্গ হয়। কুলিয়ায় 'কৃষ্ণানন্দ স্বামী', একবার গিয়েছিলেন। দ্বাদশীর দিন কিছু অসুবিধা হওয়ার জন্য আমি কুলিয়া হ'তে চলে আ'স্‌ছি, উনি যাচ্ছেন। কুলিয়ায় আমার নাক থেঁত হয়। বেলেঘাটার (জয়মিত্র ঘাটের) নিতাই গৌর কর্ম্মকার দুইভাই সেবার অন্নদা মিত্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন। আমরা আগে "নগর-কীর্ত্তনে" বেরিয়েছি। আখ্‌ড়া হ'তে বেরুচ্ছি এরা আসছে। নিতাই গৌর আমায় দণ্ডবৎ ক'র্‌ল। আমিও দণ্ডবৎ করতে যাচ্ছি আর ওরা উঠছে। তাদের মাথা আমার নাকে লাগল। সেই হ'তে নাক্‌টার মাঝখানে একটু নীচু, এখন বিশেষ বুঝা যায় না।

সুরেন গোসাঞি মহাপ্রভুর মন্দিরের ঠিক পিছনে তাঁবু কর্‌তেন। তাঁর তাঁবু খুব বড় হত। তাদের পাশে আমার তাঁবু হত।

কামাখ্যা দাস বাবাজী আমায় প্রথম কুলিয়া নিয়ে যান। বালির গোপাল বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে কুলিয়ায় দেখা। ইনি "বালি হরিসভার" প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই প্রথম বালির এ পথের উন্মুখী। তিনি সমস্ত "পাট" দর্শন করেছেন, নবদ্বীপে দেহ রাখেন, তাঁর ডাকে বালিতে আমি প্রথম যাই, তখন আমি একা। বালিতে হরিবাসর কীর্ত্তন ক'রতে গেলাম।

সকালে নগর-কীর্ত্তনে বেরুচ্ছি নিতাই মুখাজ্জী (বাঁশবেড়ের নিমাই মুখাজ্জী পদকীর্ত্তনীয়া, নিতাই মুখাজ্জী নামকীর্ত্তনীয়া) আমায় বল্লেন "ঘরে ব'সে যা কর্‌লে, কর্‌লে বাইরে নগর-কীর্ত্তন! কিন্তু নিতাই গৌরের নাম কর্‌লে ঢিল্ খেতে হবে।"

"কলি কালসর্প দমন করবি যদি শচীসুত বলিয়া ডাক নিরবধি।" এই আছে মূলে, "শচীসুতের" স্থানে "নন্দসুত" বল্‌তে তিনি ব'লে দিলেন তাই করে এলাম।

এরপর বালিতে যাই "আচার্য্য পাড়ায়"। যতীন বাঁড়ুয্যে, অন্নদা বাঁড়ুয্যে, খুব নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। যতীন বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে সে'বার উঠি। বালির অনেক পরে 'উত্তরপাড়ায়' যাওয়া।

রজনীদা—এখন কিন্তু নিতাই গৌর নাম সর্ব্বত্র কিছু চল হয়ে গেছে। অমৃতসরে হরিবাবা গৌরাঙ্গ অভিনয় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানের লোকেরা গৌর অবতার মান্‌লেন না। শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাইলেন। প্রমাণ ঠিকমত দেওয়া গেল না, তারা বেদের প্রমাণ চায়।

বাবা—চরিতসুধায় যে কত প্রমাণ তোলা আছে।

রজনীদা—বেদের কোনখানে যে তাঁরা আছেন, বের করা যায় না।

বাবা—গোলমাল হয়েছে কি জান? নিজেদের দরকার হয় না ব'লে ছাপাবার সময় কতক বাদ দেয়।

রজনীদা—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এক পুরাতন পুঁথিতে (শ্রীরাধারমণ গোসাঞিবাড়ীর) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অষ্টোত্তর শতনাম পাওয়া যায়। অন্যান্য ছাপানো গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না।

প্রমাণ করা মুস্কিল। যাক্ এসব গোলমালের জন্য হরিবাবা চেষ্টা ক'রে "গৌরের অবতারত্ব" প্রমাণ ক'রতে না পেরে পরের দিন অভিনয়ে শ্রোতার আসন কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু "গৌর-লীলার" এমনিই মোহিনী শক্তি যে, যাঁরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলেছিলেন তাঁরাও লীলা দেখবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে লাগলেন। শাস্ত্রীয় যুক্তিতে গৌরকে অবতার ব'লে প্রমাণ করা গেল না, কিন্তু লীলাতে তাঁকে অবতার না মেনে তাঁরা থাকতে পারলেন না।

বাবা—কর্ত্তার শ্রীমুখের কথা তিনি খুব আবেগের সঙ্গে ব'লতেন—"গোটা কতক শ্লোকে কি গৌরের ভগবত্তার প্রমাণ? যদি শ্লোকগুলি না থাকে, তবে কি গৌর অবতাররূপে গণ্য হবেন না? শ্লোকগুলি বাদ দিয়ে দাও। তাঁর চরিত্র আলোচনা কর তারপর, যা বল্‌তে হয় ব'লো।"

৪ঠা পৌষ ১৩৫৩ সাল

শ্রীনাম কীর্ত্তন সমাপ্ত হ'লেন, হরির লুট হয়েছে। আমিও কুড়াইতেছি এবং বাম হাতে রাখিতেছি। হঠাৎ কে আমার বাম হাতের বাতাসা হ'তে নিতেছে জানিয়া আমি "এই আপ" করিয়া উঠিলাম, চাহিয়া দেখি শ্রীগুরুদেব দু'খানি আমার হাত হ'তে লইয়াছেন।

বাবা (হাওড়া) নদের নিমাই ঘুরে এলেন, বিশ্বরঞ্জনদাকে দেখে এসে কাজে বসিলেন। বিশ্বরঞ্জনদার এবার ইচ্ছা হয়েছে—যে শ্রীনাম-যজ্ঞ অন্যবার অপেক্ষা বেশীদিন করবেন, ২৬শে পৌষ অধিবাস। বাবা বৈকালে কালীঘাটে 'মায়ের' কাছে গিয়ে দর্শন ক'রে এলেন।

৫ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ শ্রীউদ্ধারণ দত্তঠাকুরের তিথি। এবার খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে যে শ্রীসপ্তগ্রামে তিথি পূজা মাত্র হ'বে, উৎসব হবে না।

ক্ষেত্র দালালদার গাড়ীতে ১২টা নাগাদ সপ্তগ্রামে পৌঁছিলেন। সঙ্গে গৌরাঙ্গদা, নন্দদা, পশুপতিদা। আমরা (দ্বিজপদদা, রজনীদা,নন্দবাবু প্রভৃতি) সকাল ৯টার গাড়ীতে সপ্তগ্রাম রওনা হইলাম। বাবা আসিয়া কীর্ত্তনে বসিলেন।

গত বৎসর এই সপ্তগ্রামে আসিয়া বাবা বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বৈষ্ণবসেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এজন্য নন্দবাবু প্রভৃতি নিজেরা ব্যয় বহন করিয়া বৈষ্ণবসেবার জন্য ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু উৎসব হইবে না বলিয়া প্রকাশ হওয়ায় সে ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইল না। অন্যবার অপেক্ষা অনেক কম লোক আসিয়াছিলেন। তা'হ'লেও উৎসব বেশ হইয়া গেল। আমরা ট্রেনে ফিরিলাম। বাবা সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্যাক্সিতে করিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন।

নন্দবাবু রতনকে বলিলেন—এবার কীর্ত্তনে বল্‌লেন—"আপনি সেজে গৌরের রসের সাজ"

আমার বিলাসী গৌরের সাজ কি ? যা দিয়ে নাগরী মুগ্ধ হয় তাই বিলাসীর সাজ। এককালে ভাবাবলী ভূষণ প'রে নিতাই আমার উদ্ধারণের মারফতে নিজের তত্ত্ব প্রকটিত ক'রছেন। আমি— "অলঙ্কার পরা কি এই ?" বাস্তবিক শ্রীগৌরের শ্রীঅঙ্গে ধাতুনির্ম্মিত অলঙ্কার প'রে কি নিতাই একথা ব'লছেন না ? 'নন্দবাবু'—তা নয় ! অবশ্য পাওয়া যায় যে শ্রীউদ্ধারণ সস্ত্রীক নিতাই-এর তনুবরে ফুলসাজে সাজাচ্ছেন—কিন্তু অলঙ্কার কথাটি রূপক মাত্র। গৌরসুন্দর নিজে বলেছেন— "নববিধা ভক্তি অলঙ্কার রূপে নিতাই-এ বিরাজ করছেন।"

৬ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

শ্রীঅতুল প্রভুর বাড়ীতে আজ সকালে কীর্ত্তন হ'বার কথা হইয়াছিল। প্রভুর বরাবর স্বভাব "বৈষ্ণব সেবা" আগে, তারপর 'কীর্ত্তন'—তাই বৈষ্ণব সেবার কে ভার নিবে ?" এই নিয়ে একটু ইতস্ততঃ ছিল। হরিদাস নন্দী শ্রীপাট সপ্তগ্রামে খবর দেন যে কীর্ত্তন হবে না, সেজন্য বাবা নিশ্চিন্ত মনে ভক্তদের সহিত প্রসঙ্গাদি ক'রলেন ও চৈতন্য প্রভু এলে গৌরাঙ্গদাকে কথা কইতে বলেদিলেন। বাবা দণ্ডবৎ করিয়া বসিতে যাইতেছেন এমন সময় প্রভুর বাড়ী হ'তে খবর এল— "কখন কীর্ত্তনে আসা হচ্ছে ?" তখন ১০টা বেজেছে।

আজ আবার পুরীতে যাওয়া—তাই গৌরাঙ্গা মত প্রকাশ করিলেন—"এখন কীর্ত্তন থাক্ খবর দেওয়া হউক যে পুরী হ'তে ফিরে এসে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা যাবে।" কিন্তু বাবা বলিলেন—"প্রভুর ওখানে এখনই যে যেতে হবে, কি জানি যদি প্রভু এর মধ্যে সরে পড়েন, তবে ত আক্ষেপের শেষ থাকবে না।" বাবা ট্যাক্সিতে চলিলেন, সঙ্গে গৌরাঙ্গদা। "বাবা এখনই আসছেন" এই সংবাদ নিয়ে আমি বাসে ক'রে পূর্ব্বেই রওনা হ'য়েছিলাম। প্রভুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে বাবা অপেক্ষা ক'রছেন। কিছু পরে উদ্ধবদা, বাঞ্ছাদা। কৃষ্ণদা হেঁটে এলেন, বাবা একটা ট্যাক্সি করে এঁদের আসতে ব'লেছিলেন। কিন্তু এঁরা হেঁটে আসিলেন। বাবা রাগ ক'রে বল্লেন—ট্যাক্সি ক'রে আ'সতে বল্লাম সাহস হ'ল না। কি যে ঠাকুরের ইচ্ছা, আসবার সময় আমার করতাল মাটিতে পড়ে গেল। কলির খেলা।

আমাদের এই কয়েকজনকে নিয়ে বাবা কীর্ত্তনে বসিলেন ললিত চক্রবর্ত্তীদা, পাঠবাড়ীর মাখন দা, প্রভৃতি কয়েকজন জুটিয়া গেলেন। "শ্রীগোবিন্দ-মুখারবিন্দ ও মীরাবাঈ" কীর্ত্তন হ'লেন। প্রভুর ঘরের মধ্যে কীর্ত্তন হ'লেন। প্রভু তক্তাপোষের উপর নিজের বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন—সারাক্ষণ যেন কীর্ত্তনে ডুবিয়াছিলেন।

বাবা 'গৌরহরিবোল" বলিয়া আবার ধরিলেন—মীরার চিতচোরা গোরা, প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা— প্রভু নিতাই পাগল করা" এই শেষ আখরে খুব কান্না এবং হুঙ্কার আরম্ভ হ'ল—প্রভুও এ সময় ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। কীর্ত্তনের পর প্রভু একজনকে দিয়ে নিজের গলার

মালাটি বাবার গলায় দিবার জন্য দিলেন। বাবাকে দিবামাত্র বাবা সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আর্ত্তির সহিত কাঁদিতে লাগিলেন এবং হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। প্রভুও কাঁদিয়া ফেলিয়া 'নিতাই' 'নিতাই' বলিলেন।

বাবা—ব্রজবালা ব্রজবাসীর মত গোঁফ দাড়ি রেখেছেন, সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া' গৃহস্থের সাজ। আমি বৃন্দাবনে গিয়ে দেখা করতে গেলাম দণ্ডবৎ করলাম। বললেন "রামদাস আইছস আইস আইস।" আমি—"এ সব কি ?" উত্তর :—"গৃহস্থ হয়েছি।" প্রশ্ন—কি ক'রে হ'ল ? উঃ—কি বলব রামদাস—কেশীঘাটে প্রভুর পাঠ শুনতে গিয়েছিলাম।

পাঠের পর প্রভুর শিষ্য নিত্যানন্দ দাস (তোতলা) কীর্ত্তন ধরেছে—(নিত্যানন্দ অদ্বৈত পাঠের পূর্ব্বে খানিকক্ষণ হয়—রাধে কৃষ্ণ ধরে, শেষ করে)—ঝপ্ ক'রে বন্ধ ক'রে দিল, ঘা লেগেছে। আমি বললাম 'ভাই' 'ভাই' আর একবার বল। উঃ—"কি হবে তুমিত খানিক খেমটা নাচবে ?" দেখ রামদাস! আমি ঘেমটা নাচি। নাচি কি আমি ?" প্রীতির লোক ভালবাসাতে বল্‌লাম তার ঐ উত্তর—আর যাই না রামদাস কীর্ত্তন পাঠ শুনতে, বৈষ্ণবদের কাছে গেলেই নিন্দা চর্চ্চা। বৃন্দাবনে বাস কর্‌ছো অথচ কারো কাছে যাব না—কেউ আমার কাছে আসবে না, এ কি ক'রে হবে ? তাই পতিত হইছি। আর কাছে কেউ আসে না—বৈষ্ণব নিন্দাও শুনতে হয় না।

অতুল প্রভুর বাড়ীতে পৌষ মাসে কীর্ত্তন হচ্ছেন, শেষ হয়ে এসেছেন—"গৌরহরিবোল" দেওয়া হবে—এমন সময় ব্রজবালা আরম্ভ করল—"এমন সুন্দর গৌরাঙ্গ কে আনিল রে" সেই প্রথম শোনা খোলে ঘা পড়্‌ল তো ব্রজবালা বিজয়কৃষ্ণগোস্বামীর মত ক্ষেপে উঠলেন, নাচতে লাগলেন। এই হ'ল তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম বিবাহ বাড়ীতে থাকা কালে, তৃতীয় বিবাহ নিয়ে এক—মহাগণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কলিকাতা আমতায় মেলাই-চণ্ডী দর্শন ক'রতে গিয়াছেন। কোন সেবকের এক যুবতী মেয়েছেলে ওঁর মধ্যে কিছু দেখে থাকবে—ওর মধ্যে মুগ্ধ হ'য়ে বলছে—'আমি ওঁকে বিবাহ করব।' ব্রজবালা নৃত্যশেষে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার অবগত হ'য়ে বল্লেন—আমি বিয়ে কর্‌লাম। সময় মত দরকার হ'লে নিয়ে যাব।' কিছু দিন পরে বিবাহের কথা মনে পড়েছে। তাই ত বিয়ে করলাম বউকে আনতে হবে যে। গিয়েছেন—ব্রাহ্মণ-সমাজ, বউ কে ? কার মেয়ে, প্রশ্ন উঠিল—অমুকের মেয়ে, উত্তর দিলেন—মহাগোলমাল। তারা প্রমাণ করতে গেল যে ব্রজবালা দুশ্চরিত্র। দুর্ব্যবহারের ফটো পর্য্যন্ত তুলেছে, কোর্টে মামলা হ'ল। হাওড়ায় যাওয়া মুস্কিল হ'য়ে পড়ল—(নোলক বাবাজী) ব্রজবালার নাকে নোলক ছিল বলে টিট্‌কিরি কাটে ঢিল ছোঁড়ে।

ধরণী বাবু তখন সবে হুগলী হ'তে ওখানে বদলী হ'য়ে এসেছেন। "হাওড়া-সমাজের" কাছেই বাড়ী। আমি ঐ দিকে একদিন গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে আমায় বলছে, বসুন —

এ রকম এ রকম ঘটনা হয়েছে। আমায় কেস্ নিতে বল্‌ছে।' আমি—"কার্ কথা কইছেন? ব্রজবালার?" ধরণীবাবু "আপনি কি ছিলেন?" আমি—'খুব ভালরূপে চিনি। ১৫ বৎসরে তাঁর সঙ্গ পেয়েছি। তাঁর ছাপ আমার আঁকা আছে আপনি খবরদার ওদের দলে যোগ দিবেন না. আপনি ওর মধ্যে যাবেন না। আপনি নিত্যানন্দ-পরিবার—আর তিনি হন নিত্যানন্দ শক্তি। যারা ঐকান্তিকভাবে বিরোধিতা করেছে—তাহাদিগকে ঠিক্ এমুখো ক'র্‌বে ও এক চাল চেলেছে—সব উকিল মোক্তারদের মাথা খাবার জন্যে। ওরা যতকিছু করুক না কেন—শেষে ওএক মন্তব্যে সব ফাঁক্ ক'রে দেবে।" হ'লও তাই। ভারতী মহাশয়ের এক সংবাদ পত্র বাহির হ'ত, তাতে জোর ক'রে এক বক্তৃতা লিখে দিলেন—সব উলট পালট্ হয়ে গেল। "আনন্দময়ী" যে পোস্তায় আসে তার স্বামীও উকিলদের মধ্যে ছিল—সব উকিল ব্রজবালার প্রভাবে পায়ে পড়ল।

৭ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

আমরা ট্রেনে। ভোরে বাবা উঠিয়া মুখ ধুইয়া গান ধরিলেন:—

(১) জাগরে জাগ মোহনিদ্রার নিদ্রিত জীব, ঘুমাইবে আর কত।
একবার চেতন হ'য়ে দেখ চেয়ে তোমার, শিয়রে কাল সমাগত॥
ল'য়ে মিথ্যা সুত-জায়া দিনে দিনে দিন গত।
কুবাসনা পরিহরি বলো সদা হরি হরি,
বহিবে প্রেম-লহরি তোমার হৃদয়ে অবিরত।
পূর্ণ হবে সব কামনা দূরে যাবে ভয় ভাবনা,
আর হবে না যম যাতনা গৌরহরিগুণ গাও সতত।

(২) ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন..........

(৩) সেই শ্রীনন্দনন্দন গোপীজন-বল্লভ—শ্রীরাধানায়ক...তারপর দু'টি গান গাহিলেন—ছেলেবেলায় যাত্রাতে শিখেছিলেন।

বল্‌লেন, মতিরায়ের গান শুনেছি সে সব আর কোথাও নেই, লীলা প্রকট ক'রে তুল্‌ত। যে প্রহ্লাদের প্লে ক'রত সে তিন বৎসরের বেশী টিকত না—(অর্থাৎ তার প্রাপ্তি মিলে যেত)। আমার অভ্যাস ছিল যেখানে যাত্রা হবে সেখানে গিয়ে বসা ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক। আগাগোড়া শুনে তবে উঠতাম। খাওয়ার কথা মনে থাকিত না ঐ রকমভাবে আমার গান শেখা! মঙ্গল আরতি, প্রভাতী কীর্ত্তন হইলেন। প্রায় ৯টার সময় আমরা পুরী ষ্টেশনে নামিলাম।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠের নারাণদা বাবার তেল মাখিবার সময় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাবা—চব্বিশ প্রহর কেন হ'ল না? এর উত্তরে নারাণদা বুঝায়ে দিলেন—চার পাঁচ জন লোক

একাদশীর অষ্ট প্রহর অতি কষ্টে হয়, তাই নাম চালান সম্ভব হয়নি। বাবা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ধরিলেন বল্লেন—পাঠ বাড়ীতে ত্রিশমূর্ত্তী থাকে অথচ একাদশীর দিন কখনই যাই দেখি যে একজন নাম করছে।

সন্ধ্যারতির পর বাবা পাঠে বসিলেন। হরিমিশ্র ও রজনীদা ঘরে ঢুকিলেন—বাবা বলিতে লাগিলেন—শুধু শাসন করলে হয় না—'অভয়' দেওয়া চাই। রসময়কে যারা তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন তারাই ডাকছে—আমায় 'কি করবে জিজ্ঞাসা করায়' আমি বল্লাম—"তুমি এখানে (নবদ্বীপে) থাক এ আমি বলতে পারব না—কারণ কথা উঠতে পারে যে দিদি যাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তাকে আমি রাখলাম। তবে যারা তাড়িয়েছিল তারা যখন ডাকছে তখন তোমার এখানে থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য এই পর্য্যন্ত বলতে পারি। তবে থাকবে যে তার হিসেব থাকা চাই। যে দোষের জন্য তোমাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন যেন সে দোষ পুনরায় না ঘটে। কোন গৃহস্থ লোকের বাড়ীতে যেন না যাওয়া আসা আরম্ভ কর।"

ফরিদপুরের কিরণ "দিদির" উৎসবের সময় এসেছিল। বৃন্দাবনদা তাঁকে ইঙ্গিত ক'রে গিয়েছিলেন "আমার জন্য যা কিছু ক'রতে হয়, বৃন্দাবনে ও পুরীতে করবে।" এইজন্য কিরণ ফরিদপুরে উৎসবের পক্ষপাতি ছিল না। তবে বৃন্দাবনদা আমার গুরুস্থানীয় ব'লে আমার কর্ত্তব্য হিসাবে আমি নিজভাড়ায় সেখানে গেলাম—আমি গিয়ে পড়িলে উৎসব তাঁকে ক'রতে হ'ল, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ এতে ছিল না। তারপরে মূল-স্থানে ঘা মারল। জগদ্বন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে নগর-কীর্ত্তন গিয়েছিল ব'লে কিরণ কটাক্ষ করল, সে সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ আমার যা কিছু সবই ত তাঁরই কৃপায়। তাই আমি আর না থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলাম। দোষ একটু আধটু ক'রে থাকে তা'ব'লে তাড়ান চলে না।

সীতানাথ বা নারাণ লোকের অভাবের জন্য চব্বিশ প্রহর করতে পারে নাই। তবে যে অবজ্ঞা সূচক ভাষা ব'লে ফেলেছে—সেটা বেরিয়ে পড়েছে। এখন আমার কথা এই—তাদের তাড়ালে চলবে না, তাদের ডেকে নিতে হবে। তারা গোপীদাসের সম্বন্ধ নিয়ে যেটুকু প্রাণ দিয়ে সেবা ক'রবে তা অন্য ছেলে করবে না। তাছাড়া তাদের (সীতানাথের অল্প বয়স) যৌবন বয়স। তাদের দূরে দূরে রাখলে তাদের পড়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে? তাদের নিতে হ'বে। তবে একজন 'মাথা' তাদের উপরে থাকা চাই। তাদের হাতে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া ঠিক নয়, যা তা ক'রবে।

(ক) "রাধারমণ কুঞ্জ" বিরক্তদের স্থান ছিল, কুঞ্জদার গুরুর নিকট কুঞ্জদা পায় এবং পরে বাবাজী মশায়কে দিয়ে দেয়। যখন নগেনদার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কটক থেকে এখানে এসে হাজির হলেন, তখন বাবাজী মশাই নগেনদার হাতে এ কুঞ্জের ভার দেন, সে হিসাবে আমরা এ পর্যন্ত কিছু বলতে পারি নাই। সে অপরাধে ঠাকুর তাদের হাত হ'তে কুঞ্জের কর্ত্তৃত্ব ভার কেড়ে নিয়েছেন। যদিও স্থানটি তোমাদের হাতে এসেছে কিন্তু বাবাজীমশাই

নগেনদাকে শ্রীবিগ্রহ দিয়ে দিয়েছেন। তাতে তোমাদের অধিকার নাই। যদি তারা অপরাধের ভয়ে সেবা দিয়ে দেয়, সে আলাদা কথা— নৈলে তোমরা জোর করিতে পার না।

(খ) বরাহনগর পাঠবাড়ীতে আমার পূর্ব্ব হ'তে যাতায়াত ছিল। যখনই উৎসবের সময় যেতাম, বিজয়' বলে ছেলেটি বলত "বাবাজী মশাই"। এ বিরক্ত বৈষ্ণবদের সেবা—জানি না দাদু কেন এর ভার নিলেন। আমরা অপরাধ ক'রছি, আপনি এর ভার নিন।" প্রতি বৎসরই একথা বলত। রায় বাহাদুর চুনকাম করিয়ে দিয়ে যখন সেবার ভার নিতে চাইলেন, তখন বুড়ী দিল না। তারপর শীলবাড়ীর পর -যখন কোন স্থান খুঁজবার কথা হ'ল, তখন আমি 'পাঠবাড়ীর' কথা বললাম। বুড়ী কিন্তু কোন মতে রাজী নয়—শেষে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (এদের গুরু) অভিসম্পাত দিয়ে--সেবাপরাধ হ'চ্ছে তোদের সর্ব্বনাশ হবে। ভয় দেখিয়ে রাজী করালেন তখন এ সেবা হাতে এল। তাদের শুধু থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্য ৫০০০'০০ টাকা খরচ করতে হ'ল।

এখন এদিগকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে—"তোমরা অপরাধ ক'রছ। যদি এখানে থাক্‌তে হয়, তবে বৈরাগীদের মত সদাচারের মধ্যে থাকতে হবে, নৈলে অন্যত্র বাড়ী কর আমরা সাহায্য করব।"

হরিমিশ্র বলিলেন যদি না শুনে কোর্টের সাহায্যে সরিয়ে দিতে হবে।

(শ্রীপাঠবাড়ীর) শ্রীমন্দিরের জন্য বরেণ রায়ের মা ১২ হাজার টাকা দিল। শ্রীগ্রন্থ-মন্দিরের জন্য পোস্তা ২৫ হাজার টাকা দিল।

বরাহনগর পাঠবাড়ীতে যেবার আমার প্রথম যাওয়া—সেবার হরিসভা হ'তে নগরকীর্ত্তন নিয়ে বাহির হ'য়ে যেই পাঠবাড়ীর দরজার মধ্যে এক পা দিয়েছি অমনি মনে হইল "আজ এখানে এত লোক কেন? আজ মহাপ্রভু এখানে এসেছেন।" মহাপ্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আঁখর —দাঁড়াও রসের বদন হেরি······

পাঁচকড়ি রায় এবং গৌরহরি সেন কবিরাজ দু'জনে কীর্ত্তন শুনে জড়িয়ে আছেন দেখে আমার মনে হ'ল যেন বিবাহের পর দুই সহোদরা ভগিনীর প্রথম মিলন।

এর পরে কি আগে—মহাপ্রভুর বাড়ীতে 'দাঁড়াও'······,কীর্ত্তন হয়েছিল।

৮ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

সকালে প্রভাতী কীর্ত্তনের পর "রজনী দা"—আমায় বলিলেন কেন ভাই তোমার নামে—বাবাজী মশাই বলছেন—"নাম" করে না। মালা করা দরকার—লিখবে কিসের জোরে? যে যা সবাই করুক না কেন কিছু সংখ্যা রেখে মালা করা তার দরকার, কারণ সেবাতে অপরাধ এসে যায়, নাম ক'রতে ক'রতে সে অপরাধ ক্ষালন হবে, চিত্ত দ্রব হবে, সেবা ভোগ হবে।

বৃন্দাবনে যাঁরা "মন্ত্রপুরশ্চরণ" করেন, তাঁরা পর্য্যন্ত ৫০ হাজার নাম করেন। অন্ততঃ ৫০ হাজার মালা করিও। মালা আছে ত? আমি তাঁহাকে দেখালাম যে ঝোলা ছেঁড়া এবং ময়লা দেখে নূতন ঝোলা চাহিয়া দিলেন।

বাবা :—পৈতা খুলেছে কেন জিজ্ঞাসা কর দেখি।

দাদা :—পৈতা খুলেছে জানি না ত, কেন, তুমি কি 'ভেক' নিয়াছ? কি হিসাবে পৈতা খুলিলে? এই কথা বলিয়া পশুপতিদার নিকট হ'তে পৈতা চাহিয়া লইয়া চারিধামে বসিয়া (ঝাঁজপিটা মঠ) নিজে গ্রন্থি দিলেন। আমার গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করিয়া গায়ত্রী এবং "গোপাল মন্ত্রে" গ্রন্থি দিয়ে দাদা মহাশয়ের প্রসাদী করিয়ে পরিতে দিলেন। বলিলেন বাবাজী মশাইকে দণ্ডবৎ কর। আমি তাহাই করিলাম।

বাবা পৈতা খুলিলেই ব্রাহ্মণ অভিমান যায় না। 'ঘোষালের' কি ব্রাহ্মণ অভিমান গেছে? আর পৈতা থাকলেই অভিমান থাকে না—পশুপতির কি অভিমান আছে? যাতে অভিমান না আসে তারজন্য এক ব্যবস্থা করিও। আমার প্রসাদ পাবার পর ত প্রসাদ পাচ্ছ? সে সময় বৈষ্ণব-পতঙ্গ হ'য়ে যায়, সেখানকার অধরামৃত নিয়ে খেও—শুধু আমার প্রসাদ (অধরামৃত) নিলে হবে না

বাবা পায়খানায় গেলেন, জল দিতে গেলাম হাত ধুইবার স্থান একটু অপরিস্কৃত ছিল। বাবা হাত মুখ ধুইতে ধুইতে বলিলেন সুচক কীর্ত্তন অনেক দিন লিখছ—ঠাকুর মহাশয় কি ক'রে কৃপা পেলেন? আমি—"শৌচ সেবায়"। বাবা—তবে রোজ এ জায়গায় একটু ঝাড়ু দিতে পার ত? তাহাই করিলাম।

তেল মাখিবার সময় গৌরহরিদাকে বলিলেন—রজনী বলছিল যে গৌরকে হরিদাস ঠাকুরের সেবায় রেখে গেলে হয়। নন্দদা :—গৌরদা ত তাই চাইছিল। আপনি ভেক্ দিবার ব্যবস্থা করিয়া রেখে যান।

বাবা :—ভেক্। আমার দ্বারা হবে না আমি নিজেই ভেকের বেশ ছেড়ে গৃহস্থ বেশে আছি—আমি ভেক্ দেব?

গৌরহরিদা :—আপনি আপনার ছেঁড়া একখানা কাপড় পরবার জন্য দিয়ে দিন তাহ'লেই হবে। মন্ত্র তন্ত্র আমি চাইনি, দরকার কাজ, বেশের কি প্রয়োজন? শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবা করিবার সৌভাগ্য ত খুবই বড়—কিন্তু আমি ত সেবার কিছুই জানি না কেউ একজন (নিতাইদা বন্ধু মঠের) ৬।৮ মাস সেবা দেখিয়ে দেন তবে হয়।

বাবা—সে কথা তোমার দাদাদের সঙ্গে কও। সেবা শিখে কাজের কাছে যেতে হয় না। সেবা করবার ইচ্ছা নিয়ে কাজের কাছে গেলে কাজই করিয়ে নেয়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবক

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে এবং সিদ্ধবকুলরূপে, প্রত্যহ এই দুইয়ের নিকট সেবাশক্তি প্রার্থনা ক'রে কাজে লেগে যেতে হয়।

গৌরদা—তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখাশুনা হয়নি আপনি কৃপা ক'রে যা করিয়ে নেবেন তা হবে। বাবা—সেবক হ'লেন তাঁরা, আর কৃপা করব আমি, এ কিরকম কথা।

বৈকালে জজ রমেশ কাকা এলেন। সখীমার প্রাপ্তির বিবরণ বাবা বলিলেন রমেশ কাকা—"ছেলেবেলায় বাবাজী মশাইয়ের কাছে মন্ত্র নিয়ে ছিলাম, মন্ত্রগুলি জপ করি, কি কি কর্ত্তব্য কিছুই জানি না।" বাবা - সময় মত কাল আলোচনা করা যাবে।

বাবা শ্রীরামচণ্ডী দর্শন ক'রে এসে আরতি দর্শন করিলেন।

নগেন কাকার ছেলে রাত্রে দেখা করিতে এলেন, বাবাকে বলিলেন—"রাম মামা, আপনি থাক্‌তে থাক্‌তে আমাদের একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিন।" বাবা সেবাপরাধের কথা বুঝাইয়া দিলেন এবং শেষে আশ্বাস দিলেন। তিনি চলিয়াগেলে বাবা বলিলেন—প্রশ্রয় আরম্ভ হ'লেই তা ক্রমে বাড়তে থাকে। ঠিক মত হিসাবের মধ্যে রাখা বড় কঠিন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সময়ে শুধু সকালে "চা" হবার ব্যবস্থা ছিল। নামব্রহ্মের নিকট ভোগ লাগিয়ে তা পেতেন, আর কোন কিছু ব্যবস্থা ছিল না। শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ এলে তবে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা ছিল। সেই চা হ'তে ক্রমে ক্রমে এখন সব রকম ভোগ লাগছে। আমাদের সমাজ বাড়ীতে দিদির জ্ঞাতসারেই সন্ধ্যার সময় একটু তুলসী দিয়ে ভোগ লাগাবার ব্যবস্থা তাঁর সময়ে হ'য়েছে।

রঞ্জনীদাদা ঠাকুর-ঘরে নিয়ে গিয়ে ভোগ লাগালে হয়। রাত্রে অভিসারের পর ঠাকুরের পাকী কিছু ভোগ লাগালে হয়। উদ্দণ্ড কীর্ত্তন নৃত্যের পর পঙ্গত করিবার ব্যবস্থা করিলে হয়। বাবা এ সম্বন্ধে যা করতে হয় করিও।

হরিমিশ্রকে বাবা বলিলেন—বৃহস্পতিবারে শ্রীজীব গোস্বামীর তিথির দিনেই দিদির জন্য কিছু করতে আমার মন হচ্ছে। অবশ্য এরা উৎসব করছে, কিন্তু আমার তরফ থেকে কিছু হওয়া দরকার। বৈষ্ণব পঙ্গত ক'রে পেরে উঠা যাবে না। পাণ্ডা গোসাঞিদের প্রসাদ পাওয়ালে হয়।

হরিমিশ্র—নিতাইদা বল্‌ছিলেন ঐ দিনে রাজকিশোর বাবুর উৎসব, কতক বৈষ্ণব-সেবা ওদের (রাজকিশোর বাবুর) বাড়ীতে হবে—আর কতক বৈষ্ণব সেবা এই মঠের মধ্যে হবে সেই সঙ্গে এটা করলে হয়।

বাবা ভেজাল দেবার কি দরকার? এর জন্য পৃথক টাকা নাও, ও পঙ্গতের ভার তুমি নাও, কীর্ত্তনের পূর্ব্বে এ পঙ্গত ক'রে দেবে। কীর্ত্তনের পরও পঙ্গত হবে। আমাদের নাম কেনা ত দরকার নয়, শ্রীজীব গোস্বামীর তিথি ব'লে নিমন্ত্রণ ক'রে সেবা করানো হ'ল।

বাবার 'দাঁতের মাড়িতে ব্যথা', 'পায়ে নখকুনি', 'গলায় ব্যথা', 'পায়ে কড়া', এতগুলি রোগের ঔষধ দিতে দিতে নন্দদা রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে বলিলেন—যত রোগ আপনার।

বাবা বলিলেন বাবাজীমশাই আমায় শ্রীমুখে ব'ল্‌লেন—ভাই, আমার কাছে আর কি পাবি—অন্য সময় ব'ল্‌লেন "তুমি দোষের আকর গুণ তোমাতে কিছু নেই, এই কথা প্রাণে প্রাণে জেনে যখনি যে কোন দোষের কথা বলবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার ক'রে নেবে।"

৯ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

সকালে আমরা প্রভাতী কীর্ত্তনে বসেছি ওদিকে বাবা নিজের ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া গৌরাঙ্গদা, নন্দবাবু, গবাইবাবু প্রভৃতির সঙ্গে খুব প্রসঙ্গ ক'রছেন। আমি কীর্ত্তন ছেড়ে পিছনে গিয়ে শুনিলাম।

বাবা কোথাও যাওয়ার কথা আমার ভাল লাগে না। কোথায় যাবে? সব ঠিক আছে—বিশ্বাসের অভাবে সেটা বোধ আসে না। এখানে পুরীতে চারিদিকে স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। সেই জগন্নাথ, সেই শ্রীমন্দির, সেই সিংহদ্বার, সেই গম্ভীরা। বাবাজী মহাশয়ের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে, ঐখানে বেদীতে মুখ ধোওয়া, স্নান করা, এসব সেবা যখন রয়েছে, তখন তিনি কি এখানে না থেকে পারেন? সেবক কি সেবা ছেড়ে থাক্‌তে পারে? তারপর জেল হ'তে রাধাকান্ত, চিত্রকুট হ'তে রাধাবিনোদ, এলেন কেন? তাঁর সেবা সুখ ভুঞ্জিবার জন্য ত। তাঁরা এখানে আছেন আর তিনি নাই, একথা কি হ'তে পারে? তাঁর এক নাম পুরীর—বড় বাবাজী, তিনি পুরী ছেড়ে কোথা যাবেন? যত কিছু লীলা তাঁর এখানে। ব'লতে নেই, নবদ্বীপের কথা মনে হ'লে সমাধি এবং 'হায় কি হ'ল' এসে যায়। কিন্তু এখানের কথা মনে হ'লে মিলনের কথা মনে হয়। তিনি লীলা করছেন বোধ হয়। বলতে গেলে তাঁর নিত্যলীলা পুরীতে, নবদ্বীপে তাঁর নৈমিত্তিক লীলা। নীলাচলের গৌরই তিনি আমাকে ভোগ করিয়েছেন।

চরিত সুধায় যে অষ্ট-কালীয়টি (লবঙ্গ মঞ্জরী গুটিকায়) আছে তাহা নীলাচলের লীলা স্মরণেই। এবার ওদের (সরযূদি প্রভৃতিকে) ব'লে এলাম এই স্মরণ ক'রে সেবা কর। দিদির শ্রীমুখে যে উপদেশ (১) শ্রীগুরুসেবকের কর্ত্তব্য সঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের দুই অমূল্য উপদেশ (২) দিদির সূচক (৩) লবঙ্গমঞ্জরীগুটিকা এ তিনটি, পুস্তিকা আকারে ছাপিয়ে প্রত্যেকের কাছে রাখা দরকার।

গৌরাঙ্গদা—'শ্রীবৃন্দাবন শতকে' আছে সখী ফুল তুলতে গিয়ে দেখেন যে প্রতি-পুষ্পের মধ্যে যুগল কিশোর বিহার করিতেছেন, ফুল তুলবে কে? কিশোরী দেখলেন—সখী ফিরতে দেরী করছে। গিয়ে দেখেন—সখীর ফুল তোলা হয়নি। চোখের জলে ভাসছে, এই হ'ল ভোগের কথা, লীলা সর্ব্বত্র ছেয়ে রয়েছে।

বাবা—এত হ'ল সাক্ষাৎ শ্রীরাধাদাসীর ভোগ; গিরীশ ঘোষ নামাশ্রয়ী, বৃন্দাবন কুসুম সরোবরে ব'সতে পারছেন না, আমায় বল্‌ছেন—"যেখানেই যাই গন্ধে আমোদ ক'রে তুল্‌ছে, ফুলের গাছ দেখিনা, মনে হচ্ছে একি মাটির মধ্য হ'তে গন্ধ বেরুচ্ছে না কি?"

প্রভাতী কীর্ত্তনের পর হরিরলুট দিয়ে বাবা বল্‌লেন স্বরূপদাসের স্ফূর্ত্তি—"তুলসী দিয়ে ভোগ দেওয়া হ'ল না, কি ক'রে সকলে খায়—এ ত ঠাকুরের ভোগ নয়, এ হ'ল মানুষের ভোগ। লীলার মানুষ তুলসী চায় না। নিজ-ভক্তের পদরেণু মাখা জিনিষ তাঁর প্রিয়, ভক্ত-পদরেণু তাঁর নিকট বড়-তুলসী।"

বৈকালে বাবা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে এবং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে দর্শন ক'রে মন্দিরে নিজের ঠাকুরের আরতি সারিয়ে মঠে ফিরিলেন। জজ্ রমেশবাবু সঙ্গেই ছিলেন, তাঁকে একখানি মন্ত্রের কাগজ দিবার জন্য নন্দদাকে বলিলেন।

খড়দহের কীর্ত্তনে বাবা 'অঙ্গ', অঙ্গী' শব্দটি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বলিলে; গৌরাঙ্গদা বলিলেন—অঙ্গ আর অঙ্গ-বিলাসী বলিলে হয়। এক কথায় অঙ্গী হয় বটে কিন্তু শব্দটি পরিচিত হওয়া চাই। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর সূচকটি বাবার সূচকের গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া দেখলাম। রজনীদা, লেখার একটু ভুল ছিল ঠিক করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে বাবার পাঠ সরিল। বাবার ঘরে যাওয়া হইল। 'কবিরাজদার শ্রীগুরু-অষ্টকালীয়টি' পাঠ করিতে বলিলেন। গৌরাঙ্গদা খুবই প্রশংসা করিলেন। শ্রীগুরুকুঞ্জে নিতাই গৌর বিহার করেন—একথাটি খুব বড় কথা। এ কুঞ্জ জঙ্গম। "সঙ্কীর্ত্তন শ্রম জানে কেবল গৌরাঙ্গ, বিশ্রাম লভিয়া করে শ্রীমালার সঙ্গ।" এখানে "সঙ্কীর্ত্তনে শ্রান্ত জানি নিতাই গৌরাঙ্গ" করিয়া লইতে বলিলেন। শ্রীগুরুই কর্ত্তা। নিতাই মালিক। মালিক কথাটা ভাল লাগিল না বলিলেন।

১০ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

সকালে মোহন গোস্বামী আসিলেন। তাঁহার কুষ্ঠরোগ হওয়াতে তিনি বেশ প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে হইল। বাবা বোধ হয় সেই সঙ্কোচ ভাবটুকু কাটাইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ শক্তির অদ্ভুত খেলার কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রজবালার বিবাহের কথা বলিলেন। তারপর বলিলেন—

ব্রজবালার শিষ্য গোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাই আনন্দ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দেখা হ'ল, জিজ্ঞাসা করলাম—স্বামীজী (ব্রজবালা) এখন কোথায়? বল্লেন—এম্-এ, পড়তে গিয়েছেন। ফিলজফিতে এম্-এ ছিলেন। এখন সংস্কৃতে দেবার ইচ্ছা। আমি তখন বল্লাম—"পড়তে গিয়েছেন না—পড়াতে গিয়েছেন? দেখবেন সব প্রফেসর ও ছাত্রদের মাথা খেয়ে ফিরে আস্‌বেন," হ'লও তাই। সেখানে "হরিসভা" স্থাপিত ক'রে ফির্‌লেন। এখনও সে হরিসভা আছে।

পরেশ বাবুর মুখে শোনা ব্রজবালার প্রাপ্তির তিন মাস পূর্ব্বে এক উকিলের স্ত্রী তাঁর দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে কোলে নিয়ে মন্ত্র নিতে বসেছে। মা এবং ছেলে দু'জনেই সমাধিস্থ।

সাঁতরাগাছিতে প্রিয়বাবুর (ইনি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের শিষ্য) বাড়ীতে বসে প্রভাতী কীর্ত্তন ক'রলাম ৪ ঘণ্টা। শালকের ভোলানাথের সঙ্গে সেদিন প্রথম দেখা। কীর্ত্তন শেষ হয়েছে,

কে পেছনে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে, পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখলাম। কীর্ত্তন হয়ে গেছে, প্রসাদ পাবার জন্য ডেকেছে, গিয়েছি। সব পাতায় খিচড়ী পড়েছে, এমন সময়ে কাব্যতীর্থ মহাশয় হাজির। বল্লেন—তোমরা আনন্দ ক'রলে আমি বাদ গেলাম। আমি বল্লাম—সময় মত আসতে হয়। কাব্যতীর্থ বল্লেন—না না, তা হবে না, আবার হোক্।

দু'দফা কীর্ত্তন শেষ হ'বার পর ব্রজবালা কোথা হ'তে এলেন। পাগলের মত দেখে ছেলে-পুলে ঘিরেছে। তাদের বল্‌ছেন—"কি দেখ্‌বা?" এই বলছেন এবং যে যা দেখ্‌বো বল্‌ছে সে সঙ্গে সঙ্গে তাই দেখ্‌ছে এবং সমাধিস্থ হচ্ছে। এসব আমার প্রত্যক্ষ দেখা।

তারপর বাবা বললেন—বাবাজী (বড়বাবাজী) মহাশয়ের শ্রীমুখের উপদেশ—খোসা দেখিসনে এটি "শ্রীগুরুসেবকের কর্ত্তব্যের" সঙ্গে ছাপান আছে।

এই বলিয়া বাবা "শ্রীগুরুসেবকের কর্ত্তব্যটি" আনিতে বলিলেন। তাহা হইতে উপদেশটি শুনাইলেন। এ প্রসঙ্গে বলিলেন—

অঘটন-ঘটন-শক্তি পুঁথিতে লেখা আছে এবার সব চাক্ষুষ খেল্‌ছে।

এই প্রসঙ্গে বলিলেন—"তোমার গুণ ব'লে কিছু নাই." এই উপদেশটি আমায় অনেক রক্ষা করেছে। কলুটোলায় শীলবাড়ীতে থাকি, গোপাল শীলের বাড়ীর উপর—সাধারণতঃ একটু অন্য জাতীয় দৃষ্টি লোকের আছে। আমাদের সেইখানে থাকা। তাই লোকের দৃষ্টি আমাদের উপর বিশেষ ভাল নয়।

একদিন গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি—সঙ্গে কৃষ্ণদাস এবং ২।৪ জন আছে। মুরগীহাটার মোড়ে দাঁড়িয়েছি, এক বাবু শ্লেষভরে বললেন "কি বাবাজী কোথায় থাকা হয়?" আমি দেখলাম যদি প্রতিবাদ করা হয় তবে ও সুর চড়াবে আর আমার সঙ্গীরা মারামারি করবে, দোষ স্বীকার ক'রে নিলে মিটে যায়। তাই বল্‌লাম "বেশ চলছে। দেখুন, ১৫ বৎসরে ঘরবাড়ী ছেড়েছি, ভোগ বিলাস হয়ে উঠেনি। এখন সুবিধা পেয়ে ছাড়ি কেন?" একথা শুনে বাবুটি "থ" বনে গেলেন। কৃষ্ণদাস প্রভৃতি একটু আপত্তি ক'রল। আমি বললাম তোমরা মারামারি কর আর কি।

স্নান করিবার সময়ে নন্দদা জিজ্ঞাসা করিল-নখ্‌কুনির ব্যথা সেরেছে? বাবা—সেরে গেলে কি নিয়ে থাক্‌ব? এরা সব মাষ্টার, চাবুক দিয়ে শাসন কর্‌বার জন্য তৈরী আছে। পাছে সাধারণ মানুষের উপর কিছু হ'তে চাই—সদা সর্ব্বদাই জানিয়ে দিচ্ছে এই আমার স্বরূপ, বাবাজী মশাই শ্রীমুখে বলেছেন—"আমার কাছে—আর কি পাবি ভাই কতকগুলি রোগ আছে তাই পাবি।"

আমি (লেখক) দাদা মহাশয়ের কি নখ্‌কুনি ছিল?

বাবা—কেন, থাকতে নেই? তোমাদের কাছে তিনি মহাশয়, আমার কাছে তিনি "দাদা",—ঠাকুর নয়।

এই যে ষড়ভুজ প্রভৃতি হচ্ছে—নন্দবাবাজীর—(কাকা) ভিতরে খুব আনন্দ। মুখে না বলুক—"প্রায় সকলেই ঠাকুর ভজে।" জগদ্বন্ধু প্রভুর— আমাশয় হয়েছে, পাছে এ সংবাদ রটে, তাই ২।৪ জন মাত্র সঙ্গী। সকলকে সরিয়ে দিয়েছে এবং নিজেরা সেবাদি ক'রছে। 'মাসাধিক কাল প্রভু ভুগছেন' এ সংবাদ পেয়ে দেখা ক'রতে গেলাম, বল্লো—"প্রভুর আবার কিসের রোগ।' এইসব হিসাব। ফরিদপুর অঙ্গনে প্রভুর সঙ্গে শেষ দেখা ক'রে কলিকাতায় এসে রামবাগানে গিয়ে প্রভুর আমাশয়ের কথা খবর দিলে তারা আমায় পাগল সাব্যস্ত করল, 'পিরভুর আবার অসুখ কিসের'—এই হিসাব।

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম—প্রভু রামবাগান না চাষা-ধোপাপাড়া কোথায় থাকতেন?

বাবা—প্রভু সর্ব্বত্র আছেন।

আমি—জগদ্বন্ধু কোথায় থাকতেন?

বাবা—তোদের দাদামশায় কলিকাতায় গিয়ে কি এক জায়গায় বসেছিলেন?

আমি তিনি অষ্টপ্রহরাদি করতেন, ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন।

বাবা—এঁর কি তা ক'রতে মানা আছে?

আমি—তিনি ত ঘোমটার মধ্যে থাকতেন। অষ্টপ্রহর ক'রবেন কি করে?

বাবা—তিনি নিজে গণ্ডীর মধ্যে হাজির থেকে করাতে পারেন না?

আমি—কি নামে অষ্টপ্রহর করাতেন?

বাবা—তিনি লীলা কীর্ত্তন করাতেন।

আমি—আজকাল সেসব কীর্ত্তন হয়?

বাবা—তুই কুপমণ্ডুক। বাইরের খবর কিছুই জানিস না। ওদের কত জায়গায় আশ্রম আছে তা জানিস? তোদের ২।৪টা আশ্রম নিয়ে তোরা মনে করিস তোরা কত বড়।

গৌরদা—কল্যাণ পত্রিকায় বাহির হয়েছিল যে জগদ্বন্ধু প্রভুর জ্যোতি আঠার হাত দূরে যেত।

বাবা—তা কি পত্রিকা পড়ে মান্‌তে হবে? তা শুনিস্ নি? আজকাল এই রকম হয়েছে বিশ্বাসের অভাব। পাঁচ রকম জিনিষ নিয়ে নাড়া চাড়া করবে অথচ কিছুতে বিশ্বাস নেই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে খুব খাঁটি কথা লেখা আছে, 'পাষণ্ডীর নিস্তার আছে, ভণ্ডের নিস্তার নেই।' যারা দেখেছে তাদের মুখে শুনে বিশ্বাস হয় না। নামজাদা পত্রিকায় বেরুন চাই। তাই বাবাজী মশাই বলেছিলেন "বিলাতে লর্ড বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে প্রচার না করলে গৌরাঙ্গের প্রচার হবে না।" শ্যামানন্দ প্রভুর কথা কয়জন বিশ্বাস করে? দিন কতক পরে লোকে বলবে—'তোমাদের বাবাজীর (বড় বাবাজী মহাশয়ের) গাছ নাচান, মরা বাঁচান, সাজিয়ে লেখা, সত্য নয়।' এখনও যে সব লোক প্রকট আছে তাদের অবর্ত্তমানে এ সব ঘটবে।

আজ শ্রীজীব গোস্বামীর তিথি, সখীমার উৎসবের পঙ্গতের ব্যবস্থা কীর্ত্তনের আগে হইবার কথা ছিল, কিন্তু পাঁচটার সময় পাণ্ডা বা গোস্বামী সন্তানরা কেউ আসিলেন না। এদিকে মহাপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছালেন না, কাজেই বাবা কীর্ত্তনে বসিলেন, কীর্ত্তন ও সন্ধ্যারতির পর আগে পাণ্ডা ও গোসাঞীদের পঙ্গত হইল। তারপর রাজকিশোরবাবুর বাড়ীতে একদল বৈষ্ণবের পঙ্গত হইল আজ কীর্ত্তনে যাইবার পূর্ব্বে বাবা ঘরের মধ্যে দণ্ডবৎ করিবার জন্য আমায় চড় মারিয়া সরিয়া যাইতে বলিলেন।

১১ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে আমরা প্রভাতী কীর্ত্তনে আছি, এদিক বাবার কাছে নন্দবাবু এক চিঠি পড়িলেন, চিঠিটি লিখিতেছেন কবিরাজদা, মোহন গোসাঞিকে। বাবা শুনিয়া সুখী হইলেন। শুনিতে শুনিতে কম্প হইতেছিল, তারপর বলিলেন গৌরাঙ্গদাসকে শুনাও। গৌরাঙ্গদাকে নন্দদা ডাকিয়া আনিয়া আবার পড়িলেন।

বাবা—"এটা তোমাদের কপি ক'রে রাখা উচিত। গতকাল সকালে আমাদের এই নিয়েই না কথা হচ্ছিল? "খোসা দেখিস্ না ঠকে যাবি।" এ তারই অভিব্যক্তি."

নন্দবাবুর নিকট আমি চিঠিটা চাহিয়া নিলে বাবা বলিলেন—

বাবা—"খাতা কলমে কপি ক'রলে কি হবে? যে লিখেছে তার মত মনের মধ্যে কপি ক'রতে পা'রলে ত হয়। নিত্যানন্দ সন্তানের উপর বিচার করা হয়—কি রকম গোসাঞি, মালা তিলক নাই, বাবু সেজেছেন। কিন্তু ভোগের রাস্তা হ'ল মনে ক'রতে হ'বে, 'বিলাসের তনু' নিতাই ত বাবুই হ'বেন।

চিঠির পাণ্ডুলিপি।

মহামান্য শ্রীযুক্ত মোহন সুন্দর দেব গোস্বামী শ্রীচরণ কমলেষু

জয় জয় জগন্নাথ নীলাচল-নাথ। শ্রীমতী চৈতন্য পদে কোটী প্রণিপাত॥
জয় নীলাচলবাসী পরিকরগণ। জয় জয় শ্রীচৈতন্য-অন্তরঙ্গ জন॥
নিভৃত-নিকুঞ্জ জয় নীলাচল ধাম। যাঁহা পূর্ণ পূর্ণ-তম চৈতন্যের কাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় গুরু রাম। শ্রীমোহন গোস্বামী পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম॥
শ্রীশব্দে রাধারাণী চৈতন্য গোঁসাঞি। মোহন মধুর মোর প্রাণের নিতাই॥
শ্রীমোহন সুন্দর তুমি আর কেবা হবে। নিতাই সুন্দর জানি কৃপা অনুভবে॥
ডাকিনা চাহিনা তারে তবু সেধে আসে। মনে হয় গুণময় কত ভালবাসে॥
মোর কাছে আসে হয়ে আমার মতন। কেমনে হেরিব বল অন্ধ দরশন॥
আত্মসুখ কামী আমি চির বহির্মুখ। স্বার্থান্ধ বিষয়ী জনে করিতে উন্মুখ।

ব্যাধি ছল করি বুঝি আসিলে সম্মুখে। কাতর হয়েছ নাকি প্রভু মোর দুঃখে ॥
তাই যদি হয় প্রভু খুলে দাও আঁখি। নয়ন ভরিয়া তব রূপখানি দেখি ॥
ব্যাধি আবরণ খুলে শ্রীঅঙ্গ সুন্দর। কবে হবে বল প্রভু নয়ন-গোচর ॥
পেয়েছি পত্রিকা তব দৈন্য-ভরা বাণী। কি জানি নিতাই-গুণ কত বা বাখানি ॥
আদেশে মালিশ তৈল করিনু অর্পণ। যথাবিধি কর নিত্য সর্ব্বাঙ্গে লেপন ॥
নিয়মিত ঔষধাদি সেবনের ফল। অবশ্য জানাও মোরে বিস্তারি সকল ॥
শ্রীরাধারমণ বৈদ্য মুঞি ভৃত্য তাঁর। আপনি নিয়েছ সেধে চিকিৎসার ভার ॥
ফলাফল জানে সেই প্রেমের পাগল। কৃপায় অসাধ্য-রোগ সুসাধ্য কেবল ॥
তুমি ত করেছ সেধে ব্যাধি অঙ্গীকার। ভব-ব্যাধি-গ্রস্ত মোরে করিতে নিস্তার ॥
এইবার কৃপা কর মোহন-গোস্বামী। আমার অন্তর জানে গুরু অন্তর্য্যামী ॥
বল প্রভু কত-দিনে দয়া হবে। মধু-নীলাচল-ধামে সেধে ডেকে লবে ॥
দেখাবে মধুর-লীলা রথাগ্রে নর্ত্তন। প্রণয়-মাধুরী আভা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥
শ্রীপতি শ্রীজগন্নাথ শ্রীমতী গৌরাঙ্গ। স্বমাধুর্য্য লীলা ভোগ নীলাচল রঙ্গ ॥
অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়। গুরুপাদপদ্ম-নিষ্ঠ দেখিবারে পায় ॥
শ্রীগুরু-বৈমুখী মুঞি পেয়েও বঞ্চিত। আমার দুর্দ্দৈব আর কহিব বা কত ॥
বিষয় নিয়েছে কেড়ে উৎকণ্ঠা লালসা। অনুরাগ নিষ্ঠা আদি ভক্তি ভালবাসা ॥
শূন্য প্রাণে আছি বসে শুন্যে তাকাইয়া। কেমনে লভিব পুনঃ না পাই ভাবিয়া ॥
কৃপায় কখন যদি ফিরে প্রাণে আসে। দিব তার পদে যেই সেধে ভালবাসে ॥
সেধে ভালবাসিবার আর কেহ নাই। সে যে মোর দয়াময় শ্রীগুরু-গোসাঞি ॥
ওরাঙ্গাচরণ ভুলি এ হেন দুর্দ্দশা। একমাত্র তোমাদের কৃপাই ভরসা ॥
আর কেবা আছে মোর তোমরা বিহনে। রতিমতি দিয়া রাখে শ্রীগুরু-চরণে ॥
কি আর লিখিব বল বঞ্চিত ভাষায়। চেয়ে আছি পথ চেয়ে উত্তর-আশায় ॥
ত্রুটি বিচ্যুতি যত করিহ মার্জ্জনা। অপরাধ নিও নাকো দীনের প্রার্থনা।
গৌর জগন্নাথ-পদে জানায়ে প্রণতি। মোর জগন্নাথে যেন হয় রতি মতি ॥

ইতি স্নেহ কাঙ্গাল দীন কবিরাজ
(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

এই পত্রের সঙ্গে 'শ্রীগুরু-পাদপদ্ম' নামক সুন্দর পদ্য রচনাটি পাঠাইয়াছিলেন। তাহাও পাঠ হইল। তাহার পর বাবা 'শ্রীগুরুপুরুষোত্তমটি পাঠ করিতে বলিলেন। পাঠের পর গৌরাঙ্গদা শতমুখে প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আগেকার রচনা পড়ে বিশেষ আকৃষ্ট হইনি, এবারে বিশেষ সুখ পাওয়া গেল।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কবিরাজদা আমাদের কলিকাতা হ'তে আসিবার দিন আমায় বলিয়াছিলেন – "যাও দাদাদের লেখা শুনায়ো।

প্রসাদ পাইয়া বাবা বল্‌লেন, "মুখের মধ্যে কি ফুলছে" আমাদের গুরুভাই মোহন ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন ঠাণ্ডা লেগে একটু মাংস ফুলেছে।

বাবা বলিলেন—"সমুদ্রের ধারে ঠাণ্ডায় আমি আজ আর যাব না। ছেলেরা গিয়ে অধিবাস করবে।

বৈকালে আমাদের পাঠাইয়া দিলেন। আমি শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠে শ্রীঅধিবাস কীর্ত্তনে কৃষ্ণদার সঙ্গে দোহারকি করিয়া রাত্রে ঝাঁজপিটা মঠে ফিরিলাম।

বাবা—"কিছু লেখা হ'লো না। কোনদিকে 'মহামায়া' কোনদিকে 'নৃসিংহদেব' কোন-দিকে 'কি' এও লিখে আন্‌তে পারতিস্।"

পরে গৌরাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এইরূপ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, নাটোরের নাতী-নাতিনীরা আসিয়াছিলেন। হেতমপুরের এক রাণীও আসিয়াছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে গান-বাজনার কথা উঠিল। সুর "ভাবেরই" অভিব্যক্তি, এটা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীখেতুরীর গরাণহাটি সুরের উৎপত্তির কথা বলিলেন।

গৌরাঙ্গদা—"খেতুরীর মত আর একটি উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত চর্চা হ'ল—শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী-গীতে, তাদের কৃষ্ণ-বিরহে বুক ফেটে যাচ্ছে, সে সময়ে কি তাদের গান গাইবার সময়? এর রহস্য হ'ল, তাদের দুঃখে, সুর তালের কান্না এসেছিল, এবং তাদের সহায়তা ক'রে নিজেরা ধন্য হ'ল।"

এরা চলিয়া যাওয়ার পর বাবা বলিলেন—(প্রভু জগদ্বন্ধু) এক বৎসরের মধ্যে বৃন্দাবনের লীলা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

নিজ আবেশের এবং পুটিরাণীকে দেখিয়া রাধারাণীর আবেশে তার পশ্চাদ্ধাবনের কথা বলিলেন পুটিরাণী খুব গম্ভীর স্বভাবের। স্নান করিতে আসিবার বা ফিরিবার সময়ে অন্য মেয়েদের মত কথা কহিতে থাকা, তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল।

গৌরাঙ্গদা—"একট্রেস ছিল বলে খারাপ হতে হবে, এমন ত কোন কথা নয়।" তিনি 'ঠনির' কথা বল্‌লেন—"জয়পুরে গোবিন্দ-মন্দিরে বাবুভায়াদের সমাজে গানবাজনা করছেন—একবার হঠাৎ কিছু বেতাল হয়ে যায়। কিন্তু তবুও বাবুরা বাহবা দেয়। এর মনে জাগিল কেউ সমজদার নেই? এখানে কি গান ক'রে সুখ আছে! এমন সময়ে চেয়ে দেখলেন—শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের মুখে হাসি। মনে প্রশ্ন উঠিল—তবে কি আমার ভুলও বুঝেছে? তখন ইচ্ছা ক'রে আর একবার বেতাল করলেন। দেখলেন যে শ্রীগোবিন্দ সেবারও হাসলেন। তখন নিঃসন্দেহ হলেন যে, গোবিন্দ একজন খাঁটি গানবাজনার সমজদার। ওকে পেলে গানবাজনা শুনিয়ে এবং শুনে

সুখ হয়। আর অন্য কোথায় গানবাজনা করা হবে না, ধন্না দিলেন। গোবিন্দজী বল্লেন, "বৃন্দাবনে আমায় পাবে।" বৃন্দাবনে বংশীবটে গিয়ে দেখা পেয়েছেন। সঙ্গীত শুনেছেন এবং শুনায়েছেন, জিজ্ঞাসা করছেন—"কোন গুরুদেবের কাছে এমন শিখলে ?"

উত্তর—"আমার গুরুদেবী আছেন।" বনিঠনী জেদ ধরিলেন "সেই দেবীকে দেখব।" উনি—জিজ্ঞাসা করি। কিশোরীজী রাজী হলেন। 'যুগল' দেখা দিলেন। তখন বনিঠনী বলছেন—"আজু বনি বনিঠনি ভাগ্" এর রচিত অনেক গান আছে। এ পদের অর্থ—আজকে রাধারাণীর দর্শন পেয়ে বনিঠনীর ভাগ্য বনিল।

১২ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ মেঘলা-মত করেছে। বাবা প্রথমে বল্‌লেন—সমুদ্রের ধারে ঠাণ্ডায় আমি এ বেলায় যাব না, যাদের মন্ত্র হ'বার কথা হয়েছে, তারা যেন এখানে আসে।

খবর গেল—আমায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরে যাবার জন্য আদেশ করিলেন—"নাম করবার লোক কম, যা।" আমি কিন্তু শুনেও দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন বল্‌লেন—"এখানে থাকতে হলে কাজ করতে হবে, খাতা কলম নিয়ে ঘুর্‌লে হবে না।"

স্নান করিবার পূর্ব্বে পায়খানা হ'তে এসে বল্‌লেন—নন্দরাম! মনে খট্‌কা লাগল, সেখানে "নাম" হচ্ছে, আমি হাজির না থাক্‌লে কথা উঠ্‌বে। সেখানেই মন্ত্র হবে, সেখানে গিয়ে প্রসাদ পাব।

তাই হ'ল। আমরা সকলে শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠে গেলাম শ্রীনাম চলিতেছেন, নামের সঙ্গে কোন কিছু আখর বা পদাবলী চলে না। সকালে গৌরহরিদা পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেরূপ হয় না—শুনে, শুধু নাম করিলেন।

বাবার তেল মাখার সময় গৌরদা বলিলেন—শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠে 'নামের' সঙ্গে কোন কিছু গাওয়া হয় না। আমি—"কেন, গোপীদার সময়ে কি অষ্টপ্রহরের নামের সঙ্গে প্রভাতী কীর্ত্তন হ'ত না ?"

বাবা—তোর বিচারে কি দরকার। শুধু নাম হওয়া ত ভাল কথা, কেবল তোমাদের মধ্যে অন্য পাঁচ রকম গাওয়া চলে আস্‌ছে। শ্রীবাসঅঙ্গনে শুধু নাম হয়, অন্য কিছু বলিলে নাম-কীর্ত্তন কম পড়ে যায়।

যাক্ সন্ধ্যারতির সময় শুধু নাম হ'তে লাগল। বাবা দণ্ডবৎ সারিয়া নামের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিত বলিলেন—'নাচব'? বলিয়া দু'হাত তুলিয়া একফের নাচিলেন। তারপর বাবার ঘরে প্রসঙ্গ বসিল। গৌরহরিদা সাধক-কণ্ঠমালা হ'তে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা (শ্রীহরিদাস ঠাকুর

এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মধ্যে) পাঠ করিলেন। তারপর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বর্ণনা পাঠ করিলেন। গৌরাঙ্গদা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, বাবা বেশ সুখ পাইলেন।

১৩ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

শ্রীরামপুরের পাঁচুবাবুর অনুরোধে বাবা সকালে মীরাবাঈ কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া কথা হইল। সকালে নাম নিয়ে ঘুরে আসতে বল্‌লেন। আমি যাইনি, বাবা বল্‌লেন—নাম ঘুরে এলে প্রভাতী কীর্ত্তন সেরে নিতে বল্‌বি। মেয়েরা দণ্ডবৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম—"মীরাবাঈ কীর্ত্তন" হবে।

বাবা—নেহাৎ ছেলেমানুষ এটা, তোদের নাম সেরে নিতে বলেছি, তাই কর্‌বি। আমার সম্বন্ধে কথা বল্‌তে যাস্ কেন? আমায় যা করাবেন তাই হবে। ঢাক পিট্‌তে যাস্ কেন। যাদের শুনবার দরকার মনে ক'রবেন তাদের টেনে নিবেন।

প্রভাতী কীর্ত্তনের পর বাবা 'মীরাবাঈকীর্ত্তন' করিলেন। এরপর 'দেখ নিতাইচাঁদের করুণা' উদ্ধবদাকে গাইতে বল্‌লেন, 'দধিমঙ্গল' করিলেন। গোবিন্দ বাবাকে দণ্ডবৎ করিল, বাবা বল্‌লেন—দণ্ডবৎ দণ্ডবৎ। গোবিন্দের কিন্তু এ ভাল লাগিল না। তা বুঝে বাবা বল্‌লেন—ভজুক চাই নাই ভজুক্ সকলে বৈষ্ণব, তাই বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—"হইয়াছেন আর হবেন প্রভুর যত দাস।"

দ্বিজপদদাদা বাবাজীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—নিমতলার ঘাটে দাদামহাশয় নাম ক'রে "মরা" বাঁচাইয়াছিলেন। আপনি সঙ্গে ছিলেন, দাদামহাশয় আবেশে নাম ক'রেছিলেন। ঘটনাটি আপনার মুখে শুনতে ইচ্ছা হয়।

বাবাজী মহাশয় বল্‌লেন– নামে মরা বাঁচ্‌বে বড় কথা হ'ল কি? নাম ক'রে চন্দ্র সূর্য্যকে খসে প'ড়তে বললে খসে পড়বে।

বাবা দুপুরে নারাণদা ও রজনীদাকে বল্‌লেন—শ্রীহরিদাস নন্দী পিছনের বাড়ী করে দিয়েছিল। কেদার দত্তর ভগ্নি মৃনালিনী দাসী (গোবিন্দদার মন্ত্রশিষ্যা) বৃন্দাবনে প্রাপ্তি হয়। তার উৎসব ক'র্‌তে গোবিন্দদা, শ্যামদাও বোধহয় গিয়েছিলেন। সে সময় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসবে আমি যাই। তখন সেবক সনাতন, তাকে একথা বলেছিলাম—"৯ বৎসর বয়সে ফরিদ-পুরের ঠাকুর 'নাম' দিয়েছিলেন। ইনিও 'নাম' করতে ব'ললেন, সেবার কিছু বুঝি না। তবে আমার মনে এই আসছে এখানকার নিতাই, গৌর, সীতানাথ, অদ্ভুত শ্রীবিগ্রহ। যিনি সেবা প্রকাশ ক'রেছিলেন, তিনি গৌরের নীলাচল-লীলায়ডুবা লোক। শ্রীবিগ্রহের তিন-জনেই ভক্ত-কক্ষায় নাম জপ করছেন, কেহ ঈশ্বর নন—সকলে সাধক, তাহাদিগকে ঈশ্বর, ভগবান ব'লে ডাকলে তাদের আবেশের সঙ্গে মিলবে না। তারা উত্তর কেন দেবেন। গৌর রাধারাণী আবেশে

শ্রীকৃষ্ণনাম আস্বাদ ক'রছেন। নিতাই কি কর্ছেন? নিতাই—'গোরা' 'গোরা' জপ ক'রছেন। সীতানাথও 'গৌর' 'গৌর' ক'রছেন। কাল রাত্রে পাঠে পাওয়া গেল স্পষ্ট লেখা যে সীতানাথের নাগর গৌর,—সেবা ক'রবার সময় এই হিসাব ঠিক রাখা দরকার। গৌরের সম্মুখে যে 'জগন্নাথ' আছেন, তাঁর ভোগ গৌরকে দাও। নিতাই-এর সম্মুখে যে যুগল আছেন, সেই রাধাশ্যামসুন্দরকে ভোগ দিয়ে নিতাইকে দাও, আর সীতানাথের সম্মুখে যে যুগল আছেন - সে রাধা-মদনগোপালকে ভোগ দিয়ে সীতানাথকে দাও। গৌরের সামনে যে যুগল আছেন, তাদের জন্য আর একটি স্বতন্ত্র পারশ হয়। মোট তো চারিটি পারশ হয়, এরকম ভাবে ভোগ লাগাবে। আর গৌরের অধরামৃত, নিতাই, সীতানাথকে অবশ্যই দাও। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে ঈশ্বর হিসাবে কথা কইবে, নৈলে তারা শ্রদ্ধান্বিত হবে না। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে সম্বন্ধ বুদ্ধিতে সেবা ক'রলে তবে ত' ভোগ হ'বে। গৌরকিশোরীকে কৃষ্ণ-জগন্নাথের অধরামৃত না দিলে তিনি খাবেন না।

বৈকালে নন্দদা, উদ্ধবদা, গৌরদা প্রভৃতি নৌকা করিয়া সমুদ্রের মধ্যে বেড়াতে গেলেন।

নন্দদা ফিরে এলে বাবা বল্লেন—আমি ত' পাঠে মনই দিতে পারলাম না, ভয়ে সুদর্শন মন্ত্র জপ করছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাঠ সারিয়া বল্লেন—দাদামশাইয়ের বারান্দায় সকলে যাও। নন্দবাবু, গবাইদা, দাদারা, আমি এবং আরও কয়েকজন গেলাম, মিটিং হবে নাকি। বাবা পায়খানা হ'তে এসে বল্লেন—কিছু ব'লতে মন হচ্ছে, কিন্তু সকলে হাওয়া খেতে গেছেন। বাবা গান ধরিলেন--

বল বল রত্নাকর। কোথা প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর,
তব তীরে বিহরিত সঙ্গে লইয়া সহচর ॥
হেরি তব কাল-জলে, ভাসিত নয়ন-জলে,
বলিত এই এলাম যমুনার কুলে, কোথা আমার মুরলীধর ॥
তীরে হেরি বৃক্ষাবলি, এই ত বৃন্দাবন বলি,
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি ধরিত প্রিয় স্বরূপের কর ॥
ধরিয়া স্বরূপের করে, বলিত করুণ-স্বরে,
পরাণ-মুরলীধরে মিলাইয়া দেগো সত্বর ॥
হেরিয়া ভাবের গতি, স্বরূপ উল্লসিত অতি,
ভাবনিধি ধরি কোরে, গেলা গোপীনাথের গোচর ॥
হেরি টোটা গোপীনাথে, পাইয়া নিজ-প্রাণনাথে,
হেমদণ্ড বাহুপসারি, ধাইয়া করিল কোর ॥

হেরি গৌরাঙ্গকিশোরী-সনে, গোপীনাথের মিলনে,
স্বরূপাদি প্রিয়গণে আনন্দে হইল বিভোর ॥

গান চলেছে, মোহন গোস্বামী এলেন, বসিলেন। তারপর দাদারা ফিরিলেন, গৌরাঙ্গদা গানে যোগ দিলেন।

বাবা দুপুরে প্রসাদ পেয়ে বল্লেন—

পাণ্ডা, গোঁসাইঞরা, আসবেন, আমার মনে ছিল না, যাওয়া হবে না।

সন্ধ্যারতির পরে বল্লেন—এখন ত পঙ্গতের দেরী আছে, কি করা হবে—কিছু প্রসঙ্গ হ'লে হয়।

বাবা খোল, করতাল নিয়ে বসিতে বলিলেন, অপূর্ব্ব কীর্ত্তন হ'ল। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসবে পুরীতে না আসিতে পারার ক্ষোভ মিটান এবং "শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠের সেবার জন্য মিটিং" করা, এই দুই উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবা যে কত-ভাগ্যের ফল এবং তাহা করিতে গেলে কিরূপ সাবধানতা দরকার, তাহা বিশেষভাবে বলিলেন। "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।" "শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর" দিয়ে আরম্ভ ক'রে "যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা," হ'তে শিলা গলান ভক্তবাৎসল্য লীলার কথা, "শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি মহাপ্রভুর বাৎসল্য লীলা" তুলিলেন।

মোহন গোঁসাঞি, গোপালগোঁসাঞি, হরিমিশ্র পাণ্ডারা, পাণ্ডাগুরু—সোণা গোঁসাঞি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সকলে কীর্ত্তনে বসিবার সময় বাবা আমায় বলিলেন—মুকুন্দের মত একটু পাশে বসিবার রোগ ওর আছে, পিছনে থাকলে যে গলা পাওয়া যায় তা ওর হুঁস নেই। পিছনে গেলাম। কীর্ত্তনের পর গোপীদার উৎসবের মহাপ্রসাদের (১৮ হাঁড়ি) পঙ্গত হ'লো।

১৪ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

সকালে প্রভাতী কীর্ত্তনের পর এক ভদ্রলোক বলিলেন—ইনি নিত্যানন্দ পরিবারের গুরু পেয়েছেন, তবে (বলিলেন) তিনি গৃহস্থ।

বাবা একথা শুনিয়া নিত্যানন্দ-শক্তির অক্ষয়ত্ব বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—

শ্রীগুরুদেবের চরণ স্মরণ ক'রে এবং তাঁর কৃপা ভিক্ষা ক'রে নাম ক'রবেন, সব হবে। তিনি—"নামেই কি মুক্তি হবে?" বাবা—মুক্তি নয় আরও বড় জিনিষ পাবেন, বলিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের "নামসংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন······বলিয়া বলিলেন—কি পেতে বাকী রইল? যার এতে আশা মিটবে না, সে অন্য রাস্তা দেখবে। 'নাম' করুন, সব হবে।
নিতাইর বংশ যখন, নাম করবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ নিতাই বা নিতাই-গৌর বলে জপ করলে পরমানন্দ পাবেন নিতাই-গৌর নামে অপরাধ ক্ষালন করে।" এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরু-কৃপার দান বহরমপুরের

কীর্ত্তনের কথা উঠিল, বাবা একটি গ্রন্থ একে দিলেন। আমায় দেখিয়া বাবা বললেন—তোকে কি বিছানা পাতিয়া দিব, যা খানিকটা বেড়িয়ে আয়, টোটা গোপীনাথের দর্শন ক'রে আয়। আমি—"গোবিন্দ গিয়াছিল দর্শন খুলেনি।" বাবা—"তবুও যা কাল বিলম্ব না ক'রে এখনই যা—দর্শন মিল্‌বে। গেলাম দর্শন পেলাম, ফিরে এসে দেখি বাবা তেল মাখতে বসিতেছেন।" নন্দদা—'দর্শন মিলছে'? আমি—'হাঁ'। বাবা—সাত রাজার ধন রতনকে দর্শন দিবে না ত—কাকে দর্শন দিবে? গোপীনাথ তোমাকে দর্শন করিয়াছেন ত? আমি—'কি জানি'। বাবা—হাঁ, নিশ্চই দর্শন করেছেন। দেখা দেখিই হিসাব। ভাল করলে—গোপীনাথের দর্শন পেলে—যতন ক'রে দর্শন মিলে না, দেখা না দিলে গোপীনাথের দর্শন মিলে না।

আমি তেল মাখাতে ব'সে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—পাশের ঘরে "দাউজী" কি মহাপ্রভুর সময় ছিলেন?

বাবা—না, পরে স্থাপিত হয়েছেন। ভাবের বেশ পুষ্টি হয়েছে, তিন কুটরীতে তিনজনে—'দাউজী' 'কানাইরাই' "নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই"।

প্রসাদ পাইয়া বাবা বাগ্‌বাজারের ব্রজবালাদির সঙ্গে প্রসঙ্গ ক্রমে বাবা ব'ল্‌লেন—

বাবাজী মশাইয়ের শিষ্য ব'লে লোকে আমার পরিচয় দেয়। কিন্তু আমি এ যাবৎ কখনও তাঁর সম্বন্ধ ধরি ব'লে ব'লতে পারি না। তাঁর যে পরিচয় দিব কি গুণ আছে, তিনি যে সব গুণের আকর ছিলেন—তার কিছুই আমাতে নেই, তবে কি ক'রে পরিচয় দিব? 'নাম কর ব'লে' যখন হার মানলেন তখন চুপ্‌ ক'রে গেলেন। গোপন-লীলা খেল্‌লেন। তিনি দেখছেন—কি করি, বহুরূপে নানা প্রলোভন দিয়ে নাম করিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রছেন। তাঁর প্রকটকালে কুঞ্জদা মঙ্গলারতি এবং মধুদা সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন করতেন, অথচ মঠে প্রায় ২০।২৫ মুর্ত্তি আছে, তিনি ত বাইরে থাকৃতেন, মাঝে একটু নাড়া দিলেন। আজ সাতসাহি কীর্ত্তন হবে। দিনকতক একটু কীর্ত্তন হ'ল, আবার যেই সেই। এ সময় ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন বা হরিবাসরে অষ্টপ্রহর ছিল না। হরিদার বৃন্দাদাসীর পরিবর্ত্তনে আমি খুব ধাক্কা খেলাম। হরিদা সংসারের ঘা গুঁতো খেয়ে এ পথে এল্লো। আমরা দু'জনেই (আমি ও দিদি) সংসারের সম্বন্ধে কিছু জানি না, অল্প বয়সে ঘর ছেড়েছি। হরিদার যদি এ হয়, আমাদের ত হতে পারে, তারপর আমাদের উপর কতগুলো নাবালক ছেলের ভার দিয়ে জড়ান কেন? নিজেদের রক্ষার ঠিক নেই তার উপর আবার ভার। রামকৃষ্ণপুরের বিপিনদার মারফতে স্বপ্নে জানালেন—"ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করলে কিছু ভয়ের থাকবে না।" কিন্তু সে কথা কেউ কানে তুলল না। একদিন আমি স্বপ্ন দেখলাম—"এক জায়গায় পাঠ হচ্ছে। পাঠ শেষ হ'বার আগে আমার শৌচ লেগেছে—গিয়েছি। শৌচে যাবার জন্য উঠে একটু দেখি যে বাবাজীমশাই একধারে বসে পাঠ শুনছেন। এই পেয়েছি পাকৃড়াতে হবে, শৌচ সেরে আসি। ফিরবার আগে পাঠ ভেঙ্গে গেছে, তাড়াতাড়ি এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করৃলাম—

'এখানে যিনি খুব লম্বা চওড়া বসেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?' উত্তর পেলাম—'এই যে মাঠের দিকে যাচ্ছেন।' তখন পিছু নিলাম তিনিও ছুটছেন। আমিও পিছু পিছু ছুটছি, একটা জলাশয়ের মধ্যে তিনি ঝাঁপ দিলেন, আমিও পড়লাম ওপাড়ে উঠে ছুটা হচ্ছে। এক বাগানের মত স্থানে অনেক সাধু আছেন, তিনি ঢুকলেন সেখানে। তাঁকে ধরে ফেল্‌লাম, ধরে তো পা জড়িয়ে খুব আরম্ভ কর্‌লাম। উঁচু করে 'টঙ্গ' বেঁধেছ, রঙ্গ দেখ্‌ছ, ঠেলা সামলায় কে? পাকা ঘুঁটি হরিদা যে কেঁচে গেল। আমাদের নিয়ে এ কি রঙ্গ খেলা? তখন বললেন—"ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন কর।" সেই হ'তে আরম্ভ। তারপরে "একাদশীর অষ্টপ্রহর" আরম্ভ হল, প্রকট হ'তে অপ্রকটে বেশী কাজ করিয়ে নেন। এখন ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তনের মধ্যেও আমি নেই। তাই তোমাদের মত দর্শনের মধ্য দিয়ে ডাকৃছেন, পূজা প্রতিষ্ঠার লোভ দেখিয়ে, যদি পূজা না চাইতাম তবেত ত্রিসন্ধ্যায় থাকতাম। এইরূপে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে খেলছেন, যাননি কোথাও। দিদিও লুকাচ্ছেন মাত্র, যাঁরা তাঁর সদা সর্ব্বদা সেবা করত, তাদের বলে এলাম—"তিনি আছেন। কিছু সেবার ত্রুটি হলেই ধাক্কা দিয়ে তা জানিয়ে দেবেন। সেবা প্রাণ দিয়ে কর, নিজে সেবার অষ্টকালীয় রচনা করে গিয়েছিলেন। লবঙ্গমঞ্জরীর নাম দিয়ে, ও দিদিরই রচনা। ওইটির অনুযায়ী সেবা কর। আর দিদির ফটো তোলা হয়েছে—দ্বিজপদর সূচকটিতে, সেইটিও কাছে রাখ, এই নিয়ে থাক।"

এসব প্রসঙ্গ হইতেছে, এমন সময় নারাণদা আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"গোপীদাসের উৎসব ত সরিল, আমি যাচ্ছি, আমায় বিদায় দিন। (লাবণ্যের বাড়ীতে অমানিয়া ঠাকুরের জিনিষ পাঠান সম্বন্ধে দাদারা কিছু বলেছেন—তার ফল এই।

বাবা—অত ব্যস্ত হয়ো না, প্রসাদ পাও স্থির হও। আমার অনেক বল্‌বার আছে, তোমাদের কি সামান্য সইতে হচ্ছে। আমার ফটো তুলে দুশ্চরিত্র বলে প্রমাণ ক'রতে চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছে।

নারাণদা কতক শান্ত হ'য়ে প্রসাদাদি পাইলেন এবং নিজের বিছানাপত্র বাঁধিতে লাগিলেন। বাবা বিশ্রাম হ'তে উঠিয়া শৌচ সারিয়া নিজের ঘরের মধ্যে এক প্রাইভেট মিটিং করিলেন। দরজা জানালা বন্ধ, ভিতরে ছিলেন দুই দাদা, জজ্‌ রমেশবাবু, সীতানাথদা, নারাণদা, লাবণ্যদিদি, ব্রজবালাদিদি। আমি জানালার কাছে একটু কাণ পাতিয়া শুনিলাম যে বাবা "শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবা কি করে এলেন" সে প্রসঙ্গ বলিতেছেন। আমাকে দেখে সরে যেতে বল্‌লেন। পরে শুনিলাম বাবা বল্‌লেন—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবা বড় ভাগ্যে মেলে যখন মিলেছে ছেড়ো না। যতদিন দেহ থাকে এতেই থাকলে শান্তি। গোপীদাস, ঠাকুর হরিদাসের সেবক বলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ। মূল কথা ভুলো না।

বাবা হরিদাস ঠাকুরের সন্ধ্যারতি দর্শন সারিয়া ঝাঁজপিটা মঠে এসে সন্ধ্যারতি দর্শন

করিলেন, তারপর পাঠে বসিলেন। তারপর নিজ ঘরে মিটিং বসিল, তাতে আমরা ছিলাম। বাবা রজনীদার এই প্রস্তাবে রাজী হলেন,—"বন্ধু মঠের নিতাইদাকে শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠে আসন নিয়ে থাকিতে হবে। সেখানে থেকে বন্ধু মঠে আসা যাওয়া করিবেন।" তাঁর উপর সেবার ভার দিবার ব্যবস্থা হল, এতে নারাণদা চটিয়া যাইবেন, তা কি করা যাবে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরই তাঁকে সরাইতেছেন, ওদের দলের মধ্যে 'লাবণ্য' তার কমলাকুটিরে, নারাণদা শ্রীহরিদাস ঠাকুরে, সীতানাথদা মাঝখানে দুজনের মধ্যে সংবাদ এবং জিনিষ পত্রের বাহক, ব্রজবাসী-বাবাও ওদের দলের মধ্যে, বাবা প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—"মেয়েরা মন্ত্রতন্ত্রাদির দ্বারা কিনা করতে পারে।" বলিয়া নিজ জীবনের কথা বলিলেন।

কলিকাতার আখড়ায় রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পাঠ হচ্ছে, পাঠের-কীর্ত্তন করতে যাই। একদিন বাবাজী মশাই (সেবাশ্রমে পেয়ারা গাছের গোড়ায় মাটি ফেলা হয়েছে সেখানে বসে আছেন) আমায় ডেকে বল্লেন—"রাম! তোমার জন্য আমার বড় চিন্তা, তোমার কীর্ত্তন শুনে প্রায় একশত জায়গা হতে তোমাকে বাল্যভোগ খাওয়াবার জন্য মেয়েদের তরফ হ'তে নিমন্ত্রণ এসেছে। আমি বলি - ওর পেট ভাল নয়, খেয়ে হজম করতে পারে না, আমি যাব। এইরূপে পাশ কাটাই, সাবধান ভাই।" এরপর একদিন সেবাশ্রম হ'তে বাহির হচ্ছি, দরজার কাছে এক ৪০।৪৫ বৎসরের মেয়ে ২ টাকা দিয়ে বলিল—"জলসেবা করিবেন।" আমরা তখন পয়সার ধার ধারি না, ঠাকুরের ভোগ লাগে প্রসাদ পাই। তাই বল্লাম যদি দিতে হয় ভিতরে বাবাজীমশায় শুয়ে আছেন তাঁর কাছে দিয়ে এস সে বেটীর অন্যজাতীয় দুষ্ট বুদ্ধি, সে ঐ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তার নিজ ঘর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে চায়, তাই সে একটু ভিতরে ঘুরে এসে মিছামিছি বললে—"কই তাঁরে ত পেলাম না।" কুঞ্জদা তখন রেগে উঠে মারমুখো হয়ে বল্লেন—"বেরাও ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো ইত্যাদি।"

কৃষ্ণদাসী ব'লে এক বুড়ী-মেয়ে সেবাশ্রম মঠের মধ্যে থাকত বাসন মাজা প্রভৃতি করত। এক ৪০।৪৫ বৎসরের মেয়ে রাত এগারটার পরে মঠে এসেছে, বদমায়েসী বুদ্ধি, বলছে—কৃষ্ণদাসীর সঙ্গে কথা আছে, তাই এসেছি। এত রাত্রে মঠের মধ্যে এর তো কোন দরকার থাকতে পারে না, ওর ভাব বুঝ্তে পেরে আমি হাতে করে গলা ধরে (যেমন বিড়ালছানাদের ঘাড় ধরে বাহির করা হয়) বাহিরে ফেলে দিলাম।

তারপর পুরীতে "নিয়ম সেবার" সময় মন্দিরে রোজ কীর্ত্তন হচ্ছে। একদিন বাবাজী-মশায় আমায় বল্লেন—"রাম! তোমার জন্য আমার ভয়, মেয়েরা তোমার কীর্ত্তন শুনে আকৃষ্ট হচ্ছে। একটা কাল টিপ কপালে বড় করে দিয়ে যেও, কেউ কিছু করিতে পারবে না।" দুই একদিন তাই করলাম। তারপর আর করাই হয় না। দিন ১৫ পরে একদিন মন্দিরে কীর্ত্তন করছি, বাবাজীমশাই পাণ্ডাদের পঙ্গত করবার জন্য আগে জলসত্রের কাছে বসে আছেন, সঙ্গে

প্রেমদাদা আছেন, আমি কীর্ত্তন করে মন্দির হতে বের হচ্ছি, দক্ষিণদেশী, এদের মাথায় বড় কাপড় থাকে না এবং মন্ত্র প্রভৃতি জানে, গঞ্জাম-অঞ্চলের মত। দু' তিনটি মেয়ে আমার চোখাচোখি হওয়াতেই খিল্ খিল্ করে হেসে ফেল্লে। আমার মনে ধাক্কা লাগল, এরা এ রকমভাবে হাসল কেন? বাবাজীমশাইয়ের সাবধানের কথা মনে এসে গেল। আমি পঙ্গতে বসলাম। "পাদপদ্মের" দিকে পিছন করে প্রসাদ পাচ্ছি, একটি দক্ষিণদেশী ৪০।৪৫ বৎসরের মেয়ে আমার পিছনে আঙ্গুল ছুঁইয়ে বল্লো—'টিকে অধরামৃত দিয়'—আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

২নং ধাক্কা :—আমি রাধাবিনোদদাকে (জল পরিবেশন করছিলেন) বল্লাম 'প্রসাদ' পেতে বস্‌বে। তিনি ওতে খুব মজবুত আছেন, খেতে পারুন আর নাই পারুন, বস্‌বেন। আমি বাবাজী মহাশয়ের কাছে গেলাম। প্রেমদাকে বল্লাম। এই ব্যাপারে প্রেমদা বল্‌লেন 'দ্যুৎ তুই বাবাজী মশাইয়ের কাছে বস্, তোর কোন ভয় নাই, বসে আছি, সেখানেও একজন বাবাজী বেশধারীকে পাঠিয়েছে। —'ওই বাবাজীকে ডাকি আন'।

৩নং ধাক্কা। মন খুব খারাপ হয়ে গেল, সেদিন গম্ভীরায় নিমন্ত্রণ, বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সেখানে গেলাম। মঠে ফির্‌বার সময় সিংহদরজার কাছে এসে কম্প জ্বর আরম্ভ হ'ল, আর চলতে পারি না, অনেক কষ্টে মঠে এসে ঢুক্‌লাম, ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম, জ্বর ১০২র বেশী হবে না। কিন্তু মাথার ভীষণ যন্ত্রণা, 'কৃষ্ণ' 'বিষ্ণু' কিছু মনে নেই, মারে বাপ্‌রে কর্‌ছি। তিন দিনের দিন, মধুদার কিছু মনে হয়েছে, আমায় ঝাড়তে লাগলেন। এক ঘড়া জল ঘাম হয়ে আমার শরীর হ'তে বেরুল, ঠাণ্ডা হ'লাম। মধুদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—আর দুদিন থাকলে পাগল হতিস্।

বাবাজীমশাই খবর নিচ্ছেন—"কেন মন্দিরে কীর্ত্তন ক'রতে যাই না," সেদিন এসেছেন।

মধুদা—হাঁ, ছেলেটা মারা যায়, খুব ত খবর নিলেন? তখন আমাকে বাবাজীমশাই বল্‌ছেন—"কি বাবাজী কেমন আছ?"

আমি—এতদিন কেবল মারে বাপ্‌রে, কৃষ্ণ বিষ্ণু নিতাই গৌর কিছু মনে নাই।

বাবাজী মশাই—কি রকম, মন্দিরে তুমিইত কীর্ত্তন করছিলে, কত বাহবা চারিদিক হ'তে আস্‌ছিল, এখন নাম করতে পারছ না কেন? বাজিয়ে নিয়ে বলছেন "তোমার কর্তৃত্ব কিছুই নাই। এই তুমি। ও আর একজনের কাজ।"

গৌরাঙ্গদা—যারা এ মন্ত্র শিখেছে তারা ইচ্ছা করেও সামলাতে পারে না। প্রয়োগ করে ফেলে।

বাবা—ডাইনীদের তাই দেখেছি। —সিঁথিতে হররায়ের বাড়ীতে থাকতাম। ঢাকাই কর্ম্মকারের বাড়ী, নিকটে এক ডাইনী বুড়ী, তার নিজের যুবা ছেলেকে খেত। প্রায় খবর আসত ছেলেটির এই হয়েছে ওই হয়েছে।

গৌরাঙ্গদা—পণ্ডিত বাবার (রামকৃষ্ণদাসজী বৃন্দাবন) মুখেও শুনেছি যে উটের কাণে মন্ত্র বল্‌লে আর মন্ত্র কাজ দেয় না।

বাবা—যারা কীর্ত্তনাদি বেশ ক'রে তাদের উপর মেয়েরা স্বাভাবিক আকৃষ্ট হয়। পুরুলিয়ার এক প্রান্তে অমলা দেবী ; সি, আর, দাসের ভগিনী (বিবাহ করেন নাই) মিশন করে ছিল, আমি শচীন ঘোষের ডাকে পুরুলিয়া গিয়েছি। অমলা দেবী তাঁর মিশনে আমার কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ক'রল, সেই প্রথম কীর্ত্তন করতে ডেকেছে। কি আগ্রহ। দুই ঝুড়ি ফুলের যোগাড় করেছে। "ভজ নিতাই গৌর" আরম্ভ করেছি আর সেই দুই ঝুড়ি ফুল আসরে ছড়িয়ে দিল, কি জানি কার এ দেখে প্রাণে কি ঈর্ষা হ'ল। কীর্ত্তন ক'রছি ১৫ মিনিটের মধ্যে গলা বন্ধ হয়ে গেল। দেড় মাস ঐরূপে কাট্‌ল—সে সময়ে দিদিকে চিঠিতে লিখেছিলাম "আমার দ্বারা প্রভুর আর বুঝি কাজ হ'বে না," দেড় মাস পরে গলা ছাড়ল, পুরুলিয়ায় বলে এসেছিলাম "ঋণী রইলাম। সময় হলে শুধবার ইচ্ছা রইল।"

১৫ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ প্রভাতী কীর্ত্তনের পর রমেশবাবু এসে বলিলেন সিদ্ধপ্রণালী চাই। বাবা সূচকের খাতাটি বাহির করে খুঁজতে লাগলেন, তেমন কিছু এ সম্বন্ধে বোধহয় পেলেন না, গৌরাঙ্গদাকে ডাকালেন।

গৌরাঙ্গদা—সিদ্ধপ্রণালীর কি দরকার পড়ল ?

রমেশবাবু—থাকবে, রেখে দেব, আবার কোথায় খুঁজে বেড়াব ?

গৌরাঙ্গদা—শুধু নাম নিয়ে দেওয়া।

রমেশবাবু—স্বভাব সেবাও উল্লেখ চাই।

বাবা—গৌরাঙ্গদাকে দিবার জন্য বলিলেন, প্রসঙ্গত বলিলেন—'রমা' নাম রাখলে হয়।

গৌরাঙ্গদা মনে মনে বিচার করলেন, মনোরমা বা এরূপ কিছু ভাল হয়। শুধু রমা কেমন হবে ? এই বিচার করিয়া বলিলেন রসালিকা নাম 'র' অক্ষরের।

বাবা—ভাল।

বাবা—সূচকের খাতা হাতে রেখে এ পাতা ও পাতা করছিলেন, বল্‌লেন—

কোথায় লেখা আছে আমি ত জানি না, কে লিখে দিয়েছে। "বৃন্দাবনে রাই রাজা, তাঁর রাজ্যে, গোবিন্দ প্রজা। প্রেমের রাজা রাইকিশোরী, কোটাল হ'ল বংশীধারী" এটি রামহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের। গোবিন্দ মন্দিরে রাই রাজা হয়েছেন, আমায় বলছেন 'বল ভাই বল'। আমি—কি বলব ? তখন রামহরিদাস বাবাজী মশাই উক্ত লাইন কটী বল্‌লেন—গাইলাম।"

খুঁজিতে খুঁজিতে—

বল বল ও সুরধুনী, কোথা মোর গোরা দ্বিজমণি।
সে ব্রজললনার চিত্তচোর, রাধাপ্রেমের না পাইয়া ওর।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষ করি, আস্বাদিতে আপন-মাধুরী।
চির অনর্পিত নিজপ্রেমা, বিতরিতে করিয়া করুণা।
রাধাভাব-কান্তি অঙ্গী করি, শ্রীরাধিকার প্রেম গুরু করি।
বিভাবিত হই রাধাভাবে, অবতীর্ণা হইলা নবদ্বীপে।
কাঁচাসোণা অঙ্গের বরণ, অপরূপ ভুবনমোহন।
সঙ্গে বলাই নিত্যানন্দরায়, নামপ্রেমে মাতিয়া মাতায়,
কীর্ত্তন-লম্পট গৌরহরি লয়ে পারিষদ-সহচরী।
সংকীর্ত্তন-রাস প্রকট করিয়া, নিজপ্রেমে বিভোর হইয়া।
অনাদি বহির্ম্মুখ কলিজীবে, রাসরসে ডুবাইল সবে।
বিহরিল তব তীরে নীরে, মোরা কি দেখ্‌তে পাব তারে?
সেই ধনে সদা তুমি ধনী বারেক দেখাও গুণমণি।
মো বড় পতিত অভাগিয়া, ঝুরে মরে হৃদয় ধরিয়া।

এ পদটি বাহির হলেন, বললেন—কুটী-ঘাটের বামদিকে জহরলাল পান্নালালের বাড়ী আছে যে ঘাটে, সে ঘাট খুব নির্জ্জন। সেই ঘাটে স্নান করতে যেতাম, তখন ভাদ্র মাস গঙ্গার জল হলদে রং দেখে আমার মনে এসে গেল—

গৌর-গরবিনী ধনী তুমি ও সুরধুনী
গৌর-বক্ষবিলাসিনী।
ওগো গৌর-প্রেমতরঙ্গিনী প্রেমধারাছলে
গোরাবক্ষে বিলসিলে।
সপার্ষদে তব জলে কেলি করে গোরা-দ্বিজমণি।
তব তীরে নীরে সুখে বিহরে গোরা-গুণমণি।
সেই গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ পেয়ে বুঝি হয়েছ গৌরাঙ্গিনী।

মনে হ'ল সুরধুনীর কাছে কিছু গৌর-ভোগের পদ চাই। তখন উক্ত পদটি এলেন, সেও প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। তারপর মনে হ'ল সিন্ধুর কাছে কিছু "গৌর-ভোগ" চাই, তখন এসে গেল—

বলে দাও ওহে রত্নাকর, কোথায় আমার গৌরাঙ্গসুন্দর।
ব্রজরাজ নন্দের কুমার, আস্বাদিতে প্রেম শ্রীরাধার।

ব্রজজন ল'য়ে সঙ্গে করি, অবতীর্ণ নবদ্বীপ-পুরী।
তিন বাঞ্ছা পূরাইবে ব'লে, সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে ॥
কাশীমিশ্রাবাসেতে বসতি, নিশিদিশি রাধাভাবে মাতি।
তোমার এ তীরেতে আসিয়া, যমুনা-পুলিন যেন পাইয়া ॥
স্বরূপ-রামরায়ের কর ধরি, কহে শুন প্রাণ সহচরী।
প্রাণ মোর উঠিছে কাঁদিয়া, কোথা মোর পরাণ-বঁধুয়া।
চটক-পর্ব্বত দরশনে, গোবর্দ্ধনে আইলাম মানে।
বলে রায় মোর গিরিধারী, কোন্‌খানে চরাইছে বাছুরী
তব কাল-জল নিরখিয়া, ভাবাবেশে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
জালিয়া জালেতে উঠিল, পরশে জালিয়া প্রেম পাইল ॥
সেই মহাভাবের মূরতি, তুমি ত দেখেছ নিতি নিতি।
সেই নিধি হৃদয়ে ধরিয়া, নাচিতেছ আনন্দে মাতিয়া ॥
বারেক দেখাও সেই ধনে, হিয়া জুড়াই হেরিয়া নয়নে।
চিতচোরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, দেখাইয়া কর মোরে ধন্য ॥

তারপরে শ্রীহরিদাস-ঠাকুর-মঠে ব'সে পূরবী-সুরে সেদিনকার (গত পরশ্বের) গানটি এলেন। পুরা ক'রে লিখে রাখা ভাল।

সূচকের খাতার ১২১ পৃষ্ঠা হইতে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে ২৩ বিলাসে শ্রীজীব গোস্বামী সম্বন্ধে যেরূপ লেখা আছে সেটি পাঠ করিলেন।

গৌরাঙ্গদা—বাবা! খুব ভোগের জিনিষ, তবে ঘটনার একটু গোলমাল আছে, ওটা দ্বিতীয় দিগ্‌বিজয়ী পরাজয়ে ঘটে ছিল 'টের-কদমে'। তখন শ্রীরূপ গোস্বামীচরণ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' লিখ্‌ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীচরণ, শ্রীরূপ গোস্বামীচরণের নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইয়া মনের দুঃখে থাকেন আর লিখেন "গোপাল চম্পূ" শ্রীসনাতন গোস্বামীচরণ শ্রীজীবের দশা দেখে এসে শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করেন—ভাই! মহাপ্রভু "নামে রুচি দিয়ে, কি উপদেশ দিয়েছিলেন—ঠিক মনে হচ্ছে না বল ত"? তখন শ্রীরূপ বলিলেন—''মহাপ্রভু বলেছেন, জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন, ইহা বই ধর্ম্ম নেই শুন সনাতন''।

শ্রীসনাতন গোস্বামীচরণ—এ উপদেশ ত' তোমাকেও দিয়েছিলেন, তবে 'জীবে' কেন দয়া হয় না, ভাই''? এইরূপে মিলন পুনরায় হয়। গোপাল-চম্পূর (চম্পূ অর্থে পদ্যগদ্য উভয় যেখানে আছে)। কথা উঠায় রমেশবাবু বলিলেন এবং বাংলা অনুবাদ নেই? দাদা থাক্‌লেও গ্রন্থ বড় কঠিন। বুঝা সহজ নয়। শ্রীজীব শব্দ ব্যবহারে বড় কৃপণ, আর ভাবের সমুদ্র।

বাবা—বাবাজী মশাইয়ের শ্রীমুখের কথা গ্রন্থকে "সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধিতে পূজাদি করিয়া শ্রীগুরুচরণে প্রার্থনা করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার শরণ লইয়া অজ্ঞের মত পড়ে যাও, তবে ঠিক গ্রন্থকর্ত্তার মর্ম্ম-কথা স্ফূর্ত্তি পাইবে"। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখের উপদেশ "ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে"। বৃন্দাবনের প্রসঙ্গে, এক সময়ে গৌরের জগন্নাথ দর্শনের কালে জগন্নাথে মুগ্ধতার হেতুর কথা উঠ্‌ল। গৌরের উৎকর্ষ কেউ নিল না। তাই পণ্ডিত বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বল্‌লেন না—"ইস্‌মে তো থোরাই বাত হ্যায়। ও একলা হ্যায়—ও যুগল হ্যায়"। বৈষ্ণব-মুখ হ'তে এরূপ সহজ সরল উত্তর পাওয়া যায়। সেই সময়েই আমার মনে অমনি জাগ্‌ল—"জগন্নাথ-রূপে কৃষ্ণের যেমন যুগল-ভোগের বাসনা পূর্ণ হচ্ছে, তেমনি গদাধর-রূপে শ্রীরাধারও বাসনা পূর্ণ হচ্ছে। শ্রীরাধারও বাসনা জাগা স্বাভাবিক"।

গৌরাঙ্গদা—বাবা! গ্রন্থে আছে, যেমন কৃষ্ণের তিন বাঞ্ছা জাগছে, ঠিক তদনুরূপ তিন বাসনা শ্রীরাধারাণীরও সেই সময় জাগ্‌ছে, তাতেই মিলন হল।

বাবা—তারপর থামলে চলবে না। শ্রীরাধার প্রেম-মাধুরী আস্বাদন করবার জন্য গৌর, আবার শ্রীগৌরের প্রেম-মাধুরী আস্বাদন করবার জন্য শ্রীনিবাস। শ্রীবাস কে হবেন? নগেন কবিরাজের স্ফূর্ত্তি পেয়েছে শ্রীবাস রসিকানন্দ।

ঠাকুর মহাশয়ের মধ্যে যেরূপ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, শ্যামানন্দের মধ্যে তার চেয়ে বেশী। রসিকানন্দের খেয়াল নাই, অথচ কত ঐশ্বর্য্য লীলা ঘটে যাচ্ছে।

গৌরাঙ্গদা—শ্রীবাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগত, এখানে শ্রীরসিকানন্দ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য, এটি মিলে।

তারপর রমেশ বাবু বলিলেন—আমার বাড়ীতে একদিন কীর্ত্তন করতে হবে।

বৈকালে বাবা গম্ভীরা, সিদ্ধ বকুল এবং টোটা গোপীনাথের দর্শন করিয়া আসিলেন। আরতির পর নিজের পাঠ সারিলেন। কিশোরী বাবু আজ আসিলেন, বাবা পাঠ সারিয়া উঠিলেন। বাবার ঘরে প্রসঙ্গ বসিল। 'বৃন্দাবন রম্যস্থান' যেটি ছাপিতে দেওয়া হইবে সেটি পাঠ হইল। বাবা বলিলেন,—

ও এসব বোঝে না কিছু, কিন্তু শব্দ নিয়ে যোগ ক'রে ক'রে মন্দ করছে না।

রাত্রে প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া কিশোরীবাবুর সঙ্গে শ্রীগুরুসেবকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। শ্রীগুরুদেবকে আমানিয়া দেওয়া চলে কিনা—সেই প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন,—

দিদি যাবার কিছুদিন আগে—কথা-প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন—"আচার্য্য-সন্তান বা শাস্ত্রে যা বলেন তাহা শিরোধার্য্য, ঘাড়পেতে মাথায় নেবে, কিন্তু প্রাণ রাখবে কোথায়? শ্রীগুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে—"যেকাজে তাঁর মুখে হাসি ফুটবে সেই কাজে প্রাণ দেবে"। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বতত্ত্বময় শাস্ত্র বলেছেন। সে হিসাবে তিনি আমানিয়া খেতে পারেন। কিন্তু আমায়

দেখতে হবে 'কিসে তিনি সুখ পান' ? কই আমার বাবাজীকে আমি কখনও প্রসাদ ছাড়া খেতে দেখিনি—কি করে আমানিয়া দেবে। সে যা ভোগ কর্‌তে এল সে ভোগ যে তার মারা পড়্‌বে ঠাকুরালী ভাল না লাগার জন্যই'ত এ লীলা, এখানে সেই পুরাণ ঠাকুরালী নিয়ে এলে কি তাঁর সুখ হবে" ? এ হ'ল তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা।

আর নিজেদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেও এই কথাই আসবে। 'ঐশ্বর্য্য' কেউ ভোগ করতে পারে ? সামান্য একশো শক্তি আলো চোখের উপর পড়লে অস্বস্তি বোধ হয় আর "ভগবানের প্রভা" দেখে তোমার সুখ হবে ?

গীতায় যখন অর্জ্জুন বল্লেন—"সম্বরণ কর ও-রূপ, কোচোয়ান হয়ে বস," তখন আমাদের ক্ষুদ্র-শক্তি নিয়ে ঠাকুরালী ভোগ করতে যাওয়া নিবু্দ্ধিতা নয় কি ?

বাস্তবিক পক্ষে ঠাকুরালী ভোগ মানুষে সম্ভবে না। সম্বন্ধ বুদ্ধিতে ভোগ হয়। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান দরকার ইষ্টত্ব স্থাপন করবার জন্য, ইষ্ট ঠীক হবার পরে সম্বন্ধ নিয়ে ইষ্টকে ভোগ করতে হয়। অতি সোজা রাস্তা। সম্বন্ধ ত জীবের সহজাত, মায়িক সংসারের সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে লাগাও, তাহলে সে বশ হবে। "দিদি বলতেন নদের লোকেরাই মহাপ্রভুকে ভাল বেসেছে। তারা শচী-পিসীর বেটা ছাড়া গৌরকে আর কিছু দেখে না, সম্বন্ধ রাজ্যে বিধি নিষেধ চলে না।
তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—"সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম্ম ছাড়ি সে শ্রীকৃষ্ণেরে ভজয়"। যারা এখন বেদ-ধর্ম্ম নিয়ে আছেন, তাদের এখনও লোভ হয় নাই জান্‌তে হবে।

সম্বন্ধ হ'লে নিজে হ'বেন পালক. ইষ্ট হ'বেন 'পাল্য', আর শীতলা, নারায়ণ প্রভৃতি হ'বেন দেবতা। বৃন্দাবনে কিন্তু এখন অনেকে লীলা স্মরণ করছেন। তাঁদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান এখনও যায় নাই। কি স্মরণ হচ্ছে, ভয় ক'রে যে ভজন 'তা ঠিক নয়' ঐশ্বর্য্য মানুষের ভোগ হয় না।

ভগবান্ কে ? যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি যেমন বড় হ'তে পারেন, তেমনি ছোট হ'তে পারেন। শুধু বড় হবার অধিকার দিলে তাঁর শক্তি সঙ্কুচিত করা হইল।

রাজসূয় যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের চরণ ধুইবার ভার নিলেন। কৃষ্ণ দুধের বালক, ছোট মুখ হাঁ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার মধ্যে দেখালেন। এই হ'ল ভগবত্তা। তাতেও কি মায়ের পুত্রবুদ্ধি নষ্ট হল ? তবে কিসের প্রভাব বেশী ? মাধুর্য্যের কাছে হেরে গেল ঐশ্বর্য্য। ছোট হ'বার হিসাবও দেখাতে হবে।

১৬ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

কৃষ্ণদা প্রভাতী কীর্ত্তন ক'রছেন—'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বড় প্রাণ-জুড়ান নাম, একবার প্রাণভ'রে গাও ভাই—জয় জয়……। সুর আসছে না। বাবা বলে দিলেন—তবুও ধরতে পারল না।

বাবা—মাথা নেই, ঠাকুর মশাই বলছেন—"সুর, তাল, মান এই তিন হ'লে, তবে গান।"

জজ্ রমেশবাবু গৌরাঙ্গদাকে দণ্ডবৎ করিতে গেলে, গৌরাঙ্গদা বলিলেন—"আপনি কাকা গুরু হয়ে কেন এমন করতে যান, "তিনি দৈন্য মাখা উত্তর দিলেন।

বাবা—এখানে পাণ্ডাদের মেয়েরা বাবাজী মহাশয়ের নিকট ভেক্ নিতে আসতো, বুড়ী বয়সে। তারা বাবাজী মশাইকে বাবা বললে, তিনি ব'লতেন "তোমাদের বাবা হ'তে হলে, আমায় ভূত হ'তে হ'বে।"

স্নান-আহ্নিক সেরে "আইটোটা" যাওয়া হ'ল। একদিন সেখানে যাইতে বাবাজী মশাইয়ের ইচ্ছা। আজ 'নিউ ইয়ার্স ডে' সেদিক হ'তে এ মন্দ নয়—সেখানে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা। মোহন গোসাঞি সস্ত্রীক ও নন্দবাবুর দল গিয়েছিলেন, কিশোরীবাবুও ছিলেন। সেখানে 'মধ্যাহ্ন কীর্ত্তন' উদ্ধবদা করিলেন, তারপর পঙ্গত হইল। সেখান হ'তে ঝাঁজপিটা মঠে সকলে আসিলেন। ঝাঁজপিটা মঠ হ'তে রমেশ বাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তনের জন্য যাওয়া হ'ল, অপূর্ব্ব কীর্ত্তন হ'ল। কীর্ত্তনের পর বাবা বলিলেন—"নন্দ ওরা এলো না কেন?"

গৌরাঙ্গদা—বোধ হয় টোটা হ'তে হেঁটে গিয়েছে' শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

বাবা—"কে হেঁটে যেতে বলেছে? রিক্সা ক'রে গেলেই তো হ'ত, কল্পবৃক্ষ কখন কি দেবে বলা যায় না। তাই সদা সর্ব্বদা তাকিয়ে থাক্তে হয়। নৈলে ফস্কে যায়, পাঁচজনে না পেলে বড় দুঃখ হয়।"

গৌরাঙ্গদা—আজ অপূর্ব্ব কীর্ত্তন হ'লেন।

বাবা—নাটোরের রাজপুত্রের "গজেন্দ্র গমন···শুনতে ইচ্ছা হ'য়েছিল, কীর্ত্তনের পূর্ব্বে তাই বল্‌লো। আমি কি জানি কোথা দিয়ে কি করেন, সেটাও বেশ এসে গেল।

গৌরাঙ্গদা—আমরা রথের সময় আস্তে পারিনি, রথের প্রসঙ্গে আমাদের সে অভাব মিট্‌ল।

বাবা—"কীর্ত্তন নটন রঙ্গ" আসার পর "নবদ্বীপের গমন নটন লীলা" উঁকি মারছিল, আমি ভাব্‌লাম নীলাচলের কথাই ব'লতে হ'বে, রথের প্রসঙ্গ এসে গেল। রথের আগে মহাপ্রভুর নৃত্যের প্রসঙ্গ বেশ খুলেছে। নরহরি গদাইকে নিয়ে নাচে কেন? এটা আজ প্রথম পেলাম।"

কীর্ত্তনের পর সন্ধ্যারতি হ'লেন এবং মহাপ্রসাদের পতঙ্গ হ'লেন। তারপর ঝাঁজপিটা মঠে ফিরা হইল।

১৭ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজও সকালে "প্রভাতী কীর্ত্তনের" সময় বাবা—কৃষ্ণদাদার সুরের সম্বন্ধে হচ্ছে না' বল্‌লেন।

বাবা—"আমি গাহিয়ে, অভিমান এসে গেছে," তাই ঠিক হয় না। আমায় পদে পদে দেখাচ্ছেন যে—আমি গান করিতে পারি না, এ স্বর তো আমার হাতে নেই, তিনি যখন দরকার বোধ করেন তখন গাইয়ে নেন্—আবার যখন দরকার নেই মনে করেন তখন বন্ধ করে দেন, দেখিয়ে দেন তুমি কেউ নয়।

বাবা বৈকালে 'শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি' 'বন্ধু-মঠ' 'জগন্নাথ-বল্লভে' দণ্ডবৎ করে এসে সন্ধ্যারতি দর্শন করলেন। আজ রাজকিশোরবাবুর উৎসবের অষ্টপ্রহরের শুভ অধিবাস। চারিধামে মঞ্চ সাজান হয়েছে। বাবা কীর্ত্তন করলেন—খুব আনন্দ পেলেন। "রসময় দেহেরি গঠন"—এস্থলে আখরে বললেন—নর-নারীর হরে মতি—দুই মিলিত মূরতি তাই।

কীর্ত্তনের পর গৌরাঙ্গদা বাবার ঘরে ঢুকলেন, বাবা প্রসাদ পাইতে বসিলেন। গৌরাঙ্গদা পাশে বসে বলতে লাগলেন—"জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ" ওখানে যখন বল্লেন, মনে যেন করো না—নীলাচলে ব'সে নদীয়ার কথা, নদে নীলাচল ভিন্ন নয়। নদীয়ার নিভৃত উদ্যান, যেথা গৌর পূর্ণকাম, ধরে নীলাচল নাম। তখন আমার মনে আসছিল বুঝি বাবা বল্‌লেন—তাই নীলাচল নাম কেন ? নীল এখানে অচল, নীল অর্থ শ্যামসুন্দর রাইভাবে গ্রাসিত। যেখানে শুদ্ধ রাইভাব বিদ্যমান, সেই নীলাচল। বাবা শুনে সুখ পেলেন। আর একটি কথা বড় ভাল লাগে। এত-দিন শুনে এসেছি করুণা-বাতাস চারিপাশে। আজ বল্লেন "অদ্বৈত করুণা-বাতাসে হেলে দুলে" খুব খাঁটি কথা—সীতানাথই ডেকে আনিল। অদ্বৈতের বাতাসে নিতাই-তরঙ্গ স্ফীত হ'লেন, নিতাই-তরঙ্গ সমুদ্র ছাড়া ছিল না বা থাকে না, সুতরাং অভিন্নতত্ত্ব অদ্বৈতের করুণা যখন ধাক্কা মারিল তখন স্ফীত হয়ে জগৎ ভাসাতে গেলেন—এসব যাহা বল্লেন, তাহা মন্ত্রের মন্ত্র। গোপীজন-বল্লভের চরণে সমর্পণ হ'ল। এই শব্দটি কালে ফুটে কার্য্য দেয়, আর আপনি নিগূঢ়-নিকুঞ্জ-কেলি-রহস্য খুলে ব'লছেন—এ হ'ল মন্ত্রের সার। এসব যাদের কানে যাচ্ছে, বুঝুক চাই নাই বুঝুক তাদের মধ্যে নিশ্চই সময়ে এ ফুটে উঠ্‌বে। সকলের দীক্ষার কার্য্য হয়ে যাচ্ছে।

লেখক পরে দীক্ষার অর্থ দাদাকে জিজ্ঞাসা করার উত্তর এল, "করুণা পরবশ হয়ে কিছু কিছু দিব। এই ভাব নিয়ে যদি কেউ কিছু দিব, এই ভাব নিয়ে যদি কেউ কিছু বল্‌লেন এবং শ্রোতা বুঝুক্ চাই নাই বুঝুক্ যদি সেটি আনুগত্য-মুখে গ্রহণ করে, তবে দীক্ষা হ'ল। মায়ার কবল হ'তে রেহাই দিবার জন্য যে করুণার ভাব সেইটি দীক্ষার মূল। সে করুণা বিধিমত দীক্ষা কার্য্যে বা চোখে চোখে (মীনের মত) বা স্মরণে মনে (কচ্ছপ বা পক্ষীর মত) নিরন্তর বুকের মধ্যে রেখে, যে কোন উপায়েই প্রকাশ পেলে তাহা দীক্ষা"।

বাবা—আজ কীর্ত্তনে বসে যেন দেখ্‌তে লাগ্‌লাম যে বাবাজী মশাই বসে আছেন রামহরি দাস বাবাজী মহাশয়রাও আছেন।

গৌরাঙ্গদা—বড়-বাবা ত এখানেই আছেনই।

বাবা—রাধাকান্তের সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকলেও 'রাধাবিনোদের' সম্বন্ধে একথা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে তিনি বাব'জী মশাইয়ের সেবা সুখ ভোগ করাবার জন্য এসেছেন। সেবা রয়েছেন সেবক্ না থেকে কোথায় যাবেন ? মাত্র গা ঢাকা।

তাই "শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-কীর্ত্তনে" আখর এসেছেন ''অপ্রকট হয় অভিনয় মাত্র" ? ঠাকুর হরিদাস সিদ্ধ-বকুলে ছিলেন – একটু দূরে ছিলেন, তাই নিজের কাছে নেবার জন্য ঐ ছল।

বাবা—শ্রীমন্মহাপ্রভু হ'লেন রাধার পূর্ণতম বিকাশের অবস্থা। সে অবস্থায় নিরন্তর নাম শ্রবণ ছাড়া আর কি সান্ত্বনা দিতে পারে।

১৮ই পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ শ্রীএকাদশী চারধামে রাজ কিশোর বাবুর উৎসবের অষ্টপ্রহর চলিতেছেন। সকালে শ্রীজগন্নাথের আরতি বাতি (আতপ চালের) এবং প্রসাদ এসে গেলেন নীলাচল-বাসীর মারফতে।

বাবা—কি করা যায়, জগন্নাথের কি কৃপা দেখ।

তারপর 'জগদ্বন্ধু-কর্ত্তৃক প্রসাদকে যমুনায় ভাসিয়ে দেওয়ার কথা (মেয়ে-ছেলের হাত হ'তে নাম ক'রতে ক'রতে নিয়ে ছিলেন ব'লে) বলিলেন। তারপর 'আরতি দীপ' একটু মুখে দিলেন এবং প্রসাদের কণিকা মুখে দিয়ে রেখে দিলেন, দ্বাদশীর জন্য।

ঝাঁজপিটা মঠে শ্রীএকাদশীর অষ্টপ্রহর হয় না, তাই বাবা আজ বল্লেন—

শ্রীনাম-প্রিয় বাবাজী-মশাইএর কাছে নাম কর্‌লে তিনি সুখী হন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট অষ্টপ্রহর হইতেছে, এখানে না হইবার কারণ কি ?

পল্লীর মধ্যে নাম কর্‌বার লোকের অভাব হবে না, সমুদ্রধারে বরং লোকের অভাব, টাকা লাগ্‌বে ২ | ৪ টাকা, আমি এর জন্য পাঠাব।

বংশীদাসজী (মহান্ত) অষ্টপ্রহর এবার হ'তে চালাবেন বল্‌লেন। লেখক (আমি) তেল মাখ্‌বার সময় জিজ্ঞাসা করলাম দাদা মহাশয়ের সময়েও কি একাদশীতে অষ্টপ্রহর হ'ত না ?

বাবা—ঠিক ছিল না—হ'লে ভাল। হবেই এমন কোন কথা ছিল না। ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তনেরও কিছু ছিল না। হরিদা (বৃন্দাদাসী) সংসারে ফিরে গেলে– এসব বাবাজী মহাশয়ের স্বপ্নাদেশে আরম্ভ হয়।

নবদ্বীপে ২৷৪ টাকা এজন্য পৃথক্ পাঠাতাম, প্রথম প্রথম করত না। হরেকৃষ্ণ (বায়েন) একবার গিয়ে দেখে এসে ব'ল্‌ল—কিছু হয় না, মিছামিছি কেন টাকা পাঠান। তারপর ২টি ছেলে নিজেদের আগ্রহে নির্জ্জলা আরম্ভ করার পর হ'তে শ্রীএকাদশীর অষ্টপ্রহর চ'লে আস্‌ছে, সহজে কি কিছু নেয় ?

সন্ধ্যারতির পর বাবা কীর্ত্তনে বসিলেন না। "হরিবাসর কীর্ত্তন করিবার জন্য দাদাদের বলিলেন। কৃষ্ণদা বসিয়া হরিবাসরের সুর ধরিয়াছেন। বাবা এইরূপ ধরিয়ে দিলেন—

"কলিযুগোচিত নামধর্ম্ম। নাম লইতে প্রেম মর্ম্ম। নামীর সহিত কি সম্বন্ধ? জাগায়ে দেয় নামেতে। কলিযুগোচিত নামধর্ম্ম, শ্রীহরিবাসরে—হরিকীর্ত্তন বিধান।" কৃষ্ণদা গাহিলেন।

১৯শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

রমেশ বাবুর জন্য লিখিত "গুরু প্রণালীটি" বাবাকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হইল। জিজ্ঞাসা করা হ'ল—"আপনার মঞ্জরী স্বরূপের দুটি নাম রয়েছে,—রতন মঞ্জরী—রসবতী মঞ্জরী, কোনটা বলে দিন।"

বাবা—প্রভু জগদ্বন্ধু রাধিকা নাম ক'রতেন না—তাই সারিকা ব'লে ডাক্তেন। কখনও কখনও আবেশে রজকিনী—রামী ব'লে ডাক্তেন। ক্ষেপা ঠাকুর বা-বাবাজী মশাই কখনও আমার সিদ্ধ-স্বরূপের মঞ্জরী নাম—বলেন নি—আমিও জিজ্ঞাসা কর্তে দরকার বোধ করিনি।

তারপর বল্লেন "তোমাদের যেনাম ইচ্ছা বসিয়ে নাও—আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ নেই—আমি যা দেখেছি তাই স্মরণ করি—আমার অন্য স্মরণে দরকার নেই। তবে তোমাদের যদি দরকার বোধ হয়—তবে তোমরা একটা নাম বসিয়ে নাও। ক্ষেপা ঠাকুর ও বাবাজী মশাই উভয়েই নিত্যানন্দ-পরিবারের। একজন হ'লেন খড়দহ-পাটের, একজন লতা-পাটের, যদি অন্য পরিবারের হতেন কেউ—তা'হ'লে প্রণালী নিয়ে গোলমাল হ'ত তা'তো নয়। যেটা ইচ্ছা নাও।"

আমি—প্রণালী তো দাদামশায়েরটাই নেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন—মঞ্জরী-স্বরূপের যে সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা—তোমাদের কাজের জন্য তোমরা ঠিক করে নাও।

একভক্ত বাবার জন্য সোণার ১০৮টি মালা দিলেন। বাবার গলায় দিবার পর—বাবা খুলিয়া বলিলেন—এখানে এসেছে এটা এখানে থাক্ (পরে বললেন)—আমার দুই জায়গায় সম্বন্ধ দুই জায়গায় আধাআধি ভাগ ক'রলে হয়—খবর পৌঁছাতে দেরী হয় না, তখন কথা উঠ্তে পারে। গৌর যখন গুজরাট হ'তে টাকা পাঠিয়েছিল, তখন ২০০ টাকা নবদ্বীপে পাঠাই। তারপরের বারের টাকাটি পাঠবাড়ীর অভাব পূরণের জন্য দিলে, কত কথা উঠিল। "আমরা কেউ নয়—পাঠবাড়ী হয়েছে সব ইত্যাদি।"

তারপর বলিলেন—এসব কেন দেয়, এসব জিনিষের মধ্যে গোলমাল বাঁধানর শক্তি রয়েছে। একটি কথা—'সন্ন্যাসীর কি দোষ' দ্রব্য-শক্তি ঘটায়।

উদ্ধবদা নগর-কীর্ত্তন বাহির করিলেন—শ্রীমন্দির পরিক্রমা ক'রে আসা হ'ল। বাবা দধিকাদা ক'র্লেন। স্নানের সময় বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন। গোসাঞিঃ পাণ্ডাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে?

উত্তর—সেদিন তাঁদের পঙ্গত হয়ে গেছে তাই আজ আর করা হয়নি। তাঁদের নিমন্ত্রণ ক'র্তে গেলে জগন্নাথের মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ক'র্তে হ'ত—কারণ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ছাড়া তাঁরা গ্রহণ কর্বেন না।

বাবা -সেদিন উৎসব তো তাঁরা নিজেরা করেছিলেন। আজ তোমাদিগকে কর্তে দিয়েছে। গোসাঞিঃ গোবিন্দ যে উৎসবে নেই সে আবার উৎসব কি? মেদিনীপুর পর্য্যন্ত কোন উৎসব দুর্গোৎসব প্রভৃতি কর্তে গেলে ফর্দ্দে আগে লেখে "জগন্নাথের মহাপ্রসাদ।" যেমন এখানে লেখে "সিদ্ধি"। আর তোমরা শ্রীধামে বসে উৎসব করছ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বাদ দিয়ে এতে অপরাধ হ'চ্ছে—যার জিনিষ তাকে না দিয়ে নিজে লওয়াতে চুরি করা হয়। "বস্তু-বোধ" এখনও হ'ল না, কেবল বয়সে বড় হলে কি হবে? এরা আবার মঠের পরিচালনা কর্বে? কারুর মাথা নেই, মূলে গলদ, নিজেদের মধ্যে বৈষ্ণব অভিমান এসে গেছে। 'আমি বৈষ্ণব, তুই বৈষ্ণব, আর বৈষ্ণব ঘরে, তিন বৈষ্ণব থাক্‌তে কিনা কাঁটাল খাবে পরে—এইরূপ সিদ্ধান্ত হচ্ছে আর কি।

সব পরিচয় দেওয়া হয়। তিনি লিখে দিয়ে গেলেন—"বৈষ্ণব সাজিও না, সাজাইও না, কাঙ্গাল হ'য়ে কাঁদিতে থাক, "সেসব কোথায়? কর্পূরের শিশিতে কর্পূর নেই, এখন শুধু গন্ধ নিয়ে থাকা। বৈষ্ণবে বিশ্বাস নেই, একে মানে আর না মানে "এসব ভণ্ড" ইত্যাদিরূপ বলিতে লাগিলেন।

গোসাঞিদের নিমন্ত্রণ ক'রে আসা হল—সন্ধ্যার পর মহাপ্রসাদের পঙ্গত। ঘোষালদা' এক চিঠিতে লিখেছেন (১) তিন মাস ব্যাপী নাম যজ্ঞের স্থানের একটি খুন্তী বিশ্বম্ভর বাবাজীর হাত হ'তে পড়ে ভেঙ্গে দু'খানা হয়েছে। (২) সন্ধ্যারতির সময় একজনের হাত হ'তে করতাল ছিড়িয়া মাটিতে পড়ে। (৩) আমার এবং হরির এক কণ্ঠী মালা ছিঁড়িয়া যায়—৩১/১২/৪৬ তারিখে এ কাণ্ড ঘটে, তোমরা কেমন আছ?

বাবাকে দুপুর প্রসাদ পাবার পর একথা বলিলে, বাবা বলিলেন—

এসব হলেই যে বাহিরে কোথায় কিছু হবে—তা নয়। 'খুন্তী' 'করতাল', নামের অঙ্গ—শ্রীনাম তেমন আগ্রহ এবং যত্নের সহিত না কর্‌লে এরা চটে যান। কণ্ঠী ছিঁড়ে কেন? স্পষ্টবাদী বলে এক সম্প্রদায় আছে, গুরুর কোন অবৈধ কাজ দেখে গুরুর মুখের উপর সে সম্বন্ধে বলায় শ্রীগুরু রেগে কণ্ঠী ধরে টানার ফলে এক কণ্ঠী মাত্র থেকে যায়—কণ্ঠী ছিঁড়লে জান্‌তে হবে যে—শ্রীগুরুদেবের আদেশ মত ঠিক চলা হচ্ছে না। বাহিরে কোথাও কিছু হচ্ছে, এ সব না দেখে, নিজেদের দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।

আজ হুগলীর আশুদা চিঠিতে জানালেন ১/১/৪৭ তারিখে রবীনদা প্রাপ্তি হয়েছেন। বাবা খবর শুনে বল্‌লেন সপ্তগ্রামের ফেরত ট্যাক্সি ক'রে দেখা করিতে গেলে রবীন নিজে ব'লল

'এই শেষ দেখা'—তাই হ'ল দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ১০ বৎসর আহারে সংযত থেকে শেষে রোগের তাড়নায় এবং তেমন সৎসঙ্গ না থাকায় অখাদ্য খেল। আশু এখন বড় একা পড়ল।

বাবা বিশ্রাম ক'রে উঠেই কীর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত হ'লেন। মন্দিরের মধ্যে দণ্ডবৎ পরিক্রমা সেরে হাত মুখ ধুয়ে দাঁত প'রতে যাবার সময় বাবার হাত হ'তে দাঁত পড়ে যায় ও একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়।

বাবা—কোথাও কিছু হচ্ছে? বিজয় কাকা নবদ্বীপে প্রাপ্তি হ'লেন।

শ্রীজগন্নাথের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিলেন তোমার গৌররূপ ভালবাসী, শ্রীগুরুর আনুগত্য বিনা সেরূপ দেখা যায় না। একবার নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগলকে দেখাও, তুমি তাকে লুকায়ে রেখেছ, ত্রিকাল সত্য লীলায় তিনিও আছেন। ইত্যাদি।

কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্দিরের মহাপ্রভুর ঘরে সন্ধ্যারতি হ'লেন। মন্দিরের মহাপ্রসাদের পঙ্গত হ'ল। বাবা আজ রাত্রে, বেশী রাত হয়েছে ব'লে খেলেন না, দুধ ও একখানি রুটি খেলেন

২০শে পৌষ ৩৫৩ সাল

আজ সকালে বিনোদ দা (ঠাকুর সেবক) স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে ব'ল্লেন—জগন্নাথের মঙ্গলা দর্শন কর্তে যাবেন? গাড়ী ডেকে আনিব?

বাবা—মঙ্গলা হ'য়ে গেছে কিনা কে জানে?

কিছু পরে এক মাতাজী এলেন—শ্রীমন্দির হ'তে খবর এই, ভিতর ছুঁঞ মহাপাত্র বলে দিয়েছেন, আজ সময় মত লোক পাঠাব। তখন বাবা বল্লেন—যা ঠাকুরের ইচ্ছা—রিক্সা ক'রে গেলেন। আরতি দর্শন ক'রে এসে বল্ছেন—

তোমরা পেলে না—আজ যা দর্শন হ'ল এ রকম আমার ভাগ্যে হয়নি। তারপর (মুখটা খুব হাসিমাখা) বল্ছেন—ভিতরে যেতে আমার বুক ধরফড় করে—শুধু কি ভিতরে, আবার অবকাশের সময়। তারপর ষড়ভুজ মহাপ্রভুর কি সুন্দর দর্শন। তারপর বল্লেন মঙ্গলারতির সময় উদ্ধব গাহিছে—গৌরহরি. সেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কতবার তাল কাটল। তার আনুগত্যে চলা হয়ে উঠ বে না—(এ কয়দিন গৌরদার বাহির মুখো হবার কথা প্রায়ই বল্ছেন) কাল ওকে বলে ফেলেছি – তুই দেশ বিদেশে ঘুরগে যা তোর আনুগত্য হয়ে উঠ্‌বে না—সেও ত একটা পথ, পাঁচজনে নাম শুন্‌বে লাভ পূজা পাবে, এর মধ্যে ওর ভাল লাগ্‌ছে না।

তারপর একজন স্ত্রীলোক বল্লেন—বাবা! আমার উদ্ধার হ'ল না। ত্রিশ বৎসর প্রায় দীক্ষা নিয়েছি"।

বাবা—"উদ্ধারের কি চাও? শ্রীধামে নাম-প্রসঙ্গে পড়ে আছ, আবার এর বেশী কার কি উদ্ধার হয়েছে"।

স্ত্রীলোকটি—সংসারের মধ্যে থাক্‌তে হয়।

বাবা—সংসার সমুদ্র, ওর তরঙ্গ থামবে না—তরঙ্গ থামিলে তবে ডুবিব বল্‌লে আর ডুবা হবে না—ফাঁকে ফাঁকে ডুব মারতে হয়।

ডুবিবার কৌশল জানা না থাকলে হাবু ডুবু খাইয়া মরিতে হয়। অতুল প্রভুর শ্রীমুখে শুনা "সংসারীর কৃষ্ণ ভজন কিরূপ? খোয়ারের গরুর ঘাস খাওয়ার মত"। এক ভক্ত বল্‌ছেন ঠাকুর তোমায় কি দিব? তোমারই সব জিনিষ, তোমায় কি দিব। তোমার অভাব থাকলে তো তবে তোমার সে অভাব দূর ক'রে সুখ দিব—তবে একটা জিনিষের তোমার অভাব আছে, তোমার মন গোপীরা চুরি ক'রে নিয়েছে, তোমার মনের অভাব, তা আমার মনটা তোমায় দিলাম। কি সুকৌশলের কথা—মনটা ঠাকুরের দিকে লাগিয়ে রাখতে হবে। সংসার সমুদ্রের তরঙ্গের ফাঁক পেলেই ডুবতে হ'বে। মনটা দিবার এক উপায় আছে—"যারা সর্ব্বস্ব ছেড়ে বিকায়েছে তাদের কথা নিরন্তর অনুশীলন করা। কর্‌তে কর্‌তে তাদের ধাত্ একটু লেগে গেলেই হয়ে গেল—ভক্তের নিকটেই এ শিখতে হয়—ভগবানের কাছে, মন বিকাবার উপায় পাবেন।

স্ত্রীলোকটি—বাবা! একটু চরণ পরশ পাব না?

বাবা—একজন পেলেই সকলেই চাইবে, যা এতদিন পেয়েছ তাই স্মরণ কর।

বাবা—আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"শ্রীপাঠবাড়ীর গ্রন্থ মন্দিরে" ওর মতন একজনের চিত্র আছে। ঐ রকম বয়স, দাড়ি, সুন্দর রং বিদেশীয় মহাত্মা।

নন্দদা—বিবেকানন্দের মত ওকে দেখতে।

বাবা—বিবেকানন্দের মুখ গোল।

নন্দদা—ওর অসুখ সারলে ওর মুখ গোল হবে।

বাবা—ও হ'ল সচ্চিদানন্দ।

বাবাকে তেল মাখাবার সময় নন্দদা বল্‌লেন—নবদ্বীপে আপনার ঘরের সেবার জন্য যে চার টাকা পাঠাবেন, আবার এখানকার একাদশীর জন্য টাকা দিয়ে যেতে হবে।

বাবা হাঁরে হাঁ, এখন টাকা নেই হাতে এলে মনে ক'রে দিবি। ঠাকুরের কাজ করতে গেলে টাকার অভাব হয় না—ঠাকুরই জুগিয়ে দেবেন।

দুপুর বেলায় বাবা প্রসাদ পেয়ে উঠেছেন, গম্ভীরা মঠের একজন এসে দেখা ক'রলেন।

বাবা তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

"বিশ্বম্ভর দাসের আচরণে বড় সুখ পাওয়া যাচ্ছে, আদর্শস্থান হ'তে প্রচার হ'লে প্রচারের কাজ বড় ভাল হয়। গম্ভীরার ঐ আসনে বসিয়ে মন এক রকম স্থির রেখে যদি এরূপ কাজ মহাপ্রভু করিয়ে নেন, খুব বড় কাজ হবে। দুঃখের বিষয় আজকাল আদর্শ যাঁরা তাঁরা আদর্শের অনুরূপ গুণসম্পন্ন হচ্ছেন না। খড়দহের পরিবারের মধ্যে, বেশীর ভাগ অপুত্রক, যাঁরা বা আছেন

তাঁরা কেউ নিজেদের বংশের মর্য্যাদা অনুযায়ী চ'লছেন না। চাকুরি প্রভৃতিতে ঢুকিতেছেন—শেষে একাদশী কবে হবে—জান্‌তে অন্যত্র যেতে হবে।

অদ্বৈত পরিবারের মধ্যে তবু শাস্ত্র আলোচনা আছে। চার পাঁচটি ছেলে রয়েছেন,—একজনকে অন্ততঃ এদিকে দিন, তা ক'র্‌বেন না।

খড়দহেতে কাশীমবাজারের রাজা একটি টোল পর্য্যন্ত খুলে দিলেন—ওঁদের জন্য, কিন্তু ছাত্রের অভাবে টোল বন্ধ হয়ে গেল।

নিত্যানন্দ-সন্তান এ বোধ যাদের আছে তাঁরা অবশ্য ওঁদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে যাবেন। কিন্তু সে রকম কয়জন আছেন? সকলে চায় গুণের দিকে, তা দেখতে না পেয়ে তাঁদের যথোচিত মর্য্যাদা দিয়ে উঠ্‌তে পারবেন না। ফলে নিজেরা অপরাধী হ'য়ে পড়বে—বড় মুস্কিল। গম্ভীরার মহান্তের আসনে থেকে তিনি এ রকম কাজ করুন এই প্রার্থনা।"

বাবাজীটি—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

রঘুনাথদা—গতবারে গম্ভীরার অধিকারী মহাশয়ের সূচক কীর্ত্তনে ব'সে – আপনি যে রকম কেঁদেছিলেন (মহান্তের মত ক'রে বালককে তৈয়ারী করে নাও ইত্যাদি) তাহা কাণে পৌঁচেছে।

বাবা—আশীর্ব্বাদ করতে ব'লবার অপেক্ষা নেই, ওর পিতা অধিকারী মশায় আমাকে ওঁর চেয়ে বেশী স্নেহ করতেন।

বাবাজীটি—"হরিনামামৃত ব্যাকরণের" টোল খোলা হ'ল।

বাবা খুব ভাল কথা। শ্রীজীব গোস্বামী ঐ গ্রন্থের মধ্যে সকল শক্তি দিয়ে গেছেন—শুধু যে ভগন্নাম দিয়ে ঐ ব্যাকরণ তা নয়—ওর ভিতর সিদ্ধান্ত ও লীলা ভরা। ঐ ব্যাকরণ পড়া হ'লে শ্রীমদ্ভাগবত পড়া হ'য়ে যাবে। এ অঞ্চলে খুব ভাল ভাল সিদ্ধান্তপূর্ণ রচনা আছে। কিন্তু বলতে নেই সকলের মধ্যে একটু ঐশ্বর্য্য মাখান—শুধু মাধুর্য্যের কথা পাওয়া যায় না। এর কারণ এ অঞ্চলে—গোস্বামীদের গ্রন্থানুশীলন নেই। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়ান চলিলে এ অভাব দূর হবে।

আজ কটকে যাওয়া - বৈকালে ষ্টেশনে যাওয়া হইল। ট্রেনে বসিয়া গৌরাঙ্গদা বলিলেন—শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের মধ্যে যে সুগন্ধ পাওয়া যায় তাহা অন্য কোন দেবালয়ে পাওয়া যায় না। তাই কবি কর্ণপূর লিখেছেন—শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা হ'ল—সৌরভে সমস্ত দিক্ ভ'রে গেল, জগন্নাথ যেন নিদ্রালস ছাড়িবার জন্য হাই তুলিলেন। শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের আর একটি বৈশিষ্ট এই যে, মনের মধ্যে যত পাপ লুকান আছে তাহা শোধন করিবার জন্য যেন টেনে বাহির করিয়া নেন—যাহা কখনও প্রকাশ ক'রে বলা যায় না—এমন সব পাপের কথা দু' হাত তুলে জগন্নাথকে চেঁচিয়ে বল্‌তে শুনা যায়। এ রকম অন্যত্র কোথাও নেই।

বাবা—নিজের খারাপ কাজের কথা না বল্‌তে পারা রূপ কপটতার জন্যই ত সব গোলমাল

হয়। কারুর কাছে (মানুষ বা ঠাকুর) নিজের কথা বলে ফেল্‌লে পাপ আর থাকে না, কপটতাই পাপ।

এ কথা হ'তে রাজকিশোরবাবুর কথা এলো। বাবা বলিতে লাগিলেন—"কটকের বালমুকুন্দ (শালাভগ্নীপতি সম্বন্ধ) বাবাজী মহাশয়ের নিকট ব'লেছিলেন, রাজকিশোরবাবু দেশের মাথা তিনি যদি এ পথে আসেন বড় কাজ হয়। তখন বাবাজীমশায় বলেছিলেন রাজুবাবুর বাইরের আচরণ দেখে তোরা ওকে খারাপ ব'লে সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছিস্। ওর মধ্যে যা জিনিষ আছে তা যখন প্রকাশ পাবে তখন তোরা কাণমলা খাবি। রাজুবাবু জগন্নাথের মন্দিরের ম্যানেজার হ'লেন—তা চা এবং মদ এসে সংক্রামিত হ'তে লাগল—তখন অনেকে বলেছিল যদি রাজুবাবু বৈষ্ণব হ'তেন—কত ভাল হ'ত।

আমরা কটকে রাসবিহারী মঠে গিয়েছি, রাজুবাবুর ভাগ্নে হরি প্রথম মন্ত্র নেয়। তারপর রাজুবাবুর মা মন্ত্র নিলেন। রাজুবাবু খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। একবার রাজুবাবুর মা রাজুবাবুর ছেলেদের সাজিয়ে মন্ত্র নেবার জন্য পাঠাতে গেলে—রাজুবাবু বলিলেন—বাবার এখনও ঠিক হ'ল না—ছেলেদের আগে হ'তে মন্ত্র হওয়া ঠিক হ'ল। তখন তাঁর মা বলিলেন—আমার ইচ্ছা হ'য়েছে তুমি আপত্তি করিও না। ছেলেরা তিলকাদি করে মন্ত্র নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে দাঁড়ালে রাজুবাবুর কি মনে হয়েছে—আমাদের নন্দকে (পূর্ব্ব হ'তে পরিচয়) ডেকে বলিলেন এখানে আজ কীর্ত্তন ক'রতে হবে। রাজুবাবু 'নাম' শুনতে চেয়েছেন শুনে আমাদের ছেলেদের মধ্যে খুব আনন্দ উৎসাহ দেখা দিল। তখনকার নাম ছিল কর্ম্ম, জ্ঞানযোগ হ'তে ভক্তির এবং নামের মহিমা দেখান।

"বাঁধরে বাঁধ কোমর সাজরে যুদ্ধেতে" "বাবাজীমশায়ের এ রচনা হ'তে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'য়ে গৌর এসে গেল। কীর্ত্তনে খুব আনন্দ হ'ল।"

রাজুবাবু গালে হাত দিয়ে কীর্ত্তন শুন্‌তে বসলেন, আর যতক্ষণ কীর্ত্তন হল ঝুরতে লাগ্‌লেন —কীর্ত্তনের পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—আমার জীবনে এই প্রথম নাম সংকীর্ত্তনের প্রভাব উপলব্ধি করলাম—তারপর আমার সহিত দেখা করতে আসবেন বলে খবর দিলেন। আমি প্রথম একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—আমি কি জানি, অত বড় লোকের সঙ্গে কি কথা ব'লব। তারপর মনে হ'ল আমার কাছে ত আসছেন না—আমার কি চিন্তা আছে। আমি ঠাকুরদের সাজিয়ে নিয়ে বসে রইলাম।

রাজুবাবু এসে দু' মিনিটের মধ্যে নিজ-জীবনের সমস্ত পাপের কথা বলে ফেলিলেন। আমি তো অবাক—কত বড় কৃপা এঁর উপর হয়েছে—তবে এ রকম বল্‌তে পেরেছেন—বলবার পর বলছেন—"আমার জীবনের কি কর্ত্তব্য তা আমি জানি না। আমায় আপনি উপদেশ করুন" —মোট কথা কাণ পাততে বল্লে, কাণ পাতে। বাবা এ পর্য্যন্ত বলিয়া থামিলে গৌরাঙ্গদা

রাজুদার কোথায় কবে মন্ত্র হ'ল? বাবা—বোধহয় কটকেতেই এর পরে মন্ত্র হ'ল। কুলদা মল্লিকের বক্তৃতায় একবার একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল—পরে আবার ঠিক হয়ে গেলেন। আমরা রাত্রে কটকে বাঙ্গালীসাহি মঠে পৌঁছিলাম শ্রীঅষ্টপ্রহর নাম চলিতেছিল। বাবা কীর্ত্তনে বসিলেন না। রাত্রে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম ক'রতে যাবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথাকার ছেলেরা নাম করছে?"

বাবা—মেয়েরা 'নাম' করে ভাল কথা, কারোর বাড়ীতে যখন নাম হবে তখন করুক কিন্তু মঠের মধ্যে না হওয়া ভাল। আশ্রমের মধ্যে রাত্রি ১০টার পর তো মেয়েদের কথাই নিষেধ—কথা উঠ্বে যে আমি ঐরূপ করতে প্রশ্রয় দিয়েছি। বন্ধ করতে বল। তারপর বলিলেন—মেয়েদের কিছু বলিলে তারা দুঃখ পাবে। ছেলেদের নামে বসতে বল, তা'হ'লেই ওরা সরে যাবে। তাই হ'ল।

২১শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

সকালে প্রভাতী কীর্ত্তনের পর শ্রীনগর কীর্ত্তন বাহির হ'লেন। বাবা খানিক দূর (মহাদেবের মন্দির পর্য্যন্ত) গিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বাবা মহাদেবের (রাস্তার উপর) নিকট ধরিলেন—"বল—হরে কৃষ্ণ রাম, বাবা ভোলা-নাথের প্রাণারাম—মা-যোগমায়ার প্রাণারাম—ভোলা যোগমায়ার প্রাণারাম,—ভোলা অদ্বৈতের প্রাণারাম—বল গৌরহরি নাম।"

উদ্ধবদার সঙ্গে আমরা নগর কীর্ত্তনে চলিলাম। রাসবিহারী মঠ, রঘুনাথের মন্দির, গোপালজীর মন্দির ঘুরে আসা হ'ল। বাবা ফটকের নিকট আসিয়া "ধবল পাটের ধরিলেন"—উদ্ধবদা 'নগর ভ্রমিয়া' গাহিলেন, বাবা দধি কাদা করিলেন। চৌষট্টি মহান্তের ভোগ হইল।

সন্ধ্যারতির পরে বাবা দুর্গামণ্ডপে সখীমার সূচক কীর্ত্তন করিলেন। আমার খাতা দেখে কেড়ে নিলেন। কীর্ত্তনের পর কটকের ছেলেদের কাছে জিজ্ঞাসা করছেল—কে লিখলে, এখানে নবদ্বীপের চেয়ে বেশী খুলেছে। লেখক—কাজ করতে বসে কীর্ত্তনের অসুবিধা হয় ঘোষালদা শুধু লিখিত। আমি কিছু কিছু নোট করেছি।

বাবা—এখানকার ওরা যা লিখেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক করে নিও।

রাত্রে রমানাথদার সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গের সময় রমানাথদা বল্লেন—কটকে একটি গোলমাল চলছে, মেথরদের কাপড় কাচা বা চুলছাঁটা ধোপা নাপিত ক'রতে রাজী নয়। বরাবর এরূপ চলে আস্‌ছে, মেথরেরা এ অধিকার চাইছে। শ্রীমন্দির প্রবেশের অধিকার তারা চায়।

বাবা—তুলসী দাসজীর কথা আছে—সব বরণ হরিভজন করো, এক জাত হো যাও। হরি ভজ, তা'হ'লে আপত্তির কিছু থাকবে না। নৈলে জাত-বৈষম্য তুলে দিলে যা তা হবে।

এই একাকারের কাল বড় খারাপ। নিজের নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন হ'বে, বড় দুর্দ্দিন। হরি ছেড়ে হরিজন টিকিবে না। পরমার্থ সম্বন্ধ ছাড়া কিছুই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। এক মীমাংসা হ'তে পারে, রাম-বাগানে থাকাকালে দেখতাম যে বুনোদের মধ্যেই একটি পুরোহিতকক্ষা থাকিত, তারা শীতলা দেবী পূজা করিত। সেই রকম তাদের ঠাকুর এবং পুরোহিত যদি তারা পৃথক করে নিয়ে পূজাদি করে তাহলে গোলমাল মিটিতে পারে। কিন্তু তা'তো তারা চাইছে না। নমোশূদ্র প্রভৃতি এখন সব শিক্ষিত হয়ে উঠে বলছে—আমাদের সমান অধিকার চাই। গৌড়ীয়দের মধ্যে আজকাল অনেক নমশূদ্র শিক্ষিত লোক দেখবে, তারা ভয় দেখান—"যদি তোমরা আমাদের না নাও, আমরা খৃষ্টান ধর্ম্ম নিব।"

২২শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ বাবাজী মহাশয়ের বাবার তিথি, এ সময় বাবা কলিকাতা থাকেন—পোস্তার দিদি মহোৎসব করেন। বাবা পাঠবাড়ীর ঠাকুরের ভোগের জন্য ১০।১৫ টাকা পাঠান। এবার ঘোষালদা লিখেছেন জিনিষ পত্রের মূল্য বেশী ২০ টাকা চাই। তদুত্তরে বাবা—আমরা কটকে ঐ সময়ে থাকব সেখানে উৎসব করব। পাঠবাড়ীতে যদি কিছু করবার দরকারবোধ করে তবে ভিক্ষা ক'রে করবে। আমি টাকা পাঠালে তারা উৎসব করবে, এ হবে না। আমায় এরূপ লিখিতে বলিয়াছিলেন—আমি লিখি নাই। গতকল্য বাবা শুনিয়া রাগিয়া গেলেন এবং একটি টেলিগ্রাম করিলেন – Utsab arranged here...

নদের নিমাইয়ের উৎসবের জন্য বাবা উড়িষ্যা অঞ্চলে ঘুরাঘুরি বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তারা মঠে খবর পর্য্যন্ত নিচ্ছেন না বা দিচ্ছে না।

আজ সকালে পোস্তা থেকে পোস্তার দিদির বোনপো তুনীদা এলেন – খোকার বিবাহ।

বাবা সকালে দাদাদের সঙ্গে কোথায় যাওয়া হবে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নদের নিমাইয়ের উদাস ভাব বাবার পর্য্যন্ত ভাল লাগছে না। তাই তিনি বলিলেন—উদ্ধব যাক্—পাঠবাড়ীতে ছেলেরা আছে, তাদের নিয়ে অষ্ট প্রহর করে আসুক। আমার গেলে ত আর আসা হ'বে না। এখন গিয়ে নবদ্বীপে থাকিবার মন হইতেছে না। দিদির পর বিজয় চলে গেল—সেখানে গেলে সেই সব মনে হবে। আর কলিকাতায় তো একটু আতঙ্ক নিয়ে থাকতে হবে। এ সব অঞ্চলে অনেকদিন ঘুরাঘুরি হয়নি। সকলে প্রাণের আবেগ নিয়ে অপেক্ষা করছে। এ অঞ্চলে ভিক্ষাও হবে।

বৈকালে বাবার সঙ্গে আমরা বাসে ক'রে গড়গড়িাঘাট-কটক-চণ্ডী জগন্নাথ-বল্লভের মহাপ্রভুর নিকট এবং রাসবিহারী মঠ দর্শন করিয়া আসিলাম। জগন্নাথ-বল্লভে রায় রামানন্দ থাকিতেন—সেখানে একটি বকুল গাছ ছিল, সেই বৃক্ষতলায় মহাপ্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

সেই স্থানটি বাঁধান আছে, কোন বৃক্ষ নাই। গড়গড়িয়া ঘাটে একটু কীৰ্ত্তন করিলেন। বাঙ্গালী সাহি মঠে আসিয়া সন্ধ্যারতি হইলেন, রাসবিহারী মঠে সন্ধ্যারতি দর্শন হইলেন। প্রথমে রাস বিহারীর আরতি হ'লেন পরে দাদামশায়ের পৃথক আরতি হইলেন। সেই দাদামশায়ের আরতি গড়ুরজীকে দেখান হ'ল তারপর দাদামশায়ের পাদপদ্মের নিকট আরতি হ'লেন। বাবা পাদপদ্মের নিকট দণ্ডবৎ করিলেন এবং মদন কাকা পাদপদ্মের চরণ তুলসী বাবাকে দিতে এলে বাবা মুখে দিতে বলিলেন, "আজ রাধাকৃষ্ণ বাবুর উৎসবের অষ্ট প্রহরের অধিবাস " রাত্রে বাবা বলিলেন—

চরিত-সুধা হ'তে কটকের প্রসঙ্গ পাঠ হোক্। গৌরহরিদা পাঠ করিলেন। মদন কাকার বজ্রাঘাত হ'তে রক্ষার কথার পর বাবা বলিলেন।

মদনের মা অত মাধুর্য্যের উপাসক ছিলেন, তাঁর পেটের ছেলে কেন যে ঐশ্বর্য্যের ভক্ত হ'ল বুঝা কঠিন।

গৌরাঙ্গদা - প্রেমের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের কি কমতি আছে? চণ্ডীদাসকে চিতায় চড়ান হয়েছে। রামী খবর পেয়ে চিতার কাছে এসে বল্‌ছেন—আমাদের কথা ছিল যে এক সঙ্গে যাব। তখন চণ্ডীদাস চিতা হ'তে উঠ্‌লেন।

বাবা—বালক-গোপালের মুখের মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অত ঐশ্বর্য্য কিন্তু মাধুর্য্যের নিকট থই পেলে না। বৃন্দাবনে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেয়েছে, তার তুলনায় মথুরায় মারণাদি কিছু নয়,—অথচ বৃন্দাবনে সব মাধুর্য্য-রসে তলিয়ে গেছে। ঠাকুর-মশায়ের শ্রীঅঙ্গ দুধ হ'য়ে জলের সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। এ কি আশ্চর্য্য নয়? শুধু ঐশ্বর্য্য নিতে গিয়ে ওরা ভ্রমে পড়ে গেছে। ওদের দুর্ভাগ্য বল্‌তে হবে। তবে আজ একটু দেখে সুখ হ'ল যে মদন নিজে আরতি করল, এবং আগে রাসবিহারীর আরতি ক'রে পরে বাবাজী মশায়ের আরতি করল—অবশ্য স্বতন্ত্র। বাবাজী মশায়ের আরতি রাসবিহারীর কাছে নিয়ে যায়নি।

২৩শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে বাবা কোথায় যাওয়া হবে সে সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে পারিতেছেন না। "(হাওড়া নদের নিমাই এ" যাবার ইচ্ছা খুব—কিন্তু কি যে হবে, আজ উদ্ধবদা যাচ্ছেন (সেখানে সুর বুঝে খবর দিবেন)। নদের নিমাই-এর ছেলেরা সব গৃহস্থ, তারা যে "গৌরের নাম" নিচ্ছে এবং নেওয়াচ্ছে এর বেশী আশা করা ঠিক নয়—তারা কড়া কথা ব'লে ফেলে থাকবে—কিন্তু এ বিষয়ে ছেলেদের দোষ আছে। ছেলেদের ব্যবহারে কিছু খারাপ দেখেছে তাহাতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। তাইতে বলে ফেলেছে।

এ হ'তে সঙ্গের ছেলেদের দোষের কথা এল। "আমতার নিকট রাজবলহাটে গিয়েছি চক্রপাণি ব্রাহ্মণের বাড়ী অষ্টপ্রহর হচ্ছে। ১৪০০ তাঁতীর বাস সে গ্রামে, নগর কীর্ত্তনে গিয়ে বাবাজী মশাইকে (বড় বাবাজীকে) সামনে সামনে ভোগ হয়েছে, খুব আনন্দ পাওয়া গিয়েছে। কীর্ত্তনের পর ব'সে ব'সে সে সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হচ্ছে—"গুরুভাই নরোত্তম কি জন্য আগুন চাইতে বাড়ীর ভিতর গিয়ে জমাতি ভাষা প্রয়োগ করিয়া ফেলিল, যেমন "তোমরা দুনিয়া" ইত্যাদি; অথচ বাবাজী মশাইর আদেশ ছিল ব্রাহ্মণ-ঘরে 'নারায়ণ' সেবা থাকিলে সেখানে আর হাত পুড়িয়ে রাঁধ্‌তে যাস্‌নি, চক্রপাণি পরে কোথা হ'তে ফিরে এসে কি দুঃখটাই পেল। আর একবার আহিরীটোলায় নগর-কীর্ত্তন নিয়ে যাচ্ছি, রাখাল ঠাকুরকে সামনে দেখে তাঁর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁকে কিছু বল্‌তে দিলাম। তিনি একটি পদ গেয়ে আর একটি যেই ধ'র্‌তে গেছেন, নরোত্তম খোল বাজাতে বাজাতে ব'লে ফেল্‌ল "প্রেম উথ্‌লে উঠ্‌ল।" ব্রাহ্মণ সে ভাষা এবং সুর শুনে আর গাইলেন না, বন্ধ ক'রে দিলেন। আমি ত লজ্জায় মরে গেলাম। পরে নরোত্তমকে বলিলাম—"এ ভাষা কি ক'রে আসে?" এই ছেলেদের অবস্থা। এতে কেউ যদি কিছু বলে তা কি অন্যায়?„ তারপর নদের নিমাইয়ের ঠাকুর প্রতিষ্ঠার কথা বলিলেন।

বিশ্বরঞ্জনের পিছনে ১০০।১৫০ পেশোয়ারী গুণ্ডা ঘুরিত, তার মনে জাগিল—ঠাকুর প্রতিষ্ঠার জন্য "সন্ন্যাসী-গৌর" প্রতিষ্ঠার দোষ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় আমি নবদ্বীপে দিদির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। রাধারমণের গোসাঞ্রিরা ব'লে দিলেন—সন্ন্যাসী গৌর এ পর্য্যন্ত কোথাও হয়নি। দিদির কাছে গেলে দিদি ব'ল্‌লেন "কারুর—প্রেরণায় কি এ কথা মনে উঠেছে?" বিশ্বরঞ্জন—"না। আমার মনে হ'য়েছে যে আমার মত লোককে উদ্ধার ক'র্‌তে এই সন্ন্যাসী-গৌরই পারেন।" তখন দিদি বলিলেন—"তবে যাও প্রতিষ্ঠা কর গিয়ে।" আমার নিকট ফিরে এসে এ কথা বলিলে আমি বলিলাম—"কর, এ জন্য তোমাদের নিয়ে যদি এক ঘরে হ'য়ে থাকিতে হয় থাকিব।" সেই ঠাকুর আমার নামে করিল—আমার সেখানে যাওয়া ত বিশেষ দরকার। কি ঠাকুরের ইচ্ছা, গৌরাঙ্গদা পরে—আমাদের নিকট বলিলেন—বাবার কথাগুলো বড় লাগে।

গৌরাঙ্গদা—বাবা বল্‌লেন 'আমি ৫০ বৎসর ঘুরে যা না পেয়েছি ওরা তা কর্‌ছে, এ কি কথা! আজ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেড় লক্ষ লোক আছে—আর ওরা কি একজনেরও সংসার ঘুচিয়ে দিতে পেয়েছে? মোট কথা তিনি ওদিকে স্নেহ করেন, তারা কিন্তু নিতে পার্‌ছে না—তাতে ওঁর আরও জেদ ধরেছে, স্নেহ ক'রে ক্ষমা ক'রে নিবার জন্য ব্যস্ত—ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ওঁর নামে হয়েছিল। কিন্তু মন্দিরে কি ওঁর কোন সত্ত্ব ওরা দিয়েছে—কিছুই নয়।'

যাক্‌ বৈকালে উদ্ধবদার হাতে চিঠি লিখে—দেবার জন্য গৌরাঙ্গদাকে বলিলেন। চিঠিতে লেখা হয়েছিল এ সব কারণে আমার ভাগ্যে তোমাদের ওখানে যাওয়া ঘটিল না।

বাবা—তোমাদের ওখানে কথাটা বাদ দাও, আমার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা, আমারই

যোগদান কর্ত্তব্য, লেখ, না জানি কি অপরাধে নদের নিমাই'র বাৎসরিক উৎসবে যোগ দিতে পার্‌ছিনা। এযাবৎ কাল অধিবাস হ'তে ৭।৮ দিন ধ'রে উৎসবে যোগদান করাচ্ছিলেন—জানি না ঠাকুরের কি ইচ্ছা।

উদ্ধবদা রাত্রের গাড়ীতে গেলেন। দুপুরে মুন্সীদাকে বাবা বলিলেন—একটা কথা মনে হয়েছে—কবিরাজের রচনা "শ্রীপুরুষোত্তম লীলাটি" যার হাতে ভাল লেখা তার হাতে (উড়িষ্যায় হয় হোক্) লিখিয়া রাসবিহারী মঠে মদনকে পাঠাইয়া দাও শ্রীগুরুকে কি ক'রে ভোগ কর্‌তে হয় দেখুক্।

মুন্সীদা - এখন ওদের যেরূপ মনের গতি তাতে বিশেষ কাজ হবে ব'লে মনে হয় না।

বাবা—তা তোমরা লিখে নিও।

বৈকালে ধনেশ্বরের কানাইবাবুকে বলিলেন—ধনেশ্বর যাব কি ক'র্‌তে? বাবাজী মশাইর ঐশ্বর্য্যের দিকটা নিলে, কেউ তার ভোগের দিকে তাকালে না। গোলোকে তো ঐশ্বর্য্যের চরম হয়েগেছে তাই ব্রজলীলায় এলেন সম্বন্ধ রস ভোগ কর্‌তে। ব্রজলীলায় খেল্‌তে খেল্‌তে সাধ উঠ্‌ল। সে সাধ পূরণ করিবার জন্য নবদ্বীপের লীলা। তত্ত্বতঃ পরমেশ্বর; গৌর কিন্তু ঠাকুরালীর জন্য তো আসেনি। তাই হরিদাস ঠাকুর মঠের সেবার বিগ্রহকে জগন্নাথের প্রসাদ দেওয়া হয়। বাবাজী মশাইর ভোগের রাস্তার দিকে তাকাচ্ছ না কেন? আমরা কুকুরের সঙ্গে সকলে মহাপ্রসাদ খেয়েছি, রাস্তার কুকুরকে দণ্ডবৎ করেছেন, তারপর একথা প্রচারের নয়, মা বাবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তাঁর ভোগের হিসাব "শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ছাড়া মা বাবা কিছু গ্রহণ করেন না।" এখন বাবাজী মশাইকে সুখ দিতে গেলে তিনি যা পেলে সুখ পান, তাই দিতে হবে। সেবা মানে "নিজে সুখ পাওয়া নয়, সেব্যকে সুখ দিয়ে, সুখ পাওয়া।" এ সুখ পাওয়া নিজে সুখ পাওয়ার চেয়ে কোটী গুণ বেশী। তোমরা তাঁর ভোগের রাস্তা মেরে দিয়ে ঐশ্বর্য্যের কক্ষায় তুলে দিচ্ছ। এতে আমি বড় দুঃখ পাচ্ছি। বাবুটি বলিলেন—আজ আমি যাচ্ছি, কাল গিয়ে চেষ্টা করিব।

বাবা—চেষ্টা করা করি নয়, ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে, তোমরা কি পেতে চাচ্ছ কি পাবে।

ক্ষিতীশ রায় চৌধুরীর বাবা ১৩ দিন প্রাপ্তি হয়েছেন। বৈষ্ণব-সেবার জন্য ক্ষিতীশ বাবুকে ৫০.০০ পঞ্চাশ টাকা দিতে গেলে বাবা বলিলেন—শ্রীগুরুদেবের আদেশ এই যে শ্রাদ্ধের পর ১৫ দিনের মধ্যে কোন প্রসাদ সেবাদি কাজ সেখানে ক'র্‌বে না।

ঐ ৫০.০০ পঞ্চাশ টাকা পরে পুরীতে পাঠাবার জন্য বাবা বলে দিলেন। রাত্রে গৌর-হরিদা চরিতসুধা পাঠ করে শুনালেন।

২৪শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

সকালে বাবার ঘরের বারান্দা ঝাঁট দেওয়া হ'চ্ছে, বাবা একটু রজঃ মুখে দিলেন বল্লেন—একটি পদ মনে আস্ছে "কবে হব বৈষ্ণবের ঘরের সম্মার্জ্জনী, বৈষ্ণবের পদরজ মেখে হব রে ধন্য" প্রসিদ্ধ পদ একটি আছে—' কবে হব বৈষ্ণবের ঘাটের পাথর, চরণ হেলাবে সদা বুকের উপর।"

এই যে বৈষ্ণব-সেবার কথা উঠিল—কেন্দ্রাপাড়ার নিমাই বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে দেখিয়ে বাবা নন্দবাবুকে বলিলেন—এর ঠাকুরদা রাধেশ্যাম নরেন্দ্র (পুরীর রাজা এঁর—বৈষ্ণব-সেবা এবং মহাপ্রাণতা দেখে নরেন্দ্র উপাধি দান করেন) পূর্ব্বে সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন, ক্ষত্রিয়। আজকাল সে সম্পত্তি অল্পই আছে, তবে ঠাকুর-সেবার সাজ-সরঞ্জামগুলি এখনও সাক্ষ্য দেয় যে কিরূপভাবে সেবা চলিত। সুবিস্তৃত দোল-মণ্ডপ এখনও পুরাণ কথা মনে করিয়ে দেয়; কি বৈষ্ণব-সেবাগত-প্রাণ ছিলেন। নিয়ম-সেবার সময় হাজার জমায়েতি সাধুর সেবা করেছেন। জমায়েতি সাধুর বাক্যবাণ হাসিমুখে অকাতরে সহ্য ক'রে সেবা ক'রে গেছেন। কিরূপ বুদ্ধি নিয়ে সাধু-সেবা করা যায় ইহা তাঁর মুখ হ'তে শুনেছি।

বৈষ্ণবের ক্রোধ দেখ্‌লে—নৃসিংহের আবির্ভাব মান্‌তে হবে, লোভ দেখ্‌লে বামনের আবেশ জান্‌তে হবে। বৈষ্ণবের হৃদয়ে সদা কৃষ্ণ বিশ্রাম করেন, এটি প্রাণে প্রাণে মেনে নিয়েছিলেন—একথা আহিরীটোলার রাখাল ঠাকুরের মুখেও শুনেছিলাম।

তারপর বল্লেন—আগে গৃহস্থদের মধ্যে ভজনানন্দীর দেখা পাওয়া যেত,······ কাঠগোলায় চাক্‌রী ক'রতেন, রাত্রে শুতেন না ঠেস্ দিয়ে বসে নাম করতেন, তাতে যেটুকু ঘুম হ'ত। তিন লক্ষ নাম জপ্ করতেন। ঘরে থেকে ত তৈয়ারী হওয়া সোজা। নিজে গৃহস্থ, এ বুদ্ধি থাকে দৈন্য স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করে। ঘরে তৈয়ারী হ'য়ে যা কিছু শিখবার শিখে নিয়ে সংসারের কোন অসহ্য জ্বালায় ঠাকুর যা'দিগকে বাহির করিবেন তা'দিগকে এ রকম একটা দেন। বেরিয়ে পড়ে তখন শুধু ভোগ করে পাকা ঘুটি।

ঘর থেকে যারা তৈয়ারী না হয়ে বেরিয়ে পড়ে তাদের বড় একটা তৈয়ারী হওয়া হ'য়ে উঠে না। কারণ গৃহত্যাগী ব'লে সকলে মর্য্যাদা দেয়, প্রতিষ্ঠা এসে পড়ে, দৈন্য বস্‌তে পারে না। যে স্থানে দৈন্য জাগে এবং প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয় না—সাধকের সেই স্থান অনুকূল। তাই শ্যামলাল গোস্বামী (আহিরীটোলার গৌরসুন্দর—গ্রন্থপ্রণেতা) এক সময় ব'লেছিলেন—কলিকাতা বাস সাধকের পক্ষে অনুকূল—কারণ এখানে বাবাজীদের দোষ সন্ধানে সকলে ব্যস্ত; লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা তিন শত্রু আসিবার সুবিধা পায় না। এরপর গৃহস্থ ভক্তের ২।১ টি দৃষ্টান্ত দেখালেন। মেদিনীপুরের 'লালবাবু' একচাকার বনমালী সিং। বনমালী সিং এর নিকট ত্রিভঙ্গদা মানুষ নন। ত্রিভঙ্গদা "রাধে রাধে" ক'র্‌তেন ব'লে ত্রিভঙ্গদাকে "রাধে বাবাজী" বলে সে অঞ্চলের পুরাণ লোকেরা চিনে। বনমালী সিং খুব দানী ছিল, কিন্তু সব দান গোপনে।

তাঁর শিক্ষায় সে অঞ্চলের লোকেরা এখনও কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে চাষ ক'রতে যাবার সময় মাথায় লোম কাপড়ের উপর তুলসী টব নিয়ে যায়। কাজকর্ম্ম ক'রে তুলসী দেবীর সেবা করে তিলকাদি করে।

কুঞ্জদারও হিসাব ছিল সকাল সন্ধ্যায় ২ ঘণ্টা ক'রে নিজের ঘরে ব'সে ভজন করবেন। সে সময় কেউ ম'রে গেলেও তাঁর নিকট খবর পৌঁছবার উপায় ছিল না। আমি ত এ ব্যবস্থা ৭ বৎসর ধ'রে দেখেছি। তারপর বাবাজী মশাই এদের বাড়ীতে উঠে, সে ধারাটা একটু পাল্টে দিলে। বাবাজী মশাই বলিলেন—তোমাদের বাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা রয়েছে, খবরাখবর জানিবার জন্য যদি কোন বৈষ্ণব এসে তোমায় না পেয়ে চলে যায়, তবে তোমার আহ্নিক সব সেই সঙ্গে চলে যাবে। তোমার কর্ত্তব্য তাঁর অভ্যর্থনা ক'রে তাঁর অনুমতি নিয়ে তোমার কাজে পুনরায় যাওয়া। নির্জ্জন-স্থানে ব'সে ইষ্ট চিন্তা খুবই দরকার, তবে অতিথি অভ্যাগতের সৎকারের যেন তজ্জন্য ত্রুটি না হয়।

বৈষ্ণব-সেবার হিসাব সম্বন্ধে বাবাজী মশাই সাতকড়ির জীবন দানের দিন অর্থাৎ অষ্টপ্রহর উৎসবের দিনে কানাই ব্রজবাসীকে মহাপ্রসাদ (সোণার বেনের বাড়ী) পাওয়াবার পুলিনদার জেদ দেখে উপদেশ দিয়েছিলেন—"কাল মহাপ্রসাদ পেয়েছেন সে হল তাঁর কৃপা, তাই ব'লে আজ তুমি সে কৃপা পাবার দাবী রাখ্‌তে পার না।" এই কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—কানাই ব্রজবাসী ছিলেন, ওঁদের বাড়ীর কীর্ত্তনীয়া। কানাই ব্রজবাসীর মুখে আমি "ভাল নাচে গোরা দ্বিজমণি" শিখি। এক সময় পুরী হ'তে অসুখ নিয়ে এসে কুঞ্জদার বাড়ীতে মাসাধিক কাল ছিলাম। খগেন সেন হোমিও ডাক্তার চিকিৎসা ক'রেছিলেন, খগেন সেনের বড় মুখ খারাপ ছিল। সেই গালাগালি সহ্য ক'রে যে রোগী টিকিত তাকে ভাল ক'রে দেখে সারিয়ে দিতেন, একমাস পরে পথ্য পেয়েছি। হরিবাসরের দিনে কীর্ত্তনে বসেছি, কীর্ত্তনের পর খগেন সেন তার স্পষ্ট কথা বলার স্বভাবে বলিলেন —একমাস মিছামিছি কেন আমায় খাটালেন, আপনার রোগ না বুজরুকী। যদি রোগী হ'তেন, তবে কি এ রকম কীর্ত্তন ক'র্‌তে পা'র্‌তেন ?

পরে গৌরাঙ্গদা একটি নিজ জীবনের ঘটনা বলিলেন। "বাবার বড় অসুখ, দরমাহাটা মঠে থাকা, বিজয় সিংহ—দেখ্‌ছেন। আমি ও পাঠবাড়ীর হরি বিজয়সিংয়ের বাড়ী গিয়েছি। সেখানে ২।১ জন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে "নামে মরা বাঁচার কথা" খুব জোর গলায় বলিলাম। এমন সময় একটি পাখী পড়িয়া মরিয়া গেল। কথা উঠ্‌ল—"একে বাঁচাতে পারেন ? কথায় নয় কাজে দেখালে বুঝ্‌ব।" আমি একেবারে বোকা ব'নে গেলাম। ভিতরে বড় বাবাকে খুব ডাকিতে লাগিলাম, বাইরে প্রসঙ্গে একটু আধটু হাঁ দিয়ে যাচ্ছি। ভিতরে ভীষণ অবস্থা কিছুক্ষণ পরে পাখীটির পাখা নড়িল। বিজয় সিং বলিল—"জল মুখে দিব ?" আমি ভাবিলাম, "পরে ব'ল্‌বে জল খেয়ে বেঁচে গেল। যা হ'বার এমনি হোক্, জল দিতে মানা ক'র্‌লাম।" কিছু

পরে পাখীটি উঠিল এবং উড়ে গেল, আমি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্লাম। জয় বড়বাবা, মুখে কালি পড়া হ'তে বাঁচালে—ফিরে এসে বাবাকে বলিলাম। এ খবরটি বিজয় সিং কাগজে তুলে দিয়েছিলেন।

নন্দবাবু—শুনেছি বিজয় সিং নাকি বলেছিলেন—একটি ঘরে এক বৎসর ধরে নাম করিয়ে সেই রজ মোটে ঝাট না দিয়ে রেখে দিব, রোগী এলে সেই ঘরে ঢুকে গড়াগড়ি দিতে বল্ব, আর ঔষধের ছলায় একটু শুধু জল দিব।

বাবার তেল মাখ্বার সময় কেন্দ্রাপাড়ার নিমাই বাবুর কাকা গোকুলকাকা এলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—৮ বৎসর ধ'রে সুরের ভজন ক'রে এসেছি, কিন্তু দাদা টোটা গোপীনাথে আপনার মুখে "গদাধর" ডাক এমন কখনও শুনিনি—শুনিব বলে মনে হয় না। আমরা সুরে থাকি—আপনি ভাবের রাজ্যে থাকেন, ভাবের সুর, নকল করা যায় না। গোধুলির আরতি সারিয়া "গোপালজীর মন্দিরে" কীর্ত্তন করিতে গেলেন। উদ্ধবদা ছিলেন না আমায় বামে বসিতে হইল।

রাত্রে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—অমুক আবার বিয়ে ক'র্বে কি?

বাবা—তার বাসনা যখন হয়েছে তখন কি মানা ক'র্লে শু'ন্বে, তবে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের ফল বড় ভাল দেখা যায় না—বেশীর ভাগ অশান্তিতে পড়তে হয়। এক কথা আছে,—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল ক'রল এঁড়ে গরু কিনে। তাই হয়।

২৫শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

সকালে কথা উঠিল, রতনকে কীর্ত্তন লিখিতে দেখিলে বাবা বকেন।

বাবা—ওরই গলা পাই, ও যদি লিখ্তে যায় তা'হ'লে "দোহারকির অসুবিধা হয়।"

কথাটা আমার কানে পৌঁছিল একটু গরম ভাব আসিতে লাগিল। ঠাকুরের করুণায় রাত্রে ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়ীতে কীর্ত্তনে তেমন গলা দিতে পারিলাম না—গরম একটু কমিল।" সকালে কথায় কথায় কাশীমবাজারের সম্মিলনীর কথা উঠিল।" সকালে প্রতাপ মজুমদার কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া বেশ জমালেন। তারপর আমার বসিবার পালা। আমি ত লীলাগান জানি না। তখন আদেশ হ'ল "যা জানেন তাই করুন"। "প্রভাতী কীর্ত্তন" আরম্ভ করিলাম। ৬ ঘণ্টা কীর্ত্তন হইল। গোস্বামী সন্তান প্রভৃতিদের সমাবেশ দেখে আমার খেতুরীর উৎসব ভোগ হ'ল। কীর্ত্তন খুব আকর্ষণ হ'ল। তখনকার যতযত পণ্ডিত বৈষ্ণব, গোস্বামী-সন্তান সকলে উপস্থিত ছিলেন।"

সকলের নিকট হ'তে বাহবা পেয়ে পেয়ে পাছে আমার মনে অহঙ্কার আসে তাই ঠাকুর গলা ভেঙ্গে দিলেন। কীর্ত্তনের পর বাধি-গঙ্গারজলে স্নান করে গলা ধ'রে গেল—

আর মধ্যাহ্ন কীর্ত্তন করতে পারলাম না। তিনদিন পরে নগর কীর্ত্তনের দিন। আবার ঠাকুর গলা দিয়ে দিলেন। নগর কীর্ত্তনের পর আবার গলা ভেঙ্গে গেল। নগর কীর্ত্তনের সময় রাজা মণীন্দ্র নন্দী হেঁটে হেঁটে সেই চার ক্রোশ গিয়েছিলেন। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন খানিক দূরত হাঁটিলেন, এইবার গাড়ীতে উঠে চলুন।' তার উত্তর যা দিলেন তাতে আর কথা কইতে হ'ল না—"ওতো আছেই এমন পরম সৌভাগ্য পেয়েছি এ হ'তে কি বঞ্চিত হ'তে হবে? রাজার কি দৈন্য—দুর্ভাগ্য রাজার পিছনে এ বিষয়ে সহায়তা করবার কেউ ছিল না। চারি বৎসর পর কাশীমবাজারের সম্মিলনী বন্ধ হ'য়ে গেল। এক সময় দুঃখ করে আমায় বলেছিলেন—"আমার পিছনে উৎসাহ দিবার কাউকে পেলাম না।"

রাজর্ষি বনমালী প্রসঙ্গে :- কথায় কথায় তড়াশের জমিদার শশীবাবুর (রাজর্ষি বনমালী নামে পরিচিত) কথা উঠিল। শ্রীবিগ্রহ বিনোদের অপূর্ব্ব আখ্যান, তড়াশের এক পুকুরে উনি ছিলেন। স্নান করিবার সময় একজন উঠো-উঠি ২।৩ দিন শুনতে পান—"আমায় তোল্।" তিনি গ্রাহ্য করেন না। পরে ডুব দিতে গেলে একেবারে জড়িয়ে ধরে বল্‌ছেন—"আমায় নিয়ে যেতে বল্‌ছি শুন্‌ছিস না?" ডুবে মরবার হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে উঠ্‌লেন। বিনোদ সেবায় বসিলেন—শশীবাবুর পিসীকে কাপড় ধরে টানতে লাগলেন পিসী একথা বাপ মার কাছে বলায় তারা পূজারী ঠাকুর এরূপ করেছে বলে তাকে বকিতে গেলে পিসী শ্রীবিগ্রহের কীর্ত্তির কথাই বলেন। এর কিছুদিন পরে পিসী প্রাপ্তি হন। স্বপ্নে আদেশ হয়—"পিসীর প্রতিমূর্ত্তি আমার বামে বসাও।" মেয়েকে বিবাহ করিলেন, তাই "জামাই বিনোদ" নাম। শশীবাবু বৃন্দাবনে আসিবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসে রাধাকুণ্ডে রাখিলেন। বাবাজী মশাই এতে আপত্তি তুলে বল্‌লেন—"রাধাকুণ্ড ভজনের স্থান এখানে মেয়েছেলে নিয়ে গৃহস্থালী পাতা ঠিক নয়। অবশ্য তুমি অধিকারী এস্থানের মর্য্যাদা বুঝবে কিন্তু তোমার সঙ্গের লোকেরা তো এর মর্য্যাদা বুঝবে না." অপরাধ করবে।—গোস্বামীরা বৃন্দাবনে সেবা প্রকাশ ক'রে গেছেন। শ্রীবিগ্রহ সেবা পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবনের মধ্যে তুলে নিয়ে যাও, তাই হল।

রাত্রে ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরীর বাড়ীতে কীর্ত্তন হ'ল। কীর্ত্তনের স্থানটি মোটেই ভাল ছিল না। রান্নাঘরে ঝুল ভরা বড় বড় দুইটা ফাঁক, পর্দ্দা টাঙ্গাতে ব'লে কীর্ত্তনে ব'সলেন। কীর্ত্তনের পর মঠে ফিরে এসে মুসীদা প্রভৃতিকে বকিলেন। "আমাকে নিয়ে যে নাড়া চাড়া করছ, আমার দিকে নজর রেখেছ? দু'বার বড় বড় রোগ—একটু ঠাণ্ডাতে, ঠাণ্ডা লাগে—আর অমন জায়গাতে কীর্ত্তন! একবার গিয়ে দেখে আস্‌তে হয় তো। তাদের (গৃহস্থদের) কি দোষ। দোষ তো তোমাদের। একবার গিয়ে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আমার ঠাণ্ডা লেগেছে।—মুখে তো কথা বল কাজে কই?" তোমাদের কথা কি, যারা আমার সঙ্গে রয়েছে তারা কি আমার ধাত্ বুঝে—নিজেদের মত কাজ ক'রে যায়—আমার শরীরের দিকে নজর নেই। পরেশ

দত্ত খুব সরল লোক, একদিন ব'ল্‌ছিল—"রামদা! তোমার গলাবাজি যতদিন আছে ততদিন তোমার আদর" কথাটা খুব খাঁটি।

এখানে সেখানে (কেন্দ্রাপাড়া তালচিরে) যাবার কথা হ'চ্ছে কিন্তু এই সব দোহার বায়েন নিয়ে আমার চল্‌বে না—কেউ নেই, এখানকার ছেলে ছু'টা বাজাচ্ছে—(নুগাদা এবং গোকুলদা) যতই জানুক, সঙ্গে বাজাবার অভ্যাস না থাকায় গোলমাল ক'রে দিচ্ছে—কোথাও যাওয়া হবে না।

তারপর নদের নিমাই-এর টেলিগ্রাম শুনান হোল—"না আসার জন্য মর্মাহত—আপনার আদেশ মত সানন্দে কাজ করিব।" বাবা শুনে বল্‌লেন—"দুঃখ পাবারই কথা তো, আমার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা—বাবাজী মশাইকে সেখানে বসিয়ে রেখেছে।"

রঘুনাথপুরে যাবার কথা আগামী কল্য কিন্তু রাত্রে বাবাজী মশাইকে সে কথা বলায় তিনি এক প্রকার না-ই করে দিলেন।

২৬শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

আজ সকাল সকাল মঙ্গল আরতি হ'লেন। পরে সকালে রঘুনাথপুরে যাওয়ার কথা তোলায়, বাবা বলিলেন -এত সকালে মঙ্গলারতি কোন দিন ত এ-কয়দিনের মধ্যে হয় নি। তখনি মনে জেগেছে ঠাকুরের কিছু ফন্দি আছে। এখন দেখছি তাই, যা হয় হোক—মত দিলেন। পূজারী এবং বাবা রসুইয়া ধনঞ্জয়দা সকালে চলিয়া গেলেন। বাবা কলিকাতায় লাবণ্যদির বাড়ীতে টেলিগ্রাম পাঠালেন—"এখন কলিকাতার অবস্থা কিরূপ? এখন সেখানে ফিরে যাওয়া চলে কি?" বাবা নিজের আহ্নিক সেরে উঠলেন। বাবার জন্য মোটর এবং আমাদের জন্য একখানি লরির ব্যবস্থা। বাবা আহ্নিক সারিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কালই কলিকাতা যাব, গাড়ী রিজার্ভের চেষ্টা কর।"

সকালে ঘরে কাজে বসিবার সময় বাবার শ্রীঅঙ্গে ধূপটার ছেঁকা লাগিলে বাবা বলেছিলেন—"নদের নিমাই এ, আজ শ্রীনাম হচ্ছেন। সেখানে নামের কাছে না যেতে পারায় তাদের মনে ক্ষোভ, ছেঁকা দিল।" রঘুনাথপুরে যাওয়া হল, সেখানে ভোগ লাগিতে দেরী ছিল। বাবার ঠাকুরের ভোগ লাগিল। বাবা বিশ্রাম করিবার পূর্ব্বে আরতি দর্শন করিলেন। দাদাদের মধ্যে ডাব খাবার ধুম লেগে গেল। সন্ধ্যারতির পর আমরা বাঙ্গালীসাহি মঠে পৌঁছিলাম। বাবা আরতি নিবার সময় আবার ছেঁকা লাগে এবং বলেন—"নদের নিমাই-এর ধাক্কা।" রাত্রে ঠিক করিলেন—১লা মাঘ 'নীলাচল লীলা কীর্ত্তন' নদের নিমাই-এ করিতে হইবে, সুতরাং মঙ্গলবারও কলিকাতা পৌঁছিলে চলিবে। সকালে কৃষ্ণদা প্রভাতী কীর্ত্তন ক'রছেন "রবি জিনি প্রভা অতি অভক্ত অসুর প্রতি" গৌরাঙ্গদা বলিলেন—'এটা হল ধামের আবরণ।' বাবা বলিলেন—

"ধামের আবরণ না দ্রষ্টার দৃষ্টির আবরণ।" গৌরাঙ্গদা—বাবা, প্রকট লীলায় ধামের আবরণ থাকে, কারণ প্রপঞ্চ অপ্রপঞ্চ নিয়ে সেখানে খেলা। "শ্রীবৃন্দাবনে রক্তপাত হ'তে পারে না

কিন্তু হচ্ছে যে জান্‌তে হবে ধামের আবরণের উপর দিয়ে সে সব হ'য়ে যাচ্ছে ধামকে স্পর্শ করতে পারে না।" বাবা কিছু বলিলেন না। রজনীদা এলেন,—পুরুষোত্তমদা এসে দাদার নিকট নিজের মনের কথা বলে গেছেন বিবাহ করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কাছে যেতে বলায় পুরিয়াদা না করেন। কারণ বাবা তাকে দূরে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন। রথের সময় পুরুষোত্তমদা এক চিঠিতে বাবাকে নিজের মনের খবর জানান। বাবা রথের সময় কটকে এসে পুরুষোত্তমদাকে ডেকে বল্‌লেন—দূরে দূরে থাক, পাঁচ জনে নষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্রী রোগ নিয়ে (গনোরিয়া) মঠে থাকা উচিত নয়। আজ রজনীদা পুরুষোত্তমদার সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছিলেন। মঠে এনে রাখার কথা। কারণ দূরে দূরে থাকলে ক্রমে আরও খারাপ হয়ে যাবে। এ-কথা বল্‌বার পূর্ব্বেই বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কোথায়?' সে নাই। শুনে বললেন—অল্প বয়সে ভেক্ দিয়ে ছেড়েদিলে এরকমই হয়। কলিকাল স্বাভাবিক অধর্ম্মবৃত্তি—তারপর যৌবন-কাল স্বাভাবিক মনের অবস্থা খারাপ দিকে যায়—এ সময় ভেক্ দিয়ে ছেড়ে দিলে সে ব্যবহারিক কিছু খারাপ না করিলেও মনের মধ্যে মেয়েছেলেদের দেখে। তাদের "দাপ" বুকের মধ্যে দিয়ে খারাপ হ'তে থাকবে। সদা সর্ব্বদা নাম প্রসঙ্গের মধ্যে রেখে, কড়া নজরের উপর রাখা দরকার। তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত কোনমতেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। এ হ'তে এক জনের কথা তুলিলেন,—"রাসবিহারী মঠে যে বালকৃষ্ণবাবু থাকিতেন দেখা হলেই "হরে হরে" বলিতেন ব'লে "হরে হরে বাবাজী" বলেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তার এক ছেলে ছিল, নাম নীলমণি। উদ্ধবের মত মুখের চেহারা তবে চোখ একটু টেরা। কটকেই বাড়ী ছিল। ব্রাহ্মণ, পরে ভেক্ নিয়ে মঠে থাকলেন। ছেলেটিকে সদা সর্ব্বদা নজরে রেখে এমন তৈরী করে দিলেন যে সেই পনর ষোল বছর বয়সে চরিতামৃতের সব শ্লোক মুখস্ত। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী এবং উড়িয়া এই চার ভাষায় বেশ জ্ঞান। খোল বাজনা কীর্ত্তনাদিতেও বেশ অভ্যস্ত। তার প্রাপ্তি অদ্ভুত। আমাদের সঙ্গে নবদ্বীপে আছে, এক সঙ্গে নাম নিয়ে ঘুরে এলাম, খোল বাজাল। এসে কলেরার মত দেখাছিল। দু'বার পায়খানা হ'ল। নাম হচ্ছে, বাবাজী মশায় নিজের চরণ তার মাথায় দিলেন। কৃষ্ণাপঞ্চমীর দিন প্রাপ্তি হল। ধূলোটের দিন।"—তারপর শুক্লা দ্বিতীয়ায় বাবাজী মশায় দেহ রাখ্‌লেন।

পায়খানায় যাবার সময় কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলছেন—গা চুলকাচ্ছে কেন? মুন্সীদা বল্‌লেন—বোধহয় খোস হবে। কৃষ্ণদাস, গোপাল, পকেট নিতাই এদের তো খোসে ভরে গেছে। বাবা—তারা কৃপা ক'রে এ সঙ্গ যেন না দেন। আমার ছেলে বেলায় খুব হত। মা ঠাকুরাণী পেয়াজ খসার মত লাল করে ছেড়ে দিতেন। নাল্‌তে আছে? ভিজিয়ে দিয়ো তো, সকালে খাব। প্রভু জগদ্বন্ধুর সঙ্গে থাকাকালে প্রতিদিন সকালে এক ছটাক—নাল্‌তে জল (লাল টুকটুকে) খেতে হ'ত, তাতে রোগ আসে না, একটু মৌরী দিয়ে ভিজালে ভাল। আজকাল সব ডাক্তার হয়ে এসব বন্ধ হয়ে গেছে। বারমাস নাল্‌তে জল খেলে কিছু রোগ আসে না।

সন্ধ্যারতির পর গৌরাঙ্গদা পাঠ করিলেন। পাঠে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের দ্বিতীয় শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। পাঠের পর বাবা বল্‌লেন – গৌরাঙ্গ-দাসকে ডাক ঝগড়া আছে। দাদা এলে, বল্লেন—সাধনের ক্রম বাদ দিলে কেন? একেবারে গৌর-গুরু-নিতাইয়ের মধ্য দিয়ে গেলে না কেন?

২৮শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

সকালে কৃষ্ণদা প্রভাতী কীর্ত্তন কর্‌ছেন—"জয় গৌরাঙ্গ ব'লে যাব ব্রজপুরে নদের চাঁদ মোদের লবেন করে ধরে।" বাবা নন্দদাকে দিয়ে বলে পাঠালেন 'নদেপুরে' বল্‌তে বল, ২ পাতা পড়েছে বলে অভিমান আছে কিনা, তাই পাণ্ডিত্য ফলাতে যায়। সন্ধি কাজ নাহি জানে ভট্টাচার্য্য নাম। কলিযুগে এরূপ হবে বলে লেখা আছে। তারপর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" কীর্ত্তনের পর বলিলেন – প্রভাতী কীর্ত্তনের মধ্যে কথা দু'টি, প্রভু নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌরচন্দ্র, তারপর যা কিছু সব এ দু'টির উপর। 'প্রভু নিতাই প্রাণ গৌর' বল্‌তে প্রাণ একটু সরস হয় না শুধু মুখস্থ আওড়ে যাচ্ছে—প্রাণে স্পর্শ হয় না। গোপীবল্লভ দাসজীর নিকট প্রথম শুনি "নিতাই কুলের দেবা" ভোগের মধ্য দিয়ে এলে প্রতি শব্দ মিষ্টি লাগে। এদের প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়নি। তাই কীর্ত্তনে ব'সে খালি সুরই পাল্‌টাচ্ছে। তারপর বাবা নন্দবাবুকে বল্‌তে লাগ্‌লেন কাল পাঠে একটু গোলমাল লাগছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—আমা হেন পতিত যে কখনও সাধু সঙ্গ করেনি ইত্যাদি তাকে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু একেবারে রাধারস-সমুদ্রে ডুবায়ে দিলেন।

গৌরাঙ্গদা যেরূপ গ্রন্থে আছে পড়ে গেছেন। বাবার ভাল না লাগার কারণ—গুরু নিতাই মারফতে গৌরকে পাবার হিসাবটা ঠিক রাখা হয়নি। সাধনের ক্রম ঠাকুরের নিজের দেওয়া। সে ক্রম বাদ দিলে চলে না। কৃপাতে সে ক্রমগুলি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু কোনও সিঁড়িকে বাদ দেওয়া হয় না। ব্রজলীলাতে আছে "কিশোরীর দাস মুই পীতবাস"। এখানে আছে "আমি তারই হব অবিচারে নিতাই যারে দিবে আমায় ইচ্ছা ক'রে।" এ কথাগুলি বজায় রেখে কথা বলা দরকার। প্রকাশানন্দ সরস্বতী পাদের মধ্যে সে ক্রম নিশ্চয় আছে। (১) গ্রন্থে পাওয়া যায় যে মহাপ্রভু নবদ্বীপে বসে প্রকাশানন্দকে স্মরণ কর্‌ছেন—'কাশীতে বেটা প্রকাশানন্দ আমায় খণ্ড খণ্ড কর্‌ছে।' এদিকে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর অনুশীলন কর্‌ছেন পাওয়া যায়—'এ কাশীপুরে ভাবকালী বিকাবে না' ইত্যাদি। অবশ্য এ অনুশীলন আনুকুল্যে নয় তাহ'লেও উভয়ের মধ্যে একটা সুত্র পূর্ব্ব হ'তে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্য নাম মুখে উচ্চারণ করেছেন। 'চৈতন্য' নাম গ্রহণে চিত্তশুদ্ধি আদি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। গৌরহরিদা পরে নন্দবাবুকে এ সম্বন্ধে বলেন, প্রকাশানন্দ

কেন কৃষ্ণচৈতন্য বল্‌তে পার্‌লেন না? এ সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করা হ'লে মহাপ্রভু বলেন—মায়া নিয়ে পড়ে আছে তাই কৃষ্ণনাম জিহ্বায় আসে না, চৈতন্যশব্দ উচ্চারণ কর্‌ছে।' নন্দবাবু——অবতার নাহি কহে মুঞি অবতার। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু আর কি বল্‌বেন। তাই ব'লে কি চৈতন্য শব্দ গ্রহণে ভগবন্নাম গ্রহণের ফল লাভ হবে না? "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা" এ ত শ্লোক আছে। পয়ারে রয়েছে, 'সেই দুই মিলে এবে চৈতন্য গোসাঞি'। (৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসী। তাঁর দর্শনে প্রকাশানন্দের সাধু দর্শন হ'ল। (৪) নিতাই-জড়িত গৌরহরি হলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। নিতাই বা রাধা, গৌরের উপর রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে পেতে গেলে তো নিতাইয়ের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছেই। নন্দবাবু পরে বল্‌লেন বাবাজী মশাইর নিকট গুরুর কথা না বল্‌লে তাঁর উল্লাস হয় না। তাই গৌরগোপাল-প্রভুর পাঠ বাবাজী মশাইএর ভাল লাগে। প্রসাদ পাবার সময়ে গোপালদা খবর দিলেন—কৃষ্ণদাস বাবাজী ভিক্ষায় যেতে পারবে না, বলছে শরীর খারাপ। বাবা গতকল্য এ দিগকে ভিক্ষার জন্য বলায় কৃষ্ণদা আর দুইজন চান। বাবা—করবি ত "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" নাম, লোক কি জুটবে না? এ কি লীলা কীর্ত্তন করতে যাচ্ছিস্‌। "আমি পারবো না" এ কথাটা আসে কোথা হ'তে? "আমি" না যাওয়া পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। তারপর বাবা নিজের জীবনের ঘটনার কথা বলিলেন—একবার উৎসবের সময় ব্রাহ্মণ বিদায় হচ্ছে, তাতে অনেক গোলমালও উঠছে। আমার ভালো লাগল না। আমার মনে হল এই জন্যই কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি। এ কথাটা মনে এসেছে, মনেই আছে। এরপর রোগ হল। পাগলা অবধূত গোসাঞির মধ্যে বাবাজী মশাইয়ের খেলা চলে। একদিন আমায় বলছেন—"কিজন্য ভুগছ জান?" আমি বল্লাম না। তখন বলছেন—"তোমার এরকম মনে হয়েছিল।" তখন আমার মনে পড়ল। এই রকম ভাবে 'আমিত্ব'টাকে বাড়তে দিচ্ছেন না ব'লে রক্ষা। প্রসাদ পাবার পর বাবা পায়চারী করছেন, "শ্রীগুরুসেবকের কর্ত্তব্য" নিয়ে নন্দদা নাড়া চাড়া করছেন দেখে লজ্জাদি বললেন—"ওটি কি?

বাবা—"কিশোরীকে" দিদি খুবই স্নেহ করতেন। কিশোরীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়নি যদিও রামকৃষ্ণপুর আমার যাতায়াত ছিল। কিশোরী নবদ্বীপে গিয়ে দিদির কাছে পড়ে। দিদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তাই এর উপর দিদির টান। আমার কাছ থেকে চলে গেলে দিদি ওকে তিরস্কার করে, এক রাত্রির বেশী থাকতে না দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। শেষ পর্য্যন্ত কিশোরী কিন্তু সেটা বজায় রাখতে পারল না। দিদি বলে বলে হার মেনে আর কিছু বলতেন না। অনেক ঘা দিদিকে খেতে হয়েছে। গোপীদাসকে হাতে করে মানুষ করে অনেক আশা করেছিলেন।

শ্রীখণ্ড হইতে দিদির অসুখের খবর পেয়ে গিয়েছি তখন দিদি দুঃখ করে বল্‌ছেন, "গোপীদাস অন্য রকম হয়ে গেল। কি করি গোবর্দ্ধনের নামে লিখে দিলাম" গোবর্দ্ধনের এমন কতক

গুলি ছিল সেগুলি দিদির সঙ্গে মিলিত না। তথাপি দিদি গোবর্দ্ধনের নামে লিখে দিলেন। আমরা যাই আসি অতিথির মত।

লজ্জাদি—সংসার মধ্যে কতকাল থাকতে হবে? বাবা সংসার সমুদ্র। ফাঁকে ফাঁকে ডুব মারতে হয়। রামকৃষ্ণ দেবের একটা সুন্দর কথা আছে—"সংসারে সকলের মন জুগিয়ে চলতে হবে, কিন্তু প্রাণ থাকবে স্বামীর উপর। হাতে কাম মুখে নাম।" লজ্জাদি—মালা জপ করা হবে না যে, বাবা—লক্ষনাম জপ করার উদ্দেশ্য হ'ল—লক্ষ্য ঠিক রাখা। নাম সর্ব্বদা মুখে রাখবার চেষ্টা করলেই হবে। মালা জপ না করলেও হবে।

আজ কটক হ'তে কলিকাতা যাবার কথা, সব ঠিক। সন্ধ্যারতির পর বিছানা পত্র গরুর গাড়ীতে ষ্টেশনে গেল। লরী এসে পৌঁছেছে। পুরী হ'তে টিকিট কাটা হয়েছে। সুতরাং রিফাণ্ড হবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এমন সময় নন্দদা বাবাজী মশায়কে বল্লেন "দাদারা যাওয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা করতে ছিলেন, এখন না যাওয়া ভাল।"

বাবা—খুলে বলুক, নইলে শেষে অশান্তিতে থাকিবে। দাদারা (গৌরাঙ্গদা) কি চায় বুঝে এস। "নদের নিমাইয়ে" যাবার জন্য আমার ইচ্ছা। এই দেখনা সেদিন বহু জায়গায় ধূপের ছ্যাঁকা লাগল, এখনও দাগ রয়েছে। আমায় তো বাহির দেখতে বলেনি, আমায় বলেছে, পারিস তো ভিতর দেখিস। তাদের ভিতর যা মহাপ্রভু করাচ্ছেন তাতো বলে শেষ করা যায় না। এ বিষয় তারা গুরু স্থানীয়, বাহিরের আচরণ নিলে চলবে কেন? ঠাকুর প্রতিষ্ঠার আগে বিশ্বরঞ্জন স্বপ্নে দেখেছে, বাবাজী মশায় বলছেন—"তোর বাড়ীতে আমি রইলাম।" স্বপ্ন দেখে বাবাজী মশায়ের চিত্রপট রাখল তারপর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগল।

বিশ্বরূপ গোসাঞিের মারফতে তাদের সঙ্গে এমনি পরিচয়। তেমন আলাপ ছিল না। পরিচয়ের তিন চার বৎসর পরে বাবাজী মশাইয়ের স্বপ্ন দেখে চিত্রপট নিয়ে যায়। সেই হতে বেশী আলাপ হয়। বিশ্বরঞ্জনের ভিতরটায় বাবাজী মশাইয়ে খুবপ্রীতি। বাবাজী মশাই সেখানে রয়েছেন—সেখানে আমাকে নিয়ে এত বৎসর উৎসব করে আসছে, আমি হাজির না থাকলে তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। সেখানে আমার যাওয়া বিশেষ দরকার। গৌরাঙ্গদাসের শরীর কুলায় না—পাঠ কীর্ত্তন নিয়া এখানে থাকুক সে তো সুখের কথা। আনুগত্য চাই, সঙ্গে সঙ্গে থাকিব অথচ নিজের সুখ সুবিধা চাই, এ কি ক'রে হয়? মুসীদা গিয়ে গৌরাঙ্গদাকে ডেকে আনিলেন।

গৌরাঙ্গদা কলিকাতায় গেলে একটা আতঙ্কের ভাব থাকিবে। নদের নিমাইরা অবশ্য ঘা খেয়েছে কিন্তু সেটা তারা খাপ্ খাইয়ে নিয়েছে। এখন না গেলে বিশেষ নতুন দুঃখের সৃষ্টি হবে না। দাদা-মশায়ের উৎসবে এতদিন পূর্ব্ব থেকে নবদ্বীপে থাকা শরীরের পক্ষে অনুকূল হবে না। বড় বায়ুর প্রকোপ। আপনার ও আমাদের শরীর সেখানে ভাল যায় না। এখানে

বেশ ভালই আছেন, অনেকে নিয়ে যাবার জন্য তৃষিত হয়ে আছে। গেলে হয়। বাবা—আমি অত মাইল বাসে ক'রে কেন্দ্রাপাড়ায় যেতে পারব না। গৌরাঙ্গদা—কেন্দ্রপাড়া না হয় না হল। ভদ্রক প্রভৃতি স্থানে গেলে হয়। বাবা - আমি নিত্যানন্দ প্রভুর তিথির পূর্ব্বে অষ্টমী নবমীতে নবদ্বীপে হাজির হব। আগে দিদি থাকতেন, আমি উৎসবের আগে গেলে চলত। কিন্তু এখন (উৎসবের) অধিবাসের পূর্ব্বে আমায় হাজির হ'তে হবে। বলা ঠিক নয়, এক প্রকার দিদির আসনে বসে আমায় কাজ করতে হবে। পারি নাপারি হাজির থাকা চাই। গৌরাঙ্গদা—সে ত ঠিক কথা আপনি হাজির থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে সে ত বাবা দেরী আছে। সে কটা দিন এখানে থাকুন অবশ্য এবিষয়ে কথা আছে। এ মঠের উপরে যেন চাপ না পড়ে। বাবা—সে বিষয়ে আমার খুব হুঁস্ আছে। আমি হরিদাস ঠাকুরের মঠে দু'দিন বেশী থাকি না, ঝাঁজপিটা মঠে থাকার জন্য যে খরচ হোত, আমি পরমানন্দদার হাতে দিয়ে আসতাম। আমায় ওবিষয়ে কিছু বল্‌তে হবে না। মুসীদা, দুর্ল্লভদা—এখানে থাকতে কোনই ভার লাগবে না। তখন টিকিট রিফাণ্ডের চেষ্টা চলিল, যাওয়া বন্ধ হল। গোপালদা, সত্যদা, বাপ্পাদা, পকেট নিতাই, নন্দবাবু প্রভৃতি কলিকাতা গেলেন। বাবা প্রসাদ পেয়ে বলছেন রমণী ডাংপিটে, স্বদেশী ফেরৎ, ওর ভয় নাই। গৌরাঙ্গ-দাসের কলিকাতা যেতে খুব ভয়, ও আমার চেয়ে ভীরু। রাত্রে জিজ্ঞাসা করা হল—কেশীঘাটে কি বনমালী বাবুরা ঠাকুর নিয়ে ছিলেন? বাবা—১৩০০ সালের জন্মোৎসবের পর সকলেই বৃন্দাবন যান। বনমালীবাবুও রাধাবিনোদ নিয়ে যান। কেশীঘাটের পাণ্ডা বাড়ীতে দিন কতক ছিলেন।

পাণ্ডাবাড়ী হইতে যমুনায় যাবার দরজা ছিল। তারপর বাবা বলিলেন—রাধাবিনোদ অনেক জায়গায় ঘুরেছেন প্লেগের সময়ে কলিকাতায় এসে কতদিন বাগবাজারে ছিলেন। কতদিন বেলুর ঘাটের কাজের বাড়ীতে ছিলেন। কতদিন পুরীতে সমুদ্রের ধারের রাস্তায় এক বাড়ীতে ছিলেন। বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে ছিলেন। তারপর এখন যেখানে আছেন সেইখানে আসেন।

২৯শে পৌষ ১৩৫৩ সাল

নদের নিমাই-এ না যেতে পারার দরুণ বাবার মন ভাল নয়। বলছিলেন—কলিকাতায় থেকে নাম ক'রতে কর্ত্তার আদেশ। সেখানে যদি কোনও বহির্ম্মুখ লোককে নাম শুনিয়ে ভগবদুন্মুখী করা যায় তার চেয়ে আনন্দ আর কিসে?

মধ্যাহ্ন-আরতি দর্শনের সময় বাবার মনে জাগিল "বাবা মহাদেবকে নারায়ণের অন্ন সমর্পণ করা হয় না কেন?" প্রসাদ পেতে পেতে মুসীদাকে সেইরূপ আদেশ করিলেন, লীলা হিসাবে সেবা হওয়াই ঠিক, এই ব্যাপারে বুঝাতে লাগলেন। যত নীচে নামিবে তত ভোগ বেশী হবে। তারপর বলিলেন নিতাইরমণের মন আমার সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা করে ফেলল এবং সে সুরের

আওয়াজ পেয়ে আমি ভাবলাম যে "এদের সুর যদি চারুর দলের কাণে পৌঁছায় তাহ'লে মহাগোলমাল হবে." তাই লিখে ছিলাম—তোমরা যে দোষে আমায় দোষী মনে করছ, বাস্তবিক সে দোষ আমার আছে। যতদিন না আমি সে দোষ হ'তে মুক্ত হব সে কটা দিন তোমরা দূরে দূরে থাক্‌লে ভাল।

প্রসাদ পেয়ে উঠে লজ্জাদিকে বলছেন তোমাদের টানের জোর আছে, রাখলে তো, কিন্তু আমার মন উড়ু উড়ু বিশেষ ভাল লাগছে না। সন্ধ্যার পর বাবা বলিলেন—শ্রীচৈতন্য ভাগবত নিয়ে এস। সন্ন্যাস-প্রসঙ্গ পাঠ করিতে বলিলেন। গৌরাঙ্গদাকে বলিলেন—তুমি যদি সহ্য না করতে পার তবে সরে যাও। গৌরাঙ্গদা বসিয়া রহিলেন—(রতন) আমি পাঠ করিতে লাগিলাম। গৌরাঙ্গদা অস্থির হ'তে লাগিলেন। বাবা হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। রজনীদা চাপা ভোগ করছেন। সন্ন্যাস পর্য্যন্ত পড়া হইলে বাবা রাখিতে বলিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গদা ব্যাকুলভাবে বলিলেন—মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দাও।

বাবা—সে তিন দিন পরে। দাদা—তাই হোক। তাই চৈতন্য-চরিতামৃত হ'তে মিলন প্রসঙ্গ পড়া হল। লাবণ্যদি এবং নন্দবাবু দু'জনে দু'খানা টেলিগ্রাম করেছেন, কলিকাতার অবস্থা স্বাভাবিক, আসিতে পারেন। বাবা রজনীদার সঙ্গে পঞ্জিকা দেখে পরামর্শ করলেন শুক্রবার যাওয়া হবে।

১লা মাঘ ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে বাবা প্রভাতী কীর্ত্তনে হরিলুট ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালা করছেন, এমন সময় খাঁদুদার (নদের নিমাই মন্দির) খামে চিঠি এল। বাবা পড়িতে বলিলেন, তাতে লেখা আছে "আপনার আদেশ মত সব সুসম্পন্ন হল, কিন্তু সবের মধ্যে এক মস্ত অভাব বোধ হ'তে লাগিল। আবার অভিষেকের দিন ১লা মাঘ—কি করে যে আপনি ছাড়া কাজ হবে তাহা চিন্তায় আনিতে পারছি না।"

বাবা—এরা (গৌরাঙ্গদা) ত বুঝে না। বাৎসরিক উৎসবে না যেতে পারলে কি ধাক্কা খেতে হয়. কাকে আর দোষ দেব, আমার দুর্দ্দৈব। নৈলে আমার যদি মনের বল থাকত, আমি ত অনায়াসে চলে যেতে পারতাম, আমি নিজে দুর্ব্বল, পিছনে বল দিবার মত কেউ নেই, কি জানি ঠাকুরের কি ইচ্ছা। রজনীদাকে ডাকালেন।

রজনীদা বল্‌লেন—আজ গেলে হয়। বাবা রাজী হয়ে বল্‌লেন—এক্সপ্রেসে যদি সুবিধা না পাওয়া যায়, প্যাসেঞ্জারে যাওয়া হ'তে পারে, সময় কিছু বেশী লাগবে, আর ত কিছু নয়। প্যাসেঞ্জারে সুবিধা পাওয়া গেল না, কারণ দিনের বেলায় রিজার্ভ মিলে না, কাজেই এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় রহিলেন। আজ ১লা মাঘ, কিন্তু উড়িষ্যার হিসাব অনুযায়ী ২রা মাঘ। সুতরাং তাদের হিসাব অনুযায়ী আপত্তি করিবার কিছুই নাই। যোগিনী আজ উত্তরে। বাবা ম্যাপ্

আনিতে বলিলেন, দেখিলেন—কটকের উত্তর পূর্ব্বে কলিকাতা। সুতরাং যাওয়া চলিতে পারে, শেষে বলিলেন আজ ১লা মাঘ ত্যাগের দিন, গ্রহণের দিন নয়। বৈকালে একটু কীর্ত্তনে বসা যাবে। "কাটোয়ার সন্ন্যাস (গ্রহণের) রহস্যের কীর্ত্তন নিয়ে বসবি।" আজ বুধবার ঘুম হ'তে উঠে ক্ষৌরী হ'লেন। তারপর নিজের পাঠ সারিয়া কীর্ত্তনে বসিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপের রহস্য' বলিলেন। কীর্ত্তনের পর সন্ধ্যারতি হইল। তারপর প্রসাদাদি পাইয়া লরী করিয়া ষ্টেশনে যাওয়া হইল। এক্সপ্রেস আসিল। উড়িষ্যার গভর্ণর আজ কোথা যাইতেছেন, তাই কোন প্রকারে যাওয়া সুবিধা হইল না, আবার লরী করিয়া বাঙ্গালীসাহি মঠে ফিরিয়া আসা হইল।

২রা মাঘ ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে প্রথমে কথা হইল,—আগামী কল্য শুক্রবার প্যাসেঞ্জারে যাওয়া হইবে। তারপর পুলিনদার একখানি কার্ড এলো। ২১।১।৪৭ তারিখে কিছু গোলমালের সম্ভাবনা আছে, একটা দিন ওদিকে কাটিয়ে আসা ভাল। সব ফিরে গেল, কলিকাতা যাবার সঙ্কল্প ছুটিল। নন্দদা বলিলেন—"১১টা বাজিল স্নান করে কাজে বসুন।"

বাবা নন্দদাকে তেল মাখিবার সময় বলিলেন—বেলা হবে না? বিষম পঞ্চম তালে নাচিয়ে নাচিয়ে কোমর ব্যথা করে দিল। তোর বাসনাই পূর্ণ হ'ল। তোরা সব বাক্য-সিদ্ধ হয়ে গেলি, আমি সেই দড়কাঁচাই রয়ে গেলাম। (নন্দদা এবং প্রায় সকলের ইচ্ছা উড়িষ্যায় ঘুরা হ'ক) তারপর বলিলেন—তুর্ল্লভের উপর চাপ পড়ছে, আমার ভাল লাগছে না। আমি বাবাজী নই আমি গৃহস্থ। গৃহস্থালী বুদ্ধি আমার খুব আছে। যা দরকার পড়বে এখানে আমার নিকট হ'তে খরচ কর। তুর্ল্লভকে দরকারের কথা সব জানিও না। তেল মাখিবার পূর্ব্বে আমার চাদর কম্ফোটার জড়ান দেখে বাবা নিজ হাতে ক'রে আমায় চাদর এবং কম্ফোটার ব্যস্ত ভাবে খুলে বলিলেন—এর সঙ্গ গুণের মধ্যে কুড়েমি এসে যাচ্ছে। প্রসাদ পেয়ে উঠেছেন, টেলিগ্রাম এসেছে যে 'পাঠবাড়ীর ললিতদা গত সন্ধ্যায় প্রাপ্তি হয়েছেন।' বাবা—পরপর চারজনের প্রাপ্তি হল। দিদি, রবীণ, বিজয়দা ললিতবাবু। উৎসবের আর একমাস দেরী দেখ এর মধ্যে কত লীলা ঘটে। ফকিরচাঁদ ফিকিরের এক গান আছে,—"আজব তুনিয়া······গানের ভাব (মৃত্যু নিশ্চিত দেখেও লোক নিশ্চিন্ত থাকে)। এসব গান ৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালের। এই পৌষ মাস হ'তে একমাস ধরে ফরিদপুরে কৃষি সম্মিলনী হ'ত, তাতে নানা প্রকার চাষের এক্সজিবিশন হ'ত সেই সময় নানা দেশ হ'তে, বিখ্যাত যাত্রাওয়ালারা এসে যাত্রা করতেন, আমি সেই হ'তে গান শিখি। যাদব বাড়ুয্যে ইনি খুব পারদর্শী ছিলেন এবং মতিরায় ইনি বক্তৃতায় খুব নামজাদা ছিলেন। অমিতাক্ষর ছন্দে বক্তৃতা করা কঠিন, তাই ৪।৫ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করে যেতেন, এই তুই জনের খুব নাম ছিল। এঁরা সমকক্ষ ছিলেন। এই যাদব বাড়ুয্যের দলে ভূষণদাস থাকিতেন, জুড়ী পার্ট প্লে করিতেন।

(জুড়ীর আলখাল্লা গায়ে গান গাওয়া কাজ)। ভূষণদাসের যাত্রা, শেষ যাত্রা প্রহ্লাদ চরিত্র গাইতেন, এরপর যাত্রা উঠে গিয়ে থিয়েটারে দাঁড়াল। আজকাল যাত্রা নেই বললেই চলে। যারা কোন কাজের যোগ্য নয় উড়ো, তারাই আজকাল যাত্রায় যোগ দেয়। আগে ভাল ভাল গুণবান লোক যাত্রায় যোগ দিতেন। বৈকুণ্ঠ, বোঁমাষ্টার, নবীন মাষ্টার, বিহারী পাইন, এরা যাত্রা করতে ফরিদপুরে আসতেন।

সন্ধ্যারতির পর ভদ্রাদাকে নির্জ্জনে ডেকে বলিলেন—বৃন্দাবন হ'তে যে জন্য তোমার দাদাদের আনলাম তার উল্টো হ'ল, আর পিছনে টান। নদের নিমাইয়ের বাৎসরিক উৎসবে না যেতে পারার জন্য যে কত বড় আঘাত, ওরা বোঝে না। ওরা সাধন ক'রে সাধু হয়েছে।

ওরা বলবে ভজন কর। কৃপা-সিদ্ধের নিকট ছাড়া কৃপা পাওয়া যায় না। যে নিজে পতিত সে পতিতের দুঃখ বোঝে এবং সেজন্য তার প্রাণ কাঁদে।

"চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিতের বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশী-বিষে দংশেনি যারে।"

আমায় খানা হ'তে তুলেছে অহৈতুকী কৃপা-স্বভাবে, তাই আমার মনের সঙ্গে ওদের মেলে না। তুমি এক কাজ কর কলিকাতা সবাইকে ফোন ক'রে জান, কি রকম অবস্থা—যাওয়া যায় কি না। এগিয়ে দেবার আমি পেলাম না। দিদিরও সুর তাই ছিল। যদি যদি করে কোথাও যাওয়া হল না। শীল দিদির খুব হিসাব ছিল, শীল-বাড়ীতে থাকা কালে, একদিন উড়িয়া সখী-চরণ এবং বড় হরেকৃষ্ণতে খুব ঝগড়া লেগেছে, কিছুতেই থামে না। তার ফল হল কান্না কাটি, আমার পায়ে পড়লো—'থাকবো না' মহা মুস্কিল। শীল দিদি তখন সখী-চরণকে ডেকে নিয়ে গেলেন—তার মনের মত কথা বলে তাকে ঠাণ্ডা করলেন, বললেন—'ও ছেলে বেলায় ঘর বাড়ী ছেড়েছে, ও কি ছেলেদের মর্ম্ম বোঝে, ওর কাছে যাস্‌নি, এখানে বসে থাক্ একলক্ষ মালা কর আর প্রসাদ পা।' এই রকম রেখেছেন আর প্রতিদিন দেখছেন কতদূর মনের অবস্থা ঠিক হয়েছে। ১০।১৫ দিনের মধ্যে যখন দেখলেন যে ঠিক হয়েছে, তখন বললেন—"কার উপর অভিমান ক'রে চলে যেতে চেয়েছিলি? ওছাড়া তোদের আশ্রয় দেবার আর কে আছে, যা পায়ে পড়গে যা।" তখন এসে আমার পায় কেঁদে প'ড়ল। কি রকম হুঁসিয়ার বল দেখি। শুধু অস্ত্র হাতে থাকলে চলে না, অভয়ও দরকার। সেদিন আমার মনে হয়েছিল—যদি শীল দিদির মত বেটাছেলে কেউ আমার কাছে থাকত আমার কাজের কত সুবিধা হ'ত। আমায় নোট করতে দেখে বললেন—এ-সব লিখে কি করবি। ও যা শুনে তা লিখে, ও যে কি খিচুড়ি ক'রবে তা কে জানে। শেষে সকলে গায়ে থুতু দেবে।

৩রা মাঘ ১৩৫৩ সাল

সকালে উদ্ধবদা এবং বাঞ্ছাদা নদের নিমাই এর উৎসব সেরে ফিরে এলেন, বল্লেন—উৎসব এক রকম করিয়ে নিলেন।

আগামী ১২ই মাঘ ওদের নতুন প্লে 'নসীরাম' হবে, সেদিন আপনি হাজির থাকিলে বিশ্বরঞ্জনদার খুব আনন্দ হয়। বল্‌লেন—কি আর বলবো যেতে না পারার জন্য মরমে মরে আছি।

তখন ঠিক করিলেন—আগামী শুক্রবার গিয়ে "শান্তিপুরে মহাপ্রভুর আগমন" প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করা যাবে। এখান হ'তে পরশু রবিবার ভদ্রকে যাওয়া হবে, সেখানে দু'দিন থেকে বুধবার নাগাদ বালেশ্বর হ'তে "ক্ষীরচোরা" দর্শন ক'রে শুক্রবারের পূর্ব্বে কলিকাতায় হাজির হওয়া যাবে।

পুরুষোত্তমদা আজ বাবাকে এসে বললেন—আমি কি করব? আশ্রয়বিহীন হয়ে কি করে থাকা যায়।

বাবা—ঔষধ খাচ্ছ? রোগ আগে সারিয়ে নাও। আমি তোদের দোষ দিই না। যারা ভেক্ দিয়েছে আমি তাদের দোষ দোব। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্যকরূপে নাশ। অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ, কোথায় তা আছে? তোমাদের তবে কোন হিসাবে ভেক্ দিলে?

অতৃপ্ত সংসার ভোগীর সংসার হয় ধ্যান; তার উপর তোমার দোষ এই যে মোটে সাধু সঙ্গে থাকলে না। স্বতন্তরী হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলে, গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাইলে তিনি কি মানা করতেন? মায়ার হাত হতে এড়ানো কি সোজা? নারদ পর্য্যন্ত ঘোল খেলেন, "পৃথিবীর মধ্যে আছে ঐছে কোন ধীর, যে তোমার মায়া নাটে হইতে পারে স্থির; বড় শক্ত কথা, আমি কি কাপড় ছিঁড়ে পরাতে জানি না? কিন্তু আমার হাতে ওটা আসে না, পরিয়ে এই সব ফল—যারা পরাচ্ছেন তাদের এর ফল ভোগ করতে হবে। উপর থেকে শাসন আসবে। আমায় প্রভু জগদ্বন্ধু কাপড় ছিঁড়িয়ে পরালেন, এক বুড়ো দণ্ডবৎ করলে, আমি সেইদিন হ'তে ছেড়ে দিলাম।

তারপর শ্রীমান (শ্রীরাধারমণ দাসজী) পাগলের সময় জোর ক'রে পরিয়ে দিলেন। আমার ত ইচ্ছা নয়, কিন্তু কি করি। পাগল—কিছু বল্‌লে মার দেবে, মনে মনে বল্‌তে লাগলাম, "যা করছ কর, আমি জানি যে আমি এর যোগ্য নই। এখন বছর ছয়েক আবার ডোর-কৌপীন ছেড়ে কাপড় পরছি।

পুরুষোত্তমদা—এখন কি উপায়? বাবা—এখানে যদি পড়ে থাক তবে কি ঐ দূরের গাছ ধরে উঠবে? এই মাটি ধরে উঠতে হবে। ভেকের অমর্য্যাদা করেছ—ভেক্ ফেলে দিয়েছ। যার কাছে ভেক্ নিয়েছিলে তার কাছে গিয়ে পড়। ভেকের সংস্কার করিয়ে নাও। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে থাক। একা একা থেকো না।

পুরুষোত্তমদা—আবার ভেক্ নেবার আমার ইচ্ছা নাই। রূপসনাতনের জিনিষের অমর্য্যাদা করেছি।

বাবা—তবে আমার কোন আপত্তি নেই, ভেক্ না নিলে কি ভজন হয় না? খুব হয়। আমার বলবার এইটুকু, যদি তোমার সংস্কার করতে হয় তবে যার কাছে আগে নিয়েছিলে তার কাছেই সংস্কার হবে—আর না নাও তো বেশ, ভজন কর, "অনুতাপ থাকা চাই। অন্যায় করেছি এ বোধ থাকা চাই।"

মাধাইকে জিজ্ঞেস করা হল—আর পাপ করবে? উত্তর—আর নারে বাপ, ভাবটা আসা দরকার। অনুতাপ এলেই সব হয়ে যাবে।

তুল্লভদার অসুখের সময় মুন্সীদার সঙ্কল্প ছিল—তুল্লভদার জন্য একটি অষ্টপ্রহর করবেন। এ খরচ সব মঠের। এই একাদশীর অষ্টপ্রহরটি সেই হিসাবে হবে। আজ অধিবাস করতে হবে।

বাবা—খুব ভাল কথা আমার মনে হচ্ছে—মহাপ্রসাদ কিছু আনিয়ে নাও।

বাবা—গতকল্য সত্যানন্দ ননাকে পুরীর মঠসমূহের খবর আনিবার জন্য পাঠিয়েছিলেন আজ খবর এনেছেন সব ভাল। নন্দবাবু বেশ ভাল কাজ করছেন। বাবা—"এ সব খবর পেয়ে অনেকটা শান্তি পাওয়া গেল।" যত গোল পাঠবাড়ী নিয়ে, বুদ্ধিই খারাপ, জমি দেখবে কে? কাজে হাত দিলে কাজই বুদ্ধি দেয়।

আমি যখন বাড়ী ছাড়ব তখন দেখি মোটে পালাবার সুবিধা নেই, ভীষণ কড়া পাহারা দিচ্ছে। রাত ১২টা পর্য্যন্ত সদা সর্ব্বদা সঙ্গে লোক পাহারা দিচ্ছে, পায়খানা যাব সেখানেও তিনজন লোক। রাত্রে শোব সেখানেও লোক সঙ্গে, মনে হ'ল এর ব্যবস্থা করতে হবে। তখন পাড়ার মেয়ে মহলে মিশতে লাগ্‌লাম এবং বলে বেড়াতে লাগ্‌লাম, বাতুলের সঙ্গে কে আবার যায়? এমন সুখে আছি, এ ছেড়ে কোথায় যাব। এরপর একটু পাহারা কমল, ক্রমে রাত ৮।৯ টায় বাড়ী ফির্‌তে লাগ্‌লাম। একদিন রাত ১১টায় ফিরে দেখি যে খুঁজবার জন্য লোক পাঠাচ্ছে, তখন বল্লাম—তোমাদের ত ভারী অবিশ্বাসী মন। "যদি যাব মনে কর্‌তাম তবে তো এতক্ষণ রাজবাড়ী ষ্টেশনে পৌছাতে পার্‌তাম।" এই শুনে কড়া নজর আর রইল না, আমি সুযোগ বুঝে সরে পড়্‌লাম।

বুদ্ধি আপনি আসে, এরা মোটে জমির দিকে এগুবে না। দুঃখ ভোগ আমায় কর্‌তে হবে।

বিধুর দেশে সাঁওতাল বলেছিল—সরষের মধ্যে ভুত ঢুকেছে ভুত কি করে যাবে? এখন হাড়ে হাড়ে সেটা ভোগ হচ্ছে। সাঁওতালটি স্পষ্ট বলেছিল—যারা আশে পাশে থাকে তারাই ব্যাধির কারণ, নৈলে এত নাম কীর্ত্তনের মধ্যে রোগ কি রে বাবা, দশেন্দ্রিয় করে পাপ জীবের গলায় দড়ি, খুব খাঁটি কথা।

দুপুরে প্রসাদ পেয়ে বলিলেন—রাসবিহারী মঠের সেবার ধারার কথা মনে হওয়ায় কদিন মনে অশান্তি আসছিল। কেন এরকম ক'রছে? এতে ত বাবাজী মশাইকে সুখ দেওয়া হচ্ছে না। আজ একটা সমাধান পাওয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের 'ব্রজলীলা' 'আর' 'দ্বারকালীলা'। দ্বারকা লীলায় শুধু ঐশ্বর্য্য। রাসবিহারী মঠ হ'ল বাবাজী মশায়ের দ্বারকা বিহার। এই মনে নিয়ে সেখানে দর্শন ক'রতে গেলে আর দুঃখ পেতে হবে না।

বৈকালে রঘুনাথজীর মন্দিরে কীর্ত্তনের কথা। সেখানে বাবা গিয়ে রঘুনাথজীর গোধুলি আরতি সারিয়ে কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনের পর সেখানে গৌরাঙ্গদার বক্তৃতা হ'ল। বাবা কীর্ত্তন সেরে এসে, মঠে আরতি দর্শন কর্‌লেন। তারপর নিজের পাঠে বস্‌লেন। এদিকে অধিবাস কীর্ত্তন উদ্ধবদা কর্‌লেন। কীর্ত্তনের পর বাবা বল্‌লেন। হরির লুট কই? নেই। কেন দেওয়া হয় না? নগর কীর্ত্তনের পর দেওয়া হয়। বাবা এতদিন নবদ্বীপে যাচ্ছ, দেখনি কি হয়? পদে যে গাওয়া হল "এস এস হে বৈষ্ণবগোসাঞি" তারা কি এসে না খেয়ে চলে যাবেন? তাঁদের আদর অভ্যর্থনা কর্‌তে হয় না। দুর্লভদা—প্রসাদ পেতে সকলে বসবেন। বাবা তোমাদের এখানে অল্প লোক এসেছেন প্রসাদ পেলেন। যেখানে বেশী লোক হবে সেখানে ত পঙ্গত কর্‌তে পার্‌বে না। তাই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা দরকার। হরির-লুট বাতাসা বা সন্দেশ বা যা হোক কিছু ভোগ লাগিয়ে, দেবার জন্য রাখতে হয়।

তারপর বাবা ঘরে এসে বলতে লাগলেন—জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। জিনিষের অনুভূতি নেই। রসগোল্লার ব্যবস্থা করতে—কিরূপে হয় জানা নেই—গায় মাখতে হয় কি, কি করতে হয়, এই চিন্তায় আছি। যে জানে সে এসে বলিল—'বিষ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো' শুনে ফেলে দিলাম, সে কুড়িয়ে নিয়ে খেয়ে নিল।

আমরা ভগবৎ সম্বন্ধে জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করছি—কিন্তু অনুভূতি না থাকায় ভোগে আসছে না,—চিত্রপটে ঠাকুর বুদ্ধি নাই। যাঁরা সব ভোগ মালায় আছেন তাঁরা কি চৌষট্টী মহান্তের ভোগে আসেন না? আসেন, কিন্তু আমরা সে বুদ্ধি রাখি না। তাই বস্তু ভোগ হয় না। বৃন্দাবন লীলায় 'চিত্রপটে' প্রথম মিলন ঘটে। একবার ঝাঁজপিটা মঠে সিঁড়ির নীচের ঘরে বিজয় ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি রাসের চিত্রপট (পাতলা কাগজে ধ্যব্ড়া চিত্রপট বিক্রী হয়) বাহির করে দেয়। বাবাজী মশাই ত সেজন্য বিজয়কে পুরী হইতে বাহির করে দিয়ে তবে গিয়ে শান্ত হন। তাঁর চিত্রপট বুদ্ধি ছিল না। আমাদের কিন্তু সে বুদ্ধি নাই, তাই করছি সব, কিন্তু মাল হাতে আসছে না।

গোসাঞিরা যে অত গ্রন্থ লিখে গেলেন—তা কি জন্য? কিসে অপরাধ হয় এসব দেখিয়ে দিয়েছেন। অপরাধ হ'তে আত্মরক্ষা করে থাকলে তবে ত মাল হাতে আসবে? লাভের জন্য

ভাবতে হয় না। অপরাধ হতে বাঁচবার উপায় জানা চাই। "অনিন্দুক হইয়া সকৃৎ কৃষ্ণ বলে" অনিন্দুক হতে হবে।

শ্রীগুরুদেব আমাদের পাঁচ গুরুভাইকে কিছু করতে বলেছেন। আমি আমাদের মধ্যে একজনের কাজে দোষ দেখলাম এর অর্থ আমি ঠিক করেছি, তোমার হচ্ছে না। নিজে গুরু সাজলাম। সর্ব্ব নীচে না থাকলে ভক্তি বজায় রইল না। সকলেই বৈষ্ণব। দাস গোস্বামী কি লিখে গেলেন? সুদুরাচার হলেও যে দিনান্তে একবার কৃষ্ণ বলে সেইখান হ'তে বৈষ্ণব আখ্যা আরম্ভ হল। সেখানে অবজ্ঞা এলে নিজে অপরাধী হল। তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু পূর্ব্বে কৃপা পেয়েছেন, তিনি তোমার পূজ্য। শ্রীরূপ গোস্বামী আগে মহাপ্রভুর কাছে এসেছিলেন বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—সনাতন গোস্বামী শ্রীরূপ গোস্বামীকে গুরুজ্ঞান করলেন আমরা তা করছি না, অপরাধ আসছে। কবিরাজ ঔষধ খেতে বলছেন, নিরন্তর আমি সকাল সন্ধ্যায় খেলাম, তাহাতে যদি কাজ না হয়, তার জন্য কি কবিরাজ দায়ী। ঔষধ ঠিক মত খাব না কুপথ্য ছাড়ব না, কিসে রোগ সারবে? জীব মাত্রেই কৃষ্ণদাস। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' সুতরাং 'বৈষ্ণব' সে ভজন করুক আর নাই করুক তার দোষ দেখা আমার অপরাধ। তাই বাবাজী মশায় কথায় কথায় বলিতেন—"ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুকুরান্ত করি দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।" কুকুরের মহোৎসব করে গেলেন। কি দেখালেন? কুকুরের মধ্যেও মহাপুরুষ থাকেন—এখন কোন্ কুকুরের মধ্যে আছেন তাহা জানা নাই সুতরাং কাহাকেও—অবহেলা ক'রলে চলবে না। ভক্তির পথ বড় কঠিন, সাত হাত পাকের নীচে রাস্তা। আমায় বলে গেলেন "কেউ দোষের কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবে।"

বলছেন কে? 'কৃষ্ণ', কৃষ্ণের সর্ব্বত্রই আসন আছে। তিনি কোন আসনে বসে সাবধান ক'রে দেবেন,—তাতো বলে দেননি। সুতরাং গোস্বামী-সন্তান বা গুরুজনদের কথা নেব, আর অন্যের কথা শুন্‌ব না এ চলবে না।

রঘুনাথদা—লোকের দোষ চোখে পড়বে—অথচ সেগুলিকে অন্যরকম ভাবে দেখা বড় কঠিন। বাবা—কঠিন বলে কি করা যাবে? চেষ্টা করতে হবে। অফিসের বড়বাবুর মন যোগাবার জন্য কত খাটছ, আর এ পথের প্রবেশের দ্বারে সাইন বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা (অক্ষর) আছে—"তৃণাদপি…হরিঃ।" যাজনের জন্য কি এক আনা চেষ্টা করছ?

শ্রীনাম চলিতেছেন। পদ্মচরণ বাবু একজন বড় অফিসার তিনি এখানে বাবাজী মহাশয়ের আসার খবর পেয়েও এতদিনের মধ্যে একবার দেখা করতে আসেন নি। বাবা তাঁকে খবর দেওয়ার কথা কয়েকদিন মাঝে মাঝে বলছেন; আজ সকালে বল্‌লেন—সংসারী লোকের এ পথের টান কমে বাড়ে, এ স্বাভাবিক। সে হিসাবে পদ্ম'র আমাদের কথা ভুল হওয়া কিছু অন্যায় নয়। তবে আমাদের কর্ত্তব্য আছে তো। পরমার্থ রাজ্য শুধু অর্থকরী সম্বন্ধ

নিয়ে এর কারবার নয়। কতদূর ভগবদ্ উন্মুখী হ'ল, এ দেখা দরকার। লোক পাঠাও, "এ কয়দিন তুমি আমার আসার খবর পেয়েও দেখা ক'রতে না আসায় অশান্তি পাচ্ছি।" তারপর বলিলেন—রমানাথকে দিয়ে খবর পাঠালে হবে না। ও ভয়েই অস্থির, তাকে খবর দেবে কি? আমার সঙ্গে তার বড় পোষ্টের ত সম্বন্ধ নয়, আমি ভয় পাবো কেন? আমার সম্বন্ধ নিয়ে, আমি জোর করে কথা বলব, আমার নামে চিঠি লিখে পাঠাও। পদ্মচরণ বাবুর বাড়ী কালী গলির নিকট। বাবা বলিলেন—ঠিক হ'য়েছে, আমার মনে হচ্ছিল—শ্রীচরিত-সুধার প্রসঙ্গ পড়া হ'ল, চোখের জল ফেলা হ'ল। কিন্তু একবার সেই লীলাস্থানে বিনোদজীকে দর্শন ক'রতে যাওয়া হয়নি ত! কথার সঙ্গে কাজের মিল কই? আজ বৈকালে বিনোদজীকে দর্শন ক'রে মা কালীর দর্শনে যাব। পদ্মচরণের বাড়ী আমি নিজে ঘুরে আস্‌ব। রজনীদা,—তবে আর চিঠি লিখতে হ'বে না। বাবা—চিঠিও লেখ, আমি আমার সুবিধামত যাব। চিঠি পেলে সে একা আসবে। তার বাড়ীর সকলে তো পাবে না। তাদের আপশোষ থেকে যাবে। তোমরা ত গৃহস্থালী করনি আমার গৃহস্থদের নিয়ে কারবার, সব রকম হিসাব মাথায় রেখে কাজ ক'রতে হয়।

ভদ্রকের ভাগবত বাবুর নাতি (বড়ছেলের ছেলে) নিত্যানন্দ এসে দুঃখ ক'রলেন—আপনাকে যেতে বলতে ত সাহস পাই না। কারণ, ন'কাকার মধ্যে বিলাতী ভাব তেমন না ঢুকলেও যতটুকু এমুখো আমরা চাই ততটুকু তিনি নন। বাবা—বৎসরের মধ্যে তিনবার ঐ বাড়ীতে উঠা হ'য়েছে। ওখান হ'তে কণ্টাবাড়ী প্রভৃতি যাওয়া হ'ত। এখন আমার যাওয়া হ'য়ে উঠে না। আর নন্দ আগে ২।১ মাস কাটিয়ে যেত, সে ওখানে যায় না। ভাবের আদান প্রদানের স্রোত না রাখলে অন্য রকম হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। দোষ ত আমাদের। আমাদের সে স্রোত বজায় রাখা কর্ত্তব্য। ঐ বাড়ীতে কত কিছু হ'য়েছে বলে বাবা—কাঁদ কাঁদ হ'য়ে গেলেন। ভাগবত বাবুর মেয়ে মুকুন্দ বাবুর স্ত্রী এখানে কটকে আছেন। তাঁকে বাবার আসার খবর দেওয়া হয়নি বলে মুসীদাকে বাবা ডেকে বল্‌লেন—এ তোমাদের অন্যায়। একবার সকলের সঙ্গে দেখা হলে শান্তি। এই যে জগন্নাথ (কণ্টাবাড়ীর) পুরীতে এলে দেখা হ'য়ে গেল, এতে মনটা ঠাণ্ডা হ'ল। সে ত স্পষ্টই ব'লে গেল—"আমরা ক'বে ধরেছি, যে ছাড়ছি। আপনারাই আমাদের ছেড়ে দিচ্ছেন," কথা সত্য।

শ্রীনামেতে নারায়ণদা কুঞ্জভঙ্গের সুর পাল্টালে, বাবা নিজে গিয়ে বলিলেন উদ্ধবের রোগ সুর পাল্টানো। তোদেরও ত ধরেছে। সোজা সুর ধর। ব'লে ধরিয়ে দিয়ে চলে এলেন। দুপুরে সাকার প্রসাদ পেয়ে উঠেছেন। লজ্জাদি একটি মালা নন্দদাকে দিয়েছিলেন—বাবাকে দিবার জন্য। বাবা মালাটি হাতে নিয়ে বলিলেন—এ মালা যদি আর কাউকে দিয়ে দিই? আপনার যাতে সুখ হয় তাই করুন। বাবা—কথাটা ভিতর থেকে এল না। এখনও

নিষ্কাম প্রেমের গন্ধ নেই। খুব জোর বৈকুণ্ঠ যাবে। ব্রজ-রমণীদের যা কিছু সজ্জা সব কৃষ্ণ-সুখৈক তাৎপর্য্য, বটু-মল্লিকের বাগান বাড়ীতে বাবাজী মশায়ের নিউমোনিয়া হ'য়েছে, একদিন বলছেন—কেশে কেশে অস্থির হচ্ছি, তোদের একটু চরণামৃত দে, সেরে যাবে। করুণা হড়-হড়ে স্বভাবের, তাই বলে ফেলেছে—এ কি কখন হয়। করুণা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। দিদি চাপা স্বভাবের কিছু বলেননি। তখন বাবাজী মশাই বল্লেন—"তোরা যে গোপী হবি। সেই সাজে সেজেছিস্ যে, এই কি গোপী-স্বভাবের পরিচয় ?"

৪ঠা মাঘ ১৩৫৩ সাল

বাবা বিকালে ঘোড়ার গাড়ী ক'রে দর্শনে গেলেন। সঙ্গে গৌরাঙ্গদা, তুল্‌্সীদা, নন্দদা ও আমি। রাজকিশোর বাবুর যে বাড়ীতে শ্রীশিব আছেন সেখানে গেলেন। জগন্নাথ বাবুকে (তখন অনুপস্থিত) দেখা ক'রতে যাবার জন্য ব'লে দিলেন। তারপর বিনোদ-বিহারীর দর্শনে গেলেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রতে ক'রতে বাবা বল্‌লেন "সেবককে খবর দাও।" তুল্‌সীদা 'খবর দিয়েছি আলো নিয়ে আসছেন।' বাবা আলো আনবার পূর্ব্বে, এবং দর্শনের পূর্ব্বেই প্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রে হুঙ্কার ছাড়লেন। তারপর আলোতে ঠাকুর দর্শন ক'রলেন। সেবককে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"যিনি মাঝে আছেন তিনিই কি বিনোদবিহারী ? উত্তর—হুঁ।।

বাবা—এই তোমাদের দাদুর লীলা স্থান। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ কর্‌লেন।

গরুড়স্তম্ভের গরুড়ের দিকে নজর পড়লে,—জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"ইনি কত কাল হতে আছেন ?" উত্তর বরাবরই আছেন। বাবা তখন কাঁদো কাঁদো হ'য়ে গেলেন। তারপর কালী মন্দিরে আসা—হ'ল। তারপর পদ্মচরণ বাবুর বাড়ীতে—বাবা বাড়ীর ভিতরে গেলেন। ইনি উড়িষ্যা গভর্ণরের সেক্রেটারী, প্রায় দেড় হাজার টাকা .৫০০ (টাকা) মাহিনা পান। দিনরাত দপ্তরের গাদার মধ্যে পড়ে আছেন; অন্য চিন্তার আদৌ সময় নেই। বাবা আরতির সময় হ'য়েছে ব'লে উঠলেন। পদ্মচরণ বাবুকে ব'ল্‌লেন—তুমি চল। পদ্মচরণ বাবু নিজের মোটরে বাবাকে নিয়ে মঠে এলেন। সন্ধ্যারতির দর্শনের পর বাবা পাঠে বসলে ইনি চলে গেলেন। ইতিমধ্যে জগন্নাথবাবু এলেন। বাবা পাঠ শেষ হ'লে তাঁর সঙ্গে কতপ্রকার ভাগবত প্রসঙ্গ ক'রলেন, তিনি তো গলে গেলেন। কণ্টাবাড়ী যাবার খুব সুবিধা হ'য়েছে। একেবারে কণ্টাবাড়ীর পুর্ব্বদিকে পর্য্যন্ত মোটর বাস যাচ্ছে। বাবাকে একবার যাবার জন্য জগন্নাথবাবু বল্‌লেন। বাবা রাজী হ'লেন। বাবা পরে বল্‌লেন—দেখ ১০।১২ বৎসর পরে আবার যদি যাওয়া হয়। সেখানে তিন বৎসর অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় কাটোয়া "উদ্দীপনে সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা" উদ্দীপন হ'য়েছিল। তাতে খুব কান্নাকাটি হয়, প্রায় ২ দিন ধরে কান্নার জের মিটত না তাই তারপর বৎসর মায়ের সঙ্গে মিলন পর্য্যন্ত গাওয়া হ'ল। এক শতের বেশী ভোগ লাগান হ'ত। রাধেশ্যাম বাবুর খুব সেবাগত প্রাণ ছিল।

কৃষ্ণদাকে বাবা হরিবাসর কীর্ত্তন ক'রতে আদেশ করলেন। বাবা রাত্রে সাকারপ্রসাদ পাবার সময় মুসীদাকে ও গোকুলদাকে ডেকে বল্‌লেন—একাদশীর দিন একাদশী ব্রত করতে হ'বে এবং অষ্টপ্রহর ক'র্‌তে হবে যেখানে থাক না কেন, এ সময়ে হাজির হয়ে এটি ক'রতে হবে। "সঙ্কল্পই কল্পদ্রুম।" মনে মনে স্থির কর যে অষ্টপ্রহর ক'রব, দেখবে কোন অভাব হবে না। নামই নিজের লোকজন 'টাকা' যোগাড় ক'রে নেবেন।

মুসীদা প্রভৃতি রাজী হ'লেন। বাবা প্রসাদ পেয়ে উঠে বল্‌লেন—আজ 'জগাই-মাধাই' উদ্ধার হ'ল। আমি মনে ভাবলাম—পদ্মচরণবাবু ও জগন্নাথবাবুকে লক্ষ্য করে কথাটা বলছেন। জিজ্ঞাসা করলাম কোথায়? মুসীদা—নদের নিমাইএ আজ জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলা অভিনয় হ'ল। বাবা থাকিস্ কোথা। আকাশে?

৫ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

বাবা আজ সকালে "ভজ নিতাই গৌর" নাম নিয়ে একটু ঘুরে এসে উদ্ধবদাকে দিয়ে "ভাল নাচে গোরা" গাইয়ে নিজে "দধি কাদা" ক'রলেন। কথা ছিল আজ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর সীতানাথের ঘরে আগমন প্রসঙ্গ একটু গাইবেন। কিন্তু আজ আবার প্যাসেঞ্জারে যাবার কথা তাই বল্‌লেন—কীর্ত্তন না ক'রে পাঠের ব্যবস্থা কর। আমায় পাঠ করার আদেশ করিলেন; বললেন—'গৌর' ব'ললে নাক মুছবে—দেরী হ'য়ে যাবে, ওর কিছু ক'রতে হবে না—তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। মহাপ্রভুর ঘরের সামনের বারান্দায় পাঠ হ'ল। জয়গোপালবাবু D.S.P. এবং জগন্নাথবাবু M.L.C. ছু'জনে মিলে একটা কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করে দিলেন। এদিকে পুরীর নারাণবাবু পুলিশ দিয়ে একটি কামরা খালি আনছেন,- বাবাকে তুলে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য। সে গাড়ীতে 'বন্ধ' (লক) ভাল না থাকায় বাবা রিজার্ভ কামরাতেই এলেন। ট্রেণে ব'সে কিছু প্রসঙ্গ হ'ল।

আমার নোঙ্গরামি সম্বন্ধে বাবা বল্‌লেন—যখন পেটে ছিলি তোর মা মুসলমান পাড়ায় ছিল, এবং সেইরূপ ম্লেচ্ছ আচার চিন্তা করায় তোর স্বভাব এসেছে। (বল্লেন) হাসি নয়, বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। শুকদেব প্রভু ভূমিষ্ঠ হ'য়েই সব ত্যাগ ক'রে চল্লেন। এ বৈরাগ্য কোথা হ'তে পেলেন? স্বীকার করতে হবে তাঁর মা তাঁকে গর্ভে নিয়ে ঐ সব চিন্তায় ডুবে ছিলেন। তাই নিয়ম আছে—গর্ভবতী মেয়েদের সৎপ্রসঙ্গাদি করার জন্য। আজ কাল এ সব না মানার জন্য ছেলেরা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তি নিয়ে আসছে। সর্ব্বনাশ হচ্ছে। পূর্ব্বসূত্র স্বীকার করতেই হবে। এই আমার কথা দেখ না—আমার দাদাদের নাম যতীন্দ্র, দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র হঠাৎ রাধিকা নাম ছিট্‌কে বেরিয়ে এল কেন? কিছু কারণ পূর্ব্বজন্মের স্বীকার ক'রতে হবে। আমার ঠাকুরদার নাম ভগবন্নামের সঙ্গে মিল ছিল। রাম-কানাই এবং ছেলেদের নাম দুর্গাচরণ, তারিণী-চরণ প্রভৃতি মার নামের সম্বন্ধ নিয়ে। আমি অষ্টম গর্ভের। আমার পর ২ বৎসরের এবং

৫।৬ বৎসরের ছোট দুই ভগ্নী, বাবা আবগারী দারোগা ছিলেন। ফরিদপুরেই 'বৎসরভোর' থাকতেন। কেবল পূজার ছুটির সময় ৮।১০ দিন বাড়ীতে যেতে পেতেন। রাজা রাজবল্লভের (বৈদ্য) কীর্ত্তি ডুবিয়ে দেবার জন্য পদ্মার একটি শাখার নাম কীর্ত্তিনাশা। সেই কীর্ত্তিনাশার পারে আমাদের দেশ ছিল কোঁয়ারপুর আমার মামার বাড়ী ছিল নীথলিতে। ফরিদপুরে জ্যাঠা-মশাই কালেক্টরীতে সেরেস্তাদার ছিলেন। ৫।৬ জন পেয়াদা নিত্য খেত। প্রায় ৪০ খানি পাতা প্রতি বেলায় ফরিদপুরের বাড়ীতে পাতা হ'ত। বৎসরের ২ বার কোঁয়ারপুরে আমরা যেতাম। বাড়ী ছাড়ার ৩ বৎসর পরে একবার গিয়ে ছিলাম। আর যাই না। এখন সেখানে ভিটে মাত্র আছে, বাড়ী নেই। তাই ফরিদপুরে বাসা বাড়ী হ'ল। বাড়ীটি কেনা হ'ল। পরে তার সম্মুখের অর্দ্ধেকটি উকিলবাবুকে বেচে ফেলা হ'য়েছে, পিছনের অর্দ্ধেকটি যেখানে আমাদের থাকবার ঘর ছিল,—আমার বড় দাদার ছেলে বিধু আছে।

ঘোষালদা গৌরাঙ্গদার নিকট এক পত্রে জানিয়েছেন বাবার ডায়েরী যা লিখেছি ছাপাব। বাবা শুনে বল্‌লেন "ছিঃ ছিঃ, ওকি মানুষ। বাবাজী মশাই কর্ত্তৃক যে সুরেন্দ্র, ভবেদ্রকে ত্যাগ করার কথা আছে তা এই কারণে ; অবতার খাড়া ক'রতে চেয়েছিলেন। এই রাসবিহারী মঠের সূত্র হ'লেন—নবদ্বীপদা। তবে রাসবিহারীর প্রসাদ বাবাজী মশায়ের কাছে যাবে না প্রভৃতিকথাগুলি নবদ্বীপদার কথা বলে আমার বিশ্বাস হয় না। দিদি রাসবিহারী মঠে থাকাকালে এই দলে ছিলেন, তাই নবদ্বীপে পরে এক লম্বা চিঠি দিদিকে এরা পাঠিয়েছিল। "দিদি! আপনিই এরূপ সেবা প্রকাশের কথা ব'লেছিলেন। এখন কেন অন্যরূপ ব'ল্‌ছেন—ইত্যাদি।" দিদির প্রথমে এ সুর ছিল। প্রথম বৎসর সূচক কীর্ত্তন আমায় ক'রতে দেননি, সূচক কীর্ত্তন সে বৎসর ছাপিয়ে এল। রাধাকৃষ্ণবাবুর রচনা, কিন্তু ছেলেদের যাঁরা গাইবে রান্নার দিকে টেনে নিলেন, তখন পূজারী রান্না করত না। আমার খুব ধাক্কা লাগে, সেই দিনই আমার অসুখ হয়। এখনও মুখে যে সব বসন্তের দাগ একটু একটু আছে। তারপর আমি বল্‌লাম—"যদি সূচক কীর্ত্তন না ক'রতে দাও আমি উৎসবে যোগ দেব না, আমি যেখানে প্রাণ খুলে তাঁর কথা ব'লতে পাব সেখানে যাব"—তখন রাজি হ'লেন। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বের সুর পরিবর্ত্তন হ'ল। যাবার কিছু দিন পূর্ব্বে মুখ তাকিয়ে সেবার কথা বলে গেলেন। 'সেবা' কি ঐশ্বর্য্যে হয়। উপাসনা, 'সম্বন্ধ নিয়ে'। পূর্ণ ভগবান এবিশ্বাস প্রথমে হ'লে শান্তিভাব আসে। তারপর সে কথা ভুলে গেলে সম্বন্ধে প্রবেশ হয়, তখনই 'সেবা', সেখানে ঐশ্বর্য্য টানলে বিরোধ হয়। ধনেশ্বরের বাঞ্ছা এবং কানাইকে একথা সেদিন বলায়, কানাই বল্‌ল কথা ত ঠিক, "ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি।" শ্রীচৈঃ চঃ গ্রন্থে আছে। আমি গিয়ে চেষ্টা ক'রব সেখানে মাঝখানে বাবাজী মশাই এবং দুইধারে নিতাই গৌর, তিনটি পারশ ভোগ লাগে। বাবা—দেখ যদি এর পরিবর্ত্তন হয়। বৃন্দাবনের যে অষ্টকালীয় স্মরণের চাল উঠেছে, তাঁদের নিকট কৃষ্ণের ভগবত্তার উপর একটু কটাক্ষ ক'রে দেখো

যে ফোঁস ক'রে উঠবে, কি স্মরণ করেন জানি না। লীলা স্মরণ কি ভগবানের হয়।—শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা স্মরণে শুদ্ধ মাধুর্য্য রস আছে। সকালে গঙ্গাস্নান ক'রে এসে নারায়ণের পূজাদি ক'রে প্রসাদ সেবা প্রভৃতি, এই ত ঠিক। উড়িয়ায় কত ভাল ভাল পদ আছে। তার ভিতর কিন্তু ঐশ্বর্য্যের দোহাই আছে।

গৌরহরিদা—শ্রীমদ্ভাগবতে রাস-পঞ্চাধ্যায়ের মধ্যেও তো ঐশ্বর্য্যের কথা—গোপীদের মুখে পাওয়া যায়। গৌরাঙ্গদা বুঝালেন, সে সব শ্লেষ অর্থ—গোপীর বেটা হ'লে তুমি উদাস হ'য়ে ছেড়ে যেতে পারতে না তুমি পরমাত্মা ইত্যাদি।

বৈতরণী রোডে আসা হ'লে বাবা বল্‌লেন—যেবার পুরী যাবার সময় লাইন খারাপ হয়, সেবার এখান হ'তে হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রকে যাই, পাল্কী খুঁজতে খুঁজতে ভদ্রকে পৌঁছে যাই। আজ কটক হইতে আসবার পূর্ব্বে বাবা পুরীতে এরূপ একটি চিঠি লেখালেন। "শ্রীমান্ নন্দভায়া (শ্রীহরিদাস ঠাকুরে ইনি এখন আছেন রাণাঘাটে বাড়ী) তোমার পত্রে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবার সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। ঝাঁজপিটা মঠের বংশীদাসের—এবং বন্ধু মঠের নিতাই দাসের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব অহৈতুকী-কৃপার স্বভাবে যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া যখন হরিদাস ঠাকুরের সেবারূপ অমূল্য রত্ন দান করিয়াছিলেন, তখন শ্রীসেবা সম্বন্ধে যাহা মনে জাগিয়াছিল—জানাইতেছি, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবক স্বয়ং মহাপ্রভু। প্রকট লীলায়—নিত্য দর্শন দিয়া এবং সিদ্ধ-বকুল-রূপে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া, অপ্রকট লীলায় শ্রীদেহ কাঁধে করিয়া নাচিয়া, সমুদ্র জলে স্নান করাইয়া, সিংহদ্বারে ভিক্ষা করিয়া, উৎসবে নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া শ্রীভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীগুরুকৃপা-প্রেরণায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবা করিতে গেলে নিত্য শ্রীগম্ভীরানাথের নিকট শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সেবা-শক্তি প্রার্থনা করিয়া সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে পরমানন্দ লাভ করিবে, অধিক আর কি লিখিব। শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায় জানাই—

শ্রীহরিদাস ঠাকুর হন,
জগৎসেব্য গৌরের সেব্য ধন।
শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরিয়া,
সেবাসুখে সদা থাক মাতিয়া।
শ্রীসেবা—ভাগ্য নাই মুঞি অভাগিয়া,
সুখী হব সুসেবা বার্ত্তা পাইয়া।

ইতি—

বাউদপুরে নামা হ'ল, রিটায়ার সাব্‌জজ্ বৈদ্যনাথবাবুর বাড়ীতে উঠা হ'ল। রাত্রে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"নরেন্‌বাবুর বাড়ীতে মৃত অশৌচ হওয়ায় এ বাড়ীতে উঠা হ'ল

এ বাড়ীতে কি পূর্ব্বে উঠেন নি? বাবা—পূর্ব্বে আসা হ'ত—নরেন্‌বাবুর বাড়ীতে বছর তিনেক উঠা হয়েছিল। এখানকার শ্যামচাঁদ ঠাকুর বাড়ী—আমি বরাবর দেখে আসছি, পুরাতন সেবা।

৬ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে বাবা গৌরাঙ্গদা প্রভৃতিকে বলিলেন—এখন গৌর কোথায়? কি ভোগ ক'র্‌বে? শান্তিপুরে গৌর আগমন চিন্তা এইত এমন ভোগের রাস্তা, নৈলে আকাশ কুসুম চিন্তা করে কি হবে? প্রভাতী কীর্ত্তন হচ্ছে, বাবা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে ব'ল্‌লেন, পরম আনন্দ পেলেন। নিজ ঘরে প্রাণনাথকে পেয়ে সীতানাথের আনন্দ আর ধরে না, লীলায় যোগমায়া শ্রীঅদ্বৈত ভাব ভুষণে ভূষিত। অদ্বৈতমুখে ধ্বয়া শুনি—ভোগের স্বভাব জাগিয়া উঠিল। অদ্বৈত নাচে পাইনু বলে, প্রাণ গৌর বলে কোথা পাব গেলে। এখানে প্রশ্ন করলাম—যোগমায়ার যদি বাৎসল্য রস হয় তবে শ্রীরাধার পদ "কি কহব রে সখী" কি করে তার মুখে শোভা পায়? গৌরাঙ্গদা—শুধু বাৎসল্য নয় যদি তা হ'ত তা'হ'লে যুগলের মিলন ঘটান প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি থাকেন কি ক'রে?

বাবা—শোন পৌর্ণমাসীর মনে মধুর-রস ভোগের লালসা জাগা খুব অসম্ভব নয়, আজ তাহা পূর্ণ হ'ল। আর যদি সম্পূর্ণ মঞ্জরীর আবেশ ধর, তা'হ'লে কোন গোলমাল উঠে না। ভোগের মধ্য হ'তে সে কথা প্রকাশ পাচ্ছেন, তাতে ভুল থাকতে পারে না। শ্রীঅদ্বৈত 'পেয়েছি' বলে নাচ্ছেন। গৌর আমার অদ্বৈতের মিলনানন্দে কৃষ্ণ বিরহ কিছুক্ষণ ভুলে ছিলেন। এখন অদ্বৈতের 'পেয়েছি' শব্দে মনে জেগে গেল কই পেলাম না, বড় সুন্দর কথা। গৌরের সন্ন্যাস বেশ দেখে গৌরগণের কেন সুখোদয় হ'ল? এ সম্বন্ধে বলছেন—ও ত সন্ন্যাস বেশ নয়—বেশরূপে নিতাই হয়, তাইতে গৌরগণ সুখ পায়। প্রভু নিজগণের সহিত কৃপাদৃষ্টিতে হাসিয়া মিলিলেন। এখানে বলছেন—ও ত হেসে কৃপাদৃষ্টি নয় "সবারে নদীয়া-বিহার-রূপ দেখায়।" আচার্য্য-মন্দির বৈকুণ্ঠ পুরী হ'ল। এখানে বলেছেন—কবিরাজ রাখেন হৃদে পুরি আপন মনের কথা। বলেছেন জগজন মুখ হেরি 'শান্তিপুর' বৈকুণ্ঠপুরী। কবিরাজের মনের কথা শান্তিপুর নদীয়াপুরী—সেই শান্তিপুর নাম ধরে—জড়াজড়ি মূরতি যেখানে বিহরে। শেষে বল্‌লেন—প্রেমময় নিত্যানন্দরায় কৌশলেতে গৌর দেখায়—"গৌর দেখে নিতাই-কৃপাবলে আই সঙ্গে নদীয়াবাসী সকলে।" "তাই ত আমার নিতাই-রতন গৌরগণের প্রাণধন।"

কীর্ত্তনের পর বাবা তেল মাখতে মাখতে বল্‌লেন—তোমাদের দাদুর ভঙ্গি মন্দ নয়। নিত্য নূতন নূতন ভোগ করাচ্ছেন, এখন যত প্রসঙ্গ হবে এই বিষয় নিয়ে। কলিকাতার যদি অবস্থা ভাল না বুঝা যায়, তবে এখন না গেলেই চলবে, ঠাকুরের কি ইচ্ছা। "উৎসব কি ঝাঁজপিটায় হবে।" হাড়ি বন্ধু দেখা ক'রতে এলেন। বাবা—এ হ'ল এ অঞ্চলের মহান্ত, এই

ভদ্রক প্রভৃতি স্থানে নাম করে বেড়ায়। বাবা নিজ হাতে কীর্ত্তনের গ্রন্থ তাঁকে দিয়ে বল্‌লেন—এগুলি দেখো। হাড়ি-বন্ধু—কলিকাতায় যদি না ফিরা হয় ময়ূরভঞ্জ একবার যদি যাওয়া হয়। বাবা—তা বলতে হবে না। আমার মনে তা আছে।

রজনীদাকে বাবা বল্‌লেন—বৈকালে এক বড় দর্শনে যেতে হবে। শুনা যায় ভদ্রকে বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় এসে বাড়ী করেছিলেন। মহাপ্রভু যখন গৌড়মণ্ডল হ'য়ে বৃন্দাবন যাবার জন্য যাত্রা করেন, তখন ভদ্রকে বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে এক দিন ছিলেন। বৈকালে বড় মেঘলা এবং ঠাণ্ডা থাকায় বাবার এ বাসনা আজ পূর্ণ হয়নি। আমি বাবার শ্রীচরণে তেল মাখাচ্ছি। বাবা -গায়ে জোর নেই, আমি কি বুড়ো হয়েছি মনে করেছিস? টেপ্‌ দেখি ব'লে উরুর মাশল্‌ শক্ত করলেন। বাবা আরও বল্‌লেন—কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ার ছাতু বাবুর লাটু বাবুর ভাই খুব পালোয়ান। বাবাজী মশাই স্নান করতে যেতে যেতে গাড়ীর মধ্যে ব'সে বল্‌লেন—পা-টা কামড়াচ্ছে একটু টিপে দিতে পার বাবা। সে ত লেগে গেল, হিম্‌ সিম্‌ খেয়ে নিজের গর্ব্ব ছুটে গেল। অভিমান ঘুচিয়ে দিয়ে স্নান ক'রতে ক'রতে গঙ্গাজলের মধ্যে মন্ত্র দিলেন। বাবা তারপর নিজের শ্রীচরণের শ্বেত দাগ দেখিয়ে বল্‌লেন—সব পূর্ব্ব রোগের চিহ্ন রয়েছে। তারপর বল্‌লেন—আমার উদ্ভট অভিধান আছে। রোগী = রোগ + ঈ, ইনি রোগ। কামিনীর কথা সেদিন জেগেছে, কামিনী (কাম + ইনি)। বল্‌লেন—এ সব অর্থ তোমার দাদাদের শুনাতে হবে। পাঁজি, পুঁথির কথা নয় বাবা।

আজ সীতানাথের গৃহে মহোৎসব। কণ্টাবাড়ীতে আগে মহোৎসব হ'ত, এখানে তাই করলে হয়। নৈলে খুব বেলা হয়ে যাবে কিন্তু নিমন্ত্রণ হ'য়ে গেছে শুনে বল্‌লেন—তা কর কিন্তু বেশী দেরী ক'রো না। কার্য্যতঃ ৪টার পর প্রসাদ পাওয়া হ'ল। সন্ধ্যারতির পর কিছু পাঠ ক'রতে বাবা ডাক্‌লে আমি জানালাম—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন ছাপাতে যাবে দেখে নিতে হবে। পাঠ হ'লেন অনেক স্থলে ঠিক করে দিলেন। গৌরাঙ্গদা কিছু কিছু বলতে লাগলেন। মঙ্গলারতি দর্শন ক'রে 'গৌরকিশোরী' কিভাব নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন? শ্রীজগন্নাথ শ্যাম—বঁধুর অঙ্গে স্বকৃত চিহ্নাদি দর্শন ক'রে দুইভাব বিজয়িনীর মনে আসতে পারে। (১) দুর্ব্বল শ্যাম বঁধুর জন্য করুণা (২) নিজের বিষয়, বিজয় জনিত গরব। সেই গরব মাখা মুখখানা নিয়ে প্রভু আমার শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সামনে এলে, শ্রীহরিদাস ঠাকুর "জয়, বিজয়িনী গৌর-স্বামিনীর জয়," বলে উঠলেন। বাবা এ কথা খুলে ব'লে কাজ নেই। মঙ্গলারতির কথা বলবার নয়, নেহাৎ দিদি খুলে দিলেন, এ পর্য্যন্ত থাক, আর খুলে কাজ নেই। গৌরাঙ্গদা—না বাবা, খোলা হবে না, "ভোগ গৌরবময় মাধুরী লয়ে" বল্লে ইঙ্গিতে থাকবে। বাবা—তাই কর।

অশৌচ বাড়ীতে অশৌচ উত্তীর্ণ হ'বার পর ১৫ দিন পার হ'লে তবে সেখানে ঠাকুরের

ভোগ রাগ চ'লবে। এ বিধান কি দাদামশাই দিয়ে গেছেন? এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলে বাবা বল্‌লেন—না; বাবাজী মশাই কিছু বলে যাননি। তাঁর অপ্রকটের পর একবার অতুল প্রভুর দাদা তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ দিনে নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করে আমায় ডেকেছিলেন। সেদিন অতুল প্রভু বলেছিলেন "দাদা এই দিনে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, কিন্তু এতে শ্রাদ্ধের জিনিষ খাওয়া হ'য়ে পড়ে। এখানে আজ তোমায় ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমায় আমি এ বাড়ীতে গঙ্গাজল পর্য্যন্ত খেতে দেব না। শুধু নাম ক'রে চ'লে যাও, তুমি শ্রাদ্ধের পর ১৫ দিন কেটে গেলে তবে সে বাড়ীতে প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা কর্‌বে।" সেই হ'তে এই নিয়ম চলে আস্‌ছে॥ শ্রাদ্ধের পরই নাম কীর্ত্তন ক'রলে শ্রাদ্ধের উদ্বৃত্ত জিনিষ নিয়ে ব্যবহার করা স্বাভাবিক। ১৫ দিনের মধ্যে সেগুলি খরচ হয়ে যাবে বা পচে যাবে। সুতরাং ১৫ দিন পরে ক'রলে ঠাকুরের জন্য নূতন ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে।

৭ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

বৈদ্যনাথ বাবুর বাড়ীতে প্রভাতী কীর্ত্তন হচ্ছেন, বাবা কীর্ত্তনের শেষে এসে "শ্রীগোবিন্দ মুখারবিন্দ" ও "মীরাবাঈ" কীর্ত্তন ক'রলেন। কীর্ত্তনের ২।১ স্থানে নূতন আখর বাহির হইলেন—"যেন পীতাম্বর হয়েছে গো, বুকে জড়ায়ে রাখ্‌বে ব'লে। গৌরাঙ্গদা এর অর্থ বল্‌লেন—কোন এক অঙ্গে অঙ্গ লাগ্‌লে অঙ্গ সঙ্গ হ'ল ব'লে বলা যায়। কিন্তু বুকে জড়ায়ে ধর্‌লে প্রতি অঙ্গে অঙ্গে লেগে যায়, এতে বিশেষ ভোগ লালসা ফুটে উঠেছে।" মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে অট্টহাসির বিকাশ পেল—(গৌরাঙ্গদা বল্‌লেন—অট্ট শব্দটি বীররসের দ্যোতক, কাজেই খল্‌খলান শব্দটি হ'লে ভাল হয়, তাতে দন্তকুন্দ দেখা দিল।)

কতনা গরব ক'রে দোলে, হেরি শ্যাম-নাগরের নাগরালী, মদনে করিল আলী। এই আখরটির প্রশংসা গৌরাঙ্গদা খুব কর্‌লেন। বল্‌লেন - আমাদের বাবা যেন Magic / W & D যা দেখ্‌তে চাইবে সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাই দেখ্‌ছে।

কীর্ত্তনের পর দণ্ডবৎ সেরে বাবা পায়খানা গেলেন। আমি খাতা লিখ্‌ছিলাম, উঠে জল দিতে গেলাম, জল দিয়ে চরণ ধুইবার সময় জিজ্ঞাসা ক'রলেন—হাত ধুয়ে জল এনেছিলি? আমি না। বাবা—সাপ্‌, ব্যাঙ্‌, লিখিছিলি কি? ভগবান্নাম লিখ্‌ছিস্‌ ওতে হাত প্রসাদী হ'ল না কি? সেই হাতে জল দিলি নিজেও অপরাধে মরবি, আমাকেও মারবি। কলি মূর্ত্তি ধরে ঘিরে আছে, তোকে না সরালে রক্ষা নেই। ঘোষালের চেলা তার বুদ্ধি পেয়ে কাঁচা মাটিতে দাগ লাগিয়ে নেবে। কত দাগ লাগিয়েছে, মুছে ফেলা কি আর হয়ে উঠ্‌বে। ঘোষাল বলে যে ডায়েরী ছাপাতে না দিলে গঙ্গাজলে ফেলে দিব, ওতে ত রামদাসকেই গঙ্গায় ফেলা হবে। কেবল প্রতিষ্ঠা চাইছে।

গত রাত্রে এবং আজ সকালে কিশোরীবাবু পঙ্গত দিলেন। বাবা মধ্যাহ্নে তাঁর নূতন বাড়ীতে গিয়ে প্রসাদ সেবা করে এলেন। বৈকালে এখানকার স্কুলে গৌরাঙ্গদা বক্তৃতা দিলেন। বাবা মোটরে করে ভদ্রকে ভাগবত বাবুর বাড়ীতে গেলেন, সঙ্গে আমি ও নন্দদা। ভদ্রক হ'তে ফিরে স্কুলে গেলেন। তখন পাঠ প্রায় হয়ে এল. পাঠান্তে বাবা প্রসাদ সেরে কাপড় ছাড়লেন। স্কুলের ছেলেরা সমস্বরে "ভবসাগর তারণ কারণ হে" শ্রীগুরুঅষ্টকটি গাইলেন। বাবা হরিরলুট ছড়ালেন, তারপর এসে আরতি দর্শন ক'রলেন। বাউদপুর গ্রামের বিশেষত্ব এই যে এখানকার সকলেই বাবার অনুগৃহীত। আরতির পর বাবা পাঠে ব'সলেন। রাত্রে হেমবাবুর বাড়ীতে পঙ্গতের ব্যবস্থা। বাবা উদ্ধবদাকে ডেকে ব'ল্লেন আমি আর রাত্রে যেতে পারব না। শ্রীরাধারমণ…রমণীমনোমোহন…শ্রীনন্দনন্দন" করে একটু গেয়ে প্রসাদ পেয়ে এস।

তাই হ'ল। আমি যাইনি, বাবার ঘরের মধ্যে এক কোণে ঘুমুচ্ছিলাম। বাবার পাঠ হয়ে গেলে, বাবা গতকল্যের কীর্ত্তনটি পাঠ করতে ডাকলেন—খানিকটা পাঠ হ'ল। বাবা কিশোরী বাবু, শ্যামবাবু, নরেনবাবু প্রভৃতিকে বুঝিয়ে দিতে লাগিলেন।

'আচার্য্য কহে না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ,—সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম।' এখানে বাবা ধর্ম্মস্থানে ধরম ক'রে নিতে বল্লেন। আমি প্রশ্ন ক'রলাম এখানে সন্ন্যাসী কাকে বুঝাচ্ছে? বাবা—সন্ন্যাসী গৌর, সীতানাথ স্বভাবেতে নাচছে। এখানে বাবা বল্লেন—কোন স্বভাবেতে—সম্পূর্ণা মঞ্জরী স্বভাবে।

আমি বল্লাম—এর পরেই রয়েছে—লীলা যোগমায়া—শ্রীঅদ্বৈত-ভাবভূষণে বিভূষিত। বাবা—সীতানাথের মধ্যে যোগমায়াও আছেন, তুই এসব এখন বুঝবি না, রামানন্দের মধ্যে বিশাখা, অর্জ্জুনী সখী, অর্জ্জুন সকলে আছে।

তারপর বাবা একটি পদ (ধরলেন) ব'ল্লেন। তিন যুগের ভক্ত যত প্রেম বিনু তাপিত—। বাবা বল্লেন এখানে ভকত অর্থে তিন যুগের পরিকর। গৌর-লীলাতে অন্যান্য যুগের পরিকরদের বাসনা পূরণ হচ্ছে তাই তারা সকলে এসেছে এবং নিজ নিজ বাঞ্ছা পূর্ত্তি ক'রছে। তারপর বল্লেন—পয়ারের মধ্যে কি ভোগের সন্ধান। সীতানাথের আনন্দ নৃত্য মহাপ্রভুর বিরহ জেগে উঠ্‌ল।

এবার কীর্ত্তন বেশ খুলেছে। এরপর প্রসাদ পেলেন, আর পাঠ হ'ল না। রাত্রে হেমবাবুর বাড়ীতে নানারূপ ভোগের আয়োজন হয়েছিল। বাবা সব একটু একটু আস্বাদন করে বল্লেন—সীতানাথের ঘরে শচী-মাতা খুব রাঁধছেন। আজ সকালে নদীয়া হ'তে এসেছেন।

আমি—এইমত দশদিন ভোজন কীর্ত্তন তারপর লেখা আছে, "প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলাতে চড়াইয়া" দশদিনের পর শচীমা এলেন তো? বাবা—খুব বুঝেছিস। সর্ব্বসমেত দশদিন থাকা তা বা কেন, উপরোধে পড়ে আর ২।৩ দিন থাকা সর্ব্বসমেত ১২।১৩ দিন থাকা।

৮ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

সকালে গৌরাঙ্গদাকে দণ্ডবৎ ক'রতে গিয়ে "ভোগ—গৌরবময় মাধুরী লয়ে" অর্থটা বুঝতে লাগলাম। এদিকে প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে, শুনলাম বাবা—হেমবাবু নারায়ণবাবুর বাড়ীতে ঘুরে আসতে গিয়েছেন। তাই কীর্ত্তনে যাবার ইচ্ছা করলাম না। এদিকে বাবা ফিরে এসে খুঁজছেন। আমি নন্দদার ডাকে এসে পায়খানায় জল দিতে গেলে, বল্লেন—কোথায় তত্ত্ব কথা শুনা হচ্ছিল? আমি—দাদার কাছে গিয়েছিলাম। আমি খড়ম এগিয়ে দিতে গেলে বাবা ক্রোধভরে ব'ল্লেন—যা আর প্রেম ক'রতে হ'বে না।

বৈকালে ভদ্রক ষ্টেশনে গেলাম, সেখান হ'তে পুরী প্যাসেঞ্জারে বালেশ্বর গেলাম, মুকুন্দবাবুর বাড়ীতে থাকা হ'ল।

বাবা, নন্দদা, পশুপতিদা, রজনীদা, ব্রজকিশোরদা, বাঙ্গাদা, ছোট গোবিন্দদা, উদ্ধবদা, ধনঞ্জয়দা, কৃষ্ণদা, রতন, পূজারী ২ জন—(সত্যানন্দদা, বিশুদা) মুসীদা, তুল্লভদা, জগুদা, গগনদা এবং ভাগবত বাবুর নাতি নিত্যানন্দ এই কয়জন আসিলাম।

৯ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

আজ 'রেমুণায়' ক্ষীরচোরা গোপীনাথের দর্শনে যাওয়া। সকালে বৃষ্টি হ'চ্ছিল, তবু যাবার কথা হ'ল। "বাস" আসতে দেরী আছে শুনে বাবা নিজকাজে ব'সলেন। প্রায় বেলা ১২টার সময় আমরা লরী ক'রে রেমুণায় গেলাম শ্রীনাম নিয়ে নামা হ'ল, সেখানে তখন দর্শন বন্ধ ছিল। ভোগ উঠ্‌বে তাই আমরা 'নাম' করতে করতে পাশে "শ্রীরসিকানন্দের সঙ্গোপন" প্রথম গেলাম।

বাবা হুঙ্কার ছাড়লেন, আর শ্রীরসিকানন্দের আসনের স্থানে গিয়ে দণ্ডবৎ ক'রলেন। বাবা বল্‌লেন—পাশে এই সব সমাধি বেহারাদের, যাঁরা রসিকানন্দকে ব'য়ে এনেছিলেন, তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হ'লেন।

এরপর আমরা গোপীনাথের পিছন দিয়ে গিয়ে পার্শ্বদেশ হইতে দর্শন করলাম এবং শ্রীনাম সহ পদব্রজে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আসনের সামনে গেলাম। বাবা সেখানে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন এবং পরিক্রমা হ'তে লাগল। সেখানে এক চিত্রপট আছেন, "পূজারী মাধবেন্দ্র পুরীকে ক্ষীর অর্পণ ক'রছেন।" চিত্রপট দেখে বাবার বিশেষ উল্লাস হয়। বাবা—ধরলেন—

"পূজারী ডাকে ফুকারী, কোথা আছ মাধবেন্দ্রপুরী।
তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈলা চুরি ॥"

তারপর সেখান হ'তে গোপীনাথের নাট মন্দিরে এসে বসা হ'ল। বাবা বললেন—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হ'তে ক্ষীর চুরির প্রসঙ্গ পড়। আমি পড়লাম। তারপর বাবা কিছুক্ষণ

কীর্ত্তন করলেন। রসিকানন্দ, মাধবপুরী, গৌরাঙ্গের সব কথাই সংক্ষেপে বল্‌লেন। তখনও ভোগ সরেনি তাই মধ্যাহ্ন কীর্ত্তন করতে বল্‌লেন। সেখানকার এক প্রাচীন বৈষ্ণব বিনোদ-চৈতন্য দাস স্বরচিত "মাধবেন্দ্র-পুরী-গোস্বামী-গুণামৃত" ও "রেমুণা-মাহাত্ম্য" গ্রন্থ একখানি বাবাকে দিলেন। আমাদের কিছু কেনা হ'ল, রসিক-মঙ্গল এবং উক্ত গ্রন্থ। তারপর গোপীনাথের দর্শন খুলিলেন এবং আরতি হইলেন। গোপীনাথের তুই পাশে তুই শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন আছেন; মহাপ্রভু আছেন (পরে কোথা হ'তে এসে থাকবেন)।

শ্রীগোপীনাথ হ'লেন পাথরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের তীরের ডগা দিয়ে ক্ষোদিত মূর্ত্তি—অলঙ্কারাদি সবই ঐরূপ, ক্ষোদাই কার্য্যের হস্ত তু'টি শ্রীগোবিন্দ মদনমোহনের মত। বক্ষদেশ হ'তে একটু সামনের দিকে এগোন না থাকায় এবং আমাদের দর্শন বিশেষ নিকটে না হওয়ায় হস্ত তুইটির অবস্থিতি-ধারা বিশেষ লক্ষিত হইতে ছিলেন না।

তবে দাদাদের মুখে শুনিলাম তিনিও বংশীধারী হয়ে আছেন। শ্রীতুর্গা প্রতিমার চলচ্চিত্রের মত উপরে ছোট ছোট আকারের ও কি আঁকা দেখা গেল, শুনিলাম তারা অষ্ট সখী।

প্রসাদ নিয়ে সঙ্গের নিতাই-গৌরকে সমর্পণ ক'রতে বাবা বল্‌লেন। তারপর গোঁসাইদের সমর্পণ হ'ল। ইতিমধ্যে বাবা শ্রীবিনোদ-চৈতন্য-দাসের কুটীরে ব'সে তিলক সারলেন। তারপর প্রসাদ একটু একটু মুখে দিয়ে আমরা বাসে ক'রে বালেশ্বর অভিমুখে রওনা হ'লাম। কৃষ্ণদা মালার ঝোলা ফেলে আসায় একটু থামা হ'ল। মুকুন্দবাবুর বাসায় আসা হ'ল তখন বেলা ৪ ঘটিকা। তারপর বাবা আহ্নিকে বস্‌লেন এবং এদিকে অন্ন রান্নার যা বাকী ছিল শেষ হয়ে ভোগ লাগল। প্রসাদ পেতে প্রায় ৫॥০ টা হ'ল।

কলিকাতা হ'তে লাবণ্যদি কটকে টেলিগ্রামে জানিয়েছেন—অতুল প্রভু প্রাপ্তি হয়েছেন। আপাততঃ দিন কতক উড়িষ্যায় থাকা ভাল। রমণীনাথদা—টেলিগ্রামের মর্ম্ম লিখে এক টেলিগ্রাম করছেন, তা পেয়ে বাবা বল্‌লেন—এখন না গিয়ে কি উপায় আছে? নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসবের ত আর বেশী দেরী নেই। আর সকলেই একে একে চলে যাচ্ছেন আমরা সাবধান হ'য়ে কি ক'রব? যা হ'বার তাই হবে।

তুর্ল্লভদা, মুন্সীদা, জগুদা, গগনদা এবং সাধু ভাইটি কটকে চলে গেলেন। অবেলায় প্রসাদ পাওয়া হেতু রাত্রে আর রসুই হ'ল না। বাবা প্রসাদ পেয়ে পায়খানা সেরে সন্ধ্যারতি দর্শন ক'রে নিজের পাঠে বস্‌লেন। পাঠ হ'তে উঠলে, ভদ্রকের নিত্যানন্দদা বল্‌লেন—১৫ বৎসর ধ'রে আপ্রাণ চেষ্টা করছি যে মিথ্যা কথা কখনও না বলতে হয়। কিন্তু তা এক সময় হয়ে উঠছে না।

বাবা—চেষ্টা থাকা খুব ভাল, তবে, নিজের চেষ্টায় সব হয় না, ভজন দরকার। শ্রীগুরু বৈদ্যের আনুকুল্যে কিছু না করে যদি কুপথ্যাদি করা হয় তবে বৈদ্যের দোষ কি?

শ্রীগোপীনাথের নাটমন্দিরে শ্রীবিনোদ-চৈতন্যদাস তাঁর গ্রন্থ দেখবার সময় বলেছেন "মাধবেন্দ্র-পুরী গোসাঞি নবদ্বীপে গিয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে।" বাবা—ও আকর্ষণে যাওয়া ত স্বাভাবিক।

গৌরাঙ্গদা—বাবা, ভগবান দাস (গুজরাটি) বহরমপুরের দিকে প্রচার করেন, বলেছেন যে মাধবেন্দ্র পুরী বাঙ্গালী। কারণ তিনি বাঙ্গালী শিষ্য করে তাঁহাদের উপর গোপাল জীউর সেবার ভার দেন।

বাসে করে ফিরবার সময় গৌরাঙ্গদা বল্লেন—চিত্রকূটে শ্রীরাম সীতার নির্জ্জন বিহারের সময় প্রেমের বিশেষ পরিণতি স্বরূপ শ্রীগোপীনাথের বিগ্রহ প্রকাশ পান। (শ্রীসীতার বাসনা পূরণ ক'রবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র প্রকাশ করেন)। —শ্রীরাম-লীলারও গোপীনাথ-বিগ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ।

১০ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

আজ মধ্যাহ্নে ফকির বাবুর বাড়ীতে (ইনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্তি হয়েছেন, বড় জমিদার) গেলাম এবং প্রসাদ পেয়ে মুকুন্দবাবুর বাড়ীতে এলাম। নন্দদা যাননি তার কল্য হ'তে হাঁপানি প্রকাশ পেয়েছে।

আজ কলিকাতা যাবার কথা, বাবা বৈকালে বিশ্রামান্তে বল্লেন—প্যাসেঞ্জারে রিজার্ভ করে পাঠাচ্ছে—সত্য, কিন্তু নন্দর হাঁপের টান রাত্রে বেশী হয়। ওকে নিয়ে 'মেলে সকলে উঠ্লে হয়, অবশ্য দুপুরে হাওড়ায় নামতে একটু কষ্ট হবে।

দাদারা বুঝলেন মেলে রিজার্ভ মিলিবে না, তা ছাড়া সকলে "মেলে স্বাধীন ভাবে না যেতে পারলে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় আছে। তখন বাবা রাজী হ'লেন। প্যাসেঞ্জার এল কিন্তু রিজার্ভ কামরা নেই। একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা খালি ছিল, তাতে বাবা—নন্দদা, পশুপতিদা, গৌরাঙ্গদা উঠিলেন। আমরা যে যার মত থার্ড ক্লাসে উঠিলাম।

খড়গপুর ষ্টেশনে বাঙ্গাদাকে নিয়ে উদ্ধবদাদা নামলেন বাবার আদেশ মত এরা বাঁকুড়া চন্দ্রকোণার ভিক্ষা সারতে গেলেন, সকালে হাওড়া আসা হ'ল।

১১ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

ষ্টেশনে নেমে মালপত্র বের করা হ'ল। পোস্তা হ'তে গাড়ী বা লোক কেউ আসেনি। ট্যাক্সি ভাড়া ক'রতে গেলে ট্যাক্সিওয়ালা বল্ল—আগামী কল্য এখানে গোলমালের আশঙ্কা, তা ছাড়া নন্দদার শরীরের বাবার বিশেষ চিন্তা। নবদ্বীপে নন্দদার ব্যবস্থা ঠিক হবে। এইসব কারণে বাবা নবদ্বীপে যাওয়া মনস্থ ক'রলেন। ইতিমধ্যে—ধনঞ্জয়দা গোবিন্দকে নিয়ে পোস্তায় চলে গেছেন, ধনঞ্জয়দার নিকট বাবার সব আহ্নিকের ঝোলা। বাবা নবদ্বীপের ট্রেনে উঠ্লেন।

গৌরাঙ্গদা আহ্নিকের ঝোলার কথা তুলিলে বাবা বল্লেন —আমি মনে মনে কাম সেরে নেব যেতে হয় তুমি উঠ।

২ খানা টিকিট ধনঞ্জয়দা ও গোবিন্দর জন্য বেশী থাকায় আমায় পোস্তায় যেতে আদেশ হ'ল। আমি পোস্তা হ'তে কিশোরীদা এবং উক্ত দুই জনের সঙ্গে রাত্রে নবদ্বীপে এসে পৌছিলাম।

১২ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

বাবা—'ক্ষীরচোরা গোপীনাথে' এক বাবাজী আছেন, ৮১ বৎসর বয়স। নবদ্বীপ গোরাচাঁদ আখড়ার কৃষ্ণচৈতন্য দাসের শিষ্য তিনি, নাম বিনোদচৈতন্য-দাস। তিনি খুব পণ্ডিত, অথচ অভিমান নেই। তিনি পাঁজিপুঁথি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি পূজা আমরা যে দিন করি, তা ঠিক নয়। তার এক মাস পরে এই তিথি।

লেখক—এবার তা হ'লে কবে সেই উৎসব বাবলায় করা হবে? বাবা—"আগে দেখ শান্তিপুরে যাওয়া কতদূর হয়।"

আজ শ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ-স্বামীজীর—উৎসবের অধিবাস। বাবাকে কীর্ত্তন করিবার জন্য গৌরগোপাল প্রভু অনুরোধ করে গেলেন।

ফরিদপুরের এক ব্রাহ্মণ (স্বামীজীর শিষ্য)—এসেছেন। বাবা তাঁর সঙ্গে কথার পর বল্লেন—"যখন আমি দেশে থাকি, তখন আমি একা—এপথে আসি। বৈষ্ণবধর্ম্ম তখন শুঁড়ির ধর্ম্মরূপে গণ্য হ'ত। এখন ব্রাহ্মণ বৈদ্য অনেকে এপথে এসেছেন।

বাবার তেল মাখার সময়ে নন্দ কাকা নবদ্বীপস্থ হেতমপুর-রাজবাটীর সেবক গৌরকে ডেকে বল্ছেন—এ আপনার কাছে আসতে সঙ্কোচ পাচ্ছে।

বাবা—"এক কথা মনে আসছে। শীল দিদি একদিন বল্ছেন—রামদা এতদিন এ ছোঁড়াটাকে (শ্রীধরজী—শালগ্রাম) দেখে কোন সঙ্কোচ আসেনি এখন কাছে যেতে গেলে কেমন —সঙ্কোচ হয়, কেন বলদেখি?

প্রসাদ পাবার পর বাবা দিদিদের বললেন—রসিক-মঙ্গলে রসিকানন্দের অদ্ভুত চরিত পাবে। সকলে একখানা গোপীবল্লভপুর হ'তে আনাও। তোমাদের মহাপ্রভুর কি ঐশ্বর্য্য। রসিকানন্দের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখ্লে মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য কিছুই নয় বলে মনে হয়। এক ফকির নিজের মাহাত্ম্য দেখাবার জন্য রসিকানন্দের সামনে দিয়ে বাঘের পিঠে যাচ্ছেন। রসিকানন্দ দেওয়ালে বসে ছিলেন, সেই দেওয়াল চলতে লাগল এবং ফকীরের পাশে পাশে তাঁকে নিয়ে যেতে লাগল। তখন ফকীর অবাক।

তোমাদের দাদুর বুজরুকী কিছু ছিল। আজকাল এরকম কিছু দেখালে তবে লোকে কিছু স্বীকার করে। আমাদের ও-ক্ষমতা নেই। তাই কেউ গ্রাহ্য করে না।

লেখক—জগদ্বন্ধু প্রভুর কি এ জাতীয় ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ছিল না।

বাবা—না শুধু মাধুর্য্যের ঠাকুর? যার মুখের দিকে তাকিয়ে "বাপরে আগুন বল্‌তে হয়েছিল।" ওদিকে প্রভু চেঁচাচ্ছেন—'কাপড় নিয়ে আয়।' আমার অবস্থা দেখে বল্লেন—'কেন মুখের দিকে তাকালি? তোকে ত মানা করেছিলাম' তাঁর কি আবার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কর্‌তে হবে?

বাবার বাল্যসঙ্গী নবদ্বীপ কাকার নিকট কিছু শুনলাম—"১৩০১ সালে আমি প্রথম ফরিদপুরে বামুন কান্দায় প্রভু জগদ্বন্ধুর দর্শনে যাই। প্রভু আমার সঙ্গে কথা কইতেন না। দেখা হ'লে মুখ ফেরাতেন। সে সময় ফরিদপুর সহর থেকে প্রতিদিন রাম দাদা আসতেন। প্রভু নিজ অধরামৃত কাউকে দিতেন না। কিন্তু রাম দাদা এলে তাঁকে প্রতিদিন নিজের ভোজনের অবশিষ্ট খাওয়াতেন। একদিন রাম দাদা খেয়ে আমায় একটু দিয়াছিলেন। আমি সেদিন কেঁদে অস্থির হ'লাম।

শ্রাবণ মাসে দাদাকে নবদ্বীপ হ'য়ে বৃন্দাবনে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। অতুল চম্পটী মহাশয়কে বহরমপুরে পাঠালেন। আমি দিন কয়েক বাড়ীতে থেকে পাবনায় গিয়ে প্রভু সঙ্গে মিল্‌লাম—বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করি। রাম দাদা নবদ্বীপ হ'তে ফিরেছেন, প্রভু নবদ্বীপ থেকে চিঠি দিয়ে আমায় ডাক্‌লেন। "রামা এসেছে, তুমি এস।" কিন্তু কঠোরতা সহ্য ক'রতে না পেরে একদিন পালিয়ে নবদ্বীপেই শ্যামলীমার বাড়ীতে (ইনি বাড়ীওয়ালী) গেলাম। এ বাড়ীতে থাকিতেন চন্দ্র কিশোরের মা প্রভৃতি বিশেষ ভক্তিমতী। প্রভু কখনও কখনও এঁর বাড়ীতে এসে থাকিতেন। ঠাকুর ঘরে থাকিতেন। সেখানে আমি লুকালাম। প্রভু আমায় লোকদ্বারা বাহির ক'রলেন। তখন প্রভু রাইমতীর বাড়ীতে ছিলেন। আমি গেলে খুব প্রহার ক'রলেন। তারপর রামদাদাকে বল্‌লেন—এর মায়ার টান যাচ্ছে না। তুমি ডোর কৌপীন একে পরিয়ে দাও তো? রাম দাদা নিজ হাতে আমাকে ভেকের সাজ সাজালেন।

রাত্রে এ কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করাতে বাবা বল্‌লেন—কেবল পালাত বলে প্রভু চিতে গাছ দিয়ে খুব মারলেন, আমি ত ভয়ে কাঁপছি। আমায় এরূপ আজ্ঞা হ'ল, নবদ্বীপে ছিল ভাল। কোন প্রভুপাদ সে বেশ ছাড়িয়ে সংসারে প্রবেশ করিয়ে নানান্ জ্বালার মধ্যে ফেলেছেন। আমার চেয়ে বয়স ৪।৫ বৎসরের ছোট। আমার চেয়ে সুন্দর রং ছিল। দেখ্‌তে আমার মত আকৃতি ছিল বেঁটে, তাই আমার ভাই ব'লে অনেকে মনে ক'রত।

সন্ধ্যারতির পরেই বাবা শ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ স্বামীজীর উৎসবে অধিবাস কীর্ত্তন করবার জন্য গেলেন। কীর্ত্তন খুব হ'ল, বিশিষ্ট বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন! সকলেই খুব মুগ্ধ হ'লেন। "করতালে অদ্বৈত চপল, পেয়ে প্রাণ গৌরের আজ্ঞা বল।" আখরটি নূতন বাহির হ'লেন। বাবা রাত্রে ফিরে এসে বল্লেন—ঠাকুরের ভঙ্গী দেখ। এই কীর্ত্তন ক'রবার জন্য কলকাতায় উঠ্‌তে দিলেন না। আমার ত মনেই ছিল না।

১৩ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

আজ শ্রীপঞ্চমী। স্কুল-ঘরের উপরে পশ্চিমের কোণের ঘরে মা সরস্বতীর পূজা হ'ল। বাবা গিয়ে অঞ্জলী দিলেন। আজ আবার শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ও রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব। বাবার আদেশে মহাপ্রভুর ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়াজীর অভিষেক এবং পরে নিতাই গৌরের আরতি হ'ল।

সেদিন শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর তিরোধান তিথি। তাই 'মালসা ভোগ' হ'ল। এসব সমাজবাড়ীতে হ'ত না। বাবা এ বৎসর করালেন। তারপর দয়ালদা বসন্ত পঞ্চমীর কীর্ত্তন ক'রলেন।

সন্ধ্যারতির পূর্ব্বে বাবার ঘরে তাঁর আদেশে চক্রবর্ত্তী পাদের সূচকটী পাঠ করা হ'ল। বাবা কম্প অশ্রুতে ভূষিত হচ্ছিলেন। গৌরাঙ্গদা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দিলেন। আরতির পর বাবা নিজের পাঠ সারতে বসলেন।

রাত্রে প্রসাদ পেয়ে বাবা বল্‌ছিলেন আজ দণ্ডবতের সময় স্মরণে কেমন একটা এসে গেল। "বড় ডাঙ্গায়" এবার বৃষ্টির জন্য খুব অসুবিধা হয়েছিল। সেজন্য বড় ডাঙ্গার চারিদিকে ঘর বাড়ী দেখ্‌লাম। ইচ্ছা হ'লে হ'বে সন্দেহ নাই লাখ্ টাকার দরকার। তার ইচ্ছায় সব হয়। মনে ভাবলাম—"কর বাবা কর, আমরা দেখে সুখী।"

১৪ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

সন্ধ্যা আরতির পর বাবা ভবানীপুরের নন্দদাকে বল্‌লেন এসেছ ভাল করেছ, শান্তিপুরে নাকি চোরা—গোপ্তা হচ্ছে। আমার যাওয়া হ'ল না। তোমরা যে কিছু বৎসরের জন্য পাঠাও, তার কি হ'ল ?

নন্দবাবু—ঘোরাঘুরি করতে পারিনি। ট্রাম ষ্ট্রাইক্ ক'রে কতদিন ব'সে আছে। 'বাসে' ওঠা যায় না। ২৫ পঁচিশ টাকা সংগ্রহ হয়েছে।

বাবা—'জিতেন প্রভুর হাতে কাল দিয়ে দিলে ভাল' এই বলে বাবা নিজে পাঠে বস্‌লেন। পাঠের পর এদিন লেখককে "বহরমপুরের" কীর্ত্তন পাঠ করতে ডাকলেন। আমি যেটি ছাপাতে দেওয়া হয়েছে পড়লাম। শুনে বলছেন এ যে কি ক'রে হ'ল, আমার মনেই আসছে না। বড় সুন্দর জিনিষ বেরিয়েছে। এর নাম শুধু গুরু-কৃপার দান" ব'লে আসা মিটছে না। এর নাম থাক্ শ্রীগুরু-কৃপার বান বা শ্রীগুরু-কৃপার তুফান। শশাঙ্ককে কাল চিঠিতে লিখে দিস।

১৫ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

আজ সকালে নন্দবাবু বল্‌লেন—"নির্ম্মলদার পেন্‌সন্ হয়ে গেছে, নবদ্বীপে আসছে।

এখানে তারকদার বাড়ীতে ঘর ভাড়া করেছে, এইখানে শেষ জীবন কাটাবে।

বাবা—খুব ভাল কথা। সংসার ছাড়্ পত্র দিলে তখন আর কেন? কিন্তু "মায়ার" এমনই প্রভাব যে শেষ পর্য্যন্ত রেহাই পাওয়া যায় না যারা সংসারের মধ্যে থাকে, তারা ডুবে থাকে বলে নিজেদের অবস্থা বোঝে না। কিন্তু আমরা পাশে থেকে সংসারের অবস্থা বুঝি সব ভুলিয়ে দেয়। ছেলেরা যখন প্রসঙ্গ করে তখন মনে করে আর সংসারের মধ্যে যাচ্ছি না। গিয়ে কিন্তু আর ফিরে আসতে পারে না। সব কিছু করছে অথচ দেখ বৎসর বৎসর বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে।

বাউদপুরের বৈদ্যনাথের শ্বশুরমশাই বৃন্দাবনে থাকতেন। সে বুড়ো বলছে, বাবাজীমশায়! এ কি রকম! এত "পাঠ" "কীর্ত্তনে" কান্নাকাটি অথচ স্ত্রী সঙ্গে কসুর নেই। দোষ তাদের নয় দোষ হ'ল সঙ্গের। যতটুকু সম্ভব হয় দূরে দূরে থাকতে হয়। তারা চায় টাকা, নিজের মাসিক মত রেখে তাদের হাতে ফেলে দিলে তারা আর খোঁজ নেবে না তাই "চারুকে" বার বার বলছিলাম, "নিজেদের ভায়েদের মধ্যে একটা "মেস" মত ক'রলে চাকুরীর অবসরে প্রসঙ্গের মধ্যে থাকা যায়। সেটা হ'লো না। করলে খুব ভাল হ'ত। মাণিকতলার নারাণ ছোঁড়াটার জন্য খুব কষ্ট হয়েছিল। 'হরি' 'চন্দ্র' 'নারাণ' তিনজনে একসঙ্গে মেলামেশা করত। হরিবাবুর ছিল 'জুয়েলারী' দোকান। নারাণ ছিল সেই দোকানের ক্লার্ক। নারাণের প্রাণ খুব ভাল ছিল। স্ত্রী ছেলে মারা গেল। বেঁচে ছিলো মা ও দুই ভাগ্নে, মা বুড়ীরও প্রাপ্তি হল। বিবাহের কোন দরকার ছিল না কিন্তু সঙ্গী হরিবাবুর বিষয় বুদ্ধি, বুঝিয়ে বুঝিয়ে সাত বছর পর বিবাহ করাল। যেদিন হ'তে ঘরে বৌ আনল সেদিন হতে রোগের সেবা করতে করতে বেচারীর প্রাণ গেল। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবার সময় পেত না।

এই দেখনা 'যুগল', পুলিনের বাড়ীতে "তিন প্রভুর সূচকে" যোগ দিয়ে বাড়ী গেল। শুনলাম পরদিন বিবাহ ক'রেছে।

নীলরতনদাকে যখন বিবাহ দেবার জন্য ধরাধরি তখন আমি বলেছিলাম, "দেখ ভাই, আমি সংসারী না হলেও সংসারের অবস্থা বুঝি। তুমি এক চাল্ চালাও, তোমায় নিয়ে যেতে ২৫।৩০ টাকার কম খরচ লাগবে না। সেখানে গিয়ে দু'মাস পরে এক উদাস ভাবে চিঠি দাও। তখন তারা আর তোমার উপরে জোর খাটাতে সাহস করবে না। বিয়ের কথা তুলতে ভয় পাবে "পাছে পালাও।"

প্রায় পৌনে একটা হতে ২-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত "শ্রীশ্রীসীতানাথের জন্মোৎসব কীর্ত্তন" বাবা করলেন 'নাটমন্দিরে'। সকালে আমি প্রাণগোপাল প্রভুর বাড়ীতে নবদ্বীপ কাকার সঙ্গে দেখা ক'রে "রামবাগানের লীলা" বুঝতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা আরতির পর নবদ্বীপ কাকাকে শুনাবার জন্য 'কৃপার দান"(১) "নিতাই-গুণ" পাঠ করতে বাবা বল্লেন। পাঠের পর বাবা বল্লেন – বৈষ্ণব জগতে একটা স্বাভাবিক হিসাব এই যে, নীলাচলে মহাপ্রভু 'মাথুর-বিরহ' ভোগ করছেন। কিন্তু

আমাদের ঠাকুর এই দিয়েছেন, গৌর স্বরূপ হল রাধা সহিত মিলিত কৃষ্ণ। তাকে বৃন্দাবন ছাড়া করে মথুরায় নিয়ে গেলে চলবে কেন? তাই দিদি এবার "জগন্নাথের" মঙ্গল আরতির দর্শনের মধ্যে গৌরের ভোগের কথা তুলেছেন। ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ হল।

১৬ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

সকালে কানাই (গোপীদার শিষ্য) বাবার কাছে নালিশ করল—"কাল রাত্রে উদ্দণ্ডের সময় আমি ক্ষিতীশকে শুধু বলেছি, তোমার কিছু হবে না— ব'লে বুড়া আঙ্গুল দেখিয়েছি। তাই সে খোল বাজনা বন্ধ ক'রে আমার গালে এমন এক চড় মারল যে গালে ব্যথা হয়েছে।"

বাবা—শেষ হয়ে গেল। তুই যদি কিছু না বল্‌তিস তবে ঠাকুর এর শাস্তি পাঁচগুণ দিত। কেউ মারলে তুই যদি কিছু না বলিস্ দেখবি ঠাকুর তার সাজা দেবেন। যা জানাবার দাদামশায় বা সখীমাকে জানাবি। নিজে কিছু করবি না। সখীমা আছেন দেখছেন, একথা মনে রাখবি। যখন কেউ কিছু অসহ্য করবে তখন এমন ঠেলা দেবে যে শিক্ষা পাবে। দেখ দিদি যতদিন মাথার উপর ছিলেন ততদিন অনেকের নানারূপ ইচ্ছা হলেও কাজে ক'রে উঠ্‌তে সাহস পাননি। এখন দিদি গা ঢাকা দিয়েছেন। তাই দেখবি অনেকের ডানা উঠ্‌বে। হাকিম সরলে পেশকার একটু কর্তৃত্ব খাটাতে চায় কাউকে কিছু বলিস না শুনবে না। আপনি সরে পড়বে। দিদি এইখানেই আছেন কোথাও যাননি, ডানা উঠ্‌বার হিসাব আমাদের দেখা আছে, তাই ঝাঁজপিটা মঠ যখন জগন্নাথ ষ্টেটের হাতে যাবার খবর পেলাম তখন আমি খুশী হয়েছিলাম, যা নিয়ে গোলমাল করবে তাহা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভাল হয়েছিল।

সন্ধ্যারতির পর বাবা ক্ষিতীশদাকে বল্‌লেন—কথায় কথায় হচ্ছিল তুই মারলি কেন? গায়ে হাত উঠে কেন? ক্ষিতীশদা দু'এক কথা উত্তর করায় বাবা বল্‌লেন খুব বড় কীর্ত্তনীয়া বায়েন হয়ে পড়েছিস্? ডানা উঠেছে? হাত ঠুঁটো হয়ে যাবে খোলে হাত দিতে পারবি না।

তারপর রাত্রে বাবা ঘরে বল্‌লেন— জাত সাপকে নিয়ে খেলা করা বড় শক্ত। মর্য্যাদার একটু হানি কোথাও হলেই ঘা খেতে হবে। গোপাল কুণ্ডু বায়েন (বিখ্যাত বায়েন) তার নিজ মুখে শোনা "রামকল্প বায়েন খুব বড় ওস্তাদ (তারা দু'ভাই রামকল্প ও রাসদয়াল) কতুলপুরের নিকট বামরাতে বাড়ী। প্রতি বৎসর একটি নূতন "বোল" তৈরী করতেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন আমায় শেখাতেন। একদিন এক আসরে বাজাতে গিয়েছি। এক প্রাচীন বৈষ্ণব (অখীল বায়েন) সঙ্গে বসেছেন। আমি এমন বাজাতে আরম্ভ করলাম (বামবারির বাজনা "তেরে কেটে" আরম্ভ করলাম) সে বাবাজী আর খোলে হাত ঠেকাতে পারলেন না। বড় বায়েন, আসরের মধ্যে ঐরূপ অপমানিত হয়ে খুব দুঃখ পেয়েছেন, ওস্তাদজীর কাছে এসে জানিয়েছেন আমি শ্রীপঞ্চমীর দিন বোল শিখতে গিয়েছি, ওস্তাদজী বসেছিলেন, দেখে আমায় বল্‌ছেন, "কিরে

গোপাল ডানা বেরিয়েছে? আসরের মধ্যে বৈষ্ণবের মনে দুঃখ দিলি? হাত যে খসে যাবে? হাত আর খোলে উঠ্‌বে না।"

এরপর হতে গোপাল কুণ্ডু এমন বাজাতেন যে জানতে দিতেন না যে তিনি বড় বায়েন। বড় শক্ত রাস্তা। গোলকের কি সুন্দর হাত ছিল। কোথায় কি গোলমাল করলে হাত টুঁটো হয়ে পড়ল।

শ্রীবাস অঙ্গনের চৈতন্য প্রভু এলেন 'বাবা' নামমহিমা, শ্রীবৃন্দাবন রম্যস্থান পড়িয়ে শুনালেন। তারপর গৌরাঙ্গদা "শ্রীপুরী গোসাঞির গুণামৃত" হতে কিছু পড়ে শুনাতে লাগলেন। "আজ একটি সুন্দর জিনিষ দেখলাম, পড়্‌ত! বলে আদেশ করলেন। পাঠ করলাম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিরূপে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীগুরুদেব শ্রীলক্ষ্মীপুরীর নিকট মন্ত্র পেলেন। এপ্রসঙ্গে পাঠ হলেন। বাবা ও চৈতন্যপ্রভু বড় সুখ পেলেন। বাবা "ক্ষীর-চোরার" স্থান-মাহাত্ম্য কিছু বল্‌লেন।

বাবা বললেন আমার মনে হচ্ছিল, মহাপ্রভুর "রেমুণায়" বোধহয় দু'বার যাওয়া, একটি আগমন উৎসব সেখানে চালিয়ে দিলে বড় ভাল হয়। একবার গিয়ে করালে হয়। "পানিহাটিতে" আসবার আগে একটি দিন ঠিক করে ঐ উৎসব করলে হয়।

বাবা চৈতন্যপ্রভুকে শেষে বল্‌লেন—চলুন এসব একবার দেখে আসবেন। গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক কিছু দেখবার আছে।

আলালনাথের প্রসঙ্গে বাবা বল্‌লেন—বড়বাবাজী মশায়ের মুখে শোনাছিল—"পাথর দু'খানা একত্র করে রেখে এসেছি।" এখন সেখানে পাথরের উপর আবরণ করা হয়েছে।

রাত্রে প্রসাদ পেয়ে বাবা বল্‌লেন—সীতানাথ যে 'করুণার বাতাস' তা এবার খুলেছে! সীতানাথ না হলে কিছুই হত না। বাতাস পেলে তবে তরঙ্গ ফুলে উঠে। ব্রজবালার গানের মধ্যে আছে—"সীতানাথ আনিল নিতাই দিল"—আমরা 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' নাম করি বলে কেউ কেউ মনে করে যে আমরা সীতানাথের নাম করি না এবং সীতানাথের প্রতি আমাদের প্রীতি নাই। যেবার কাশীমবাজারে বৈষ্ণব সম্মিলন হয় সেবার প্রতাপ মজুমদার কুঞ্জভঙ্গ গাইলেন। তারপর আমাদের পালা। "লীলা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না 'কি গাইব?" তারা বললে—"আপনার কি গান,—"পঞ্চতত্ত্বের নাম একটু করি।" তারা বল্‌লে—"তাই করুন। রাজবাড়ীতে তখনকার চারিদিকের এ সমস্ত বৈষ্ণব সম্মিলন দেখে আমার খেতুরি উৎসব ভোগ হচ্ছে। ইতি-পুর্ব্বে খেতুরীতে যাওয়া আমার ভাগ্যে হয়নি। মাত্র পুঁথিতে পড়া আছে। এ সম্মিলনীর পরেতে আমার খেতুরী প্রথম যাওয়া হয়। কীর্ত্তনে খুব আনন্দ হ'ল। পাঁচ ছ'ঘণ্টা কীর্ত্তন হ'ল। ছ'টা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হ'ল। কীর্ত্তনের পর বৃন্দাবনের কেশীঘাটের প্রভু রাধিকা গোসাঞির শিষ্য ললিতবাবু chief secretary ১৮০০ আঠারশ টাকা মাহিনা পান। এসে

বলছেন—"আপনার কাছে আমার অপরাধ হয়েছে।" আমি—"কি রকম? আপনার সঙ্গে পূর্ব্বে আমার দেখা হয় নি। কি করে অপরাধ হবে?" ললিতবাবু আশুদার "বড়োভাই ইনিও একজন secretary?" মুখে আপনার নিতাই গৌর নাম করার কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম, যে সীতানাথের আপনি বিরোধী। কিন্তু আজ কীর্ত্তনে দেখলাম যে আপনার সীতানাথের নিকটই আব্দার বেশী। গৌর হতে নিতাইর নিকট জুলুম বেশী এবং সীতানাথের কাছে সবথেকে বেশী জুলুম। আমরা সীতানাথের পরিবার বলে পরিচয় দিই কিন্তু আমরা আপনার মত আব্দার করতে পারি না। বাস্তবিক গৌরের সঙ্গে যদি কারও সম্বন্ধ হয়ে থাকে তবে কোন গৌরগণ তাহার নিকট অপ্রিয় হতে পারে না। বরং গৌরের চেয়ে তাঁর অঙ্গ বিশেষ প্রিয়গণে বেশী আদর হওয়া স্বাভাবিক। প্রিয়ের প্রিয়ে অধিক প্রীতি' পদেতে সবই আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সীতানাথ প্রেমানন্দ, 'তিন পঁহু এক তনু মন'। ইথে ভেদ বুদ্ধি যার সে যাউক ছারখার, তার হয় নরকে গমন ॥

১৭ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

(আজ একজনের মন্ত্র হ'ল। ইনি দয়ানন্দ স্বামীজীর দলে ছিলেন। মাথায় মেয়েদের মত চুল এবং মেয়েদের মত কাপড় পরা। এখন এ পথে আসবার ঝোঁক হয়েছে।)

বাবা বল্‌লেন—"বেশ" বদলাতে হ'বে।

(ভক্তটি বল্‌লেন—পিতা বেঁচে আছেন। তিনি যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন "ভেক" নেওয়াতে রাজী নন। অথচ কোঁচা দিয়ে কাপড় পরি না। যা হোক্ তিনি মাথা নেড়া হলেন এবং বাবার নিকট আজ মন্ত্র নিলেন।

বাবা প্রসাদ পেয়ে উঠলে ক্ষিতীশদা বাবার চরণে পড়ে অনেকক্ষণ রইলেন।)

বাবা—শুধু পায়ে পড়লে ত হয় না। মনটা ভিজানো চাই। ক্ষমাময় প্রভু ক্ষমা করলেন।

(কে একজন রূপার পিকদানী বাবাকে দিলেন।)

বাবা—একেবারে রূপা; ও নিয়ে কি ঘুরাঘুরি চলে? দেখা হয়েছে, এখন "সমাজে" পাঠিয়ে দাও।

এই বলে বাবা মাথায় ঠেকালেন, বললেন—কলুটোলায় যখন থাকি, তখন একজন মালার ঝোলায় রূপার আঙটা দিয়েছিল। আমি দেখলাম ও-আঙটার জন্য শেষে ঝোলাটা হারাতে পারে। তাই পঞ্চানন সান্যালকে সেটা দিয়েদিলাম। মাদুলীগুলি আছে। এরজন্য আমার ভয় হয়—জিনিষ বড় খারাপ।

নন্দকাকা পরে এসে বল্‌লেন—পিকদানী আপনি ব্যবহার করলেন না বলে মেয়েটি কান্নাকাটি করছে।

বাবা—ঝাঁজপিটা মঠে থাকতে একদিন কট্‌কী গামছা গায়ে দিয়েছিলাম দেখে বাবাজী মশাই ভাল চোখে দেখেননি। এখনও তিনি তাই চায়। আমি কি কান্নাকাটির জন্য সে কর্ত্তব্য ছেড়ে দিব? (সন্ধ্যারতির পূর্ব্বে গোপেন্দু সাংখ্যতীর্থ তাঁর রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সংস্কৃত অনুবাদ শুনালেন। গৌরাঙ্গদা মন্তব্য করলেন- বড় সুন্দর হয়েছে। বড় সহজ সরল সংস্কৃত। আর বলতে গেলে বলব যে "মূলের" চেয়ে বেশী সরস হয়েছে বড় চমৎকার জিনিষ হয়েছে।)

বাবা—মহাপ্রভুর দরকার মনে করেছেন, তাই প্রকাশ করিয়েছেন।

সাংখ্যতীর্থ:—এখন চৈতন্য-চরিতামৃতের পারায়ণ পাঠ চলতে পারে।

সন্ধ্যারতির পর বাবা "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবের" ২৪ প্রহর নামযজ্ঞের শুভ-অধিবাস কীর্ত্তন করলেন।

১৮ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

ঘোষালদা পাঠবাড়ী হ'তে ব্রজগোপালদার সঙ্গে এলেন। শ্রীনাম চলছেন। ধনঞ্জয়দা:—রজনীদা, গোপালদা জিজ্ঞাসা করছেন "বাবা—এক চাকায়" যাবেন কি? বাবা বল্লেন—যখন ধামেশ্বর কৃপা করে নিয়ে যাবেন, তখন হবে।

এক সময়ে খড়দহের যামিনী আমায় জিজ্ঞাসা ক'রল—"রামদাদা! খড়দহের এত নিকটে থেকেও কেন মাঝে মাঝে খড়দহে আসেন না?" তখন বলেছিলাম—"তোমাদের বাড়ী খড়দহে তাই যাচ্ছ আসছ। আমার কিন্তু অন্য হিসাব; খড়দহ আমাদের উপাসনার। কৃপা করে টেনে না নিয়ে গেলে যাওয়া যায় না।

তারপর বাবা বল্লেন—দু'বার মুঙ্গের হতে "একচাকায়"—গিয়েছিলাম, কিন্তু এই ত্রয়োদশীতে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের এই বাগান বাড়ীতে প্রবেশ। একথা মনে হওয়ায় দ্বাদশীর দিনই চলে আসতে হয়েছিল। এই তিথিতে একজন (নিতাই) এসেছিলেন আর একজন বাবাজী মশায় এসেছিলেন। একটি চোখে দেখা। চোখে দেখা যেটি সেইটিই তো বেশী আদর হবে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তনে যেমন দেখতে আসলে দেখা দেওয়া হয়, সেই রকম এসেছেন, এই ভোগের মধ্যে এসেছিল। এই ভোগ আনুসঙ্গে এসে যায়। কারণ বাবাজী মশায় সেই ভোগ নিয়ে রয়েছেন। বাবাজী মশায়ের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ আছে, তাদের তো এইরূপ মনে হওয়া উচিত। বলে কয়ে কি এ সব হয়। মুখ তাকিয়ে কাজ করলে তবে তো সুখ।

পরে রজনীদা নিজে এসে বল্‌লেন—আজ না গেলে যাওয়া হয় না। কাল একাদশীর উপবাস, পরশু জন্মোৎসব।

বাবা:—খনার বচন আছে, "রুচে তো খা, মন চলে তো যা" ইচ্ছা হয়েছে যখন, কাল ক্ষণ না দেখে বেরিয়ে পড়, আবার—আসছে বছরের উপর ফেলে রাখা ঠিক নয়। তাই হ'ল।

বৈকালে বাবা প্রসঙ্গক্রমে বল্‌লেন —চাষা ধোপা পাড়ায় প্রভু (বন্ধুসুন্দর) যখন 'কুঞ্জভঙ্গ' গানটি খুলে, গ্রন্থ হাতে দিলেন ঘরে গিয়ে খুলে দেখে খুব অভিমান হ'ল। "তুমি সেদিন দেখলে আমি এ প্রসঙ্গ গাইতে পারি না, তবু কেন জেনেও এরকম আঘাত করছ ?—এই মনে করে প্রভুর দরজার কাছে এসে গ্রন্থখানি প্রভুর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। তার যা উত্তর তাতে আমার অভিমান প্রভৃতি কোথায় চলে গেল। বল্লেন, —"কাকে লাগল ? ওর ভিতর কার নাম আছে ?" সে সব কথা হাড়ে হাড়ে গাঁথা আছে। তাই গ্রন্থে নাম লেখা বা দাগ দেওয়া আমার হয় না। এর সে বুদ্ধি না থাকায় গ্রন্থে আঁচড় দেয়।

ঘোষাল আমার জীবনী—কিছু সংগ্রহ করেছে। গৌরাঙ্গদাসকে এক চিঠিতে লিখেছে—"যদি ছাপাতে আমার নাম না থাকে তবে আমি লেখা গঙ্গাজলে ফেলে দিব।" কি কথা ? কাকে ফেলা হল ? আজ অদ্বৈত-কাকার বাড়ীতে প্রসাদ পাওয়া।

বিষ্ণুবাবুর কাছাড়ী বাড়ীতে (দেওয়ান পাড়ায় শ্যামসুন্দরের ঠাকুর বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে যে প্রাচীর দেওয়া বাড়ী) রামচরণ মহাত্মা 'হরিসভা' স্থাপন করে যান। হরিবাসরের দিন অষ্টকালীন লীলা কীর্ত্তন হ'ত। যখন যে লীলা গান হচ্ছে, তদনুযায়ী ঠাকুরের সাজ বদলান হ'ত। কুঞ্জভঙ্গেতে আরম্ভ হয়ে কুঞ্জভঙ্গেতে শেষ হ'ত। আবার সময় মত 'হরিবাসর" পদকীর্ত্তন হ'ত। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গোটা পদটা লীলা কীর্ত্তন শেষ হ'তে দ্বাদশীর দিন রাত্রি ৮/৯টা পর্য্যন্ত লাগত। সে পর্য্যন্ত একাদশীর মত ভোগরাগের ব্যবস্থা। তারপর দ্বাদশীর ভোগরাগের ব্যবস্থা বিরাট। একবার হরিবাসর করবার ভাগ্য আমার ঘটেছিল। পানিহাটীর উৎসব ত্রয়োদশীতে সেখানে যেতে হবে। লীলা-কীর্ত্তন হচ্ছে, আমি কি বলব। মৈত্র মশাই বললেন বাবাজী মশাইকে স্মরণ করে বসে যাও। ৪ ঘণ্টা কীর্ত্তন হ'ল। ২টা বেজে গেছে। অন্যান্য কীর্ত্তনীয়ারা তারপর ধরলেন।

রাত্রে গাড়ী ধরতে হবে, নৈলে পানিহাটীতে হাজির হবার ভোরের গাড়ী পাওয়া যাবে না। তাই পঙ্গতে যাওয়া হল না। মৈত্র মশাই কিছু সাকার প্রসাদ হাঁড়ির মধ্যে এনে দিলেন। আমরা সঙ্গে নিলাম এবং গাড়ী ধরলাম, সেবা হ'ল সেবারে হরিবাসরে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ সকাল হ'তে শেষ পর্য্যন্ত নৃত্য করলেন। নির্জ্জলা ব্রত, অদ্ভুত আবেশ। চট্টরাজ ৬০/৬১ বৎসর বয়স। এই বহরমপুরে বৈষ্ণব সম্মিলনীর সময় অদ্ভুত 'নগর-কীর্ত্তন'। নিত্যানন্দ প্রভুর, অদ্বৈত প্রভুর, পণ্ডিত গোস্বামীর, সকল বংশের, সরকার ঠাকুরের কীর্ত্তনীয়া মণ্ডলীর দল সকলে এগিয়ে, আমরা পিছনে। আমাদের দলেই বেশী ভিড় (৬।০) সাড়ে ছয়টা ৭ টা নাগাদ কীর্ত্তনমণ্ডলী একে একে বাহির হ'তে লাগলেন। যখন সকলে বাহির হলেন তখন আমরা বাহির হ'লাম। তখন প্রায় ৮টা বাজে। ৮টা হ'তে বেলা ২টা পর্য্যন্ত ৪ ক্রোশ রাস্তা কাশিম বাজার হ'তে খাগড়া কোর্ট সারদাবাদ হয়ে ঘুরে আসা হ'ল। সমস্ত রাস্তায় জল ঢালা হচ্ছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য মোটা চাদরের চাঁদোয়া।

মাথায় রোদ লাগে না। মহারাজা নিজে মাথায় তোয়ালে বেঁধে, কাঁধে খুন্তি নিয়ে একটি চাদর গায়ে দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। পাছে কেউ আর হাঁটতে না পারেন এজন্য মোটরগাড়ী সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সরবত গাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যার ইচ্ছা হয় খাবে।

সারদাবাদে বাজারে ঠাকুর বাড়ী আছে। সেখানে নানা রকম ফল হালুয়া প্রভৃতি বাল্য ভোগের ব্যবস্থা ছিল। আমরা গিয়ে দেখি—কেউ কেউ প্রসাদ পাচ্ছেন। আমাদের নাম বন্ধ ক'রে প্রসাদ সেবা ও বিশ্রাম কর্‌তে বলায় আমরা বল্‌লাম, "যেখান হ'তে নাম বাহির করা হয় সেইখানেই আমরা শেষ করি। পথে নাম বন্ধ করা হয় না।" নাম চল্‌তে লাগ্‌ল। কেউ কেউ বাল্যভোগ পেল। তারপর সেই দুপুর রৌদ্রে বেরোন হ'ল। ২ টার সময় ফিরে দেখা গেল অন্য সব সম্প্রদায় বিশ্রাম কর্‌তে চলে গেছেন। তারপর নগর-ভ্রমণ "কীর্ত্তন" দেড় ঘণ্টা হ'ল। আমাদের জন্য অপেক্ষা না ক'রে বৈষ্ণব-সেবা আরম্ভ করে দিতে বলে দিলাম। ক্যাম্পে ফিরে আরতি কীর্ত্তন হ'ল। প্রত্যেকের সেবার ব্যবস্থার জন্য ভলেন্টিয়ারের ব্যবস্থা থাকলেও মহারাজা নিজে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় প্রতি ক্যাম্পে গিয়ে দেখাশুনা করেছেন। সকলের খাওয়া হ'লে এমন কি চাকর বাকরদের খাওয়া শেষ হ'লে প্রসাদ পেতেন। তার মুখ দিয়ে এর চেয়ে উচ্চ কথা শুনিনি, "কেন গোলমাল করছিস্ দেখে শুনে করনা।

খেতুরীর ঠাকুর-মন্দিরের জন্যে কত চেষ্টা করলেন শেষ পর্য্যন্ত হ'ল না। শেষ যেবার দেখা, সেবার গিয়েছিলাম এই উপলক্ষে। সেবার প্রসাদ পেতে বসেছি মহারাজার পাশে বসে, দুঃখ করে বললেন—প্রভু অনেক কিছু করালেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় সহানুভুতি করবার কাউকে পেলাম না।" আমি শুনে কেঁদে ফেল্‌লাম। এর অনেক আগের কথা—'ফুল দোল' উপলক্ষে বৈশাখ মাস-ভোর নগর কীর্ত্তন বেরোত। অনেক ঠাকুর বাড়ী। নগর কীর্ত্তন শেষ হ'তে রাত বারটা লা'গত। একবার সে নগর কীর্ত্তনে যোগ দেওয়া আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। বহরমপুর, জঙ্গীপুর, বিষ্ণুপুর, একধাতের। নগর-কীর্ত্তন বেরোলে যে যে অবস্থায় থাকুক্ না কেন, কেউ ঘরে থাকবে না, রাস্তায় বেরিয়ে এসে দণ্ডবৎ কর্‌বে। মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে কি বৈষ্ণব-সেবা।

আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা। গঙ্গার অপর পারে ইসলামপুর দিকে চার পাঁচখানি গ্রামে বৈষ্ণব ছাড়া পাবে না। সব আচার্য্য প্রভু এবং ঠাকুর মহাশয়ের অনুগত।

১৯ই মাঘ ১৩৫৩ সাল

শ্রীনাম চল্‌ছেন। আজ একাদশী। ভোরে মঙ্গল আরতির পর বাবা আমায় বল্‌লেন—সকালে একটু কিছু মুখে দিলে পিত্তি পড়ে না। একটু মিছরী মুখে দিয়ে জল খেতে পারিস্। সেবাশ্রমের ডাক্তার কাল কলকাতা হ'তে এসেছে, তাকে দেখিয়ে অসুধ খা।

রাঘবদা (মন্দিরের রাধারাণীর ঘরের সেবক) এসে "সেবার" বিশৃঙ্খলার কথা বল্‌লেন, নানারূপ কথা। টাকা জমাচ্ছে প্রভৃতি বলে মন খারাপ করে দেয়। সেবা হ'তে সরে পড়্‌তে ইচ্ছা হয়।

বাবা—সরে পড়লে কার লোকসান হবে ? যতদিন কৃপা করে এ সৌভাগ্য বজায় রাখেন তত দিন থাক। কোন যোগ্যতায় "শ্রীমন্দিরের সেবা" পাওনি। অহৈতুকী কৃপা-স্বভাবে দিয়েছেন। প্রসাদ চরণামৃত দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে বাজিয়ে নিতে চান আমার সেবার জন্য, না নিজের সেবার জন্য পড়ে আছে। পরীক্ষার সময় সব সহ্য কর্‌তে হবে। আর একে ওকে নিমিত্ত না ক'রে, "নটের গুরু গোবর্দ্ধন" জেনে তাকে সব জানাবে। তোমাদের দাদামশায় বলেগেছেন,— জোর ক'রে বলবে,—আমরা কি পরীক্ষার পাত্র !"

বেশী যদি পরীক্ষা কর তবে সব ফেলে দিয়ে যে নরকে ছিলাম, সেখানে গিয়ে পড়তে হবে, তাতে তোমাদেরই খাটুনি বাড়্‌বে। মনে মনে জানালে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাবে। মনে মনে জানালে কাজ বেশী হয়, এ আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি।

রাঘবদা— আমাদের সেভাবে কি কিছু হবে ?

বাবা—যাদের পিছনে আছ তারাও জানাবে (অর্থাৎ আমিও জানাব) সহ্য করা দরকার, হাকিম স'র্‌লে পেশকার একটু কর্ত্তৃত্ব খাটাতে চায়। সে সময় সহ্য ক'রে থাক্‌তে হ'বে। নৈলে সেবা হ'তে তুমি নিজেই বঞ্চিত হ'বে তিনটি স = শ, ষ, স। এ থাকার কারণ কি ? তিন স এর পর হ। 'হ' এর অর্থ হ'য়েছে যে ভিতে সম্বন্ধ রতি হ'বে সে ভিত গড়েছে, অর্থাৎ শান্ত রতি হয়েছে, ছুটাছুটি গিয়েছে, নিষ্কাম ভাব এসেছে। এর ভিতর-উপর খেল্‌বে 'ক্ষ' অর্থাৎ যুগল (ক্ষ = ক + ষ, যুক্ত), দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর যে কোনও রসের সম্বন্ধ নিয়ে যুগলের সঙ্গে খেলা হবে একতলা, দোতলা, তেতলা, চারতলার ইমারৎ কর।

রাঘবদা চলে গেলে বাবা বল্লেন—এ রকম অনেক দিন হ'তে শুনে আসছি। রথের সময় যেতাম, গোবিন্দদা যত কিছু অভাব অভিযোগের কথা বলতেন। সারা ছ' মাসের অভাবের কথা একত্র ক'রে রাখ্‌তেন। আমি যেতেই সেই আগুন ঢেলে দিতেন। আমি আর থাক্‌তে না পেরে পরের বৎসরে বল্লাম—নীলচল কি, কি এখানে লীলা, কিছুই জান্‌তাম না, একজন কৃপা ক'রে এসে বুঝিয়ে দিলেন এবং প্রতি বৎসর সেই ভোগ দেবার জন্য টেনে আনেন। যে পর্য্যন্ত না আমার সে কাজ শেষ হয়, সে পর্য্যন্ত কোন অভিযোগ শুন্‌ব না। অবশ্য তোমাদের জানাবার অধিকার আছে। কারণ আমার নাম সেই জানাবার স্থানে ঠাকুর রেখেছেন। কিন্তু জানাবার সময় আছে, কিছু ভোগ দেবার জন্য তিনি টেনে আনেন। সে ভোগে ঘা দেবার তোমাদের কি অধিকার আছে ?

প্রথম বৎসর এখানে (নবদ্বীপে) সুচক্র কর্‌তে দিলেন না। যাদের নিয়ে কীর্ত্তন ক'র্‌ব

তাঁদের রান্নার দিকে টেনে নিলেন। তখন পূজারী দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা হয়নি। আমি খুব ঘা খেলাম। পর-দিনই আমার টায়ফয়েড্‌ ও বসন্ত হয়। বসন্তের দাগ এখনও মুখে সামান্য আছে। পরবৎসর দিদিকে বল্লাম। তোমাদের উৎসবের হৈচৈ আমার উৎসব নয়। ঐদিনে তাকে স্মরণ, তাঁর অভাবের সম্বন্ধে ২।১টি কথা যদি বল্‌তে না দাও তবে আমি দূর থেকে দণ্ডবৎ করব, এখানে আস্‌ব না। সূচক কীর্ত্তনই আমার পক্ষে উৎসব। এইকথা বলার পর কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'ল।

আজ বহরমপুরের মৈত্র মহাশয়ের দুই মেয়ে লক্ষ্মীদি (সধবা) এবং পদ্মাদি এলেন। বৈকালে বাবা সেবাশ্রমের ডাক্তারকে আমায় দেখাবার জন্য ঘরে ডেকে পাঠালেন। কি স্নেহ! "কেউ কোথাও যান না" এসম্বন্ধে গৌরাঙ্গদা পরে বল্লেন। আমি এবিষয়ে এক চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি, 'পণ্ডিত বাবার নিকট গ্রন্থ দেখি এবং তার আদেশ ক্রমে রাত্রে মাধুকরী পেয়ে ৯।০টা পর্য্যন্ত পাঠ করি। অনেকে শুন্‌তে আসেন। একদিন বৈকালে এক জায়গায় না বুঝ্‌তে পেরে জানতে গিয়ে দেখি যে পণ্ডিব বাবার ঘরের দরজা বন্ধ, ভজন কর্‌ছেন মনে কর্‌লাম—বল্লাম—বাবা! উঃ 'কে'? আমি 'গৌরাঙ্গদাস'। কি খবর? পাঠ লাগাতে পারছি না। উঃ—পড়। পড়্‌লাম তিনি বুঝাতে লাগ্‌লেন। মাঝে মাঝে বল্‌ছেন, বুঝ্‌ছ? আমি—হাঁ। তিনি—তুমি সুবোধ; তুমি তো বুঝ্‌বে। যখন সব জানা হয়ে গেল, তখন বল্‌লাম আমি যাই। বল্লেন, যাও। বেরিয়ে দেখি যে পণ্ডিত বাবা কৃপাসিন্ধুকে নিয়ে কোথা হ'তে আস্‌ছেন। আমি তো অবাক, মনে কর্‌লাম পণ্ডিত বাবা সিদ্ধ, এ কোনো সিদ্ধাই হবে। রাত্রে মাধুকরী পাবার সময় আমার মনে বৈকালের কথাই জাগছে। আমি পেতে পারছি না বৈকাঁলের কথাই জাগছে। আমি পেতে পারছি না দেখে পণ্ডিত বাবা বলছেন—"কি শরীর অসুস্থ হয়েছে? তবে আজ পাঠ করে কাজ নেই।" আমি তখন সব ঘটনা খুলে বল্লাম তিনি বল্লেন, আমি এব্যাপারে মোটেই জানি না। এব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি জান, এখানে অনেক সাধু মহাত্মা দেহ রেখেছেন। তাঁরা এখানেই আছেন উন্মুখী জীবকে কৃপা করতে তাঁরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাঁদের মধ্যে কেউ আমার স্বরও আমার স্বরূপ নিয়ে তোমায় বুঝিয়ে দিলেন। তখন বুঝলাম—যে তাঁরা এক স্বরূপে নিত্যলীলায় সেবায় গেলেও এক স্বরূপে সাধক স্বরূপে থাকেন।

আমি—'সকলেই তা'হ'লে থাকেন?' গৌরাঙ্গদা অন্ততঃ যাঁরা জীবকে উন্মুখীন করব এই Mission নিয়ে আসেন তাঁদের সম্বন্ধে ঐ কথা ধ্রুব সত্য। আমাদের বড় বাবা আছেন এত ধ্রুব সত্য, যে চন্দ্র সূর্য্য আছে এও মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু বড় বাবা আছেন এতে কোন সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যারতির পর বহরমপুরের বিনয় বাবুর উৎসবের কীর্ত্তন পাঠ হ'লেন। বাবা বল্‌লেন—এ কীর্ত্তন হ'তে বুঝ, "বহরমপুর" স্থানটি কি প্রাচীন বৈষ্ণব-স্থান। এখন আবরণে প'ড়েছে কিন্তু আবার সময় হ'লে প্রকাশ পাবে। স্থানের মাহাত্ম্য ঠিক আছে। প্রকাশ না থাকলে, যাবে

কোথায়! নৈলে কি ও বস্তু দেয়! নোয়াখালীর ব্যাপারে ধান ঝাড়ার মত তুষ প্রভৃতি সরে প'ড়ল। এবার আসল প্রকাশ পাবে।

তারপর বহরমপুরের বৈষ্ণবতার কথা বলিলেন। মহারাজের পিতৃকুল (ঠাকুর মহাশয়) বা মাতৃকুল স্বর্ণময়ী (সরকার ঠাকুর) এই দুই কুলের নিকটই মন্ত্র নেননি। মৈত্র মশায়ের নিকট বাবা ঐ খবর পেয়েছেন। নিমাই ঠাকুর বলেন যে নাম নিয়েছিলেন রামচরণ বাবাজীর নিকট, কিন্তু মন্ত্র নিয়েছেন রাখালানন্দ ঠাকুরের নিকট, রামচরণ মহাত্মার অনুগত। রামচরণ মহাত্মা ছিলেন বিষ্ণু বাবুর বাড়ীতে। এই মহাত্মা মহাপ্রসাদ প'চে গেছে, পোকা লেগেছে, সেই প্রসাদও খেতেন। মৈত্র মহাশয় ছিলেন মহারাজের সমবয়স্ক এবং বোধ হয় বাল্যকালের সমপাঠী।

একদিন রামচরণ মহাত্মা কাশীম বাজারের বদ্ধ-গঙ্গায় স্নানে যাচ্ছেন, সঙ্গে মহারাজা ও মৈত্রমশাই আছেন। মৈত্রমশাই মহাত্মার ডোর কৌপীন বহির্বাস নিয়ে যাচ্ছেন, ঘাটে গিয়ে কোথায় ডোর কৌপীন রেখে স্নান করবেন, মৈত্রমশাই ঠিকমত জায়গা পাচ্ছেন না। মহাত্মা বলছেন "গোপেন্দু! ঐ যে নৌকার মাথা দেখা যাচ্ছে, ঐখানে রাখ। বর্ষাকালে নৌকাগুলি কাজে লাগে গ্রীষ্মকালে জলে ডুবে থাকে। একটার মাথা উপরে উঠেছে, রাখা হ'লে মহাত্মা বলছেন—"গোপেন্দু, এর নাম কোনো ভাগ্য। এই যে সেবা হ'ল এবং তজ্জনিত কৃপা পেল, এর ফলে একদিন যোগ্য দশা পেয়ে ভক্তি লাভ ক'রবে" কত বড় কথা!

এমন সময় হরিবোল কুটিরের হরিদাসদা এলেন। বাবা তাঁকে দেখে বল্‌লেন—আমরা সিদ্ধান্ত কথা কইছি—"এ যে অশেষ মূর্খ লোকের সিদ্ধান্ত, শাস্ত্র পড়ে নয়।" আমার লেখাপড়া ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত। ১৪ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর বরিশালে যে দাদা থাকৃতেন, (বীরেশ্বরবাবু, তখন বিবাহ হয়েছে) তিনি নিয়ে গেলেন। ১২৯৯ সাল মাঘ মাস—ঠিক এরপরে সেই ঘটনা। বরিশালের কিছু দূরে নলচিড়াতে এক টোল ছিল। তাতে ব্যাকরণ পড়বার জন্য ভর্ত্তি করে দেন। নলচিড়াতে এই দাদার শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর কালিকমল রায়ের বাড়ীর পাশেই ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে পড়তে যেতে হ'ত। প্রভুর সঙ্গ ছাড়া হওয়ায় মন খারাপ ছিল। কি ক'রে আবার ফরিদপুরে যাই তাই খুঁজতে লাগলাম। ফরিদপুরের একটি ছেলে বিজয় আচার্য্য (অক্ষয় সেনের জ্যাঠতুতোভাই) ফরিদপুরের হিতৈষী বঙ্গ বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়ত। (পরে বরিশালে মামার বাড়ী গিয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করল) আমার পূর্ব্বে এখানে এসেছিল। সে এসে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে মারা গেল—অল্প কয়েক দিনের মধ্যে। আমার একদিন একটু জ্বর হওয়ায় আমি লিখলাম—আমারও ঐ রকম হবে। এই ভয়ে দেখাতে আমায় বরিশাল শহরে এবং সেখান হ'তে ফরিদপুরে—ফিরিয়ে আনা হ'ল।

ফরিদপুরে অবিনাশ মিত্র (ঈশান মিত্রের ছেলে) এঁর ভাই অতুল মিত্র এখনও আছেন, আমাদের জন্য একটি টোল খুলেছিলেন। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন। আমরা বাসায়

খেয়ে দেয়ে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শুয়ে থাকৃতাম। দিন কতক তাঁর টোলে উপক্রমণিকা পড়লাম, কারণ প্রভু তখন বাইরে। প্রভু ফিরে এলে প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে লাগলাম। তারপর পড়াশুনা গেল, এই আমার লেখাপড়ার হিসাব।

এই ফরিদপুরে থাকৃতে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা, তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটি।

বৃন্দাবনদা বালক সমিতি গঠন করেছিলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীজী ঢাকায় কোন কাজে এসেছিলেন। সেখান হ'তে ডেকে আনা হয় পুরাণ কালীবাড়ীতে। ফরিদপুরে হু'টি কালীবাড়ী। স্বামীজী আসবার ২।৩ দিন পরে ভারতী মশাই আসেন। এঁর গান, আর স্বামীজীর বক্তৃতা ফরিদপুর থাকাকালে শুনি। তারপর সেই বৎসরই প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে আসা। সে অদ্ভুত দৃশ্য, সেই আমার নিত্য-স্মরণের।

কলুটোলার কুঞ্জদার প্রাপ্তির সময় আমায় ডেকে নিয়ে গেল। গোবর্দ্ধন পাশে ছিল, তাকে বল্‌ছি, এখানে এই হয়েছিল, ওখানে ওই হয়েছিল। এশুনে কুঞ্জদা বললেন—রামদাদা এত কথা তোমার মনে আছে। আমি বল্‌লাম—দেখ ভাই ঠাকুরের স্মরণ মনন আমার আসে না, আমি যা দেখেছি তাই স্মরণ করি। কুঞ্জদা. হাঁ ওতো খুব বড় জিনিষ। ওতো কেউ করে না,—আমি কি করব? আমার আর কিছু আসে না। তারপর বাবা বল্‌লেন---এই সকালে ছেলেদের বলছিলাম—যা হবে, তা এখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের জানাবে। তাঁরা কোথাও যাননি। যদি যাবেন, তবে এ সেবা গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়ে যেতেন। দিদি এখনও সেবা করছেন। তোমার গুরুদেবকে, হরিবোলকে যদি চেপে ধর তিনি দেখা দেবেন। কোথায় যাবেন, কেউ কোথাও যায় না, বরং ঐ ছুতো করে বেশী দেয়। বহরমপুরের তুই ভাই কীর্ত্তনে কি জিনিষ দিয়ে গেল।

২০শে মাঘ ১৩৫৩ সাল

শ্রীনাম চলছেন। উদ্ধবদা বাবার জন্য একটি উলের চাদর বাঁকুড়া থেকে এনেছেন। সেখানা গায়ে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বাবা বল্‌লেন—শীতের চোটে বাবু সেজেছি—'রামবাবু আমি।' অতুল চম্পটি মশায় এক সময় আমায় বলেছিলেন,—"প্রভুর কৃপায় নিতাই গৌর ভজে কলকাতায় বসে যে মজা লুট্‌লে তা কোন শালা পারে না।"

কালীঘাটে কাত্তিকের ঘাটে স্নান ক'রে উঠে মাথায় চাদরটি দিয়ে দাঁড়িয়েছি, অতুল চম্পটি কোথা হ'তে এলেন। গঙ্গায় নামলেন। আমার দিকে তাকিয়ে এসে বলছেন—"আমি ঠিক্ দেখেছি, আমি ঠিক্ দেখেছি, প্রভু আমার দেখিয়েছেন। তোমার স্বরূপ জেগেছে"—কি দৃষ্টি দেখ। বাইরে থেকে বিচার করলে দেখবে—একজন বিরুদ্ধ-আচারী, এর তার কাছে চাওয়া চাই, তাই লোকে শেষে দেখলে ভয় পেত। যা পয়সা জোগাড় হবে তা নিয়ে মামার বাড়ী (মদের দোকান)

গেলেন। ভরপুর মাতাল তবুও মুখে সেই গম্ভীর ধ্বনি "হরিবোল" ছাড়েনি। কি বিচার করবে, সব ছন্নশক্তি। "বেশ্যাদের উদ্ধার" এই সব লোকের দ্বারা সম্ভবে,—যারা বেশ্যালয়ে যেতে কোন রকম সঙ্কুচিত নয়—এবং সেখানে গিয়ে নির্দোষভাবে নিজের কাম "নাম—প্রচার" সেরে আসতে পারে জিনিষ পত্র চাইত, কাউকে দিবার জন্য। কোথাও দেখেছেন কেউ কষ্ট পাচ্ছে চেয়ে নিয়ে পরক্ষণে তাকে দিয়ে দিলেন। একদিন আমি বাগবাজারের দিকে যাচ্ছি একটা কাপড়ের দোকানের সামনে চম্পটি মশায়ের সঙ্গে দেখা। আমার গায়ে দোপাট্টা লুই (গরম কাপড়) ছিল, দেখে বলছেন "আমি শীতে কষ্ট পাচ্ছি। আমায় একখণ্ড কেটে দাও।" তখন সেই কাটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে আধখানা ক'রে তা'কে আধখানা দিলাম। "রামদাস" এই নাম শুনতে কাণে আঙ্গুল দিতেন। কিন্তু সাক্ষাতে দেখা হবা মাত্রই স্নেহ প্রকাশ পেত এবং যা কিছু টাকা সঙ্গে থাকত চেয়ে নিতেন।

হরিবোল-কুটীরের হরিদাসদার মুখে শোনা "আমি চারমাস একাদিক্রমে চম্পটি মশায়ের সঙ্গে ঘুরেছিলাম।

একদিন আমায় বল্‌ল—"দেখ্ শালা, আমি যা ক'রব তার উপর মোটে কথা কইবি না—চুপ্ ক'রে থাকবি।" ব'লে লোকের কাছে এই বলে ভিক্ষা আরম্ভ করলেন,—"এই ব্রাহ্মণ ছোকরা উপবাসী আছে এর উদর পূরণের জন্য কিছু দাও।" যা পেলেন নিয়ে মদের দোকানে ঢুক্‌লেন। আমি বল্লাম —"মিথ্যে কথা বল্লেন কেন?" উত্তর—"প্রভু বলেছেন—একমাত্র হরিনাম সত্য আর সব মিথ্যা। মিথ্যার মধ্যে আবার সত্য-মিথ্যা কিসের?" "আর একদিন সোনাগাছিতে বেশ্যাদের ঘরের সামনে "হরিবোল" ব'লতে ব'লতে গড়াগড়ি দিয়ে রাম-বাগানের দিকে যাচ্ছেন আমার মনে প্রশ্ন উঠল, "কি ক'রে ভক্তিলাভ হয়, এ সব কি?" যেই মনে হওয়া আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"ভিক্ষা করলে ভক্তি হয়।" রাম-বাগানে গিয়ে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে যা পেলেন মদের দোকানে গেলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর 'গয়ের' খানার মধ্যে প'ড়েছে 'প্রসাদী' ছাড়া উচিত নয়, বোধে চম্পটি মশাই তা খেয়েছেন দেখে প্রভু বল্‌লেন—তোর যা ইচ্ছা করিস, তোর সম্বন্ধে 'গ্যারান্টি' রইলাম।

আজ নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। দুপুরে বাবা কীর্ত্তন করলেন, কীর্ত্তনের পর মহোৎসব হ'ল। সন্ধ্যারতিরপর বাবা নিজের পাঠ সেরে কিছু পাঠ করতে ডাকলেন। আজ নিতাইয়ের দিন নিতাইগুণ পাঠ কর। বহরমপুরের কীর্ত্তন, বিভূতিদার উৎসবের কীর্ত্তন ছাপান কাছে ছিল না। তাই খাতার লেখা হ'তে পাঠ করলাম। তাতে ডাক্তারদার বাড়ীর কীর্ত্তনের আখর যুক্ত আছে। বাবা সুখ পেলেন। গৌরাঙ্গদা স্থানে স্থানে কিছু বল্‌লেন—"অনঙ্গ মঞ্জরী নিতাই, সেইত বটে অনঙ্গ বিলাসিনীর অন্তরঙ্গ অঙ্গ।" বাবা বল্‌লেন—যেবার এটি প্রথম প্রকাশ পায় সেবার পুরীতে তার পরেই যাওয়া হয়েছিল। গিয়ে শ্যামদাদাকে বল্‌লাম—নিতাই রাধা তাই নেয় না, আর কি আসছে দেখ! শ্যামদা খুব খুশী হলেন।

গৌরাঙ্গদা—অনঙ্গ কেলিই সব সুখের কেন্দ্রস্থান, তাই অনঙ্গ মঞ্জরী সব সখীগণের প্রাণ।

বাবা—তুলসীদাসজীর আছে—নাম হ'ল এক, আর সব সাধন শূন্য (০)। এও সেইরূপ নিতাইকে ছেড়ে সব ফাঁকা, নিতাইকে নিয়ে যার যা আদর।

বাবা কীর্ত্তনের পর বল্‌লেন—অনেক জিনিষতো এ কীর্ত্তনে আছে এটি ছাপাতে হবে।

২১শে মাঘ ১৩৫৩ সাল

আজ শ্রীনাম সমাপ্ত এবং নগর কীর্ত্তন হ'লেন। উদ্ধবদা করলেন। বাবা শ্রীবাস অঙ্গন পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন এবং "গজেন্দ্র গমনে যায়...পাষণ্ড দলন বানা...অক্রোধ...গাইলেন। আমি সময় মত গৌরাঙ্গদার নিকট গিয়ে গতকল্য রাত্রে যে কীর্ত্তন পাঠ হয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রীকবিরাজ বলেছেন, পঞ্চ-রূপ-ধরি করে কৃষ্ণের সেবন—সে ত এই 'পঞ্চতত্ত্ব'। এই তো অন্তরঙ্গ কথা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা গেল যে, মূল সংকর্ষণের সম্বন্ধে এটী উক্ত হয়েছে এবং যে পঞ্চরূপ (১) কারণাব্ধিশায়ী (২) গর্ভোদকশায়ী (৩) ক্ষীরোদশায়ী (৪) শেষ (৫) স্বয়ং বলরামরূপ। বাবা বলেছেন—পঞ্চতত্ত্ব হলেন পঞ্চরূপ। গৌরাঙ্গদা সমাধান করলেন বলরাম নিতাই। নিতাইএ বলরামের এ-পঞ্চরূপে সেবা তো আছেই, কিন্তু সেটী অন্তরঙ্গ কথা নয়। অন্তরঙ্গ কথা হ'ল, পঞ্চতত্ত্বরূপে সেবা। নিতাই—নিতাই, গৌর, সীতানাথ, গদাধর এবং শ্রীবাস রূপে সেবা করছেন।

সন্ধ্যারতির পর বাবা কিছু পাঠ করতে ডাকলেন। বাউদপুরে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে আগমন প্রসঙ্গ পাঠ হলেন। বাবা কিছু কিছু যোগ করতে লাগলেন। এবং গৌরাঙ্গদা স্থানে স্থানে বল্‌তে লাগ্‌লেন। কথায় কথায় বাবা বললেন শ্রীজগন্নাথকে কেউ কেউ দ্বারকাধীশ মনে করে, তেমন আদর ক'রে দর্শন করতে যাওয়া মনে করেন না। তাদের হিসাবে সন্ন্যাস গ্রহণ, অক্রুর হরণ, নীলাচলে আসা হ'ল মথুরায় আসা; এখানে কৃষ্ণ ব্রজের নয়। কিন্তু মহাপ্রভুর ভোগ উল্টো, মহাপ্রভু দেখতেন "ব্রজেন্দ্রনন্দন।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত 'জগন্নাথ-অষ্টকে' তিনি নিজের ভাব খুলেছেন, "রসানন্দীরাধা-সরসবপুরালিঙ্গনসুখো" অর্থাৎ যুগল ভোগই তিনি কর্‌তেন। মথুরার কৃষ্ণ তিনি দেখতেন না। তাই মনে হয় যে গৌর নিজের ভোগের উদ্দীপক স্বরূপরূপে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ। পূর্ব্ব হ'তে ঠিক ক'রে রেখে ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসের পর সেই দেখে ভোগ ক'রতে লাগ্‌লেন। যদি জগন্নাথকে গৌরের ভোগের অনুকূল স্বরূপে ধরা হয় তবে স্বীকার করতেই হবে তিনি দ্বারকাধীশ নন।

গৌরাঙ্গদা—যখন বলরাম সুভদ্রা সাথ তখন দ্বারকার। ইহা হ'তে আসে—যখন বলরাম সুভদ্রার সঙ্গে দেখে না, তখন ব্রজের নিকুঞ্জের।

বাবা—পঁহুণ্ডি বিজয়ের দিন আখরে এসেছেন, বলরাম সুভদ্রা, "অনঙ্গ এবং বৃন্দা-আবেশে" গুণ্ডীচাতে যাচ্ছেন।

গৌরাঙ্গদা—এর ভিতর আর এক কথা মনে হচ্ছে, যখন জগন্নাথ শ্রীমন্দির হ'তে বেরুলেন—তখন বাদীদের চোখ এড়াবার জন্য দাদা দিদির সঙ্গে বেরিয়ে, নিজের উদ্দেশ্যকে আবরণ ক'রে বের হলেন তারপর নিকুঞ্জে প্রবেশের সময় লীলার সহায়ক হয়ে গেলেন।

রসের উপর একটি আবরণ না থাকলে চলে না। দিদি দাদা হলেন আবরণ। বাবা একথা শুনে সুখ পেলেন। গৌরাঙ্গদা একটি মহাজনী পদ ব্যাখ্যা করলেন। তাতে শ্যামাকে স্বামী বলা আছে। শ্যামার কথা থেকে বাবা বললেন, শীল বাড়ীতে থাকাকালে কীর্ত্তনের পর রাত্রে ছাদে উঠে প্রাণভ'রে গাইতাম—"ম্যেরে রাধারাণী শ্যামা প্যারী, বৃষভানু-দুলারী, নওল কিশোরী, ছোট সে গৌরী, উমর থোরী, ম্যেরে রাধারাণী।

২২শে মাঘ ১৩৫৩ সাল

বুধরীর ঠাকুর যাদের ছিলেন সেই যামিনী কবিরাজ গতরাত্রে এসেছিলেন তিনি সকালে বাবার নিকট নিজেদের অভাবের কথা জানালেন। এবং বুধরী মঠ হ'তে তিনটি পারসের ব্যবস্থার কথা লিখে দিতে বললেন। বাবা খুব আদর করলেন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করলেন, বাসুদা এলে তিনি একথা বলবেন, এ কথা দিলেন কিন্তু লেখা দিলেন না। বাবা এ প্রসঙ্গে বললেন "নিতাইয়ের চরণে তুলসী চাপালে কি হবে, এদিকে যে অপরাধ হচ্ছে, কবিরাজের বংশের সেবা করা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করা উচিত।

আজ সকালে একজন জিজ্ঞাসা করলেন "আজ কি ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব তিথি?" বাবা 'তা হবে।'

স্নানের সময় বললেন। ঠাকুর মহাশয়ের প্রসঙ্গ রাত্রে হবে। নরোত্তম বিলাস দেখে রেখো। রাত্রে নরোত্তম বিলাস হ'তে পাঠ হলেন। বাবা হুঙ্কর ছাড়তে লাগলেন হরিবোল আশ্রমের হরিদাসদা বাবাকে জানালেন, যে টোটা গোপীনাথ (পুরী) গৌড়ীয়ারা নিয়েছে। বাবা বিশ্বাস করলেন না এবং পুরীতে গোপাল গোসাঞির নিকট আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করলেন। নন্দকাকা—বিশ্বাস নেই, এ হলেও হতে পারে, একবার তো হয়েছিল। বাবা হ্যাঁ, সে ঘটেছিল, অভাবে পড়লে সবই হয়। গোপীনাথের সেবার ভার দু'জনের উপর, গোপী গোসাঞি ও গোপাল গোসাঞি। মাসে ১৫ দিন করে ভাগে সেবা। গোপাল গোসাঞি তার অংশ বিক্রয় করছেন জেনে আমরা কিনতে গেলাম।

৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা গোপাল গোসঞিকে দেওয়া হল। পোস্তারা যে টাকা দিল। তখন গোপী গোসাঞির তরফ থেকে আপত্তি উঠল—"আপনাদের হাতে সেবা গেলে আমি দুঃখ পাব। আপনারা ১৫ দিন বেশ ভালরূপে ঠাকুরকে খাওয়াবেন আর আমি ১৫ দিন ডাল ভাত খাওয়াব, এতে আমার কষ্ট হবে।" এরূপ আপত্তি উঠায় দিদি (সখীমা) বললেন যখন আপত্তি উঠেছে তখন থাক।

পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়ে গেছে কি ক'রে চেয়ে নেওয়া যায়? পোস্তাকে বললাম—"অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে যদি দিবার ইচ্ছা হয় তবে আর চেয়ে কাজ নেই।" তাই হল। কটকে এইবার থাকাকালে মুসীদার মুখ থেকে শোনা।

সেখানে বাঞ্ছানিধি মহান্তি তিলক আর কণ্ঠী নিয়ে বসে আছেন তিলক কণ্ঠী পরিয়ে দিচ্ছেন। নামেতে সকলের মধ্যে খুব মত্ততা এল। যেন ধরিত্রী পর্য্যন্ত নৃত্য করছেন। যে যেখানে ছিল নামের আকর্ষণে আসতে লাগল। পূজারীরা রান্না চাপিয়ে দিয়ে সংজ্ঞাহারা হয়ে নাচছে ও নাম করছে। উনুন নিভে গেল, কতক রান্না না হয়ে পড়ে রইল। স্কুলের ছেলেরা কি জানি কোন্ আকর্ষণে এসে মেতে গেল এবং মন্ত্র নিতে লাগল দামোদর পণ্ডিতের টোলের ছাত্রদেরও সেই অবস্থা। অফিসের বাবুদেরও সেই অবস্থা।*

সেদিন হাটের দিন যারা হাটে যাচ্ছিল তাদের আর হাট করা হ'ল না। মন্ত্র নিতে লাগল। ৩৯০ জনের মন্ত্র হ'ল। বাবাজী মশাইর অদ্ভুত অবস্থা। ডান হাতখানি মোটা হয়ে গেছে, আর শরীরও যেন প্রকাণ্ড ও লাল-রঙ্গের দেখাচ্ছে। আর কি ভীষণ কাঁদছেন! শেষে প্রায় বেলা ৫টার সময় কৃষ্ণকাকা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে (তখনও মন্ত্রপ্রার্থী দাঁড়িয়ে আছে) বাবাজী মশাইকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তিনি সে অবস্থাতেও খুব কাঁদছেন। কিছুক্ষণ পরে স্থির হলেন। ওদিকে নগেন গোসাঞির (বিশ্বরূপ গোসাঞির) এক অদ্ভুত অবস্থা। তিনি তিনি নামের মধ্যে খোল বাজাচ্ছিলেন নাকি দেখতে পেয়েছেন যে শ্রীরাধারমণ নামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঐ আবেশে তিনি ডুবে আছেন। শুইয়ে রাখা হয়েছে। সেই অবস্থাতেই শুয়ে শুয়ে লাফিয়ে উঠছেন যেন ঘরের কড়িকাঠ ছুঁয়ে ফেলেন। বাবাজী মশাই তার নিকট এসে বুকে হাত দিয়ে কাণে কি বলে স্থির করলেন। যখন রাত্রি আট্‌টা তখন সকলের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসেছে। সারাদিন যে ঠাকুরের ভোগ হয়নি. রান্না যে কিছুই হয়নি—এদিকে লক্ষ্য পড়ল। তখন রান্নাঘর পরিষ্কার ক'রে রসা অন্ন রান্না ক'রে ঠাকুরের ভোগ লাগান হ'ল এবং প্রসাদ সেবা হ'ল। টোলের সুবিখ্যাত পণ্ডিত, ছাত্রদের মুখে বাবাজী মশাইয়ের কথা শুনে বাবাজী মশাইর কীর্ত্তন শুনতে এলেন। কীর্ত্তন শুনে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এঁর কোয়ালিফিকেশন কি?

একদিন রাজার দুই ছেলে এসে বাবাজী মশাইকে রাজমহলে নিয়ে গেলেন। রাণীমা প্রভৃতি দর্শন ক'রলেন। বাবাজী মশাই প্রতিদিন চন্দন পুকুরে স্নান ক'রে দুর্গাচরণ দাসের বাড়ীতে

* তারা অফিস থেকে না বলে চলে গেল দেখে—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইন্দ্রমণি মহান্তি রেগে সকলকে সাসপেণ্ড করবার ঠিক করলে। পরদিন সকালে অফিসে এলে ইনি কারো সহিত কথাবার্ত্তা বল্লেন না। সকলের মধ্যে একটু ভয় হ'ল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রমণিবাবু বাবাজী মশাইর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এসে তার মন ফিরে গেল। তিনি বলে দিলেন "যে কয়েকদিন বাবাজী মশাই থাকবেন তোমাদের ছুটি রইলো। তোমাদের না আসবার জন্ম কিছু করা হবে না। ইন্দ্রমণিবাবু মন্ত্র নেন নি।

ঠাকুরের কাছে দণ্ডবৎ ক'রে ফিরে আসেন। দুর্গাচরণ দাসের "গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" সেবা ছিল। বাবাজী মশাই একদিন বল্‌লেন "নিতাই গৌরাঙ্গের" সেবা আমাদের মধ্যে আছে। "গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা আমাদের নাই।" এ ইঙ্গিত পেয়ে দুর্গাবাবু নিতাই-গৌরাঙ্গের সেবা বসান।" একদিন হাসতে হাসতে বাবাজী মশাই বল্লেন "ওর (দুর্গাচরণ বাবুর) নাম পাল্টে দাও। ওনাম পুরাণো স্মৃতি জাগিয়ে দেয়।" (বাবার পিতার নাম ৺দুর্গাচরণ গুপ্ত) তখন বাবাজী মশাইকে এর নাম রাখতে জেদ করা হ'লে বল্লেন—"এর নাম বৈষ্ণব চরণ দাস।"

তারপর একাদশী এল। অষ্টপ্রহর শ্রীনাম চলতে লাগলেন। পরদিন বাবাজী মশাই "রাজকনিকা" থেকে যাবেন। রাসবিহারী মঠের হরিদাস বাবাজী (হৃষীকেশ) বৈশাখ মাস হ'তে রাজকণিকায় এসে আছেন। রাধাশ্যাম বাবুর বাড়ীতে থাকেন। তাকে রাধাশ্যামবাবু দুর্গাচরণবাবু প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করেন বাবাজী মশাইকে কি দেওয়া হবে ?

তারকদাকে ধুতি-চাদর, সকল বাবাজীদের জন্য ডোর-কৌপীন-বহির্ব্বাস. বাবাজী মশায়কে চাদর এবং পরিধেয় দেবার কথা হ'ল। টাকাকড়ি সম্বন্ধে হরিদাস বাবাজী বল্লেন—'উনি টাকাকড়ি নেবেন না।' তখন কলিকাতা পর্য্যন্ত ভাড়া দিবার কথা হ'লে. হরিদাস বাবাজী বল্‌লেন — কটকের কৃষ্ণ পালিত প্রতিবারে কটক থেকে কলিকাতার ভাড়া দেয়। তোমরা কটক পর্য্যন্ত পৌঁছে দাও।

এ সব কথা হয়েছে। রাত্রে বাবাজী মশায় কীর্ত্তন ক'রলেন। কীর্ত্তনের শেষে বাবাজী মশাই যেমন বল্‌লেন—"আর কিছু চায় না ভিখারী, দয়া ক'রে নাম শোনাও।" তেমনি গাহিলেন। এঁরা তো কখনও এ রকম কীর্ত্তন শোনেন নি। মনে করলেন টাকাকড়ির কথাবার্ত্তা বোধ হয় বাবাজী মশাই বুঝতে পেরেছেন। এঁরা কিছু অপ্রতিভ হলেন।

পরদিন নগর কীর্ত্তন, দধিকাদা প্রভৃতি হয়ে গেল ? বাবুরা নিজের নিজের বাসায় গিয়েছেন। এ দিকে বাবাজী মশাই সদলে (প্রসাদ পেয়ে) হেঁটে হেঁটে চাঁদবালিতে গেলেন। এ খবর পেয়ে বাবুরা চাঁদবালিতে এসে দুঃখ করতে লাগলেন। গাড়ী ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। রাত্রি ৮টার সময় ষ্টিমার ছাড়ে. আর বাবা বৈকালে ষ্টিমার ঘাটে পৌঁছিলেন।

পরদিন সকাল বেলা কেন্দ্রাপাড়ায় নামলেন। চারদিন থাকা হ'ল। কটকে আসবার দিন—ষ্টিমার ছাড়বার সময় হয়েছে, বাবাজী মশায় শৌচ সেরে উপর ঘরে কাপড় ছাড়ছেন, এমন সময় প্রহ্লাদ চরণ পট্টনায়ক (পহিলি বাবু. কটক) মন্ত্র নিবার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকলে (বোধ হয় এ সময় অন্যত্র কোথাও ছিল) বাবাজী মশায় সেই অবস্থাতেই তাকে মন্ত্র দিলেন।

রাজকণিকা থেকে কেন্দ্রাপাড়া আসবার সময়ে ষ্টিমারে বাবা বসে কীর্ত্তন করছিলেন। এ কীর্ত্তনের মধ্যে উপদেশ ছিল এই যে,—"রাজকণিকায় অদ্ভুত ব্যাপারে কেউ যেন কর্ত্তা সেজ না, নিতাইচাঁদের খেলা।"

২৭শে বৈশাখ ১৩৫৪ সমাজবাড়ী নবদ্বীপ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবা বারান্দায় বসে আছেন, "হরিবোল কুটীরের" হরিদাসদাদা (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচয়িতা) জিজ্ঞাস করছেন—'প্রসাদ' ও 'চরণামৃত' এক সঙ্গে পাওয়া যায় কি না ? শাস্ত্রে আছে 'চরণামৃত' পেয়ে প্রসাদ পেলে বেশী ফল হয়।"

বাবা—"সরকার ঠাকুরের উৎসবের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে—মহান্ত সকলে প্রসাদ পেতে বসেছেন, পূজারী চরণামৃত হাতে হাতে দিয়ে গেলেন, তারপর প্রসাদ সেবা আরম্ভ হলেন।"

হরিদাস দাদা—"চরণামৃত পাওয়ার পর মুখ ধোওয়ার কথা নেই তো ? কি ক'রে হয় ?"

বাবা—এ তো একজনেরই 'চরণ' ও 'মুখ' তাতে আর বিশেষ আপত্তি কি ?

হরিদাস দাদা—নাম সর্ব্বশক্তিমান্, মন্ত্রের প্রয়োজন কি ?

বাবা—নাম সর্ব্বশক্তিমান্, তবে মন্ত্রের মধ্যে নাম থাকায় মন্ত্র ও শক্তিমান্। নামকে বাদ দিয়ে মন্ত্রের কোনও শক্তি নেই। আবার "মন্ত্র" কোন একটি বিশেষ সময়ের জন্য মাত্র। সাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট স্তরে প্রয়োজনীয় ; কিন্তু নাম সদা সর্ব্বদা আছেন।

হরিদাস দাদা—মন্ত্র যে কাজ সাধন করেন নাম কি তা করতে পারেন না ?

বাবা—হ্যাঁ পারেন ; নইলে সর্ব্বশক্তিমত্তায় ঘা পড়ে। যদি কোন একান্ত নাম-নিষ্ঠভক্ত 'নাম' ব্যতিরেকে অন্য কাকেও আশ্রয় করতে না চান, তবে "নাম" সে ক্ষেত্রে মন্ত্রেরও কাজ করেন। সাধারণতঃ মন্ত্রের দ্বারা নাম কোন কাজ সাধন করেন। যেমন কোনও স্বাধীন রাজা সব করতে পারেন কিন্তু কতকগুলি কাজ মন্ত্রীর উপর ছেড়ে দেন এবং বিশেষ কোন ঠেকা না প'ড়লে রাজা স্বয়ং মন্ত্রীর কাজ ক'রতে চান না, বা করেন না। মন্ত্রী রাজার ইঙ্গিত মত কাজ করেন—এও সেইরূপ।

হরিদাস দাদা—মন্ত্র কি কাজ সাধন করেন ? বাবা—মন্ত্র ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক ; প্রীতি রাজ্যে মন্ত্রের কোন স্থান নেই, যতদিন না সম্বন্ধ জাগে ততদিন মন্ত্র কাজ করতে পারেন। মন্ত্র জানিয়ে দেন যে ইষ্টবস্তু সর্ব্বেশ্বর। মন্ত্রের সাহায্যে ইষ্টের সর্ব্বেশ্বরত্বের বিশ্বাস আসে। তারপর যখন সম্বন্ধ রাজ্যের সীমানায় আসবার সময় হয়, তখন মন্ত্র বিদায় নেন। নাম সদাসর্ব্বদা আছেন। মন্ত্রের কার্য্যকরী শক্তি যেখানে শেষ হন—সেখানে "নাম"। 'প্রবর্ত্তক', 'সাধক' অবস্থায় "নাম" 'সিদ্ধ' অবস্থায়ও "নাম"। নাম সদাসর্ব্বদা আছেন। এমন কি লীলাতেও নামীরা পর্য্যন্তও 'নাম' করেন। আবার মন্ত্র করতে হ'লে স্নানাদি ক'রতে হয়, কিন্তু নাম এত শক্তিমান্ যে শুদ্ধা শুদ্ধির বিচার না ক'রে ফল প্রদান করেন।

হরিদাস দাদা—প্রভু জগদ্বন্ধু কি মন্ত্রকে তান্ত্রিকতারূপে ও কলিযুগে অনুপযোগী ব'লে সাব্যস্ত ক'রেছিলেন ?

বাবা—কী জানি বাবা। তা যদি হ'তো তবে তিনি নিজে মন্ত্র লিখে দিতেন না। রঘুনন্দন প্রভুর ঘরে ও সিতিকণ্ঠ গোস্বামীর ঘরে প্রভুর শ্রীহস্তের লেখা "মন্ত্র" আছে। আমি যখন বদরপুরে বাদল বিশ্বাসের বাড়ীতে রাধাষ্টমীর সময় গিয়েছিলাম, তখন বন্ধু বললেন—"বড় কৃপা, সুযোগ পেলে ছেড়ো না।"

সিদ্ধ অবস্থায় 'যে মন্ত্র জপ' থাকে না, তার প্রমাণ স্বরূপে রামহরি দাস বাবাজী মহাশয়ের শুধু "গোরা" নাম করবার কথা বল্‌লেন।

এ হ'তে নিষ্ঠার কথা এলো। যাঁর নিষ্ঠা হয়েছে—তিনি নিতাইকে গদাধরকে বিরোধী রূপে দেখতে পারেন না। যাঁদের নিষ্ঠা হয়নি তাঁরাই ঐরূপ গোলমাল করেন। হরিমোহন শিরোমণি প্রভু তখন পাবনায় প্রকট আছেন। নোয়াখালির কামিনীবাবু নিতাই-গৌর-প্রতিষ্ঠার সময় আমায় ডেকেছিলেন। আমি বল্‌লাম "শিরোমণি প্রভু এখনও আছেন, তাঁকে ডেকে, প্রতিষ্ঠাদি করান, আমি সময় মত হাজির হব।" শিরোমণি প্রভুর শরীর অসুস্থ ছেলে রাখাল ঠাকুরকে পাঠিয়েছেন। কীর্ত্তনে বসেছি, কীর্ত্তন করতে করতে 'নিতাই" সর্ব্বোচ্চ আসন নিয়ে নিয়েছেন, হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখি রাখাল ঠাকুর সামনে বসে আছেন, "গদাধরের" নাম পর্য্যন্ত করা হয়নি। এঁর মনে তো ধাক্কা লাগবে! কী করি,—তখন এসে গেলেন "নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে, একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে" ইত্যাদি। তখন রাখাল ঠাকুর আনন্দের পাথারে ভেসে গেলেন।

হরিদাস দাদা—একসময়ে নিত্যানন্দ গদাধর নিয়ে মহামুস্কিলে পড়ে ছিলাম। শিরোমণি প্রভু গদাধর পক্ষে কথা ক'ন আর জয় নিতাই (দেবেন চক্রবর্ত্তী) নিতাইর পক্ষে কথা ক'ন। আমি তো মাঝখানে পড়ে অপরাধী হওয়ার মতো অবস্থায় পড়েছি। হরিবোলকে (গিরিধারী) জানালে, হরিবোল উপদেশ দিলেন, রজে গড়াগড়ি দিয়ে পড়ে থাক, মহাপ্রভু যদি কৃপা ক'রে কিছু জানান"—তাই করলাম, রাত্রে কিছু কৃপার ইঙ্গিত পেলাম—তার পরদিন সকালে শিরোমণি প্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতে যেতে বল্‌লাম -- 'গত রাত্রে এরূপ ইঙ্গিত পেয়েছি।" তখন শিরোমণি বল্‌লেন, 'নিতাই', গদাই' এক জিনিষ,—ডাইনে আর বামে, গদাধরকে কেউ স্বীকার করতে চায় না বলে, আমি সে পক্ষে চাপ দিয়েছিলাম।

বাবা—নবদ্বীপে তিন যুগল। মূল আশ্রয় তত্ত্ব তিন স্বরূপে সুখ দিচ্ছেন। এসব কথা বাগবাজারের নগেন কবিরাজের স্ফূর্ত্তি পেয়েছে। এই বলিয়া বাবা হরিদাস দাদাকে "কবিরাজ দাদার খাতা" পড়িতে দিলেন। কবিরাজদাদার উক্ত খাতা হইতে, "প্রেমের দায়" শীর্ষক শ্রীগুরুকৃপার দানের বিশেষ অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মাধুরিমা,
কৈছন সুখে তিঁহ ভোর।

এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিবে না পাইয়া ওর ॥
ভাবিয়া দেখিলা মনে, রাধার স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।
(তাই) রাধাভাব কান্তি ধরি, রাধাপ্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করল উদয় ॥"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

* * *

ভাব কান্তি ধরি, কৃষ্ণ গৌরহরি,
আসিলা নদীয়াপুরে ;
বহু চেষ্টা তবু, নারে সাস্বাদিতে,
সে ভোগ অনেক দূরে।
কৃষ্ণ নামে গোরা, কাঁদিতে কাঁদিতে,
প্রেমাবেশে মাতোয়ায়া ;
রাধাপ্রেম তবে, মূরতি ধরিয়া,
(বিষ্ণু) প্রিয়ারূপে দিল ধরা।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, এ নব যুগল,
রাধাপ্রেম আস্বাদিতে ;
সে প্রেম মাধুরী, প্রিয় গদাধর,
মাধুরী সম্ভোগ দিতে।
দ্বিতীয় যুগল, গৌর গদাধর,
মাধুরী স্বরূপ ধরি ;
শ্রীরাধা-মাধুরী, প্রিয় গদাধর,
কৃষ্ণচন্দ্র স্বরূপ ধরি ॥
রাধার সে সুখ, ধরিলা স্বরূপ,
নিত্যানন্দ নাম মোর ;
সদা প্রেমোন্মত্ত, আপনা না জানে,
গৌরাঙ্গ-প্রেমেতে ভোর।
তৃতীয় বাসনা, স্বরূপ ধরিয়া,
সদা অবধূত সাজে ;

যাঁহার মিলনে, সর্ব্ব সুখ ভোগ,
নিত্যানন্দ রূপে রাজে।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌর-গদাধর,
নিতাই-গৌরাঙ্গ তিন ;
এ তিন যুগলে, সে তিন বাসনা,
পূরিল বাড়িল ঋণ ॥"

—দীন কবিরাজ।

পুনরায় প্রসঙ্গক্রমে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" নামের কথা উঠিল।

বাবা ধূলোটের সময় নবদ্বীপ এলে ফরিদপুরের ঠাকুর, মালার ঝোলা, করতাল ইত্যাদি কিনে নিয়ে যে'তে ব'ল্‌তেন। ফরিদপুরের মেলায় খোল পাওয়া যেত। পাবনার ওপার হ'তে খোল বিক্রয়ের জন্য আসত। নবদ্বীপে "গৌরগোপাল-আখড়ায়" 'নিত্যা' নামে এক বুড়ী মখ্‌মলের মালার ঝোলা তৈয়ার করত। তার চারিদিকে চার রকম লেখা থাকত—জয় নিত্যানন্দ রাম, জয় গৌরধাম! জয় রাধে শ্যাম, জয় হরে কৃষ্ণ রাম। পরে যখন 'নাম' নিয়ে বিচার উঠল,—তখন আমার মনে পড়ল, এ নাম তো নূতন নয়। নিত্যা বুড়ীর ঝোলায় লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিলেন—তখন লক্ষ্য করিনি।

রতন—এ বুড়ী কি রাই মাতা?

বাবা—তোরা সব গোলমাল করে ফেলছিস্। এ গৌরগোপাল-আখড়ার এক বুড়ী। ঐ আখ্‌ড়ার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁর উপর ছিল। তিনি সুবর্ণ বণিকের ঘরের সম্বন্ধ ধ'রতেন, তাই এই আখ্‌ড়ায় যতো সব সুবর্ণ বণিক এসে থাকতেন। এ আখ্‌ড়াতে পূর্ণিমার আগে থেকে নাম আরম্ভ হ'তো এবং মাঘী পূর্ণিমায় ধূলোট হ'তো। তারপরে অন্যান্য আখ্‌ড়ায় ধূলোট বেরুতো।

—:০:—

সমাপ্ত